



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
January 2021

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে, এই জন্য কাম মহাশত্রুর উপর জয় প্রাপ্ত করতে হবে, কামজিৎ জগতজিৎ হতে হবে”

***প্রশ্ন:-** নিজের প্রত্যেক কর্ম-ব্যবহারের দ্বারা কিসের সাক্ষাৎকার সবাইকে করাতে পারে ?

***উত্তর:-** আমি হংস নাকি বক ? এটা প্রত্যেকে নিজের কর্ম-ব্যবহারের দ্বারা সবাইকে সাক্ষাৎকার করাতে পারে। কেননা হংস কখনও কাউকে দুঃখ দেয় না। বক দুঃখ দেয়, সে হল বিকারী। বাচ্চারা, তোমরা এখন বক থেকে হংস হয়েছ। তোমাদের, পরশ বুদ্ধিযুক্ত বাচ্চাদের কর্তব্য হল সবাইকে পরশবুদ্ধির বানানো।

ওম্ শান্তি । যখন ওম্ শান্তি বলা হয় তখন নিজের স্বধর্ম মনে পড়ে যায়। ঘরের কথা স্মরণে আসে। কিন্তু ঘরে তো বসে থাকাও ঠিক নয়। বাবার বাচ্চা হয়েছে তো অবশ্যই নিজের স্বর্গকেও মনে করতে হয়। তাই ওম্ শান্তি বলার সাথে সাথে এই সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যায়। আমি হলাম শান্ত স্বরূপ আত্মা, শান্তির সাগর বাবার বাচ্চা। যে বাবা স্বর্গ স্থাপন করছেন সেই বাবা-ই আমাদেরকে পবিত্র শান্ত স্বরূপ বানাচ্ছেন। মুখ্য কথাই হল পবিত্রতার। দুনিয়াই পবিত্র আর অপবিত্র হয়ে থাকে। পবিত্র দুনিয়ায় একটিও বিকারী থাকে না। অপবিত্র দুনিয়াতে ৫ বিকার আছে, এইজন্য বলা যায় বিকারী দুনিয়া। সেটা হল নির্বিকারী দুনিয়া। নির্বিকারী দুনিয়ার থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পুনরায় নিচে বিকারী দুনিয়াতে আসে। সেটা হল পবিত্র দুনিয়া, আর এটা হল পতিত দুনিয়া। সেটা হল দিন, সুখ। এটা হল উদ্ভ্রান্ত হওয়ার রাত। এমনিতে তো রাত্রে কেউ উদব্রান্ত হয় না। কিন্তু ভক্তিকে ‘উদ্ভ্রান্ত হওয়া’ বলা যায়।

বাচ্চারা তোমরা এখন এখানে এসেছ সন্নতি প্রাপ্ত করার জন্য। তোমাদের এই আত্মার মধ্যে সমস্ত পাপ ছিল, ৫ বিকার ছিল। তাদের মধ্যেও মুখ্য হল কাম বিকার। যার দ্বারাই মানুষ পাপ আত্মা হয়। এটা তো প্রত্যেকেই জানে যে, আমরা হলাম পতিত আর পাপাত্মাও। এক কাম বিকারে কারণে সব কোয়ালিফিকেশন নষ্ট হয়ে যায়, এইজন্য বাবা বলছেন কামকে জয় করো, তাহলেই তোমরা জগতজিৎ অর্থাৎ নতুন বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। তাই তোমাদের মধ্যে এতটাই খুশি থাকা চাই। মানুষ পতিত হয়ে যায়, তাই কিছুই বুঝতে পারে না। বাবা বোঝাচ্ছেন কোনও বিকার যেন না থাকে। মুখ্য হল কাম বিকার, এর উপরই অনেক হাঙ্গামা হয়ে থাকে। ঘরে ঘরে কত অশান্তি, হাহাকার হয়ে যায়। এই সময় দুনিয়াতে এত হাহাকার কেন ? কেননা পাপাত্মারা আছে। বিকারের কারণেই অসুর বলা হয়। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এই সময় দুনিয়াতে কোনও কাজের জিনিস নেই। শুকনো জিনিসে আগুন লাগবে। যা-কিছু এই চোখ দিয়ে দেখা যায় সবকিছুতেই আগুন লেগে যাবে। আত্মাতে তো আগুন লাগতে পারে না। আত্মা তো সর্বদাই যেন ইনসিওর আছে। সর্বদাই জীবিত থাকে। আত্মাকে কখনও ইনসিওর করাতে হয় কি ? শরীরের ইনসিওর করানো হয়। কিন্তু আত্মা হল অবিনাশী। বাচ্চাদেরকে বোঝানো বোঝানো হয়েছে যে - এটাই হলো খেলা। আত্মা তো উপরে থাকে, পাঁচ তস্তের থেকে একদম আলাদা। পাঁচ তস্তের থেকে সমগ্র দুনিয়ার সামগ্রী তৈরি হয়। কিন্তু আত্মা তৈরি হয় না। আত্মা সর্বত্র বিরাজমান। কেবলমাত্র পূণ্য আত্মা পাপাত্মা হয়ে থাকে। আত্মার উপরেই নাম দেওয়া হয় - পূণ্য আত্মা পাপ আত্মা। পাঁচ বিকারের কারণে সবাই কত নোংরা হয়ে গেছে। এখন বাবা এসেছেন পাপ থেকে মুক্ত করতে। বিকারই সমস্ত ক্যারেক্টার নষ্ট করে দেয়। ক্যারেক্টার কাকে বলা যায়, এটাও বোঝেনা। এটাই হল উঁচুর থেকেও উঁচু আধ্যাত্মিক গভর্নেন্ট। পান্ডব গভর্নেন্ট না বলে তোমরা ঈশ্বরীয় গভর্নেন্ট বলতে পারো। তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় গভর্নেন্ট। ঈশ্বরীয় গভর্নেন্ট কি করে ? আত্মাদেরকে পবিত্র বানিয়ে দেবতার তৈরী

করে। না হলে তো দেবতা কোথা থেকে আসবে ? এটা তো কেউই জানে না, এরাও তো মানুষ, কিন্তু দেবতা কিভাবে হয়েছিলেন, কে বানিয়ে ছিলেন ? দেবতা তো হয়েই থাকে স্বর্গতে। তো তাদেরকে স্বর্গবাসী কে বানিয়েছেন ? স্বর্গবাসী পুনরায় অবশ্যই নরকবাসী হয়, পুনরায় স্বর্গবাসী। এটাও তোমরা জানতে না তো অন্যরা কিভাবে জানবে! এখন তোমরা বুঝেছ যে ড্রামা তৈরি হয়েই আছে, এত সবাই হলো অভিনেতা অভিনেত্রী। এসমস্ত কথা বুদ্ধিতে থাকা চাই। পড়া তো বুদ্ধিতে থাকতেই হবে, তাইনা ! আর পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে। পতিত হওয়া খুবই খারাপ কথা। আত্মাই পতিত হয়ে থাকে। এক পরস্পরের থেকে পতিত হয়। পতিতদেরকে পবিত্র বানানো - এটাই হলো তোমাদের ধান্দা। পবিত্র হও তাহলে পবিত্র দুনিয়াতে চলে যাবে। এই আত্মা বুঝতে পারে। আত্মা না থাকলে তো শরীরও থাকে না, কোনো সাড়া পাওয়া যাবে না। আত্মা জানে যে আমরা আসলে পবিত্র দুনিয়ার বাসিন্দা। এখন বাবা আমাদের বুঝিয়েছেন যে তোমরা একদমই অবুঝ ছিলে, এইজন্য পতিত দুনিয়ার যোগ্য হয়ে গেছো। বর্তমানে যতক্ষণ না তোমরা পবিত্র হও ততক্ষণ স্বর্গের যোগ্য হতে পারবে না। স্বর্গের উপহারও সম্মেই দেওয়া হয়। সেখানে খোড়াই স্বর্গের উপহার দেওয়া যাবে! এই সম্ময়ুগেই তোমাদের সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। পবিত্র হওয়ার হাতিয়ার প্রাপ্ত হয়। একজনকেই বলা যায় - পতিত পাবন বাবা, আমাদেরকে এইরকম পবিত্র বানাও। ইনি স্বর্গের মালিক ছিলেন তাই না! তোমরা জানো যে, আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম, পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়ে গেছি। শ্যাম আর সুন্দর, ঐনার নামও এইরকম রাখা হয়েছে। কৃষ্ণের চিত্র শ্যাম বানিয়ে দেয়, কিন্তু অর্থ খোড়াই বুঝতে পারে! কৃষ্ণের বিষয়েও তোমরা কত পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারো। এর মধ্যেই দুটি দুনিয়া দেখিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে তো দুটো দুনিয়া হয় না। দুনিয়া তো একটাই। সেটাই নতুন আর পুরানো হয়। প্রথমে ছোটো বাচ্চা নতুন হয়, তারপর বড় হয়ে ধীরে ধীরে বুড়ো হয়ে যায়। তো তোমরা বোঝানোর জন্য অনেক চিন্তা ভাবনা করতে থাকো, নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছো তাই না। লক্ষ্মী-নারায়ণও বুঝতে পেরেছিল তাই না। বোঝার কারণে কত মিষ্টি হয়ে গেছে। কে বুঝিয়েছেন ? ভগবান। লড়াই ইত্যাদির তো কোনও কথাই নেই। ভগবান হলেন বোঝাদার, নলেজফুল। কত পবিত্র! শিবের চিত্রের সামনে গিয়ে সবাই নমস্কার জানায় কিন্তু তিনি কে, কি করেন, এসব কেউই জানে না। শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা... ব্যস কেবল বলতে থাকে। অর্থ কিছুই বোঝানা। বোঝাতে গেলে তারা বলবে, তুমি আর কি আমাদেরকে বোঝাবে। আমরা তো বেদ-শাস্ত্রাদি সব পড়েছি। কিন্তু রাম রাজ্য কাকে বলা যায়, এটাও কেউ জানে না। রামরাজ্য সত্যযুগ নতুন দুনিয়াকে বলা যায়। তোমাদের মধ্যেও নম্বরে ক্রমানুসারে আছে, যাদের ধারণা হয়। কেউ তো ভুলেও যায়। কেননা একদমই পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছে। তাই এখন যে পরশবুদ্ধি হয়েছে তার কাজ হল অন্যদেরকেও পরশবুদ্ধি বানানো। পাথরবুদ্ধিদের কর্ম-ব্যবহার সেরকমই চলতে থাকবে, কেননা হংস আর বক হয়ে গেছে তাই না। হংস কখনও কাউকে দুঃখ দেয় না। বক দুঃখ দেয়। কেউ কেউ আছে যাদের চাল-চলনই বকের মতো, তার মধ্যে সব বিকার থাকে। এখানেও এইরকম অনেক বিকারীই এসে যায়, যাদেরকে অসুর বলা যায়। পরিচয় দেয় না। অনেক সেন্টারেই বিকারী আসে, অজুহাত দেখায়, আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, কিন্তু সবই মিথ্যা। একে বলাই যায় মিথ্যা দুনিয়া। সেই নতুন দুনিয়া হল সত্য দুনিয়া। এখন হল সম্ময়। কত পার্থক্য থাকে। যারা মিথ্যা কথা বলে, অসত্য কাজ করে, তারা থার্ড গ্রেড হয়। ফার্স্ট গ্রেড, সেকেন্ড গ্রেড তো হয়ে থাকে, তাই না।

বাবা বলছেন যে পবিত্রতার সম্পূর্ণ প্রমাণ দিতে হবে। কেউ তো বলে যে এরা দুজন একসাথে থেকে পবিত্র থাকবে এটা অসম্ভব ব্যাপার। তখন বাচ্চাদেরকে বোঝাতে হবে। যোগবল না হওয়ার কারণে এত সহজ কথাও সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনা। তাদেরকে এই কথা কেউ বোঝায় না যে এখানে আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন। তিনি বলেন যে পবিত্র হলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। সেটা হল পবিত্র দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়াতে পতিত কেউ থাকতে পারেনা। ৫ বিকারই থাকেনা। সেটা হল নির্বিকারী দুনিয়া। এটা হল বিকারী দুনিয়া। এখন আমাদের সত্যযুগের রাজধানী প্রাপ্ত হচ্ছে তাই আমরা একজন্মের জন্য কেন পবিত্র থাকব না! খুব জোরদার লটারি প্রাপ্ত হয় আমাদের। তাই খুশি হয়। দেবী-দেবতার হলে

পবিত্র, তাই না! অপবিত্র থেকে পবিত্রও বাবা-ই তৈরি করেন। তাই বলতে হবে যে এটা হল আমাদের প্রলোভন। বাবা-ই এই রকম তৈরি করেন। বাবা ছাড়া তো নতুন দুনিয়া কেউ তৈরি করতে পারে না। মানুষ থেকে দেবতা বানাতে ভগবানই আসেন, যাকে রাত্রি বলা হয়। এটাও বোঝানো হয়েছে যে জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। জ্ঞান আর ভক্তি অর্ধেক অর্ধেক হয়। ভক্তির পরেই আসে বৈরাগ্য। এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে, এই শরীর রূপী কাপড় ত্যাগ করতে হবে। এই নোংরা দুনিয়াতে আর থাকা উচিত নয়। ৮৪ জন্মের চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ভায়া শান্তিধাম যেতে হবে। প্রথমে প্রথমে আল্ফ-এর (বাবা) কথা যেন ভুলে যেওনা। এটাও বাচ্চারা বুঝে গেছে যে, এই পুরানা দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেছেন। বাবা অনেকবার এসেছেন স্বর্গের স্থাপনা করার জন্য। নরকের বিনাশ হয়ে যাবে। নরক অনেক বড় কিন্তু স্বর্গ হল অনেক ছোট। নতুন দুনিয়াতে একটাই ধর্ম হয়ে থাকে। এখানে তো অনেক ধর্ম। এক ধর্মের স্থাপন কে করেছেন? ব্রহ্মা তো করেননি। ব্রহ্মাই পতিত থেকে পুনরায় পবিত্র হয়। আমার জন্য তো বলা হয়না যে পতিত থেকে পবিত্র। পবিত্রতা আছে তাই লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম আছে। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত। ইনি হলেন প্রজাপিতা, তাইনা! শিব বাবাকে অনাদি ক্রিয়েটর বলা যায়। অনাদি অক্ষর বাবার জন্য। বাবা অনাদি তো আত্মারাও হল অনাদি। এই খেলাও হল অনাদি। পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা। স্ব আত্মার সৃষ্টিচক্রের আদি মধ্য অন্ত এবং সময় কালের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞান কে দিয়েছেন? বাবা। তোমরা ২১ জন্মের জন্য ধনবান হয়ে যাও। পুনরায় রাবণের রাজ্যে তোমরা নিধন হয়ে যাও। এখান থেকেই ক্যারেক্টার খারাপ হতে থাকে, বিকার আছে, তাই না। বাকি দুটো দুনিয়া নেই। মানুষ তো আবার মনে করে যে নরক আর স্বর্গ সব একসাথেই যায়। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে কত ক্রিয়ার ভাবে বোঝানো হয়েছে। এখন তোমরা হলে গুপ্ত। শাস্ত্রতে তো কত কিছু লিখে দিয়েছে। শূদ্ররা অজ্ঞানরূপী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাবা ছাড়া কেউই তাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না। তারাই আহ্বান করে - আমরা কোনও কাজের নয়, এসে আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে আমাদের চরিত্রকে শোধরাও। তোমাদের ক্যারেক্টার কত শুধরে যায়। কারোর তো আবার ক্যারেক্টার শোধরানোর পরিবর্তে আরো খারাপ হয়ে যায়। চাল-চলনের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়। আজ মহারথী হংস বলে পরিচয় দেয় তো কাল বক হয়ে যায়। দেরি লাগেনা। মায়াও হল গুপ্ত তাই না! ক্রোধকে কি কখনও দেখা যায়! ভুঁ- ভুঁ করতে থাকে, তারপর বাইরে বেরোলেই তাকে দেখা যায়। তারপর আশ্চর্যবৎ শুনন্তি... কথন্তি ভাগন্তি হয়ে যায়। অনেকেই ভেঙে পড়ে। একদম পাথর হয়ে যায়। ইন্দ্রপ্রস্থের তো কথা আছে, তাইনা! বোঝা তো সবই যায়! এইরকমদের তো সভাতে আসা উচিত নয়। অল্প একটু জ্ঞান শুনেছে তো স্বর্গেতে এসেই যায়। জ্ঞানের বিনাশ হয় না।

এখন বাবা বলছেন যে - তোমাদেরকে পুরুষার্থ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে হবে। যদি বিকারে যাও তাহলে পদভ্রষ্ট করে দেবে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হবে তারপর বৈশ্যবংশী, শূদ্র বংশী। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে এই চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়। তারা তো কলিযুগের আয়ু চল্লিশ হাজার বছর বলে দিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে তো নীচে নামতেই হয়, তাই না। ৪০ হাজার বছর হলে তো অনেক মানুষ হয়ে যাবে। ৫ হাজার বছরেই এত মানুষ যে খাবার জন্য কিছু পায় না। তো এত হাজার বছরে কত বৃদ্ধি হয়ে যাবে। তাই বাবা এসে ধৈর্য ধরতে বলছেন। পতিত মানুষদেরকে তো লড়তেই হবে। তাদের বুদ্ধি এদিকে আসবেই না। এখন তোমাদের বুদ্ধি দেখো কত পরিবর্তিত হয়ে গেছে তথাপি মায়া অবশ্যই ধোঁকা দেয়। ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা। কোনও ইচ্ছা করেছো, তো গেছ। এক পয়সার মূল্য হয়ে যায়। ভালো ভালো মহারথীদেরকেও মায়া কখনও কখনও কোন না কোন প্রকারে ধোঁকা দিতে থাকে। পুনরায় সে আর বাবার হৃদয়ে স্থান পায় না। যেরকম মা-বাবার হৃদয়ে স্থান পায় না। এমনও কিছু বাচ্চা থাকে যারা বাবাকেও শেষ করে দেয়। পরিবারকে শেষ করে দেয়। তারা হল মহান পাপ আত্মা। রাবণ কি করে দেয়! এটা হল অত্যন্ত নোংরা দুনিয়া। এর সাথে কখনও বুদ্ধিযোগ যুক্ত ক'রো না। পবিত্র হওয়ার জন্য অনেক সাহস চাই। বিশ্বের বাদশাহীর প্রাইজ প্রাপ্ত করার জন্য মুখ্য হল পবিত্রতা এইজন্য বাবাকে বলে যে এসে পাবন বানাও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) মায়ার ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হতে হবে। এই নোংরা দুনিয়াতে বুদ্ধির যোগ যুক্ত করো না।

২) পবিত্রতার সম্পূর্ণ প্রমাণ দিতে হবে। সবথেকে উঁচু ক্যারেক্টারই হল পবিত্রতা। নিজেকে শোধরানোর জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ- নিজের একাগ্র স্বরূপ দ্বারা সূক্ষ্ম শক্তির লীলা গুলিকে অনুভবকারী অন্তর্মুখী ভব একাগ্রতার আধার হল অন্তর্মুখিতা। যে অন্তর্মুখী থাকে, সে অন্তরে অন্তরে সূক্ষ্ম শক্তিগুলির লীলাকে অনুভব কর। আত্মাদেরকে আহ্বান করা, আত্মাদের সাথে আত্মিক বার্তালাপ করা, আত্মাদের স্বভাব সংস্কার পরিবর্তন করা, বাবার সাথে কানেকশন জুড়ে দেওয়া - এই রকম আত্মাদের দুনিয়াতে আত্মিক সেবা করার জন্য একাগ্রতার শক্তিকে বৃদ্ধি করো, এর দ্বারা সকল প্রকারের বিঘ্ন স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- সর্ব প্রাপ্তিগুলিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে বিশ্বের স্টেজে প্রত্যক্ষ হওয়াই হল প্রত্যক্ষতার আধার।

বিশেষ নোট :- এই জানুয়ারি মাস হল মিষ্টি সাকার বাবার স্মৃতির মাস, নিজেকে সমর্থ বানানোর জন্য বিশেষ অন্তর্মুখী হয়ে সূক্ষ্ম শক্তিগুলির লীলাকে অনুভব করতে হবে। সম্পূর্ণ মাস নিজের অব্যক্ত স্থিতিতে থাকতে হবে। মন আর মুখের মৌনতা বজায় রাখতে হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার শ্রীমতের রিগার্ড (সম্মান) রাখার অর্থ হল মুরলী কখনো মিস্ না করা, প্রতিটি আদেশ পালন করা"

***প্রশ্ন:-** বাচ্চারা, কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করে সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন আছো ? তবে তোমাদের কোন্ আওয়াজ স্বপ্রতিভ ভাবে দেওয়া উচিত ?

***উত্তর:-** বলো-- অধীর অপেক্ষায় ছিলাম ব্রহ্মের উর্ধ্বে যিনি থাকেন তাঁকে পাওয়ার, তাঁকে পেয়ে গেছি, তাছাড়া আর কি চাই। যা পাওয়ার ছিলো পেয়ে গেছি। তোমাদের অর্থাৎ ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের কোনো ব্যাপারে আর আগ্রহ নেই। বাবা তোমাদের আপন করেছেন, তোমাদের মাথায় মুকুট রেখেছেন, তবে কোন ব্যাপারে আর পরোয়া করার আছে!

ওম্ শান্তি । বাবা বোঝান, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকবে যে বাবা হলেন - বাবাও, টিচারও, সুপ্রিম গুরুও, এইটা অবশ্যই যেন স্মরণে থাকে। এই স্মরণ কেউ কখনো শেখাতে পারে না। একমাত্র বাবা প্রতি কল্পে এসে শেখান। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবনও। এটা এখন বুঝতে পারা যায়, যখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়। বাচ্চারা বুঝতে তো পারে কিন্তু বাবাকেই ভুলে যায়, তবে টিচার গুরু আবার স্মরণে আসবে কীভাবে! মায়া হলো খুবই প্রবল, যার তিন রূপের মহিমা থাকা সত্ত্বেও তিনকেই ভুলিয়ে দেয়, এতটাই সর্বশক্তিমান। বাচ্চারাও লেখে, বাবা আমি ভুলে যাই। মায়া এমন প্রবল। ড্রামা অনুসারে হলো খুবই সহজ। বাচ্চারা মনে করে এইরকম কেউ কখনো হতে পারে না। তিনিই হলেন বাবা, টিচার, সঙ্গুরু-- সত্যি-সত্যিই, এতে গল্প-কথা ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। অন্তর থেকে বোঝার ব্যাপার ! কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। মায়া বলে, আমি পরাজয় স্বীকার করে নিলে তবে প্রতি পদে অত্যাধিক লাভ(কদম কদমে পদম্) হবে কীভাবে ! দেবতাদেরই পদম্ অর্থাৎ পায়ের চিহ্ন দেওয়া হয়। সকলেরটা তো দিতে পারা যায় না। এটা হলো ঈশ্বর প্রদত্ত পাঠ, মানুষের না। এই পাঠ কখনো মানুষ প্রদত্ত হতে পারে না। যদিও দেবতাদের মহিমা করা হয় তবুও কিন্তু উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলেন একমাত্র বাবা। এছাড়া ওঁনার (ব্রহ্মা বাবার) আর কৃতিত্ব কি আছে, আজ ব্যবসায়িক আসন আগামীকাল রাজত্বের আসন। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো ওইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার। তোমরা জানো যে এই পুরুষার্থতেই অনেকে ফেল করে। পড়াশুনা তারাই করবে যারা কল্প পূর্বে পাশ করেছিলো। বাস্তবে জ্ঞান তো হলো খুবই সহজ, কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। বাবা বলেন নিজের চার্ট লেখো কিন্তু লিখতে পারে না। কতো আর বসে লিখবে। যদি লেখে তখন তবে বুঝতে পারবে যে বড়জোর দুই ঘন্টা স্মরণে ছিলাম। সেটাও তারাই বুঝতে পারবে, যারা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলবে। বাবা তো বোঝেন এই বেচারাদের লজ্জা বোধ হয় । না হলে তো শ্রীমতকে বাস্তবায়িত করা উচিত। কিন্তু দুই পার্সেন্টই সাকুল্যে চার্ট লেখে। বাচ্চাদের শ্রীমতের রিগার্ড অতোটা নেই। মুরলী পাওয়া সত্ত্বেও পড়ে না। মনে অবশ্যই লাগে-- বাবা তো বলেন সত্যিই, আমরা মুরলীই পড়ি না তো বাকি আর সকলকে কি বোঝাবো?

(স্মরণের যাত্রা) ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, এটা তো বাচ্চারা বরাবর বুঝতে পারে যে আমরা হলাম আত্মা, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। আর কি বলেন ? আমাদের স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। এতে বাবাও এসে গেলেন, পাঠ আর পাঠ করাতে যিনি পড়াচ্ছেন তিনিও এসে গেলেন। সঙ্গতি দাতাও এসে গেলেন। সামান্য শব্দে সমস্ত জ্ঞান এসে যায়। এখানে তোমরা আসোই রিভাইজ (পুনরাবৃত্তি) করার জন্য। বাবাও এটাই বোঝান, কারণ তোমরা নিজেরাই বলো যে আমরা ভুলে যাই। এইজন্য এখানে আসেনই রিভাইজ করানোর জন্য। যদি কেউ এখানে থাকেও

তবুও রিভাইজ হয় না। ভাগ্যে নেই। অনুপ্রেরণা একমাত্র বাবাই দিতে পারেন। এই অনুপ্রেরণা একমাত্র বাবা দেন। এতে কাউকেই বেশী খাতির করা হয় না। না হলো স্পেশাল পড়াশুনা করানো হয়। টিচার জানে যে এরা হলো ডাল্ (নিম্নেজ), তাই ওদের স্কলারশিপের যোগ্য করে তুলতেই হবে। এই বাবা এইরকম করেন না। ইনি তো এক রকম ভাবে সবাইকে পড়ান। সেটা হলো টিচারের এক্সট্রা পুরুষার্থ করানো। ইনি তো এক্সট্রা পুরুষার্থ কাউকে আলাদা করে করান না। এক্সট্রা পুরুষার্থ মানেই হলো মাস্টার কিছু কৃপা করেন। এইরকম তো যদি পয়সা নেয়, বিশেষ টাইম দিয়ে পড়ায় যাতে সে বেশী পড়াশুনা করে হুঁশিয়ার হয়। এক্ষেত্রে তো বেশী কিছু পড়ার ব্যাপারই নেই। এঁনার তো কথাই নেই। একটাই মহামন্ত্র প্রদান করেন-"মনমনাভব"। স্মরণের ফলে কি হয়, এটা তো বুঝতে পারো একমাত্র বাবা হলেন পতিত-পাবন। জানো যে ওঁনাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের জ্ঞান আছে, যত স্মরণ করবে ততোই পবিত্র হবে। কম স্মরণ করলে কম পবিত্র হবে। এটা ত

বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থের উপর। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করলে আমরা এমন লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারবো। তাদের মহিমা তো প্রত্যেকেই জানে। বলেও যে আপনি হলেন পুণ্য আত্মা, আমি পাপ আত্মা। অনেক মন্দির তৈরী হয়ে আছে। সেখানে সবাই যায় কি করতে? দর্শনে তো লাভ কিছু নেই। একে অপরকে দেখে চলে যায়। ব্যাস, দর্শন করতে যায়। অমুকে যাত্রায় যাচ্ছে, আমিও যাবো। এতে কি হবে? কিছুই না। বাচ্চারা, তোমরাও যাত্রা করেছে। যেসকল আর সব উৎসব পালন করা হয়, সেইরকম যাত্রাও হলো এক উৎসব মনে করা হয়। এখন তোমরা স্মরণের যাত্রাকেও এক উৎসব বলে মনে করো। তোমরা স্মরণের যাত্রাতে থাকো। কেবল একটাই শব্দ "মনমনাভব"। তোমাদের এই যাত্রা হলো অনাদি। তারাও বলে- এই যাত্রা আমরা অনাদি কাল ধরে করে আসছি। কিন্তু তোমরা এখন জ্ঞান সহযোগে বলো আমরা প্রতি কল্পে এই যাত্রা করি। বাবা এসেই এই যাত্রা শেখান। সেই চার ধাম জন্ম বাই জন্ম যাত্রা করে। এটা তো অসীম জগতের পিতা বলেন--আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এইরকম তো আর কেউ কখনো বলে না যে স্মরণের ফলে তোমরা পবিত্র হবে। মানুষ তীর্থ যাত্রায় গেলে তখন সেই সময় পবিত্র থাকে, আজকাল তো সেখানেও কলুষতা এসে গেছে, পবিত্র থাকে না। এই আত্মিক যাত্রার কথা তো কারোর জানাই নেই। তোমাদের এখন বাবা বলেছেন - এই স্মরণের যাত্রা হলো সত্যিকারের। সেই যাত্রায় তারা পরিক্রমায় বের হয়, তবুও যেমনকার তেমনই থাকে। চক্র কাটতেই থাকে। যেমন ভাস্কোডাগামা পৃথিবীর পরিক্রমা করেছিল। সেটাও তো চক্র পরিক্রমা করা না! গানও আছে -- চারদিকে ঘুরে বেড়ালাম... তবুও সর্বক্ষণ রয়ে গেলাম দূরে দূরেই। ভক্তিমার্গে তো কিছু প্রাপ্তি হতে পারে না। ভগবান প্রাপ্তি কারোরই হয় না। ভগবানের থেকে দূরেই থাকে। পরিক্রমা করে আবার বাড়ী এসে ৫ বিকারে ফেঁসে যায়। সেই সব যাত্রা গুলি হল মিথ্যা। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যখন কি না বাবা এসেছেন। একদিন সবাই জেনে যাবে বাবা এসেছেন। ভগবান শেষ পর্যন্ত প্রাপ্ত হবে, কিন্তু কি ভাবে? এটা তো কেউ জানে না। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এটা তো জানে যে আমরা শ্রীমতের আধারে ভারতকে আবার স্বর্গে পরিণত করছি। ভারতেরই নাম তোমরা করবে। ওই সময় আর কোনো ধর্ম হয় না। সমগ্র বিশ্ব পবিত্র হয়ে যায়। এখন তো অনেক ধর্ম আছে। বাবা এসে তোমাদের সমগ্র বৃক্ষের নলেজ শোনান। তোমাদের মনে করিয়ে দেন। তোমরাই সেই দেবতা ছিলে, তারপর আবার ক্ষত্রিয়, সেই তোমরাই বৈশ্য, তারপর শূদ্র হও। এখন সেই তোমরাই ব্রাহ্মণ হয়েছে। এই আমিই সেই এর অর্থ বাবা কতো সহজে বোঝান। ওম্ অর্থাৎ আমি আত্মা আবার আমি আত্মা ওই রকম চক্র আবর্তন করি। তারা তো বলে দেয় আমি যে আত্মা সেই পরমাত্মা, পরমাত্মাই হলো সেই আত্মা। একজনও নেই যার আমিই সেই এর অর্থ জানা আছে। বাবা তাই বলেন, এই যে মন্ত্র আছে এটা সর্বক্ষণ স্মরণে রাখা উচিত। চক্র বুদ্ধিতে না থাকলে তবে চক্রবর্তী রাজা হবে কীভাবে? এখন আমরা এই আত্মারা হলাম ব্রাহ্মণ, আবার সেই আমরাই দেবতা হবো। এটা তোমরা যে কাউকেই জিজ্ঞাসা করো, কেউ বলতে পারবে না। তারা তো ৮৪ জন্মের অর্থও বোঝে না। ভারতের উত্থান আর পতন এর কথা

প্রচলিত আছে। এটা ঠিক আছে। সত্যপ্রধান, সত্যো, রজো, তমো, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী... এখন বাচ্চারা, তোমরা সব বুঝতে পেরে গেছো। বীজরূপ বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তিনি এই চক্রে আসেন না। এইরকম নয় যে আমরা জীব আত্মাই পরমাত্মা হয়ে যাই। না, বাবা নিজের সমান নলেজফুল করে তোলেন। নিজের সমান গড় করেন না। এই কথাটা খুবই ভালো করে বুঝতে হবে, তবে বুদ্ধিতে চক্র আবর্তিত হতে পারবে, যার নাম স্বদর্শন চক্র রাখা হয়েছে। তোমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো-- আমরা কীভাবে এই ৮৪ র চক্রে আসি। এতে সব কিছু এসে যায়। সময় এসে যায়, বর্ণও এসে যায়, বংশতালিকাও এসে যায়।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই সমগ্র জ্ঞান থাকা উচিত। নলেজ থেকেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়। নলেজ থাকলে অন্যান্যদেরও দিতে পারবে। এখানে তোমাদের কোনো পেপার ইত্যাদি ভরানো হয় না। লৌকিক স্কুলে যখন পরীক্ষা হয় তো পেপার্স বিলেত থেকে আসে (তৎকালীন সময়ে আসতো)। যারা বিলেতে পড়ে তাদের তো সেখানেই রেজাল্ট বের হবে। ওদের মধ্যেও কেউ বড় এডুকেশন অথরিটি হবে যারা সেই পেপার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। তোমাদের পেপার্স এর নিরীক্ষণ কে করবে? তোমরা নিজেরাই করবে। যেইরকম চাইবে নিজেকে সেই রকম তৈরী করো। যে পদ প্রাপ্ত করতে চাও পুরুষার্থের দ্বারা বাবার থেকে প্রাপ্ত করো। প্রদর্শনী ইত্যাদিতে জিজ্ঞাসা করে না যে -- কি তৈরী হবে? দেবতা হবে, ব্যারিস্টার হবে... কী হবে? বাবাকে যত স্মরণ করবে, সার্ভিস করবে ততোই ফল প্রাপ্ত হবে। যারা ভালো ভাবে বাবাকে স্মরণ করে তারা মনে করে আমাদের সার্ভিসও করতে হবে। প্রজা তৈরী করতে হবে যে! এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তাই সেখানে সব কিছু দরকার। সেখানে উপদেষ্টা থাকে না। উপদেষ্টার দরকার তাদের হয় যাদের বুদ্ধি কম হয়। তোমাদের ওখানে নির্দেশের দরকার থাকে না। বাবার কাছে নির্দেশ নিতে আসে-- স্থূল ব্যাপারের নির্দেশ নেয়, টাকা পয়সার কী কী করবে? ব্যবসা বা আজকর্ম কীভাবে কী করবে? বাবা বলেন, এই দুনিয়ার পার্থিব কথা বাবার কাছে এনো না। হ্যাঁ, কোথাও যাতে কেউ মুশরু না পড়ে, তাই কিছু না কিছু সহায়ক হয়ে বলে দেন। আমার তো এটা কাজ নয়। আমার তো হলো ঈশ্বরীয় ধান্ডা-তোমাদের রাস্তা বলে দেওয়ার। তোমরা বিশ্বের মালিক হবে কি করে? তোমাদের শ্রীমত প্রাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া সব হলো আসুরিক মত। সত্যযুগে বলা হবে শ্রীমত। কলিযুগে আসুরিক মত। সেটা হলোই সুখধাম। সেখানে এরকমও বলবে না সন্তুষ্ট তো? খুশীতে আছো তো? শরীর ঠিক আছে? এই সব শব্দ সেখানে থাকে না। এ'সব এখানে জিজ্ঞাসা করা হয়। কোনো কষ্ট নেই তো? খুশী তো? সন্তুষ্ট তো? এতেও অনেক কথা এসে যায়। সেখানে দুঃখ থাকেই না, যে জিজ্ঞাসা করা হবে। এটা হলোই দুঃখের দুনিয়া। বাস্তবে তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না। যদিও মায়া নীচে নামিয়ে দিতে থাকে, তবুও তো আমরা বাবাকে পেয়েছি যে! তোমরা বলবে- কি! তোমরা খুশীতে আছো কিনা ভালো আছি কিনা জিজ্ঞাসা করো! আমরা হলাম ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের কি এত খুশী-প্রসন্নতার কথা জিজ্ঞাসা করো! একটাই বাসনা ছিলো ব্রহ্মের উর্ধ্বে যিনি থাকেন সেই বাবাকে পাওয়ার, তাঁকে পেয়ে গেছি, আবার কিসের চিন্তা! এটা সব সময় স্মরণ করা উচিত -- আমি কার বাচ্চা! বুদ্ধিতে এই জ্ঞানও আছে যে- যখন আমরা পবিত্র হয়ে যাবো তখন আবার লড়াই শুরু হয়ে যাবে। তাই যখনই কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে তোমরা সন্তুষ্ট-খুশী আছো? তখন বলো আমরা তো সব সময়ই সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন। অসুখও যদি হয় তবুও বাবার স্মরণে থাকি। তোমরা স্বর্গের চেয়েও বেশী এখানে সন্তুষ্ট-প্রসন্ন থাকো। স্বর্গের বাদশাহী প্রদানকারী বাবাকে যখন পাওয়া হয়ে গেছে, যিনি আমাদের এতটা যোগ্য তৈরী করছেন তবে আমাদের আর চিন্তা কিসের থাকে! ঈশ্বরের বাচ্চাদের কি আর চিন্তা! সেখানে দেবতাদেরও পরোয়া নেই। দেবতাদের উপর তো আছেন ঈশ্বর। তো ঈশ্বরের বাচ্চাদের কি আর উদ্বিগ্ন হতে পারে! বাবা আমাদের পড়ান। বাবা হলেন আমাদের টিচার, সঙ্গুরু। বাবা আমাদের মাথায় মুকুট রাখছেন, আমরা মুকুটধারী হয়ে উঠছি। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমাদের কীভাবে বিশ্বের তাজ প্রাপ্ত হয়। বাবা মুকুট নিজে রাখেন না। তোমরা এটাও জানো সত্যযুগে বাবা নিজের মুকুট তাঁর বাচ্চাদের উপর রাখেন, যাকে

ইংরাজিতে বলে ক্রাউন প্রিন্স। এখানে যতক্ষণ বাবার মুকুট বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ বাচ্চাদের মনে উৎকর্ষ থাকে, পিতার মৃত্যু হলে তবে মুকুট মাথার বসবে। ততক্ষণ প্রত্যাশা থাকে প্রিন্স থেকে মহারাজা হবে হবো। সেখানে তো এইরকম কথাই হয় না। নিজের সময় মতো রীতি অনুযায়ী বাবা বাচ্চাদের মুকুট দিয়ে আবার সরে যান। সেখানে বাণপ্রস্থের কথাই ওঠে না। বাচ্চাদের মহল ইত্যাদি তৈরী করে দেয়, সব আশা পূর্ণ হয়ে যায়। তোমরা বুঝতে পারো সত্যযুগে হলো সুখ আর সুখ। প্র্যাকটিক্যাল সুখ তখনই প্রাপ্ত করবে যখন সেখানে যাবে। সেটা তো তোমরাই জানো, স্বর্গে কি হবে ? এক শরীর ত্যাগ করে তারপর কোথায় যাবে ? বাবা এখন তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল পড়াচ্ছেন। তোমরা জানো যে আমরা সত্যি-সত্যিই স্বর্গে যাবো। তারা তো বলে দেয় আমরা স্বর্গে যাই, জানেও না স্বর্গ কাকে বলে। জন্ম-জন্মান্তর এই অজ্ঞানতার কথা শুনে এসেছে, এখন বাবা তোমাদের সত্যি কথা শোনাচ্ছেন। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সর্বদা সন্তুষ্ট আর খুশী থাকার জন্যে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। অধ্যয়নের দ্বারা নিজের উপর রাজস্বের মুকুট রাখতে হবে।

২) শ্রীমতের আধারে ভারতকে স্বর্গ করে তোলার সেবা করতে হবে। সর্বদা শ্রীমতের রিগার্ড (সম্মান) রাখতে হবে।

বরদানঃ- কানেকশন আর রিলেশনের দ্বারা মনের শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখতে পাওয়া সূক্ষ্ম সেবাধারী ভব
যেমন বাণীর শক্তি বা কর্মের শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়, সেইরকম সবথেকে পাওয়ারফুল সাইলেন্স শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখার জন্যে বাপদাদার সাথে নিরন্তর ক্লীয়ার কানেকশন আর রিলেশন থাকতে হবে, একেই বলা হয় যোগবল । এইরকম যোগবল সম্পন্ন আত্মারা স্থূল ভাবে দূরে থাকা আত্মাদেরকে সম্মুখের অনুভব করতে পারে। আত্মাদের আহ্বান করে তাদের পরিবর্তন করতে পারে। এটাই হলো সূক্ষ্ম সেবা, এর জন্যে একাগ্রতার শক্তিকে বৃদ্ধি করো।

স্লোগানঃ- নিজের সমস্ত ধন-ভান্ডারকে সফলকারীই হল মহাদানী আত্মা।

"ব্রাহ্মণ জীবনের সুখ - সন্তুষ্টতা এবং প্রসন্নতা"

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের তাঁর অতি আদরের, হারানিধি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যে বিশেষ ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব সম্পন্ন বাচ্চাদেরকে দেখছেন। আজ অমৃতবেলায় বাপদাদা সর্ব কুলভূষণ বাচ্চাদের মধ্যে থেকে সেই সব বিশেষ আত্মাদেরকে নির্বাচন করছিলেন যারা সদা সন্তুষ্টতার দ্বারা নিজেরাও সদা সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং অন্যদেরকেও সন্তুষ্টতার অনুভূতি তাদের দৃষ্টি, বৃত্তি আর কৃতির দ্বারা সদা করিয়ে আসছেন। তো আজ এইরূপ সন্তুষ্টমণিদের মালা গাঁথছিলেন, যারা সদা সংকল্পে, সংগঠনের সম্বন্ধে, সম্পর্কে, কর্মে সন্তুষ্টতার গোন্ডেন পুষ্প দ্বারা নিজদের উপরে বর্ষণের অনুভব করেন আর সকলের প্রতি সন্তুষ্টতার গোন্ডেন পুষ্পের বরিষণকে সদাই অনুভব করতে থাকেন। এইরূপ সন্তুষ্ট আত্মা চারিদিকে কতিপয়ই দৃষ্টি গোচর হয়। মালা বেশী বড় তৈরী হয়নি, ছোট মালাই। বাপদাদা বারবার সন্তুষ্টমণিদের মালাটিকে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছিলেন। কেননা এইরূপ সন্তুষ্টমণিরাই বাপদাদার গলার মালা হয়ে থাকে, রাজ্য অধিকারী হয়ে থাকে এবং ভক্তদের কাছে জপমালা হয়ে থাকে।

বাপদাদা আরও বাচ্চাদেরকেও দেখছিলেন যারা কখনো সন্তুষ্ট আবার কখনো সংকল্পমাত্র অসন্তুষ্টতার ছায়ার মধ্যে চলে যায় আবার তারপর বেরিয়েও যায়, ফেসে যায় না। তৃতীয় বাচ্চারা কখনো সংকল্পের অসন্তুষ্টতা, কখনো নিজেই নিজের প্রতি অসন্তুষ্টতা, কখনো পরিস্থিতি সঙ্কুলতার দ্বারা অসন্তুষ্টতা, কখনো নিজের মনের অস্থিরতার দ্বারা অসন্তুষ্টতা আবার কখনো ছোট ছোট বিষয়ে অসন্তুষ্টতার অনুভব - এই রকম চক্রাবর্তে চলতে থাকে, বের হতে থাকে তারপর ফেসে যেতে থাকে। এমন মালাও দেখেছেন। তাই তিনটি মালা তৈরী হয়েছে। মণি তো সকলেই কিন্তু সন্তুষ্টমণিদের ঝলক আর অন্য দুই প্রকারের মণিদের ঝলক কেমন হবে, সে তো তোমরাও জানতে পারো। ব্রহ্মা বাবা বার বার তিনটি মালাকে দেখতে দেখতে উৎফুল্লও হচ্ছিলেন, সাথে সাথে এটাও চেষ্টা করছিলেন যে, দ্বিতীয় নম্বরের মালার মণিরা প্রথম মালাতে যাতে এসে যায়। দু'জনের মধ্যে আন্তরিক বার্তালাপ (রুহ-রুহান) চলছিল। কেননা দ্বিতীয় মালার কোনো কোনো মণি খুব সামান্যই অসন্তুষ্টতার ছায়ামাত্রও থাকার কারণে প্রথম মালার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে, একে পরিবর্তন করে যেভাবেই হোক প্রথম মালাতে নিয়ে নেবেন। এক একজনের গুণ, বিশেষত্ব, সেবা - সব কিছুকে সামনে নিয়ে এসে বারে বারে এটাই বলছিলেন, একে প্রথম মালাতে নিয়ে নিই। এই রকম ২৫ - ৩০ কাছের মণিরা ছিলেন, যাদের উপরে ব্রহ্মা বাবার বিশেষ রুহ-রুহান চলছিল। ব্রহ্মা বাবা বললেন - প্রথম নম্বরের মালাতে এই মণিদেরকেও নিলে ভালো হয়। কিন্তু তারপরই ওনার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। নিজেই বললেন, বাবা এদেরকে অবশ্যই প্রথমটিতে এনেই দেখাবেন। তো এইরূপ বিশেষ মণিরাও ছিলেন।

এইরূপ অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা চলবার সময় একটি বিষয় বেরিয়ে এল, অসন্তুষ্টতার বিশেষ কারণ কী? সঙ্গমযুগের বিশেষ বরদানই যেখানে সন্তুষ্টতা, তা সত্ত্বেও বরদান প্রাপ্ত বরদানী আত্মারা দ্বিতীয় নম্বরের মালাতে কেন চলে আসছেন? সন্তুষ্টতার বীজ হল সর্ব প্রাপ্তি। অসন্তুষ্টতার বীজ হল স্থূল অথবা সূক্ষ্ম অপ্রাপ্তি। যখন ব্রাহ্মণদের বিষয়ে প্রশস্তি রয়েছে - "অপ্রাপ্ত কোনো বস্তুই নেই ব্রাহ্মণদের খাজানাতে", বা ব্রাহ্মণদের জীবনে, তবে অসন্তুষ্টতা কেন? বরদাতা কি বরদান দেওয়ার ব্যাপারে কোনও প্রভেদ রেখেছেন নাকি যারা নিচ্ছে তারাই কোনো প্রভেদ করে নিচ্ছে, কী হচ্ছে? যখন বরদাতা, দাতার ভান্ডার ভরপুর, এতটাই ভরপুর যে তোমাদের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিমিত্ত আত্মাদের, যারা বহুদিন ধরে

ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেছো, তাদের ২১ জন্মের বংশাবলী এবং তাদের ভক্ত, ভক্তদেরও বংশাবলী, তারাও সেই সকল প্রাপ্তির আধারে চলতে থাকবে। এত বড় প্রাপ্তি, তবুও অসন্তুষ্টতা কেন ? অগাধ সম্পদ যখন সকলেরই প্রাপ্ত হয়েছে - এক'এর দ্বারা, একই রকম, একই সময়ে, একই বিধিতে। কিন্তু এই প্রাপ্ত হওয়া সম্পদকে সব সময় কাজে ব্যবহৃত করে না অর্থাৎ স্মৃতিতে রাখে না। মুখে খুশি হয় কিন্তু অন্তরে খুশি হয় না। মগজে খুশী রয়েছে কিন্তু হৃদয়ে খুশী নেই। কারণ কী ? প্রাপ্তি সমূহের সম্পদকে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে কাজে লাগায় না। স্মৃতিতে থাকে কিন্তু স্মৃতি স্বরূপ হয়ে ওঠে না। প্রাপ্তি অপারিসীমের কিন্তু তাকে কখনো কখনো সীমিত প্রাপ্তিতে পরিণত করে নেয়। সেই কারণে সীমিত অর্থাৎ অর্থাৎ অল্প কালের প্রাপ্তির ইচ্ছা, অপারিসীম প্রাপ্তির ফল স্বরূপ যে সদা সন্তুষ্টতার অনুভূতি হবে, তার থেকে বঞ্চিত করে দেয়। সীমিত প্রাপ্তি মনকে সীমিত করে দেয়। সেইজন্য অসন্তুষ্টতার অনুভব হয়। সেবাতে সীমা টেনে দেয়। কেননা সীমিত কিছুই ইচ্ছার ফল মনবঞ্চিত ফল প্রাপ্ত হয় না। সীমিত ইচ্ছার ফল স্বল্পকালের জন্য পূরণ করে থাকে। সেইজন্য এখনই সন্তুষ্টতা, পরক্ষণেই অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। সসীম অসীমের অনুভব করতে দেয় না। সেইজন্য বিশেষ ভাবে চেক করো যে, মনের অর্থাৎ নিজের সন্তুষ্টতা, সকলের সন্তুষ্টতা অনুভব হয় কী ?

সন্তুষ্টতার লক্ষণ - তারা মন থেকে, অন্তর থেকে, সকলের প্রতি, বাবার প্রতি, ডামার প্রতি সন্তুষ্ট হবে ; তাদের মন এবং তনে সর্বদা প্রসন্নতার ঢেউ দেখতে পাওয়া যাবে। যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন, তা সে হিসাব-নিকাশ মেটানোর জন্য কোনো আত্মা এসে উপস্থিত হোক, সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হোক না কেন, কিশ্বা শরীরের কর্মভোগই বারে বারে সামনে হাজির হতে থাকুক না কেন, কিন্তু সীমিত কামনার থেকে মুক্ত আত্মা সন্তুষ্টতার কারণে সদা প্রসন্নতার বলকে বলমলে উজ্জ্বল নক্ষত্রের রূপেই প্রতীয়মান হবে। প্রসন্নচিত্ত যে, সে কখনোই প্রশ্রুতি হতে না। প্রশ্রুত থাকলে প্রসন্ন হবে না। প্রশ্রুতিচিহ্নের লক্ষণ - তারা সর্বদা নিঃস্বার্থ আর সকলকে সদাই নির্দোষ অনুভব করবে ; অন্যদেরকে দোষারোপ করবে না - না ভাগ্যবিধাতার উপরে যে, আমার ভাগ্য কেন এমন বানিয়েছে, না ডামার উপরে যে, আমার ডামাতেই পার্ট এমন রয়েছে, না অন্যদের উপরে যে, অমূকের স্বভাব - সংস্কার এইরকম, না প্রকৃতির উপরে যে, প্রকৃতির বায়ুমন্ডল এই রকম, না শরীরের হিসাব-নিকাশের উপরে যে, আমার শরীরই এই রকম। প্রশ্রুতিচিহ্ন অর্থাৎ সদা নিঃস্বার্থ, নির্দোষ বৃত্তি - দৃষ্টির। তো সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব হল 'সন্তুষ্টতা' আর সন্তুষ্টতার লক্ষণ হল - 'প্রসন্নতা'। এটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ প্রাপ্তি। সন্তুষ্টতা নেই, প্রসন্নতা নেই তো ব্রাহ্মণ হওয়ার কোনো লাভ নেই। ব্রাহ্মণ জীবনের সুখই তো হল সন্তুষ্টতা, প্রসন্নতা। ব্রাহ্মণ জীবন হল আর তার সুখ পাওয়া হল না, তবে তো নামেই ব্রাহ্মণ হলে, প্রাপ্তি স্বরূপ ব্রাহ্মণ হল কী ? তো বাপদাদা সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে এই স্মৃতিই স্মরণ করিয়েছেন - "ব্রাহ্মণ হয়েছি, অহো ভাগ্য !" ব্রাহ্মণ জীবনের উত্তরাধিকার, প্রপাটি হল 'সন্তুষ্টতা'। আর ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি হল 'প্রসন্নতা'। এই অনুভব থেকে কখনোই বঞ্চিত থেকে যেও না। অধিকারী তোমরা। যখন দাতা, বরদাতা উদার হৃদয়ে প্রাপ্তির খাজানা দিচ্ছেন, দিয়ে দিয়েছেন তবে খুব করে তোমাদের প্রপাটি আর পার্সোনালিটিকে অনুভবে নিয়ে এসো, অন্যদেরকেও অনুভাবী বানাও। বুঝতে পেরেছো ? প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, কোন্ নম্বরের মালাতে আমি ? মালাতে তো রয়েছেই কিন্তু কোন্ নম্বরের মালাতে রয়েছি আমি। আচ্ছা।

আজ রাজস্থান আর ইউ. পি. গ্রুপ রয়েছে। রাজস্থান অর্থাৎ রাজার সংস্কার রয়েছে তাদের। প্রতিটি সংকল্পে, স্বরূপে রাজার সংস্কার প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসে যারা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেখাবে। একেই বলা হয় রাজস্থান নিবাসী। তোমরা তাই না ! কখনো প্রজা হয়ে তো যাও না ! বশীভূত যদি হয়ে যাও তবে প্রজা বলা হবে, মালিক হলে রাজা। তবে এমন না হয় কখনো রাজা কখনো প্রজা। সর্বদা রাজার সংস্কার স্বতঃতই যেন স্মৃতি স্বরূপে হয়ে যায়। এইরূপ রাজস্থান নিবাসী বাচ্চাদেরই মাহাত্ম্য। রাজাকে সকলে উঁচু নজরেই দেখবে আর স্থান রাজাকে উচ্চই দেবে। রাজা সর্বদা সিংহাসনেই বসবে, প্রজা সর্বদা

নীচে। রাজস্থানের রাজার সংস্কারের আত্মারা অর্থাৎ সদা উচ্চ স্থিতির স্থানে থাকা। এইরকম হয়ে গেছো নাকি হচ্ছে ? হয়েছে এবং সম্পন্ন হতেই হবে। রাজস্থানের মহিমা কম নয়। স্থাপনার হেড কোয়ার্টারই তো হল রাজস্থানে। তাহলে উঁচু হয়ে গেলে না ! নামের কারণেও উচ্চ, কর্মের দিক থেকেও উচ্চ। এইরকম রাজস্থানের বাচ্চারা নিজেদের গৃহে পৌঁছে গেছে। বুঝতে পেরেছো ?

ইউ. পি. র ভূমি বিশেষ পবিত্র ভূমি হিসেবে বিখ্যাত। পবিত্র বানানো ভক্তিমাগের গঙ্গা নদীও সেখানে রয়েছে আর ভক্তির দিক থেকে কৃষ্ণের জন্মভূমিও তো ইউ. পি. তেই। ভূমির মহিমা অনেক। কৃষ্ণ লীলা, জন্মভূমি দেখতে হলে তো ইউ. পি. তেই যাবে সকলে। তো ইউ. পি. বাসীদের বিশেষত্ব রয়েছে। সর্বদা পবিত্র হয়ে আর পবিত্র বানানোর বিশেষত্ব সম্পন্ন তোমরা। যেমন বাবার মহিমা হল পতিত পাবন...ইউ. পি. বাসীদের মহিমা হল তারা হল বাবার সমান। তোমরা হলে পতিত পাবনী আত্মা। তোমাদের ভাগ্য নক্ষত্র ঝলমল করছে। এমন ভাগ্যবান স্থান আর স্মৃতি দুই এরই মহিমা রয়েছে। "সদা পবিত্র" - এ হল স্থিতির মহিমা। তো এমন ভাগ্যবান নিজেকে মনে করো ? সর্বদা নিজের ভাগ্যকে দেখে প্রফুল্লিত হয়ে নিজেও সদা প্রফুল্লিত আর অন্যদেরকেও প্রফুল্লিত বানাতে থাকো। কেননা প্রফুল্লিত আনন স্বতঃতই আকর্ষণ মূর্তি হয়ে থাকে। যেমন স্থূল নদী নিজের দিকে আকৃষ্ট করে না ! যাত্রী তার আকর্ষণে ছুটে যায়। তার জন্য যত কষ্টই সহিতে হোক না কেন, তবুও পবিত্র হওয়ার আকর্ষণ আকৃষ্ট করতে থাকে। তো এই পবিত্র বানানোর কাজের যাদুকর ইউ. পি. তে আছে। এই রকমই প্রফুল্লিত আর আকর্ষণ মূর্তি হতে হবে। বুঝতে পেরেছো ?

তৃতীয় গ্রুপ ডবল বিদেশীদেরও রয়েছে। ডবল বিদেশী অর্থাৎ সদা বিদেশী বাবাকে আকৃষ্টকারী, কেননা সমান যে। বাবাও বিদেশী, তোমরাও হলে বিদেশী। সমগোত্রীয় সব সময় প্রিয়ই মনে হয়। মা - বাবার থেকে ফ্রেন্ডস বেশী প্রিয় মনে হয়। তো ডবল বিদেশী বাবা সমান সদা এই দেহ আর দেহের আকর্ষণের থেকে উর্ধ্ব বিদেশী, অশরীরী আর অব্যক্ত হয়ে থাকে। তো বাবা নিজ সম অশরীরী, অব্যক্ত স্থিতি সম্পন্ন বাচ্চাদেরকে দেখে উৎফুল্ল হন। রেস'ও (প্রতিযোগিতা) ভালোই করছে। সেবাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপায় আর ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির (বিধি) সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার রেস খুব ভালোই করছে। বিধিও (সঠিক পদ্ধতি) ঠিক মতো গ্রহণ করছে আর বৃদ্ধিও করে যাচ্ছে। সেইজন্য বাপদাদা চতুর্দিকের ডবল বিদেশী বাচ্চাদেরকে সেবার অভিনন্দন দিচ্ছেন আর নিজের বৃদ্ধির বিষয়ে স্মরণও করছেন। স্ব এর উল্লতিতে সদা উড়ন্ত কলার দ্বারা উড়তে থাকো। স্ব উল্লতি আর সেবার উল্লতির ব্যালেন্সের দ্বারা সদা বাবার রেসিংয়ের অধিকারী তোমরা আর সর্বদা থাকবেও। আচ্ছা।

চতুর্থ গ্রুপ রইল মধুবন নিবাসী। তারা তো সদাই রয়েছে। যারা হৃদয়ে রয়েছে তারা চুলায় রয়েছে, যারা চুলায় রয়েছে (উনুনের পাশে যারা বসে তারা আগে খাবার খাওয়ার সুযোগ পায়) তারা বাবার হৃদয়ে রয়েছে অর্থাৎ সবার আগে বাবার থেকে সব কিছু পায়। সব থেকে বেশী বিধি সম্মতভাবে ব্রহ্মা ভোজনও মধুবনেই প্রস্তুত হয়। সবথেকে হারানিধিও মধুবন নিবাসীরাই। সব ফাংশনও মধুবনেই হয়। সবচেয়ে, ডায়রেক্ট মুরলীও সব থেকে বেশী মধুবনবাসীই শোনে। তো মধুবন নিবাসী হল সদা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী আত্মা। সেবাও অন্তর থেকে করে। সেইজন্য মধুবন নিবাসীদেরকে বাপদাদা এবং সকল ব্রাহ্মণের একেবারে মন থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতেই থাকে। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল বাপদাদার বিশেষ সন্তুষ্টমণিদেরকে বাপদাদার বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সূমন। তার সাথে সাথে সকল ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ জীবন প্রাপ্তকারী কোটির মধ্যে কেউ, তার মধ্যেও কতিপয় হারানিধি আত্মাদেরকে, বাপদাদার শুভ সংকল্পকে সম্পন্ন করতে সমর্থ আত্মাদেরকে, সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের প্রপাটির সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করতে সমর্থ আত্মাদেরকে বিধাতা আর বরদাতা বাপদাদার অনেক

অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন স্বীকার হোক।

"দাদী জানকী জী এবং দাদী চন্দ্রমণি জী সেবার উদ্দেশ্যে প্রস্থানের জন্য বাপদাদার কাছ থেকে অনুমতি নিচ্ছেন"

তোমরা যাচ্ছে নাকি সমায়িত হয়ে যাচ্ছে ? যাও কিম্বা আসো সদা যেন সমায়িত হয়েই রয়েছে। বাপদাদা অনন্য বাচ্চাদেরকে কখনোই নিজের থেকে আলাদা দেখেন না। তা সে আকারে হোক কিম্বা সাকারে সদা সাথেই রয়েছে। কেননা কেবলমাত্র মহাবীর বাচ্চারাই এই প্রতিজ্ঞা পালন করে যে, সব সময় সাথে থাকবো আর সাথে সাথেই যাব। খুব সামান্যই এই প্রতিজ্ঞা রাখে। সেইজন্য এইরকম মহাবীর বাচ্চারা হল অনন্য বাচ্চা, তারা যেখানেই যাবেন বাবাকে সাথে করে নিয়ে যান আর বাবা সর্বদা বতনেও তাদেরকে সাথে রাখেন। প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি তাদেরকে সঙ্গ দেন। সেইজন্য যাচ্ছে নাকি আসছে - কী বলবে ? সেইজন্যই বলা হল তোমরা যাচ্ছে নাকি বাবার সাথে সমায়িত হচ্ছে ? এইভাবেই সাথে থাকতে থাকতে (বাবার) সমান হয়ে সমায়িত হয়ে যাবে। পরমধাম গৃহে কিছু সময়ের জন্য রেস্ট করে তারপর একসাথে থাকবে। তারপর তোমরা রাজত্ব করবে আর বাবা উপর থেকে দেখবেন। কিন্তু বাবার সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য অনুভব করো। আচ্ছা।

(আজ বাবা, আপনি সত্যিই খুব বিস্ময়কর মালা বানিয়েছেন) তোমরাও তো মালা বানাও, তাই না ! তবে সেই মালা এখনও ছোট । এখন বড় মালা তৈরী হবে। এখন কিছু কিছু যারা কখনো কখনো বেহুশ হয়ে যাচ্ছে, কিছু কালের মধ্যেই প্রকৃতির বা সময়ের আওয়াজ তাদের হুশ ফিরিয়ে আনবে। তখন বড় মালা তৈরী হয়ে যাবে। আচ্ছা। তোমরা যেখানেই যাবে, বাবার বরদানী তো হয়েই আছে। তোমাদের পদক্ষেপের দ্বারা সকলের বাবার বরদান প্রাপ্ত হতে থাকবে । তোমাদের দেখলেও, তোমাদের দৃষ্টি থেকে বাবার বরদান নেবে। তোমরা যখন বলবে, তোমাদের বলা বাণী থেকে তারা বরদান নেবে, তোমাদের কর্ম থেকেও বরদানই নেবে। তোমরা চলতে ফিরতে বরদানের বর্ষা করবার জন্যই যাচ্ছে। এখন যে সকল আত্মারা আসছে তাদের বরদানের বা মহাদানেরই আবশ্যকতা রয়েছে। তোমাদের যাওয়া অর্থাৎ দিলখোলা ভাবে তাদের বাবার বরদান প্রাপ্ত হওয়া । আচ্ছা ।

বরদান:- বুদ্ধি রূপী চরণ দ্বারা এই পাঁচ তত্ত্বের আকর্ষণের উর্ধ্বে থাকা ফরিস্তা স্বরূপ ভব ফরিস্তাদেরকে সর্বদা আলোর কায়া দেখানো হয়। আলো বা প্রকাশের কায়ার যারা, তারা এই দেহের স্মৃতির থেকেও উর্ধ্বে থাকে। তাদের বুদ্ধি রূপী চরণ এই পাঁচ তত্ত্বের আকর্ষণের থেকে উচ্চে অর্থাৎ উর্ধ্বে হয়ে থাকে। এইরূপ ফরিস্তাদেরকে মায়া বা কোনো প্রকারের মায়াবী কিছুই চাট করতে পারে না। কিন্তু সেটা তখনই হবে, যখন কখনোই তারা কারোরই অধীন হবে না। শরীরেরও অধিকারী হয়ে চলা, মায়ারও অধিকারী হয়ে যাওয়া, লৌকিক বা অলৌকিক সম্বন্ধেরও অধীনতাতে না আসা।

স্লোগান:- শরীরকে দেখার অভ্যাস যদি থাকে, তবে লাইটের শরীরকে দেখো, লাইট রূপে স্থিত থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রতি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমতানুসারে চলতে থাকো, অদ্বিতীয় পিতার কাছ থেকেই শোনো তাহলে মায়া আঘাত করবে না"

*প্রশ্ন:- উচ্চপদ প্রাপ্ত করার আধার কি ?

*উত্তর:- উচ্চপদ প্রাপ্ত করার জন্য বাবার প্রতিটি ডায়রেকশন অনুযায়ী চলতে থাকো। বাবার ডায়রেকশন পেয়েছে এবং বাচ্চারা তা মেনে নিয়েছে। দ্বিতীয় কোনো সঙ্কল্পও যেন না আসে। ২) এই আধ্যাত্মিক সার্ভিসে তৎপর হয়ে যাও। তোমাদের আর কাউকে স্মরণে আনা উচিত নয়। তোমরা পুরানো দুনিয়ার থেকে থেকে মরে গেছো (মরজীবা), তাই দুনিয়াও তোমাদের কাছে মৃত হয়ে গেছে। এমন হলে তবেই উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে।

*গীত:- তোমায় পেয়ে আমরা আমরা সারা জগৎ পেয়ে গেছি.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা এই গান শুনেছে। এ'গান ভক্তিমার্গে গাওয়া হয়েছে। এইসময় বাবা এর রহস্য বোঝান। বাচ্চারাও বোঝে -- এখন আমরা বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। আমাদের সেই রাজ্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ভারতের রাজত্ব অনেকেই ছিনিয়ে নিয়েছিল, তাই না! মুসলিমরা ছিনিয়ে নিয়েছে, ইংরেজরা ছিনিয়ে নিয়েছে। বাস্তবে তো প্রথমে রাবণ ছিনিয়ে নিয়েছে, আসুরীয় মতানুসারে। এই যে বাঁদরের চিত্র বানানো হয় -- কুকথা শুনো না, কুদৃষ্টি দিও না..... এরও কোনো রহস্য রয়েছে, তাই না! বাবা বোঝান যে, একদিকে হলো রাবণের আসুরীক সম্প্রদায়, যারা বাবাকে জানে না। অপরদিকে হলো তোমরা বাচ্চারা। তোমরাও প্রথমে জানতে না। বাবা এঁনার উদ্দেশ্যও বলেন যে, ইনি অনেক ভক্তি করেছেন, এঁনার এ হলো অনেক জন্মেরও অন্তিম জন্ম। ইনিই পূর্বে পবিত্র ছিলেন, এখন পতিত হয়ে গেছেন। এঁনাকে আমি জানি। এখন তোমরা আর কারোর কথা শুনো না। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলি। হ্যাঁ, কখনো কেউ আত্মীয়-পরিজনাদিদের নিয়ে আসে তাহলে একটু বার্তালাপ করি। প্রথম কথা হলো পবিত্র হওয়া তবেই বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারবে। এখানকার নিয়ম অত্যন্ত কড়া। পূর্বে বলা হতো যে, ৭ দিনের ভাটীতে থাকতে হবে, আর কারোর স্মরণ যেন না আসে, না পত্রাদি লিখবে। যেখানেই থাকো না কেন, সারাদিন কিন্তু ভাটীতে থাকতে হবে। এখন তোমরা ভাটীতে পড়ে পুনরায় বাইরে বেরোও। কেউ-কেউ তো আশ্চর্য হয়ে শুনন্তি(শোনে), কহন্তি(বলে), ওহো! মায়ার কবলে পড়ে ভাগন্তি(চলে যায়) হয়ে গেছে। এ হলো অতি উঁচু লক্ষ্য। বাবার কথা মান্য করে না। বাবা বলেন -- তোমরা হলে বাণপ্রস্তু। তোমরা কেন শুধু-শুধুই আটকে রয়েছে। তোমরা এই আধ্যাত্মিক সেবায় মগ্ন হয়ে যাও। তোমাদের আর কারোর চিন্তা বুদ্ধিতে আসা উচিত নয়। তোমাদের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই এই দুনিয়াও তোমাদের কাছে মৃত অর্থাৎ মরজীবা হলেই তোমরা উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে। তোমাদের পুরুষাথর্ষি হলো -- নর থেকে নারায়ণ হওয়া। প্রতি পদক্ষেপে বাবার ডায়রেকশন অনুসারে চলতে হবে। কিন্তু এরজন্য সাহস চাই। এ শুধু কথার কথা নয়। মোহ-র জালও কম নয়, নষ্টোমোহ হতে হবে। আমার হলো একমাত্র শিববাবা, অন্য আর কেউ নয়। আমরা তো বাবার শরণাপন্ন হই। আমরা কখনো বিষ প্রদান করবো না। তোমরা যখন ঈশ্বরের দিকে আসো তখন মায়াও তোমাদের ছাড়ে না, সজোড়ে আছার দেয়। যেমন বৈদ্যরা বলে -- এই ওষুধে প্রথমে সব রোগ বাইরে বেরিয়ে আসবে(বেড়ে যাবে), ভয় পাবে না। এও সেরকমই। মায়া অত্যন্ত বিরক্ত করবে, বাণপ্রস্থ অবস্থাতেও বিকারের সঙ্কল্প নিয়ে আসবে। মোহ উৎপন্ন হয়ে যাবে। বাবা প্রথম থেকেই বলে দেন যে, এ'সব হবে। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন মায়ার এই বক্সিং চলতে থাকবে। মায়াও পালায়ান হয়ে

তোমাদের ছাড়বে না। এও ড্রামায় নির্ধারণ করা রয়েছে। আমি কি মায়াকে বলবো নাকি যে, বিকল্প(বিকারী,ব্যর্থ সঙ্কল্প) এনো না, না তা বলবো না। অনেকেই বলে বাবা কৃপা করো। আমি কি কারোর উপর কৃপা করবো, না তা করবো না। এখানে তোমাদের শ্রীমতে চলতে হবে। কৃপা করলে সকলেই তো মহারাজা হয়ে যাবে। নাটকে এরকমকিছু নেই। সকল ধর্মাবলম্বীরাই আসে। যারা অন্যান্য ধর্মে ট্রান্সফার হয়ে গেছে তারা বেরিয়ে আসবে। এখানে চারাগাছ রোপন করা হচ্ছে, এতে অত্যন্ত পরিশ্রম আছে। নতুন যারা আসে তাদের শুধু বলো যে, বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শিব ভগবানুবাচ। কৃষ্ণ কোনো ভগবান নয়। তিনি তো ৮৪ জন্মে(চক্রতে) আসেন। অনেক মত, অনেক কথা। এ'সব বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে হবে। আমরা অপবিত্র ছিলাম। এখন বাবা বলেন -- তোমরা পবিত্র কিভাবে হবে ? কল্প-পূর্বেও বলেছিলাম -- মামেকম্ স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা মনে করে দেহের সর্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে জীবিত থেকেও মৃতবৎ হয়ে যাও অর্থাৎ মরজীবা হও। আমায় অর্থাৎ অদ্বিতীয় পিতাকেই স্মরণ করো। আমি সকলের সঙ্গতি করতে এসেছি। ভারতবাসীরাই উচ্চ হয়, পুনরায় ৮৪-বার জন্ম গ্রহণ করে তাদের পতন ঘটে। বলো যে, তোমরা ভারতবাসীরাই এই দেবী-দেবতাদের পূজা করো। ইনি কে ? ইনি স্বর্গের মালিক ছিলেন, তাই না! এখন তিনি কোথায় ? ৮৪ জন্ম কে নেয় ? সত্যযুগে তো ঐনারাই দেবী-দেবতা ছিলেন। পুনরায় এখন মহাভারতের যুদ্ধের মাধ্যমে সকলের বিনাশ হবে। এখন সকলেই পতিত, তমোপ্রধান। আমিও ঐনার অনেক জন্মের অন্তিমেরে এসে প্রবেশ করি। ইনি সম্পূর্ণরূপে ভক্ত ছিলেন। নারায়ণের পূজা করতেন। ঐনার মধ্যেই প্রবেশ করে ঐনাকে নারায়ণে পরিনত করি। এখন তোমাদেরও পুরুষার্থ করতে হবে। এখন দৈবী রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। মালা তো তৈরী হয়, তাই না! উপরে হলো ফুল, তারপর মেরু-যুগল। ঐনারা শিববাবার একদম নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। জগৎপিতা ব্রহ্মা এবং জগদম্বা সরস্বতী। এখন তোমরা এই পুরুষার্থের মাধ্যমে বিষ্ণুপূরীর মালিক হয়ে যাও। প্রজারাও তো বলে, তাই না! -- ভারত আমাদের। তোমরাও জানো যে, আমরা বিশ্বের মালিক। আমরা রাজত্ব করবো, আর কোনো ধর্ম তখন থাকবেই না। এরকম বলবে না -- এ হলো আমাদের রাজত্ব, আর কোনো রাজত্ব থাকে না। এখানে অনেক (রাজত্ব) রয়েছে তাই আমার-তোমার(রেশারেশি) চলতেই থাকে। ওখানে এরকম কথাই নেই। তাই এখন বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, আর সবকিছু কথা ছেড়ে মামেকম্ স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এভাবে কেউই সম্মুখে বসে যোগ(নেষ্ঠা) করানো, দৃষ্টিদান করেন না। বাবা তো বলেন, চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। নিজের চাট রাখো -- সারাদিনে কতসময় স্মরণ করেছো ? সকালে উঠে কতখানি সময় বাবার সঙ্গে বার্তালাপ করেছো ? আজ বাবার স্মরণে বসেছো কী ? এমনভাবে নিজের থেকেই পরিশ্রম করতে হবে। নলেজ তো বুদ্ধিতে রয়েছে, পরে অন্যান্যদেরও বোঝাতে হবে। একথা কারোর বুদ্ধিতে আসে না যে কাম মহাশত্রু। ২-৪ বছর থাকার পর সজোরে মায়ার থাপ্পড় খেয়ে অধঃপতনে যায়। পরে লেখে, বাবা আমরা মুখ কালো করে ফেলেছি। বাবাও লিখে দেন যে, মুখ কালো যারা করেছো তাদের ১২ মাস এখানে আসার প্রয়োজন নেই। তোমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় বিকারে গেছো, আমার কাছে আর কখনও এসো না। লক্ষ্য অতি উচ্চ। বাবা এসেছেই পতিত থেকে পবিত্র করতে। অনেক বাচ্চারা বিবাহ করেও পবিত্র থাকে। হ্যাঁ, কোনো কন্যাকে যখন মারধোর করা হয় তখন তাকে রক্ষা করার জন্য গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে পবিত্র থাকে। তার মধ্যেও কোন-কোনজনের মায়া নাক ধরে ফেলে। পরাজিত হয়। স্ত্রীরাও অনেকে পরাজিত হয়। বাবা বলেন -- তোমরা তো সূর্যপন্থা, এইসমস্ত নাম এইসময়কারই। এখানে তো বাবা কোনো বিকারীকে বসতেও দেবে না। প্রতি পদক্ষেপে বাবার রায়(পরামর্শ) নিতে হবে। সারেন্ডার হয়ে গেলে তখন বাবা বলেন, এখন ট্রাস্টী হও। পরামর্শ অনুসারে চলতে থাকো। পোতামেল বলবে তবে তো রায় জানাবে। এ হলো অতি বোঝার মতন বিষয়। তোমরা যদিও ভোগ দাও কিন্তু আমি খাই না। আমি তো দাতা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের

পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রিকালীন ক্লাস : ১৫-০৬-৬৮

অতীতে যা ঘটে গেছে সেসব রিভাইজ করলে যাদের হৃদয় দুর্বল তাদের হৃদয়ের দুর্বলতাও রিভাইজ হয়ে যায়। তাই বাচ্চাদেরকে ড্রামার গতিপথের উপরে দাঁড় করানো হয়েছে। মুখ্য লাভ হলো স্মরণেই। স্মরণের দ্বারাই আয়ুও দীর্ঘ হবে। ড্রামাকে বাচ্চারা যে কবে বুঝতে পেরে যায় তার খেয়াল থাকে না। এইসময় ড্রামায় জ্ঞান শেখা আর শেখানোর পার্ট চলছে। পরে এই ভূমিকাও(পার্ট) বন্ধ হয়ে যাবে। না বাবার, না আমাদের ভূমিকা থাকবে। না ওঁনার দেওয়ার পার্ট, না আমাদের নেওয়ার পার্ট থাকবে। তাহলে পরস্পর একই হয়ে যাবো, তাই না! আমাদের ভূমিকা হবে নতুন দুনিয়ায়। আর বাবার ভূমিকা শান্তিধামে থাকবে। পার্টের রীল তো ভরা রয়েছে, তাই না! আমাদের প্রালঙ্কর(কর্মফল ভোগের) পার্ট, বাবার শান্তিধামের পার্ট। লেন-দেনের পার্ট এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, ড্রামাই সম্পূর্ণ হয়েছে। পুনরায় আমরা রাজ্য করতে আসবো, সেই পার্টও চেষ্টা হয়ে যাবে। জ্ঞান সমাপ্ত হয়ে যাবে, আমরা তেমন হয়ে যাবো। পার্টই যখন সম্পূর্ণ তখন আর বাকি ফারাক তো কিছু থাকবে না। বাচ্চা আর বাবার পার্টও থাকবে না। এও জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে। ওঁনার কাছেও কিছুই থাকে না। না দাতার কাছে থাকে, না গ্রহীতার কাছে কম কিছু রয়েছে ! তাহলে দুজনেই পরস্পরের সমান হয়ে গেল। এ বিষয়ে বিচারসাগর মন্বন করার মতন বুদ্ধি চাই। মুখ্য পুরুষার্থ হলো স্মরণের যাত্রার। বাবা বসে বোঝান। শোনানোর সময় তো স্থূল রূপ হয়ে যায়, কিন্তু বুদ্ধিতে সূক্ষ্মভাবে থাকে, তাই না! অন্তরে তো জানাই থাকে যে, শিববাবার রূপ কেমন ? বোঝানোর সময় স্থূলরূপ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গে সুবিশাল লিঙ্গ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু আত্মা তো ক্ষুদ্রাকৃতির, তাই না! এ হলো প্রকৃতি। কোথায় এর অন্ত পাবে ? পরে আবার অনন্ত বলে দেয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, সমগ্র পার্ট আত্মার মধ্যেই ভরা রয়েছে। এ হলো প্রাকৃতিক। এর অন্ত পাওয়া যেতে পারে না। সৃষ্টি-চক্রের অন্ত তো পাওয়া যায়। রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরাই জানো। বাবা নলেজফুল। তারপর আমরাও ফুল হয়ে যাব। পাওয়ার জন্য কিছুই থাকবে না। বাবা ওঁনার মধ্যে প্রবেশ করে পড়ান। তিনি হলেন বিন্দু। আত্মার বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে খুশী কি হয়, না তা হয় না। পরিশ্রম করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বলেন -- যদি আমার জ্ঞান (প্রদান করা) বন্ধ হয়ে যায় তবে তোমাদের জ্ঞানও বন্ধ হয়ে যাবে। জ্ঞান গ্রহণ করে উচ্চ(মর্যাদাসম্পন্ন) হয়ে যায়। সর্ব কিছুই নিয়ে নেয়, তবুও বাবা তো বাবা-ই হয়, তাই না! তোমরা আত্মারা আত্মাই থাকবে, বাবা হয়ে তো থাকবে না। এ হলো জ্ঞান। বাবা বাবা-ই হয়, বাচ্চা বাচ্চাই হয়। এসবই হলো বিচারসাগর মন্বন করে গভীরে যাওয়ার মতন বিষয়। এও জানে যে, যেতে তো সকলকেই হবে। সকলেই চলে যাবে। আত্মা রূপেই গিয়ে থাকবে। সমগ্র দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এতে ভয়হীন হতে হবে। নির্ভয় হয়ে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। শরীরাদির কোনো অভিমান যেন না আসে। সেই অবস্থাতে চলে যেতে হবে। বাবা নিজের সমান তৈরী করেন। বাচ্চারা, তোমরাও নিজের সমান তৈরী করতে থাকো। একমাত্র বাবারই স্মরণ যেন থাকে, এমন পুরুষার্থ করতে থাকো। এখনও সময় পড়ে রয়েছে। এই রিহার্সাল তীব্র করতে হবে। অভ্যাস না থাকলে তখন দাঁড়িয়ে পড়বে। পা কাঁপতে থাকবে আর অকস্মাৎ হার্টফেল করে যাবে। তমোপ্রধান শরীরে হার্টফেল হতে সময় লাগে নাকি ! না তা লাগে না। যত অশরীরী হতে থাকবে, বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে ততই নিকটে আসতে থাকবে। যোগীরাই ভয়শূন্য হবে। যোগের দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয় আর জ্ঞানের দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়। বাচ্চাদের চাই শক্তি। তাই শক্তি প্রাপ্ত করার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন, তিনি কখনই পেশেন্ট হতে পারেন না। এখন বাবা বলেন যে, তোমরা নিজেদের অবিনাশী ওষুধ গ্রহণ করতে থাকো। আমি এমন সঞ্জীবনী বুটি দিই যাতে কখনও কেউ আর রোগগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। শুধুমাত্র পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে। দেবতারা সর্বদাই নিরোগী পবিত্র, তাই না! বাচ্চাদের এই নিশ্চয়তা তো হয়ে গেছে যে, আমরা প্রতি কল্পে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি।

স্মরণাতীতকাল (অনাদিকাল) ধরে বাবা এসেছেন, যেমনভাবে এখন এসেছেন। বাবা যা শেখান, বোঝান -- সেটাই রাজযোগ। এই গীতাди যা রয়েছে সবই ভক্তিমার্গের। এই জ্ঞানমার্গ বাবা-ই বলে দেন। বাবা-ই এসে নীচে থেকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে যান। যারা পাকাপাকিভাবে নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন তারাই মালার দানা হয়। বাচ্চারা বোঝে যে -- ভক্তি করতে-করতে আমরা অধঃপতনে গেছি। এখন বাবা এসে সত্যিকারের উপার্জন করান। লৌকিক পিতা এত উপার্জন করাতে পারে না যতটা পারলৌকিক বাবা করান। আচ্ছা! বাচ্চাদেরকে শুভ রাত্রি এবং নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মায়া পালোয়ান হয়ে সম্মুখে আসবে, এতে ভয় পাবে না। মায়াজীত হতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমতানুসারে চলে নিজের উপর নিজেকেই কৃপা করতে হবে।

২) বাবাকে নিজের সত্যিকারের পোতামেল (দিনলিপি) বলতে হবে। ট্রাস্টী হয়ে থাকতে হবে। চলতে-ফিরতে স্মরণের অভ্যাস করতে হবে।

বরদান:- নিজের স্বরূপের দ্বারা ভক্তদের আলোক-মুকুটের (লাইটের ক্রাউন) সাফাংকার করানো ইষ্টদেব ভব
যখন থেকে তুমি বাবার বাচ্চা হয়েছো, পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছো তখন থেকেই রিটার্নে তোমার আলোর মুকুট প্রাপ্ত হয়ে গেছে। এই আলোর মুকুটের সামনে রত্নজড়িত মুকুট কিছুই নয়। সঙ্কল্প, বাণী আর কর্মে যতো পবিত্রতাকে ধারণ করতে থাকবে ততই আলোর মুকুট সুস্পষ্টরূপে দেখা যাবে আর ইষ্টদেব-রূপে ভক্তদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হতে থাকবে।

স্লোগান:- সদা বাবার ছত্রছায়ার মাঝে থাকো, তবেই বিঘ্ন-বিনাশক হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মুখ থেকে কখনোই 'হে ঈশ্বর, হে বাবা' সএই শব্দ বের হওয়া উচিত নয়, এ হলো ভক্তিমার্গের অভ্যাস"

***প্রশ্ন:-** বাচ্চারা, তোমরা সাদা পোশাক কেন পছন্দ করো ? এ কোন্ বিষয়ের প্রতীক ?

***উত্তর:-** এখন তোমরা এই পুরানো দুনিয়ার থেকে জীবন্মুত হয়েছো, তাই তোমাদের সাদা পোশাক পছন্দ । এই সাদা পোশাক মৃত্যুকে সিদ্ধ করে । কেউ যখন মারা যায়, তখনও সাদা কাপড় দেওয়া হয়, বাচ্চারা, তোমরাও এখন সেই জীবন্মুত হয়েছো ।

ওমি শান্তি । আমাদের পিতা বসে তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝান, আত্মিক শব্দটি না বলে কেবল বাবা বললেও ঠিক আছে । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । সবাই তো নিজেদের ভাই - ভাই তো বলেই । তাই বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । সবাইকে তো তিনি আর বোঝাবেন না । সবাই তো নিজেদের ভাই - ভাইই বলে থাকে । গীতাতে লেখা আছে - ভগবান উবাচঃ । এখন ভগবান উবাচঃ কার প্রতি ? সব বাচ্চারাই হলো ভগবানের । তিনি হলেন বাবা, তাই তাঁর বাচ্চারা সকলেই ভাই - ভাই । ভগবানই বুদ্ধিয়েছিলেন, রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খোলা আছে । দুনিয়াতে আর কারোরই এই খেয়াল চলতে পারে না । যারা যারা এই খবর পাবে, তারা স্কুলে আসতে থাকবে, পড়তে থাকবে । তারা মনে করবে - প্রদর্শনী তো দেখেছি, এবার গিয়ে কিছু শুনবো । প্রথম - প্রথম মুখ্য কথা হলো - জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, গীতা জ্ঞান দাতা শিব ভগবান উবাচঃ, সর্ব প্রথমে ওরা এ যেন জানতে পারে যে, এদের যিনি শেখান অথবা বোঝান তিনি কে ? ওই সুপ্রীম সোল, জ্ঞানের সাগর হলেন নিরাকার । তিনি তো হলেনই সত্য । সত্য তিনি, তো সত্যই বলবেন । এরপর এতে আর কোনো প্রশ্ন উঠতেই পারে না । সবার প্রথমে তো এর উপর বোঝাতে হবে যে, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা, ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শেখান । এ হলো রাজার পদ । যার এটা নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, যিনি সকলের বাবা, সেই পারলৌকিক বাবা বসে বোঝান, তিনিই সবথেকে বড় অথরিটি, তখন দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন উঠতেই পারে না । তিনিই হলেন পতিত পাবন, তাই যখন তিনি এখানে আসেন, তখন নিশ্চয়ই নিজের সময় মতই আসবেন । তোমরা দেখোও যে - এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই । বিনাশের পরে আবার নির্বিকারী দুনিয়া হতে হবে । এ হলো বিকারী দুনিয়া । একথা মানুষ জানে না যে, এই ভারতেই নির্বিকারী দুনিয়া ছিলো । কিছুই বুদ্ধিতে নেই । গডরেজের তালা লেগে গেছে । তার চাবি এক বাবার কাছেই আছে, তাই তাঁকেই জ্ঞান দাতা, দিব্য চক্ষু বিধাতা বলা হয় । তিনি জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন দান করেন । একথা কেউই জানে না যে, তোমাদের কে পড়ান । তারা মনে করে এই দাদা (ব্রহ্মা বাবা) পড়ান, তখনই টিকা টিপ্তনী করা শুরু হয় । তাই সবার প্রথমে এই কথাই বুদ্ধিয়ে বলা । এতে লেখাও আছে - শিব ভগবান উবাচঃ । তিনি তো হলেনই সত্য ।

বাবা বোঝান, আমি হলাম পতিত - পাবন শিব । আমি পরমধাম থেকে এসেছি এই শালগ্রামদের পড়তে । বাবা হলেনই নলেজফুল । তিনি এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুদ্ধিয়ে বলেন । তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে এখন এই শিক্ষা পাচ্ছে । তিনিই হলেন সৃষ্টির রচয়িতা । তিনিই এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করেন । মানুষ ডাকতেও থাকে যে - হে পতিত - পাবন এসো, তাই সবার প্রথমে তাঁর পরিচয়ই দিতে হবে । ওই পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তিনি হলেনই সত্য । তিনি নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য জ্ঞান দান করেন । বাচ্চারা জানে যে, বাবা হলেন সত্য, বাবাই সত্যখণ্ড তৈরী করেন । তোমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এখানে আসো । ব্যরিস্টারের কাছে

গেলে মনে করবে, আমরা এখানে ব্যারিস্টার হতে এসেছি । এখন তোমাদের এই নিশ্চয় আছে যে, আমাদের ভগবান পড়ান । কেউ কেউ এটা নিশ্চিত করে, আবার সংশয় বুদ্ধির হয়ে যায়, তখন তাকে অন্য লোকেরা বলে - তুমি তো বলতে যে, ভগবান পড়ান, তাহলে ভগবানকে ছেড়ে কেন চলে এসেছো ? সংশয় এলেই ভাগস্ত্তী হয়ে যায় । তখন কোনো না কোনো বিকর্ম করে ফেলে । ভগবান উবাচঃ হলো - কাম মহশত্রু, একে জয় করলেই তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে । যারা পবিত্র হবে, তারাই পবিত্র দুনিয়াতে যেতে পারবে । এখানে হলো রাজযোগের কথা । তোমরা ওখানে গিয়ে রাজস্ব করবে । বাকি যে আত্মারা আছে, তারা নিজের - নিজের হিসেব - নিকেশ শোধ করে নিজের ঘরে ফিরে যাবে । এ হলো শেষ সময় । এখন বুদ্ধি বলে যে, সত্যযুগের স্থাপনা অবশ্যই হবে । সত্যযুগকেই পবিত্র দুনিয়া বলা হয় । বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে । ওদের আবার নিজেদের পাট রিপিট করতে হবে । তোমরাও নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য । সবাই তো নিজেকে মালিক মনে করবে, তাই না । ওখানে প্রজাও মালিক । এখন যেমন প্রজাও বলে - আমাদের ভারত । অনেক বড় বড় মানুষ, এমনকি সন্ন্যাসীরাও বলে - আমাদের ভারত । তোমরা বুঝতে পারো যে, এই সময় ভারতে সবাই নরকবাসী । এখন আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য এই রাজযোগ শিখছি । সবাই তো আর স্বর্গবাসী হবে না । এই জ্ঞান তোমাদের এখন হয়েছে । ওরা যা শোনায়ে, তা হলো শাস্ত্র । ওরা হলো শাস্ত্রের অথরিটি । বাবা বলেন যে, এই ভক্তিমার্গের বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে সিঁড়ি নীচে নেমে আসে । এ সবই হলো ভক্তিমার্গ । বাবা বলেন, যখন ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ হবে, তখনই আমি আসবো । আমাকে এসেই সকল ভক্তদের ভক্তির ফল প্রদান করতে হয় । মেজরিটি তো হল ভক্তদেরই । সবাই তো ডাকতে থাকে - হে গড ফাদার । ভক্তদের মুখ থেকে - ও গড ফাদার, হে ভগবান, অবশ্যই বের হবে । এখন ভক্তি আর জ্ঞানে তো তফাৎ আছে । তোমাদের মুখ থেকে কখনোই হে ঈশ্বর, হে ভগবান, এই শব্দ গুলি বের হবে না । মানুষের তো অর্ধেক কল্প ধরে এই অভ্যাস হয়ে গেছে । তোমরা জানো যে, তিনি তো আমাদের বাবা, তোমাদের 'হে বাবা' বলতেই হবে না । বাবার থেকে তো তোমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে । প্রথমে তো একথা নিশ্চিত যে, আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি । বাবা বাচ্চাদের উত্তরাধিকারী করার অধিকারী করেন । তিনি তো প্রকৃত বাবা, তাই না । বাবা জানেন - এরা আমার সন্তান, যাদের আমি জ্ঞান অমৃত পান করিয়ে, জ্ঞান চিতায় বসিয়ে ঘোর নিদ্রা থেকে জাগিয়ে স্বর্গে নিয়ে যাই । বাবা বুঝিয়েছেন - আত্মারা ওখানে শান্তিধাম আর সুখধামে থাকে । সুখধামকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয় । দেবতারা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী, তাই না । আর শান্তিধাম হলো সুইট হোম । তোমরা এখন জেনে গেছো যে, ওই শান্তিধাম হলো আমাদের ঘর, আমরা অভিনেতারা শান্তিধাম থেকে এখানে অভিনয় করতে আসি । আমরা আত্মারা এখানকার অধিবাসী নই । জাগতিক অভিনেতারা এখানকার অধিবাসী । তারা কেবল ঘরে এসে পোশাক পরিবর্তন করে অভিনয় করে । তোমরা তো বুঝতে পারো যে, আমাদের ঘর হলো শান্তিধাম, ওখানে আমরা আবার ফিরে যাই । সমস্ত অভিনেতারা যখন স্টেজে এসে যাবে, তখন বাবা এসে সবাইকে নিয়ে যাবেন, তাই তাঁকে উদ্ধারকর্তা বা গাইডও বলা হয় । দুঃখহর্তা - সুখকর্তা যখন আছেন, তখন এতো সব মানুষ কোথায় যাবে । তোমরা চিন্তা করে দেখো - পতিত - পাবনকে ডাকা হয় । কি কারণে ? নিজেদের মৃত্যুর জন্য, কারণ এই দুঃখের দুনিয়ায় থাকতে চায় না, তাই বাবাকে বলে, ঘরে নিয়ে চলো । এরা সব মুক্তিকেই মানে । ভারতের প্রাচীন রাজযোগও কতো বিখ্যাত । মানুষ বিদেশেও যায় প্রাচীন রাজযোগ শেখাতে । বাস্তবে হঠযোগীরা তো রাজযোগ জানে না । তাদের যোগ হলো ভুল, তাই তোমাদের গিয়ে প্রকৃত রাজযোগ শেখাতে হবে । মানুষ সন্ন্যাসীদের কৌপীন দেখে তাঁদের কতো সম্মান করে । বৌদ্ধ ধর্মের সন্ন্যাসীদেরও তাঁদের কৌপীন দেখে সম্মান প্রদর্শন করে । সন্ন্যাসীরা তো পরে আসেন । বৌদ্ধ ধর্মেও প্রথম দিকে কোনো সন্ন্যাসী ছিলেন না । বৌদ্ধ ধর্মেও যখন পাপ বৃদ্ধি পায়, তখন সন্ন্যাস ধর্ম স্থাপন হয় । শুরুতে তো ওই আত্মা উপর থেকে আসে । তারপর তাঁর অনুসরণকারীরা আসে । শুরুতে সন্ন্যাস শিখিয়ে কি করবে ? সন্ন্যাস তো পরে হয় । এও তারা এখান থেকেই কপি করে । খ্রীস্টানদের মধ্যেও অনেকেই আছে, যারা সন্ন্যাসীদের সম্মান করে । গেরুয়া পোশাক হলো হঠযোগীদের । তোমাদের তো

আর গৃহত্যাগ করতে হবে না, না আছে তোমাদের সাদা কাপড়ের বন্ধন, কিন্তু সাদা খুবই ভালো । তোমরা ভাঙিতে থাকলে তোমাদের এই পোশাকই থাকবে । আজকাল সাদা পোশাক অনেকেই পছন্দ করে । মানুষ মারা গেলেও সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয় । তোমরাও এখন জীবন্ত হয়েছো, তাই সাদা পোশাকই ভালো ।

তাই প্রথমে যে কোনো কাউকে বাবার পরিচয় দান করতে হবে । বাবা দুইজন, একথা বুঝতে সময় নেয় । প্রদর্শনীতে এতো বুঝতে পারবে না । সত্যযুগে থাকে একজন বাবা । এইসময় তোমাদের তিনজন বাবা, কেননা ভগবান প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে আসেন, তিনিও তো সকলের বাবা । লৌকিক বাবাও আছে । আচ্ছা, এখন এই তিন বাবার থেকে বেশী উঁচু উত্তরাধিকার কার ? নিরাকার বাবা কিভাবে উত্তরাধিকার দেবেন । তিনি এই উত্তরাধিকার দেন ব্রহ্মার দ্বারা । এই চিত্রের উপর তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো । শিববাবা হলেন নিরাকার, আর এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন আদিদেব, গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । শিববাবা বলেন, আমাকে তোমরা গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলবে না । আমি হলাম সকলের বাবা । ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । তোমরা হলে সবাই ভাই - বোন । যদিও স্ত্রী - পুরুষ, তবুও বুদ্ধির দ্বারা জানো আমরা সবাই ভাই - বোন । আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি । ভাই - বোন নিজেদের মধ্যে দোষ - দৃষ্টি রাখতে পারে না । যদি দুইজনের মধ্যে বিকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখনই নেমে যায় । বাবাকেও ভুলে যায় । বাবা বলেন - তোমরা আমার সন্তান হয়ে আবার মুখে কালিমা লিপ্ত করে ফেলো । অসীম জগতের বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান । তোমাদের এই নেশা চড়ে আছে । তোমরা জানো যে, আমাদের গৃহস্থ জীবনেও থাকতে হবে । লৌকিক সম্বন্ধীদেরও কর্তব্য পালন করতে হবে নির্লিপ্ত, নির্মিত হয়ে । লৌকিক বাবাকে তো তোমরা বাবাই বলবে, তাই না । তাকে তো তোমরা ভাই বলতে পারো না । সাধারণ ভাবে তোমরা বাবাকে তো বাবাই বলবে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, ইনি আমাদের লৌকিক বাবা । জ্ঞান তো আছে, তাই না । এই জ্ঞান বড় বিচিত্র । আজকাল তো বাবার নামও নিয়ে নেয়, কিন্তু ভিজিটর ইত্যাদি বাইরের লোকের সামনে ভাই বলে দিলে তারা মনে করবে এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে । এতে অনেক বড় বুদ্ধির প্রয়োজন । তোমাদের জ্ঞান হলো গুপ্ত । তোমাদের সম্বন্ধও গুপ্ত । এতে অনেক বুদ্ধির সাথে চলতে হবে, কিন্তু একে অপরকে সম্মান দেওয়া খুব প্রয়োজন । লৌকিক জীবনে ডিট্যাচ হয়ে সম্বন্ধে কর্তব্য পালন করতে হবে বুদ্ধির দ্বারা । আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । বাকি কাকাকে কাকা আর বাবাকে বাবাই বলতে হবে । যারা বি.কে হয় নি, তারা এই ভাই - বোন বুঝতে পারবে না । যারা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হয়েছে, তারাই এই কথা বুঝতে পারবে । বাইরের লোকেরা তো প্রথমে শুনে চমকে যাবে । এতে বোঝার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন । বাবা তোমাদের মতো বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধির বানান । তোমরা প্রথমে জাগতিক বুদ্ধির ছিলে । এখন এই বুদ্ধি হয়েছে অসীম জগতের । ওই বাবা হলেন আমাদের অসীম জগতের বাবা । এই সব আত্মারা আমাদের ভাই - বোন । বাকি সম্বন্ধে তো বউকে বউ, শাশুড়িকে শাশুড়িই বলবে, বোন তো আর বলবে না, তা সে দুজনে একসঙ্গে এলেও । ঘরে থেকেও খুব বুদ্ধির সাথে চলতে হবে । মানুষের কথাকেও ভাবতে হবে । না হলে ওরা বলবে এরা পতিকে ভাই, শাশুড়িকে বোন বলে দেয়, এখানে কি শেখানো হয় ! এই জ্ঞানের কথা তো তোমরাই জানো, আর কেউই জানে না । বলা হয় - তোমার গতি - মতি তোমরাই জানো । এখন তোমরা যখন তাঁর সন্তান হয়েছো, তখন তোমাদের গতি - মতিও তোমরাই জানো । তোমাদের খুব সাবধানে চলতে হয় । কোথাও যেন কেউ বিভ্রান্ত না হয়ে যায় । তাই বাচ্চারা, প্রদর্শনীতেও তোমাদের সবার প্রথমে এটাই বোঝাতে হবে যে, আমাদের ভগবান পড়ান । এখন বলো তিনি কে ? নিরাকার শিব, নাকি শ্রীকৃষ্ণ । শিবজয়ন্তীর পরে কৃষ্ণজয়ন্তী আসে, কেননা বাবা রাজযোগ শেখান । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা এসেছে । যতক্ষণ শিব পরমাত্মা আসবেন না, ততক্ষণ শিবজয়ন্তী পালন করা যায় না । যতক্ষণ শিব এসে কৃষ্ণপূরী স্থাপন না করছে, ততক্ষণ কৃষ্ণজয়ন্তীও কি করে পালন করা যাবে ? কৃষ্ণের জন্ম তো পালন করে কিন্তু বুঝতেই পারে না । কৃষ্ণ প্রিন্স ছিলেন, তাহলে অবশ্যই সত্যযুগে প্রিন্স ছিলেন, তাই না । দেবী - দেবতাদের

রাজধানী থাকবে । কেবলমাত্র একজন কৃষ্ণ তো আর বাদশাহী পাবে না । অবশ্যই তো কৃষ্ণপুরী থাকবে, তাই না । বলাও হয় ও হলো কৃষ্ণপুরী, আর এ হলো কংসপুরী । কংসপুরী শেষ হলেই কৃষ্ণপুরী স্থাপন হবে, তাই না । এ ভারতেই হয় । নতুন দুনিয়াতে তো এই কংস আদি থাকতেই পারে না । কলিযুগকে কংসপুরী বলা হয় । এখানে তো দেখো কতো মানুষ । সত্যযুগে অল্পই থাকে । দেবতারা কোনো লড়াই করেন নি । কৃষ্ণপুরী বলা অথবা বিষ্ণুপুরীই বলা, দৈবী সম্প্রদায়ই বলা অথবা আসুরী সম্প্রদায়, সব এখানেই । বাকি না দেবতাদের আর অসুরদের লড়াই হয়েছিলো, আর না কৌরব - পাণ্ডবদের লড়াই হয়েছিলো । তোমরা রাবণকে জয় করো । বাবা বলেন যে, তোমরা এই পাঁচ বিকারকে জয় করো, তাহলেই তোমরা জগৎজিৎ হয়ে যাবে, এতে কোনো লড়াই করতে হবে না । লড়াইয়ের নাম করলে তো হিংসা হয়ে যাবে । রাবণকে জয় করতে হবে কিন্তু তা অহিংসার সঙ্গে । কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয় । এখানে লড়াই ইত্যাদির কোনো কথা নেই । বাবা বলেন যে, তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছো, এখন আবার তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত । বাবা বলেন যে, তোমরা আমার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ লাগাও, তাহলেই তোমাদের পাপ ভস্ম হবে । বাবা হলেন পতিত -পাবন, তাঁর সঙ্গে বুদ্ধির যোগ লাগাতে হবে, তখনই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে । এখন প্রত্যক্ষ ভাবে তোমরা তাঁর সঙ্গে যোগ লাগাচ্ছো, এখানে লড়াইয়ের কোনো কথা নেই । যারা খুব ভালোভাবে পড়বে আর বাবার সঙ্গে যোগ লাগাবে, তারাই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টির অভ্যাস করে লৌকিক বন্ধন থেকে ডিটাচ হয়ে কর্তব্য পালন করতে হবে । অনেক বুদ্ধি করে চলতে হবে । একদমই বিকারী দৃষ্টি হওয়া উচিত নয় । এই শেষ সময় সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে ।

২) বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য খুব ভালোভাবে পড়তে হবে, আর পতিত - পাবন বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র হতে হবে ।

বরদানঃ- দুর্বলতাকে ফুলস্টপ দিয়ে নিজের সম্পন্ন স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করানো সাক্ষাৎকার মূর্তি ভব বিশ্ব তোমাদের কল্প পূর্বের সম্পন্ন স্বরূপ, পূজ্য স্বরূপের জপ করছে, তাই নিজের সম্পন্ন স্বরূপকে প্রত্যক্ষভাবে প্রখ্যাত করো । অতীতের দুর্বলতাকে ফুলস্টপ লাগাও, দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা পুরানো স্বভাব - সংস্কারক সমাপ্ত করো, অন্যের দুর্বলতার অনুকরণ করো না, অপগুণ ধারণ করার বুদ্ধিকে নাশ করো, দিব্যগুণ ধারণকারী সতোপ্রধান বুদ্ধি ধারণ করো, তখনই সাক্ষাৎকার মূর্তি হতে পারবে ।

স্লোগানঃ- নিজের অনাদি এবং আদি গুণকে স্মৃতিতে রেখে তাকে স্বরূপে আনো ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যেসব কর্ম করো, তার ফল তোমরা অবশ্যই পাও, কেবল বাবা-ই নিষ্কাম কর্ম করেন”

*প্রশ্ন:- এই ক্লাস খুব ওয়ান্ডারফুল, কিভাবে? এখানে প্রধানতঃ কোন্ পরিশ্রম করতে হয়?

*উত্তর:- এটাই একমাত্র ক্লাস যেখানে ছোট বাচ্চাও বসে আছে, আবার বৃদ্ধ ব্যক্তিও রয়েছে। এটা এমনই ওয়ান্ডারফুল ক্লাস যেখানে একদিন পতিত, প্রতিবন্ধী এবং সাধু সন্ন্যাসী সকলেই এসে বসবে। এখানে প্রধানতঃ স্মরণের বিষয়েই পরিশ্রম করতে হয়। স্মরণের দ্বারা শরীর এবং আত্মা উভয়ের নেচার-কিওর (প্রাকৃতিক চিকিৎসা) হয়। কিন্তু স্মরণ করার জন্যও জ্ঞানের প্রয়োজন।

*গীত:- হে নিশীথের পথিক...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা গান শুনলো। আত্মিক পিতা বাচ্চাদেরকে এই গানের অর্থও বোঝাচ্ছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যারা গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্র বানিয়েছে, তারাও এই গানের অর্থ জানে না, প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনর্থ করে দিয়েছে। আত্মিক পিতা, যিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, তিনি বসে থেকে এর অর্থ বোঝাচ্ছেন। রাজযোগও বাবা-ই শেখান। তোমরা জানো যে আমরা এখন পুনরায় রাজাদের রাজা হচ্ছি। অন্যান্য স্কুলে তো এইভাবে বলবে না যে আমরা পুনরায় ব্যারিস্টার হচ্ছি। কেউই এই 'পুনরায়' শব্দটা বলতে পারবে না। তোমরা জানো যে আমরা ৫ হাজার বছর আগের মতো অসীম জগতের বাবার কাছে পড়ছি। অবশ্যই পুনরায় বিনাশও হবে। কতো বড় বড় শক্তিশালী বোমা বানাচ্ছে। সাজিয়ে রাখার জন্য তো বানাচ্ছে না। তবে এই বিনাশও শুভ কাজের জন্যই হবে। তাই বাচ্চারা, তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এই যুদ্ধ কল্যাণকর। বাবা তো কল্যাণ করতেই আসেন। বলা হয়, বাবা এসে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপন এবং শঙ্করের দ্বারা বিনাশের কর্তব্য করেন। অতএব, এইসব বোমা ইত্যাদি বিনাশের জন্যই তৈরি হয়েছে। এর থেকেও শক্তিশালী জিনিস আর কিছু নেই। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও হবে। কিন্তু সেটাকে কেউ ঈশ্বরীয় বিপর্যয় বলবে না। এইসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো ড্রামাতেই আছে। এগুলো কোনো নতুন ব্যাপার নয়। কতো বড় বড় বোমা বানায়। বলে - আমরা অনেক শহর ধ্বংস করে দেব। জাপানের যুদ্ধে যে বোমা ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা তো খুবই ছোট ছিল। এখন আরও বড় বড় বোমা বানিয়েছে। যখন সমস্যা খুব বেড়ে যায়, তখন আর সহ্য করতে না পেরে বোমা মেরে দেয়। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ওরাও পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছে। কত কোটি-কোটি টাকা খরচ করে। যারা এইসব বানায়, তারা অনেক টাকা বেতন পায়। বাচ্চারা, তোমাদের তো খুশি হওয়া উচিত। বিনাশ তো এই পুরাতন দুনিয়ার হবে। তোমরা বাচ্চারা তো নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। বিবেক বলছে - এই পুরাতন দুনিয়ার ধ্বংস অবশ্যই হবে। কলিযুগে কি কি থাকে আর সত্যযুগে কি কি থাকে, তা তো বাচ্চারা জানে। তোমরা এখন সঙ্গমযুগে রয়েছ। তোমরা জানো যে সত্যযুগে এতো মানুষ থাকবে না। সুতরাং এদের বিনাশ হবে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো আগের কল্পেও হয়েছিল। পুরাতন এই দুনিয়ার অবশ্যই বিনাশ হবে। অনেক রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে। কিন্তু সেগুলো সব ছোট খাটো। এখন এই গোটা পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হবে। তাই বাচ্চারা, তোমাদের খুব খুশি হওয়া উচিত। আমাদের মতো আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ বাবা স্বয়ং বসে থেকে বোঝাচ্ছেন - এই বিনাশের কার্য তোমাদের জন্যই হচ্ছে। গায়ন আছে - রুদ্র জ্ঞান যন্তু থেকেই বিনাশের আগুন জ্বলেছিল। গীতার কিছু কিছু কথার অর্থ খুব সুন্দর। কিন্তু কেউই অর্থ বুঝতে পারে না। ওরা কেবলই শান্তি প্রার্থনা করে। তোমরা

বলো যে তাড়াতাড়ি বিনাশ হয়ে গেলে আমরা ওখানে গিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করব। বাবা বলছেন, সতোপ্রধান হলেই সুখী হবে। বাবা অনেক রকম পয়েন্ট বলেন। কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে ভালোভাবে ধারণ হয়, কারোর কম হয়। যারা বৃদ্ধা, তারা কেবল বোঝে যে শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। তাদেরকে কেবল এটাই বোঝানো হয় যে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। তাতেই উত্তরাধিকার পেয়ে যায়। সাথী হয়ে যায়। প্রদর্শনীতে সকলেই আসে। অজামিলের মতো পাপী থেকে পতিতা - সবাইকেই উদ্ধার করতে হবে। মেথররাও ভালো ভালো পোশাক পরে চলে আসে। গান্ধীজি অক্ষুণ্ণদের মুক্ত করে দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে তিনি খাবার খান। বাবা তো আরওই নিষেধ করেন না। এদেরকেও উদ্ধার করতে হবে। আত্মা বলছে - আমি অক্ষুণ্ণ। আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে আমরাই সতোপ্রধান দেবী দেবতা ছিলাম। তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন অন্তিমে একেবারে পতিত হয়ে গেছি। এখন পুনরায় আমাকে অর্থাৎ আত্মাকে পবিত্র হতে হবে। তোমরা হয়তো জানো যে সিন্ধুপ্রদেশে ভিল সম্প্রদায়ের একজন মহিলা আসতো যে অনেক সময়ে ধ্যানে চলে যেত। দৌড়ে এসে দেখা করতো। বোঝানো হয় যে ওই শরীরের মধ্যেও তো আত্মা রয়েছে, তাই না ? আত্মার অবশ্যই নিজের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকার আছে। তার বাড়ির লোককে বোঝানো হয়েছিল যে ওকে এই জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ করে দিন। তারা বলেছিল যে আমাদের বংশে এই বিষয় নিয়ে অনেক ঝামেলা হবে। তারপর ভয় পেয়ে ওকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। সুতরাং, তোমাদের কাছে যে কেউই আসুক, তাকে নিষেধ করতে পারো না। গায়ন আছে - অবলা, পতিতা, ভিল, সাধু সন্ন্যাসী সবাইকে উদ্ধার করেন। সাধু থেকে ভিল, সবাইকে। তোমরা বাচ্চারা এখন যন্ত্রের সেবা করছ। এই সেবার দ্বারা অনেক প্রাপ্তি হয়। অনেকের কল্যাণ হয়ে যায়। দিনে দিনে প্রদর্শনী সেবা আরো বৃদ্ধি পাবে। বাবা ব্যাজ তৈরি করান। যেখানেই যাও, এই বিষয়ের ওপর বোঝাও। ইনি বাবা, ইনি ঠাকুরদাদা আর এই হলো উত্তরাধিকার। বাবা এখন বলছেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। গীতাতেও আছে - "মামেকম্ স্মরণ করো"। কেবল সেখানে আমার নামের জায়গায় সন্তানের (কৃষ্ণের) নাম লিখে দিয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে কি সম্বন্ধ, সেটা ভারতবাসীরাও জানে না। তাদের বিবাহের ইতিহাস নিয়ে কিছুই বলা হয় না। তারা দুটো পৃথক রাজধানীতে ছিল। বাবা এখন বসে থেকে এইসব বোঝাচ্ছেন। যারা এটা বুঝতে পারে, তারা যদি এগুলোকে শিব ভগবানুবাচ বলে, তখন সবাই তাদের তাড়িয়ে দেবে। মানুষ জিপ্তোস করবে যে তোমরা এগুলো কোথা থেকে শিখলে ? কে তোমাদের গুরু ? যদি তারা বি.কে.দের নাম বলে, তখন সবাই বিরূপ (নারাজ) হয়ে যায়। তখন তো এইসব গুরুদের রাজস্ব আর থাকবে না। অনেকেই এইরকম আসে। পত্রও লেখে। কিন্তু তারপর উধাও হয়ে যায়। বাবা বাচ্চাদের কোনো কষ্ট দেন না। খুব সহজ উপায় বলে দেন। কারোর সন্তান না থাকলে ভগবানের কাছে সন্তান প্রার্থনা করে। তারপর সন্তান প্রাপ্তি হলে, তাকে খুব যত্ন করে, পড়াশুনা করায়। তারপর বড় হয়ে গেলে বলবে - এবার নিজে রোজগার করো। বাবা বাচ্চাদেরকে লালন পালন করে তাদেরকে যোগ্য করে তুলছেন। সুতরাং বাবা হলেন সেবাধারী। এই বাবা তো সেবা করার পরে বাচ্চাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যান। লৌকিক বাবা ভাবে - বাচ্চা যখন বড় হয়ে নিজে রোজগার করবে, তখন আমরা বৃদ্ধ হয়ে গেলে আমাদের সেবা করবে। এই বাবা কখনোই সেবা চান না, ইনি নিষ্কাম। লৌকিক বাবা মনে করে, যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তাদের দেখাশোনা করা বাচ্চাদের কর্তব্য। ওদের মনে এইরকম ইচ্ছে থাকে। এই বাবা বলছেন - আমি নিষ্কাম। আমি কখনোই রাজস্ব করি না। আমি কতোই না নিষ্কাম। অন্যরা যাকিছু করে, তার ফল অবশ্যই পেয়ে যায়। ইনি সকলের পিতা। ইনি বলছেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিচ্ছি। তোমরা অনেক উঁচু পদ পেয়ে যাও। আমি তো কেবল ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তোমরাও ব্রহ্মাণ্ডের মালিক, তবে তোমরা রাজস্ব পাও তারপর হারিয়ে ফেল। আমি রাজস্ব নিই না, তাই হারাই না। এটাই এই ড্রামায় আমার ভূমিকা। তোমরা বাচ্চারা এখন সুখের উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করছ। বাকি সবাই কেবল শান্তি চায়। ওরা এই জ্ঞান বুঝতে পারবে না। ওরা সুখের দুনিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানে না। বাবা বলছেন - আমিই শান্তি এবং সুখের উত্তরাধিকার দিই। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কোনো গুরু থাকবে না। ওখানে তো রাবণ-ই থাকে না। ওটা হলো ঈশ্বরীয় রাজ্য।

এই ড্রামা বানানোই আছে। অন্য কারোর বুদ্ধিতে এইগুলো ধারণ হবে না। বাচ্চাদেরকে ভালো করে ধারণ করে উঁচু পদ পেতে হবে। তোমরা এখন সঙ্গমযুগে আছ। তোমরা জানো যে এখন নতুন দুনিয়ার রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। অতএব, তোমরা এখন সঙ্গমযুগে আছ। বাকি সবাই কলিযুগে আছে। ওরা কল্পের মেয়াদ লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। ঘন অন্ধকারে ডুবে আছে। কুস্কর্ণের ঘুমের গায়ন আছে। পাণ্ডবরাই জয়ী হয়েছিল। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরাই যজ্ঞ রচনা করে। এটা সবথেকে বড় সীমাহীন ঈশ্বরীয় রুদ্র যজ্ঞ। ওইসব সীমিত যজ্ঞ অনেক রকমের হয়। এই রুদ্র যজ্ঞ একবারই হয়। এরপর সত্য এবং ত্রেতাযুগে কোনো যজ্ঞ হবে না কারণ সেখানে কোনো বিপদ আপদ থাকবে না। ওগুলো সব সীমিত যজ্ঞ। এটা সীমাহীন যজ্ঞ। এটা অসীম জগতের পিতার রচিত যজ্ঞ যেখানে সীমাহীন জগতের আত্মতা হবে। এরপর অর্ধেক কল্প আর কোনো যজ্ঞ হবে না। ওখানে রাবণ রাজ্যই থাকবে না। রাবণ রাজ্য শুরু হলে এইসব পুনরায় শুরু হয়। সীমাহীন যজ্ঞ তো একবারই হয়, যেখানে গোটা পুরাতন দুনিয়াই স্বাধা হয়ে যায়। এটাই সেই সীমাহীন রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এখানে জ্ঞান এবং যোগের বিষয়ই মুখ্য। যোগ মানে স্মরণ। স্মরণ শব্দটা খুব মিষ্টি। যোগ শব্দটা কমন হয়ে গেছে। যোগের অর্থ কেউই জানে না। তোমরা বোঝাতে পারো - যোগ মানে বাবাকে স্মরণ করা। বাবা, তুমি তো আমাদের সীমাহীন উত্তরাধিকার দাও। এইভাবে আত্মা বার্তালাপ করে - বাবা, তুমি আবার এসেছো, আমরা তোমাকে ভুলেই গেছিলাম। তুমি আমাদেরকে রাজত্ব দিয়েছিলে। এখন পুনরায় তুমি এসে মিলিত হয়েছ। আমরা অবশ্যই তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলব। এইভাবে নিজের মনে মনে কথা বলতে হয়। বাবা, তুমি আমাদেরকে অনেক ভালো রাস্তা দেখাচ্ছে। আমরা প্রতি কল্পেই ভুলে যাই। এখন বাবা পুনরায় নির্ভুল বানাচ্ছেন, তাই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারা-ই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আমি যখন সম্মুখে আসি, কেবল তখনই তোমাদেরকে বোঝাই। ততক্ষণ তোমরা গাইতে থাকো - তুমিই হলে দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা। ওরা এইভাবে গুণগান করলেও আত্মা কিংবা পরমাত্মা কাউকেই জানে না। তোমরা এখন বুঝেছ - এত ছোট বিন্দুর মধ্যে অবিনাশী ভূমিকা ভরা আছে। এইসব বাবা-ই বোঝান। তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা অথবা পরম আত্মা বলা হয়। এছাড়া আমি কোনো অনেক বড় হাজার সূর্যের মতো নই। আমি কেবল টিচারের মতো পড়াছি। অনেক বাচ্চা আছে। এই ক্লাস খুবই ওয়ান্ডারফুল। এখানে কারা পড়াশুনা করে ? অবলা, প্রতিবন্ধী, সাধু সন্ন্যাসী সকলেই একদিন এখানে এসে বসবে। ছোট বাচ্চা থেকে বৃদ্ধা - সকলেই আসবে। এইরকম স্কুল কি কখনো দেখেছ ? এখানে স্মরণ করার পরিশ্রম করতে হয়। স্মরণ করার জন্যই সময় দিতে হয়। স্মরণের জন্য পুরুষার্থ করা - এটাও তো জ্ঞান। স্মরণের জন্যও জ্ঞানের দরকার। চক্র বোঝানোর জন্যও জ্ঞান থাকতে হবে। এটাই হলো প্রকৃত নেচার-কিওর। তোমরা আত্মারা একেবারে পবিত্র হয়ে যাও। ওটা তো শারীরিক সুস্থতা, আর এটা হচ্ছে আত্মার সুস্থতা। আত্মাতেই খাদ পড়ে। খাঁটি সোনা থেকে খাঁটি অলঙ্কার হয়। এখানে বাচ্চারা জানে যে শিববাবা সম্মুখে এসেছেন। বাচ্চাদেরকে তো অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আমাদেরকে এখন ফিরে যেতে হবে। এই পার থেকে ওই পারে যেতে হবে। বাবা, উত্তরাধিকার এবং ঘরকে স্মরণ করতে হবে। ওটা হচ্ছে সুইট সাইলেন্স হোম। অশান্তির কারণেই দুঃখ আসে আর শান্তি থেকেই সুখ আসে। সত্যযুগে সুখ, শান্তি, সম্পত্তি সবকিছুই ছিল। ওখানে লড়াই ঝগড়ার কোনো ব্যাপার থাকবে না। বাচ্চাদের কেবল এটাই মাথায় রাখতে হবে যে আমাদেরকে সত্বপ্রধান, সত্যিকারের সোনা হতে হবে। তবেই উঁচু পদ পাব। এই আত্মিক ভোজন খাওয়ার পর জাবর কাটতে হবে, আজকে কি কি মুখ্য পয়েন্ট শুনলাম। এটাও বোঝানো হয়েছে যে যাত্রা দুই রকমের - আত্মিক এবং শারীরিক। এই আত্মিক যাত্রাই কাজে আসবে। ভগবানুবাচ - মন্মনা ভব। আত্মা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শুভ কাজের জন্যেই এই বিনাশ হবে, তাই ভয় পাওয়া উচিত নয়। কল্যাণকর বাবা সর্বদা কল্যাণ করেন, এটা স্মরণে রেখে সর্বদা খুশিতে থাকতে হবে।

২) সর্বদা মাথায় রাখতে হবে যে, সত্যোপস্থান সত্যিকারের সোনা হয়ে উঁচু পদ পেতে হবে। আত্মার যে ভোজন আমরা পাই, সেটাকে জাবর কাটতে হবে।

বরদান:- সৎসঙ্গের দ্বারা আধ্যাত্মিক রং লাগিয়ে সর্বদা হাসিখুশী আর ডবল লাইট ভব
যে সন্তান বাবাকে হৃদয়ের সত্যিকারের সাথী বানিয়ে নেয়, তার ওপর সঙ্গের আধ্যাত্মিক
রঙ সর্বদাই লেগে থাকে। সৎসঙ্গ মানে, বুদ্ধি দ্বারা সৎ বাবা, সৎ টিচার এবং সৎ গুরু
সঙ্গ করা। যে এইরকম সৎসঙ্গে থাকে, সে সর্বদাই হাসিখুশী এবং ডবল লাইট থাকে। তার
কোনো রকম বোঝা অনুভব হয় না। সে সর্বদাই ভরপুর অনুভব করে। খুশির খনি
আমার সঙ্গে আছে, বাবার সবকিছুই আমার হয়ে গেছে।

স্লোগান:- নিজের মিষ্টি কথা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সহযোগিতার দ্বারা হতাশ ব্যক্তিকে শক্তিশালী
বানাও।

০৭-০১-২০২১ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:-** বাবা নিজের সন্তানদের কোন্ একটি কাহিনী শোনাতে এসেছেন ?
- *উত্তর:-** বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা - আমি তোমাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই। তোমরা যখন প্রথম জন্মেছিলে তখন একটি দৈবী ধর্ম ছিল পরে তোমরাই দুটি যুগের পরে বিশাল মন্দির বানিয়েছো। ভক্তি শুরু করেছো। এখন এটা হল তোমাদের অন্তেরও অন্তিম জন্ম। তোমরা ডেকেছিলে দুঃখ হতা সুখ কতা এসো... এখন আমি এসেছি।
- *গীত:-** আজ অন্ধকারে আছে মানুষ.....

ওম্ শান্তি । তোমরা জানো এখন এটা হল কলিযুগী দুনিয়া, সব অন্ধকারে আছে। প্রথমে আলোর জগতে ছিলে, যখন ভারত স্বর্গ ছিল। এই ভারতবাসী যারা এখন নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয় তারা আসলে দেবী-দেবতা ছিলো। ভারতে স্বর্গবাসীরা ছিলো যখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। একটিই ধর্ম ছিল। স্বর্গ, বৈকুন্ঠ, বহিস্ত, হেভেন - এইসব ভারতেরই নাম ছিল। ভারত পবিত্র ও প্রাচীন বিত্তবান ছিল। এখন তো ভারত কাণ্ডাল হয়েছে, কারণ এখন হল কলিযুগ। তোমরা জানো আমরা অন্ধকারে আছি। যখন স্বর্গে ছিলাম তখন আলোর জগতে ছিলাম। স্বর্গের রাজ-রাজেশ্বর, রাজ-রাজেশ্বরী শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন। তাকেই সুখধাম বলা হয়। বাবার কাছেই তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে, যাকে জীবনমুক্তি বলা হয়। এখন তো সবাই জীবন-বন্ধনে আছে। এখন বিশেষভাবে ভারত এবং সাধারণ দুনিয়া রাবণের কারাগারে, শোক বাটিকায় আছে। এমন নয় রাবণ শুধু শ্রীলঙ্কায় ছিল আর রাম ছিল ভারতে, রাবণ এসে সীতাকে হরণ করেছে। এইসব ই হল পৌরাণিক কাহিনী। গীতা হল মুখ্য, সর্ব শাস্ত্রময়ী শিরোমণি শ্রীমৎ অর্থাৎ ভগবান প্রদত্ত, এই ভারতে। মানুষ তো কারো সদগতি করতে পারে না। সত্য যুগে ছিল জীবনমুক্ত দেবী-দেবতা, যারা এই উত্তরাধিকার কলিযুগের অন্তে প্রাপ্ত করেছিল। ভারতবাসীরা এই কথা জানেনা, আর না আছে কোনো শাস্ত্রে। শাস্ত্রে আছে ভক্তি মার্গের জ্ঞান। সদগতি মার্গের জ্ঞান মানুষ মাত্রের একটুও নেই। সবাই ভক্তিই শেখায়। তারা বলবে শাস্ত্র পাঠ করো, দান - পুণ্য করো। এই ভক্তি দ্বাপর থেকে আরম্ভ হয়। সত্যযুগ ও ত্রেতায় থাকে জ্ঞানের প্রালম্ব। এমন নয় যে সেখানেও এই জ্ঞান প্রচলিত থাকে। এই যে উত্তরাধিকার ভারতের ছিল যা বাবার কাছে সঙ্গম যুগে প্রাপ্ত হয়েছিল সেসব এখন পুনরায় তোমরা প্রাপ্ত করছো। ভারতবাসী যখন নরকবাসী হয়ে অসীম দুঃখে থাকে তখন আহ্বান করে - হে পতিত-পাবন দুঃখ হতা সুখ কতা। কাদের ? সর্ব জনের, কারণ বিশেষভাবে ভারত এবং সাধারণ দুনিয়ায় সবার মধ্যেই ৫ টি বিকার আছে। বাবা হলেন পতিত-পাবন। বাবা বলেন - আমি কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গমে আসি। সকলের সদগতি দাতা আমি। অহল্যা, গণিকা এবং যারা গুরু ইত্যাদি আছে তাদের সকলের উদ্ধার আমাকেই করতে হয়। কারণ এ হল-ই পতিত দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়। ভারতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ভারতবাসী এই কথা জানেনা যে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিল। পতিত খন্ড অর্থাৎ মিথ্যা খন্ড, পবিত্র খন্ড অর্থাৎ সত্যখন্ড। ভারত পবিত্র খন্ড ছিল, এই ভারত হল অবিনাশী খন্ড, যার কখনও বিনাশ হয় না। যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন অন্য কোনো খন্ড ছিল না। সেসব পরে আসে। মানুষ তো কল্পের অবধি লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন কল্পের আয়ু হল ৫ হাজার বছর। তারা যদিও বলে মানুষ ৮৪ লক্ষ জন্ম নেয়। মানুষকে কুকুর, বেড়াল, গাধা ইত্যাদি সব বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কুকুর, বেড়ালের জন্ম আলাদা, ৮৪ লক্ষ ভ্যারাইটি আছে। মানুষের ভ্যারাইটি কেবল এক। তাদেরই ৮৪ জন্ম হয়। বাবা বলেন ভারতবাসী নিজেদের ধর্মকে ড্রামা প্ল্যান অনুসারে ভুলে

গেছে। কলিযুগের শেষে একেবারে পতিত হয়েছে। তারপর বাবা সঙ্গমে এসে পবিত্র করেন, একেই বলা হয় দুঃখধাম পরে ভারত সুখধাম হবে। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা ভারতবাসী, স্বর্গবাসী ছিলে তারপরে তোমরা ৮৪ জন্মের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসো। সত্য থেকে রজো তমো-তে নিশ্চয়ই আসতে হয়। তোমরা-ই দেবতা, তোমাদের মতন বিত্তবান, এভারহ্যাপি, এভারহেলদী, ওয়েলদি আর কেউ হয় না। ভারত খুব বিত্তশালী ছিল, হীরে জহরত তো পাথরের মতন ছিল। দুই যুগ পরে ভক্তিমার্গে বিশাল মন্দির নির্মাণ করে। তাও খুবই বহুমূল্য মন্দির তৈরি করে। সোমনাথের মন্দির সবচেয়ে বিশাল ছিল। শুধুমাত্র একটি মন্দির নয়, তাইনা। অন্য রাজাদেরও মন্দির ছিল। কত মন্দির লুট করে নিয়ে গেছে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের স্মরণ করছেন। তোমাদের বিত্তবান বানিয়েছিলাম। তোমরা সর্ব গুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে, যথা মহারাজা - মহারানী । তাদেরকে ভগবান-ভগবতীও বলা যায়। কিন্তু বাবা বুঝিয়েছেন - ভগবান হলেন এক, তিনি হলেন পিতা। শুধু ঈশ্বর বা প্রভু বললে এই কথাটি স্মরণে আসে না যে তিনি হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা। বাবা বসে কাহিনী শোনান। এখন তোমাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম । একজনের কথা নয়, না কোনো যুদ্ধের ময়দান ইত্যাদি আছে। ভারতবাসী এই কথা ভুলে গেছে যে তাদের রাজত্ব ছিল। সত্যযুগের আয়ু বৃদ্ধি করে বহুদূরে নিয়ে গেছে। বাবা এসে বোঝান - মানুষকে ভগবান বলা হবে না। মানুষ কারো সদগতি করতে পারে না। কথায় আছে - সর্বের সদগতি দাতা, পতিতদের পাবনকর্তা হলেন একজন। একজনই সত্য পিতা, তিনি সত্যখণ্ডের স্থাপনা করেন। সবাই পূজা করে কিন্তু তোমরা ভক্তি মার্গে যাঁর পূজা করেছো, তাদের কারো জীবন কাহিনী তো জানতে না, তাই বাবা বোঝান, তোমরা শিবজয়ন্তী উৎসব তো পালন করো, তাইনা। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা, হেভেনলী গড ফাদার। অসীম সুখ প্রদানকারী। সত্যযুগে অনেক সুখ ছিল। সত্যযুগের স্থাপনা কীভাবে এবং কে করেন? এই কথা বাবা বসে বোঝান। নরকবাসীকে এসে স্বর্গবাসীতে পরিণত করা অথবা ব্রষ্টাচারীদের শ্রেষ্ঠাচারী দেবতা বানানো, এই কাজটি তো একমাত্র বাবার-ই কাজ। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের পবিত্র করি। তোমরা স্বর্গের মালিক হও। তোমাদের পতিত কে বানায় ? রাবণ। মানুষ তো বলে দুঃখও ঈশ্বর-ই দেয় । বাবা বলেন - আমি তো সবাইকে এতো সুখ প্রদান করি যে অর্ধকল্প তোমরা বাবাকে স্মরণ-ই করবে না। তারপরে যখন রাবণ রাজ্য হয় তখন সবাই পূজা অর্চনা করা আরম্ভ করে। এটা হল তোমাদের বহু জন্মের শেষ জন্ম। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা কতগুলি জন্ম নিয়েছি ? বাবা বলেন - মিষ্টি- মিষ্টি ভারতবাসী, হে আত্মারা, এখন তোমাদের অসীমের উত্তরাধিকার প্রদান করি। বাচ্চারা, তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো। এখন তোমরা ২১ জন্মের জন্য বাবার কাছে উত্তরাধিকার নিতে এসেছো। সবাই তো একসাথে আসবে না। তোমরাই সত্যযুগের সূর্যবংশী পদমর্যাদা পুনরায় প্রাপ্ত করো অর্থাৎ প্রকৃত সত্য বাবার কাছে সত্য নর থেকে নারায়ণে পরিণত হওয়ার জ্ঞান প্রাপ্ত করো। এ হল জ্ঞান, ওটা হল ভক্তি। শাস্ত্র ইত্যাদি সব হল ভক্তি মার্গের জন্য। সেসব জ্ঞান মার্গের নয়। এ হল স্পিরিচুয়াল আধ্যাত্মিক (রুহানী) আত্ম জ্ঞান। সুপ্রিম আত্মা বসে নলেজ প্রদান করেন। বাচ্চাদেরকে দেহী-অভিমানী হতে হয়। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে মামেকম স্মরণ করো। বাবা বোঝান - আত্মাতেই সুসংস্কার বা কুসংস্কার ভরা থাকে, সেই অনুযায়ী মানুষের ভালো বা খারাপ জন্ম হয়। বাবা বসে বোঝান ইনি (ব্রহ্মা বাবা) পবিত্র ছিলেন, অন্তিম জন্মে পতিত হয়েছেন, তৎস্বম্ (তুমিও তাই) । আমি পিতা , আমাকে এই পুরানো রাবণের দুনিয়ায়, পতিত দুনিয়ায় আসতে হয়। সেই দেহে আসতে হয় যে প্রথম নম্বরে যাবে। সূর্যবংশীরা- ই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়। এই হল ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা বংশী ব্রাহ্মণ। বাবা তো রোজ বোঝান। পাথরবুদ্ধি থেকে স্পর্শবুদ্ধি হওয়া মাসির বাড়ি যাওয়ার মতন সহজ নয়। হে আত্মারা, এখন দেহী-অভিমানী হও। হে আত্মারা, এক পিতাকে স্মরণ করো এবং রাজত্বের কথা স্মরণ করো। দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করো। মৃত্যু তো সকলের অবধারিত। সবার-ই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। এক সদগুরু ব্যতীত সর্বের সদগতি দাতা আর কেউ নয়। বাবা বলেন - হে ভারতবাসী বাচ্চারা, তোমরা সর্ব প্রথমে আমার কাছ থেকে দূরে যাও। গায়ন আছে - আত্মারা-পরমাত্মা দূরে রয়েছে বহুকাল সৃষ্টিতে সর্ব প্রথমে তোমরা ভারতবাসী দেবী-দেবতা ধর্মীয়জনরাই এসেছো। অন্য ধর্মের মানুষের জন্ম সংখ্যায় কম থাকে।

সম্পূর্ণ চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় সেই জ্ঞান বাবা বসে বোঝান। যারা ধারণ করাতে পারে না, তাদের জন্যও খুব সহজ। আত্মারা ধারণ করে, পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা হয় তাই না। এই হল তোমাদের ৮৪তম অস্তিম জন্ম। তোমরা সবাই বাণপ্রস্থে আছো। বাণপ্রস্থে অনেকে গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়, মন্ত্র প্রাপ্ত করার জন্য। তোমাদের তো এখন দেহধারী গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার কোনও দরকার নেই। তোমাদের সবার আমি হলাম পিতা, টিচার, গুরু। তোমরা আমাকে সম্বোধন করো - হে পতিত-পাবন শিববাবা। এখন স্মৃতি এসেছে। সব আত্মাদের পিতা, আত্মা হল সত্য, চৈতন্য কারণ আত্মা হল অমর। সব আত্মার মধ্যে পাট ভরা আছে। বাবাও হলেন সত্য চৈতন্য। মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ হওয়ার কারণে তিনি বলেন - আমি সম্পূর্ণ বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে জানি, তাই আমাকে নলেজফুল বলা হয়। তোমাদেরও পুরো নলেজ আছে। বীজ থেকে বৃক্ষ কীভাবে বেরিয়েছে। বৃক্ষের বৃদ্ধি হতে সময় লাগে। বাবা বলেন আমি বীজরূপ, শেষে সম্পূর্ণ বৃক্ষ জর্জরিত হয়ে যায়। এখন দেখো দেবী-দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন নেই। একেবারেই লুপ্ত প্রায়। যখন দেবতা ধর্ম লুপ্ত হয় তখন বাবাকে আসতে হয় - এক ধর্মের স্থাপনা করে বাকি সব ধর্মের বিনাশ করান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবা স্থাপনা করাচ্ছেন, আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। এইসব ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। এর কোনো শেষ নেই। বাবা আসেন অন্ত সময়ে। যখন সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ প্রদান করার সময় হয় অর্থাৎ নিশ্চয়ই সঙ্গমে আসবেন। তোমাদের পিতা একজন ই। আত্মারা সবাই হল ব্রাদার্স, মূলবতনবাসী। একমাত্র পিতাকে সবাই স্মরণ করে। দুঃখে স্মরণ সবাই করে রাবণের রাজ্যে দুঃখ আছে তাইনা। এখানে স্মরণ করে সুতরাং একমাত্র বাবা হলেন সর্বজনের সদগতি দাতা। তাঁরই মহিমা। বাবা না এলে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করবে কে! ইসলামী ইত্যাদি সবাই এই সময় তমোপ্রধান। সবাইকে পুনর্জন্ম তো অবশ্যই নিতে হবে। এখন পুনর্জন্ম হয় নরকে। এমন নয় যে স্বর্গে গমন হয়। যেমন হিন্দুরা বলে স্বর্গবাসী হয়েছে অর্থাৎ নরকে ছিল। এখন স্বর্গে গেছে। তোমাদের মুখে গোলাপ। স্বর্গবাসী হয়েছে তাহলে নরকের আসুরিক বৈভব তোমরা তাদের কেন খাওয়াও! বেঙ্গলে মাছ ইত্যাদিও খাওয়ানো হয়। আরে, তাদের এইসব খাবারের কি প্রয়োজন! বলে অমুক পার নির্বাণ গেছে, বাবা বলেন এইসবই হল গল্পো। ফিরে তো কেউ যেতেই পারে না। যদিও প্রথম নশ্বরে যারা তাদেরকে ৮৪ জন্ম নিতে হয়।

বাবা বোঝান এতে কোনো কষ্ট নেই। ভক্তি মার্গে অনেক কষ্ট। রাম নাম জপ করতে করতে শিহরণ অনুভব করে। সেসবই হল ভক্তি মার্গ। এই সূর্য-চন্দ্র তোমরা জানো আলো প্রদান করে। এরা দেবতা নয়। বাস্তবে জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্র এবং জ্ঞান তারা হয়। তাদের ই মহিমা বর্ণনা হয়। তারা বলে দেয় সূর্য দেবতায় নমঃ। তাকে দেবতা মনে করে জল অর্পণ করে। অতএব বাবা বোঝান এই সব হল ভক্তি মার্গ, যা হবেই। প্রথমে হয় অব্যভিচারী ভক্তি এক শিববাবার, তারপরে দেবতাদের, তারপর নামতে নামতে এখন দেখো তিন রাস্তার মোড়ে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে, তাতে তেল ইত্যাদি ঢেলে তার পূজা করে। তব্বের পূজাও করে। মানুষের চিত্র বানিয়ে পূজা করে। এখন এর থেকে প্রাপ্তি তো কিছুই নেই, এই কথা গুলি তোমরা বাচ্চারাই বোঝো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আত্মায় নিহিত কু-সংস্কার গুলি দূর করার জন্য দেহী-অভিমানী থাকার প্র্যাক্টিস করতে হবে। এই হল ৮৪তম অস্তিম জন্ম, বাণপ্রস্থ অবস্থা তাই পুণ্য আত্মা হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে।

২) দেহের সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করে একমাত্র পিতাকে এবং রাজস্বকে স্মরণ করতে হবে, বীজ এবং বৃক্ষের জ্ঞান স্মরণ করে সদা প্রফুল্লিত (হর্ষিত) অর্থাৎ খুশীতে থাকতে হবে।

বরদান:- বিশ্ব পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ কার্যের দায়িত্ব পালন করাকালীন ডবল লাইট স্বরূপে স্থিত
আধারমূর্তি ভব
যারা আধার (ভিত) মূর্তি হয় তাদের উপরেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখন তোমরা যে
রূপে স্থিত থেকে, যেখানে কদম রাখবে অনেক আত্মারা তোমাদেরই সেইভাবে ফলো
করবে, এইটাই হল দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্ব, অবস্থা নির্মাণে খুব সাহায্য করে। কারণ এর
দ্বারা অনেক আত্মার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, যার ফলে দায়িত্ব হালকা হয়ে যায়, এই দায়িত্ব
ক্লান্তি দূর করে দেয়।

স্লোগান:- হৃদয় ও বুদ্ধি এই দুইয়ের ব্যালান্স বজায় রেখে সেবা করলে সফলতা প্রাপ্ত হয়।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে এই নেশা রাখতে হবে যে, আমি ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হচ্ছি, আমাদের ব্রাহ্মণদেরই বাবার শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হয়েছে”

*প্রশ্ন:- যাদের নিউ ব্লাড (তরুণ) তাদের কি এমন শখ আর কি এমন আনন্দ হওয়া উচিত?

*উত্তর:- এই দুনিয়া যেটা পুরানো আয়রন এন্ড হয়ে গেছে তাকে নতুন গোল্ডেন এন্ড বানানোর, পুরানো থেকে নতুন বানানোর শখ হওয়া চাই। কন্যাদের হল নিউ ব্লাড, তাই নিজেদের সমবয়সীদেরকেও ওঠাতে হবে। এই নেশা সর্বদা বজায় রাখতে হবে। ভাষণ করার সময়ও অনেক আনন্দ হওয়া চাই।

*গীত:- হে নিশিথের যাত্রী...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা তো এই গানের অর্থ বুঝতে পেরেছে। এখন ভক্তিমার্গের ঘোর অন্ধকারের রাত তো সম্পূর্ণ হচ্ছে। বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে আমাদের উপরে এখন মুকুট আসতে চলেছে। এখানে বসে আছে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও আছে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। যেরকম সন্ন্যাসীরা বোঝায় যে তোমরা নিজেকে মোষ মনে করো তাহলে সেইরূপ হয়ে যাবে। সেটা হল ভক্তি মার্গের দৃষ্টান্ত। যেরকম এই দৃষ্টান্তও আছে যে রাম বানরদের সেনা নিয়েছিলেন। তোমরা এখানে বসে আছে। জানো যে আমরা দেবী-দেবতা ডবল মুকুটধারী হব। যেমন স্কুলে পড়ার সময় বলে, আমি এটা পড়ে ডাক্তার হয়ে যাব, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাব। তোমরা বুঝতে পারো যে এই পড়াশোনা করে আমরা দেবী-দেবতা হচ্ছি। এই শরীর ত্যাগ হলেই আর আমাদের মাথার উপর মুকুট হবে। এটা তো হল অত্যন্ত নোংরা ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, তাই না। নতুন দুনিয়া হল first-class দুনিয়া। পুরানো দুনিয়া হল একদম থার্ড ক্লাস দুনিয়া। এ তো বিনাশ হয়ে যাবেই। নতুন বিশ্বের মালিক নির্মাণকারী অবশ্যই বিশ্বের রচয়িতাই হবে। অন্য কেউ পড়াতে পারবেন না। শিববাবাই তোমাদেরকে পড়িয়ে শেখাচ্ছেন। বাবা বুঝিয়েছেন যে - সম্পূর্ণরূপে আত্ম-অভিমानी হয়ে গেলে তো আর কি চাই। তোমরা ব্রাহ্মণ তো আছেই। তোমরা জানো যে আমরা এখন দেবতা হচ্ছি। দেবতার কত পবিত্র ছিলেন। এখানে তো অনেক পতিত মানুষ আছে। চেহারা যদিও মানুষেরই মতো কিন্তু চরিত্র দেখো কি রকম আছে! যারা দেবতাদের পূজারী তারা নিজেরাই তাঁদের কাছে এই মহিমা করে যে - আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন, শোলোকলা সম্পূর্ণ..... আর আমরা হলাম বিকারী পাপী। চেহারা তো তাদেরও মানুষেরই মতোই কিন্তু তাঁদের কাছে গিয়ে মহিমা গাইতে থাকে, নিজেদেরকে নোংরা বিকারী বলে পরিচয় দেয়। আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। আছে তো মানুষ অর্থাৎ মানুষ। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এখন তো আমরা পরিবর্তন হয়ে দেবতা হব। কৃষ্ণের পূজা করে-ই এই জন্য যাতে কৃষ্ণ পুরীতে যেতে পারে। কিন্তু এটা জানা নেই যে কবে যাবে। ভক্তি করতে থাকে যে ভগবান এসে ভক্তির ফল দেবেন। প্রথমতঃ তোমাদেরকে এটা নিশ্চয় করতে হবে যে, আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন! এটা হল শ্রী শ্রী শিববাবার মত। শিব বাবা তোমাদেরকে শ্রীমৎ প্রদান করছেন। যাদের এটা জানা নেই তারা শ্রেষ্ঠ কিভাবে হতে পারবে। এতসব ব্রাহ্মণ শ্রী শ্রী শিববাবার মতানুসারে চলছে। পরমাত্মার মতই শ্রেষ্ঠ বানায়, যার ভাগ্যে থাকবে, তার বুদ্ধিতে বসবে। না হলে তো কিছুই বুঝতে পারবে না। যখন বুঝতে পারবে তখন খুশি হয়ে সাহায্য করতে লেগে যাবে। কেউ-কেই তো আবার জানেইনা, তাদের জানাই নেই যে ইনি কে, এজন্য বাবা কারো সাথে সাক্ষাৎকার করেন না। তারা তো আরোই নিজেদের মত বের করবে। শ্রীমৎ-কে না জানার কারণে তারাও নিজের মত দিতে শুরু করে দেবে। এখন বাবা এসেইছেন বাচ্চারা তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য। বাচ্চারা জানি যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বের ন্যায় বাবা আমাদের সাথে এসে মিলন করেছেন। যাদের

জানা নেই তারা এইরকম সাড়া দিতে পারবেনা। পড়াশোনার প্রতি বাচ্চাদের খুব নেশা থাকতে হবে। এটা হল বড় উঁচু পড়া কিন্তু মায়াও প্রবল বিরোধী। তোমরা জানো যে, আমরা সেই পড়া পড়ছি যার দ্বারা আমাদের মাথার উপর ডবল মুকুট আসবে। ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ডবল মুকুটধারী হব। তাই এর জন্য পুনরায় এইরকম সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করতে হবে, তাই না! একে বলা হয় রাজযোগ। বড়ই আশ্চর্য পূর্ণ। বাবা সর্বদাই বোঝাচ্ছেন যে - লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাও। পূজারীদেরকেও তোমরা বোঝাতে পারো। পূজারীরাও কাউকে বসে বোঝাবে যে এই লক্ষ্মী- নারায়ণ কিভাবে এই পদ প্রাপ্ত করেছেন, এঁনারা বিশ্বের মালিক কিভাবে হয়েছেন? এইরকম-এইরকম কথা বসে শোনালে পূজারীরা মেনে নেবেন। তোমরা বলতে পারো যে, আমরা আপনাকে বোঝাচ্ছি যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণও এই রাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত করেছেন? গীতাতেও ভগবানুবাচ আছে তাই না। আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদেরও রাজা বানাচ্ছি। স্বর্গবাসী তো তোমরাই হও তাই না! তাই বাচ্চাদেরকে অনেক নেশায় থাকতে হবে - আমরা এই রকম তৈরি হচ্ছে! যদিও নিজেদের চিত্র আর রাজার চিত্র এখানে একসাথে বের করো। নিচে তোমাদের চিত্র, উপরে রাজার চিত্র হবে। এতে বেশী খরচা তো হবে না, তাই না। রাজার পোশাক তো শীঘ্রই তৈরী হতে পারে। তাই প্রতিমূর্ত্ত স্মরণ রাখ - আমরা দেবতা হতে চলেছি। উপরে শিববাবার চিত্রও রাখতে পারো। এইরকম চিত্রও বের করতে পারো। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা তৈরি হচ্ছে। এই শরীর ছেড়ে আমরা গিয়ে দেবতা হব কেননা এখন আমরা এই রাজযোগ শিখছি। তাই এই চিত্রও সহায়তা করবে। উপরে শিববাবা, পরে রাজা রূপের চিত্র। নিচে তোমাদের সাধারণ চিত্র। শিব বাবার থেকে রাজযোগ শিখে আমরা দেবতা ডবল মুকুটধারী তৈরি হচ্ছে। চিত্র রাখা থাকলে, কেউ জিজ্ঞাসা করলে তো আমরা বলতে পারবো - আমাদের শিক্ষক হলেন এই শিব বাবা। চিত্র দেখার সাথে সাথে বাচ্চাদের নেশা চড়ে যাবে। দোকানেও এই চিত্র রাখতে পারো। ভক্তি মার্গে বাবা নারায়ণের চিত্র রাখতেন। পকেটেও থাকত। তোমরাও নিজেদের ফটো রেখে দাও তো স্মরণে থাকবে যে - আমরা দেবী দেবতা হচ্ছে। বাবাকে স্মরণ করার উপায় খুঁজতে হবে। বাবাকে ভুলে গেলেই নিচের দিকে নামতে থাকবে। বিকারে পড়ে গেলে তখন আবার লজ্জা আসবে। এখন তো আমি আর এই দেবতা হতে পারবো না। হার্ট ফেল হয়ে যাবে। এখন আমি দেবতা কীভাবে হব ? বাবা বলছেন যে বিকারে যারা পড়ে যাচ্ছে তাদের ছবি বের করে দাও। বলো, তোমরা স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য নও, তোমাদের পাসপোর্ট শেষ হয়ে গেছে। নিজেও অনুভব করবে যে আমি তো পড়ে গেছি। এখন আমি স্বর্গে কি করে যাব? যেরকম নারদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তাকে বলা হয়, তুমি আগে নিজের মুখ দেখো, লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য ? তখন বাঁদরের মুখ দেখা গেল। তাই মানুষের মধ্যেও লজ্জা আসবে যে - আমার মধ্যে তো এই বিকার আছে, পুনরায় আমরা শ্রী নারায়ণকে বা শ্রীলক্ষ্মীকে কীভাবে বরণ করব। বাবা যুক্তি তো সবাইকেই বলে দেন, কিন্তু অনেকে বিশ্বাসই করে না। বিকারের নেশা এসে যায় তো মনে করে যে এই হিসাবে আমরা রাজাদেরও রাজা ডবল মুকুটধারী কিভাবে হব ? পুরুষার্থ তো করতেই হবে, তাই না! বাবা বোঝাচ্ছেন যে - এইরকম-এইরকম যুক্তি রচনা করো আর সবাইকে বোঝাতে থাকো। এই রাজযোগের স্থাপনা হচ্ছে। এখন বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দিন-প্রতিদিন তুফান আরো প্রবল হতে থাকবে। বশ্ব - ইত্যাদিও তৈরি হচ্ছে। তোমরা এই পড়াশোনা করছো ভবিষ্যতের উঁচু পদ পাওয়ার জন্য। তোমরা একই বার পতিত থেকে পবিত্র তৈরি হচ্ছে। মানুষ খোড়াই বুঝতে পারে না যে, আমরা নরকবাসী, কেননা বুদ্ধি পাথরসম হয়ে গেছে। এখন তোমরা পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ বুদ্ধি তৈরি হচ্ছে। ভাগ্যে থাকলে তো শীঘ্রই বুঝতে পারবে। না হলে তো তোমরা যতই বুদ্ধি খাটাও, বুদ্ধিতে কিছুই বসবে না। বাবাকেই যদি না জানে তো নাস্তিক হয়ে গেলো অর্থাৎ ধনী নয়। তাই তাদেরকে ধনী বানাতে হবে, তাই না! কারণ তারা হল শিব বাবার বাচ্চা। এখানে যাদের মধ্যে গুণ আছে, তারা নিজের বাচ্চাদেরকে বিকারে যাওয়া থেকে বাঁচাতে থাকবে। অগুণী লোক তো নিজের মতোই বাচ্চাদেরকেও ফাঁসাতে থাকে। তোমরা জানো যে এখানে বিকারে যাওয়া থেকে বাঁচানো হয়। কন্যাদেরকে তো প্রথমে বাঁচাতে হবে। মা-বাবা যেরকম বাচ্চাদেরকে বিকারে যাওয়ার জন্য ধাক্কা দেয়। তোমরা জানো যে এটা হল ব্রষ্টাচারী দুনিয়া। শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া চায়। ভগবানুবাচ - আমি যখন আসি

শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর জন্য, তখন তো সবাই হল ব্রষ্টাচারী। আমি এসে সকলকে উদ্ধার করি। গীতাতেও লেখা আছে যে ভগবানকেই সাধু-সন্ত ইত্যাদি সবাইকে উদ্ধার করতে আসতে হয়। এক ভগবান বাবা এসেই সকলের উদ্ধার করেন। এখন তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে - মানুষ কতই না পাথর বুদ্ধিসম হয়ে গেছে। এই সময় যদি সমাজের বড়-বড় ব্যক্তিরাজন জানতে পারে যে গীতার ভগবান শিব তাহলে না জানি কি হয়ে যাবে। হাহাকার শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তা হতে এখনও দেরী আছে। না হলে তো সকলেরই গোষ্ঠী একদম আন্দোলিত হতে শুরু করে দেবে। অনেকেরই সিংহাসন আন্দোলিত হয়, তাইনা! লড়াই যখন হয় তখন জানা যায় যে এর সিংহাসন আন্দোলিত হতে শুরু করেছে, এখনই ভেঙে পড়বে। এখন এটা আন্দোলিত হলে তো খুবই দোলাচল শুরু হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে এটাই হবে। পতিত-পাবন সকলের সঙ্গতি দাতা নিজে বলছেন যে - বরাবর ব্রহ্মার শরীরে দ্বারা স্থাপনা করছেন। সকলের সঙ্গতি অর্থাৎ উদ্ধার করছেন। ভগবানুবাচ - এটা হল পতিত দুনিয়া, এদের সকলকে উদ্ধার আমাকেই করতে হবে। এখন সবাই হল পতিত। পতিত আবার কাউকে পবিত্র কিভাবে বানাবে ? প্রথমে তো নিজে পবিত্র হবে তারপর অনুসরণকারীদেরকে বানাবে। ভাষণ করার মধ্যেও অনেক নেশা চাই। কন্যাদেরকে হলো নিউ ব্লাড। তোমরা পুরাতন থেকে নতুন বানাচ্ছে। তোমাদের আত্মা, যেটা পুরানো আয়রন এন্ড হয়ে গেছে, এখন নতুন গোল্ডেন এন্ড তৈরি হচ্ছে। খাত বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই বাচ্চাদের খুব শখ রাখতে হবে। নেশা বজায় রাখতে হবে। নিজের সমকক্ষদের ওঠাতে হবে। গাওয়া হয় যে, গুরু মাতা। মাতা গুরু কবে হয়, সেটাও এখন তোমরা জেনে গেছ। জগদম্বাই পুনরায় রাজ-রাজেশ্বরী হন। তারপর তো সেখানে কোনও গুরু-ই থাকবে না। গুরুদের পরম্পরা এখনই চলতে থাকে। বাবা এসে মাতাদের উপর জ্ঞান অমৃতের কলষ রেখেছেন। শুরু থেকে এই রকম হয়। সেন্টারের জন্য বলে যে ব্রহ্মাকুমারী চাই। বাবা তো বলেন যে, তোমরাই পরিচালনা করো। সাহস নেই? বলে, না বাবা, টিচার চাই। এটাও ঠিক আছে, সম্মান দেয়।

আজকাল দুনিয়াতে একে অপরকে মেকী (দেখানো) সম্মান দেয়। আজ প্রধানমন্ত্রী আছে, কাল তাকে সরিয়ে দেয়। স্থায়ী সুখ কারোরই প্রাপ্ত হয় না। এই সময়ে বাচ্চারা তোমাদের স্থায়ী রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হচ্ছে। বাবা তোমাদেরকে কত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বোঝাচ্ছেন। নিজেকে সর্বদা প্রফুল্লিত রাখার জন্য খুব ভালো ভালো যুক্তি বলে দেন। শুভ ভাবনা রাখতে হবে, তাইনা! ওহো! আমরা এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চলেছি, তথাপি যদি কারো ভাগ্যে না থাকে তো প্রচেষ্টাও বা কি করবে। বাবা প্রচেষ্টা করার কৌশল তো বলে দেন, তাইনা ! প্রচেষ্টা ব্যর্থ যায় না। এটা তো সর্বদাই সফল হয়। রাজধানী স্থাপন হয়েই যাবে। বিনাশও মহাভারত লড়াই-এর দ্বারা হতেই হবে। পরবর্তীকালে পুরুষার্থ করে তোমরা যত শক্তিশালী হবে, তখন এইসব আসবে। এখন বুঝতে পারবে না, পুনরায় তো তাদের রাজত্বই চলে যাবে। কতো গুরু আছে, এমন কোনো মানুষ নেই যে কোনে গুরুর অনুগামী নয়। এখানে তোমাদের এক সঙ্গতি দাতা সঙ্গুরু প্রাপ্ত হয়েছে। চিত্র বড়ই ভালো। এটা হল সঙ্গতি অর্থাৎ সুখধাম, এটা হল মুক্তিধাম। বুদ্ধিও বলে, আমরা সকল আত্মারা নির্বাণধামে থাকি। যেখান থেকে পুনরায় এই আওয়াজের দুনিয়ায় আসতে হয়। আমরা হলাম সেখানকারই বাসিন্দা। এই খেলা ভারতেই তৈরি হয়ে আছে। শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয়। বাবা বলেন, আমি এসেছি, কল্পের পরে পুনরায় আসবো। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর বাবা আসতেই স্বর্গ উদ্যান তৈরী হয়ে যায়। তারা বলেও যে যীশুখ্রিস্টের এত বছর পূর্বে স্বর্গ উদ্যান ছিল, স্বর্গ ছিল। এখন নেই, পুনরায় হবে। তো অবশ্যই নরকবাসীদের বিনাশ, স্বর্গবাসীদের স্থাপনা হতে হবে। তোমরাই স্বর্গবাসী তৈরি হচ্ছে। নরকবাসীরা সকলেই বিনাশ হয়ে যাবে। তারা তো মনে করে যে এখনও এত লক্ষ বছর বাকি আছে। বাচ্চারা বড় হলে তাদের বিবাহ দেয়.... তোমরা খোড়াই এইরকম বলবে। যদি বাচ্চারা শ্রীমত অনুসারে না চলে, তাহলে পুনরায় শ্রীমৎ নিতে হবে যে স্বর্গবাসী না হতে চাইলে কি করবো ! বাবা বলবেন - যদি আঞ্জাকারী না হয় তাহলে যেতে দাও। এতে পাক্ষা মোহমুক্ত অবস্থা চাই। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের

পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রী শ্রী শিব বাবার শ্রেষ্ঠ মতে চলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে। শ্রীমতে মন-মত মিক্সড ক'রো না। ঈশ্বরীয় পড়ার নেশায় থাকতে হবে।

২) নিজের সমবয়সীদের কল্যাণের যুক্তি তৈরী করতে হবে। সকলের প্রতি শুভকামনা রেখে পরস্পরকে সত্যিকারের সম্মান দিতে হবে। অবিশ্বাসযোগ্য সম্মান নয়।

বরদানঃ:- আধ্যাত্মিক এক্সারসাইজ আর স্বনিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিশোধনের অনুভব করে ফরিস্তা ভব বুদ্ধির পরিশোধন বা হালকা ভাব হল ব্রাহ্মণ জীবনের ব্যক্তিত্ব। পরিশোধনই হল প্রসিদ্ধি। কিন্তু এর জন্য প্রতিদিন অমৃতবেলায় অশরীরী ভাবের আধ্যাত্মিক এক্সেসাইজ করো আর ব্যর্থ সংকল্পরূপী ভোজনের প্রতি সতর্ক থাকো। সতর্ক থাকার জন্য স্ব-নিয়ন্ত্রণ চাই। যে সময়ে যে সংকল্প রূপী ভোজন স্বীকার করতে হবে সেই সময় সেটাই করো। ব্যর্থ সংকল্পের অতিরিক্ত ভোজন করো না, তবেই পরিশোধিত বুদ্ধি হয়ে ফরিস্তা স্বরূপের লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করতে পারবে।

স্লোগানঃ:- মহান আত্মা সে-ই, যে প্রতি সেকেণ্ড, প্রতি পদক্ষেপ শ্রীমতের উপর যথাযথ ভাবে চলতে পারে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করতে হবে-- স্মরণেই স্মরণের প্রাপ্তি হয়, যারা স্মরণ করে না বাবা তাদের স্মরণই বা করবেন কীভাবে"

***প্রশ্ন:-** সঙ্গমযুগে তোমরা বাচ্চারা কোন্ পাঠ অধ্যয়ন করো যা সমগ্র কল্পে পড়ানো হয় না ?

***উত্তর:-** জীবিত থেকেও শরীর থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র অর্থাৎ মৃতবৎ হওয়ার পাঠ এখন অধ্যয়ন করো, কারণ তোমাদের কর্মজীবিত হতে হবে। এছাড়া যতক্ষণ শরীরে আছে ততক্ষণ কর্ম তো করতেই হবে। মনও ততক্ষণ শান্ত হবে না যতক্ষণ শরীর আছে। সেইজন্য মনকে জয় করে জগৎজিত নয়, বরং মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে জগৎজিত।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, কারণ বাচ্চারা এটা তো বুঝতে পারে যে অবুঝদেরই পড়ানো হয়। এখন অসীম জগতের পিতা উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান ধরায় এলে তখন কাদের পড়াবেন ? অবশ্যই যারা উচ্চ থেকে উচ্চ একদম অবুঝ । সেইজন্য বলাই হয়ে থাকে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। বিপরীত বুদ্ধি কীভাবে হয়ে গেছে ? ৮৪ লক্ষ যোনির লিখেছে না ! বাবাকেও তো ৮৪ লক্ষ জন্মের মধ্যে নিয়ে এসেছে। বলে দেয় পরমাত্মা কুকুর, বিড়াল, জীব - জন্তু সব কিছুর মধ্যে আছেন । বাচ্চাদের বোঝানো হয়, এটা তো সেকেন্ড নম্বর পয়েন্ট হিসেবে বোঝাতে হবে । বাবা বুঝিয়েছেন যখন কেউ নূতন আসে তো সর্বপ্রথমে তাকে পার্থিব জগতের আর অসীম জগতের পিতার পরিচয় দিতে হয়। উনি অসীম জগতের বড় বাবা(শিববাবা) আর উনি(ব্রহ্মা) পার্থিব জগতের ছোটো বাবা। অসীম জগতের বাবা মানেই অসীম জগতের আত্মাদের বাবা। উনি পার্থিব জগতের বাবা জীব আত্মার বাবা হয়ে গেলেন। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা। এই নলেজও সবাই একভাবে ধারণ করতে পারে না। কেউ ১ পারসেন্ট ধারণ করে তো কেউ ৯৫ পারসেন্ট ধারণ করে। এটা তো বোঝার ব্যাপার আছে। সূর্যবংশী ঘরানার আছে না! রাজা-রাণী তেমনই প্রজা। এটা বুদ্ধিতে আসে তো। প্রজাতে সব রকমের মানুষ হয়। প্রজা মানে প্রজা। বাবা বোঝান এটা হলো পড়াশোনা । প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী পড়ে। প্রত্যেকের নিজের নিজের পাঠ প্রাপ্ত হয়েছে। পূর্ব কল্পে কেউ যতটা পড়াশুনা ধারণ করেছিল, ততটাই এখনো ধারণ করছে। অধ্যয়ন কখনো লুকিয়ে রাখা যায় না। অধ্যয়নের মান অনুসারেই পদ প্রাপ্ত হয়। বাবা বুঝিয়েছেন- সময় ক্রমশ এগোলে পরীক্ষা তো আসবেই। পরীক্ষা না দিয়ে তো ট্রান্সফার হতে পারবে না। শেষের দিকে সব বুঝতে পারা যাবে। যদিও এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারো যে আমি কোন পদের যোগ্য। যদিও চক্ষু লজ্জায় সকলের সাথে সাথে হাত উঠিয়ে দেয়। মনে-মনে বুঝতে পারে যে আমি এইটা কি করে হতে পারি ! তবুও হাত উঠিয়ে দেয়। বুঝতে পেরে তবুও হাত উঠিয়ে দেওয়া এইটাকেও অজ্ঞানতা বলা হবে। কতটা অজ্ঞান কেউ সেইটা তো বাবা সেকেন্ডে বুঝতে পেরে যান। এর থেকে তো ঐ স্টুডেন্টদের মধ্যে বেশী বুদ্ধি, যারা মনে করে আমরা স্কলারশিপ নেওয়ার যোগ্য নই, পাশ করবো না। এর থেকে তো সেই অজ্ঞানী ভালো যারা বুঝতে পারে-- টিচার যা পড়ান তার মধ্যে আমরা কত মার্কস পেতে পারি ! এইরকম কি আর বলবে আমি পাশ উইথ অনার হবো ! তাই এটাই প্রমাণ হয় যে এই ক্ষেত্রে এতটুকুও বুদ্ধি নেই। দেহ-অভিমান খুবই আছে। তোমরা যখন এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে এসেছো তো চলন খুবই ভালো হওয়া উচিত। বাবা বলেন কেউ তো আবার বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। কারণ তাদের বাবার সাথে প্রীতি নেই, তবে কি অবস্থা হবে তাদের ! উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না।

বাচ্চারা, বাবা বসে তোমাদের বোঝান- বিনাশের সময় বিপরীত বুদ্ধির অর্থ কি হবে- বাচ্চারাই সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারে না তো আবার অন্যেরা কি বুঝবে ! যে বাচ্চারা মনে করে আমরা হলাম শিববাবার

বাচ্চা, তারাও সম্পূর্ণ অর্থ বোঝে না। বাবাকে স্মরণ করা- এটা তো হলো গুপ্ত ব্যাপার। পড়াশোনা তো গুপ্ত হয় না। পড়াশোনাতেই বাচ্চাদের নম্বর অনুক্রম হয়। সবাই কি আর একরকম অধ্যয়ন করবে! বাবা তো মনে করেন এরা এখনো বেবিজ (শিশু)। এইরকম অসীম জগতের বাবাকে তিন-তিন, চার-চার মাস স্মরণও করে না। বোঝা যাবে কি করে যে স্মরণ করে ? যখন তাদের চিঠি আসে। সেই চিঠিতে আবার সার্ভিস সংবাদও থাকে যে এই সব আত্মিক সার্ভিস করেছে। প্রমাণ তো চাই, তাই না ! এইরকম দেহ-অভিমानी হয় যারা তারা না কখনো স্মরণ করে, না সার্ভিসের প্রমাণ দেখায়। কেউ আবার সংবাদ লেখে- বাবা অমুকে-অমুকে এসেছিলো, তাদের এইসব বুঝিয়েছি, তখন বাবাও বুঝতে পারেন বাচ্চা বেঁচে আছে। সার্ভিস সমাচার সঠিক ভাবে দিচ্ছে। কেউ তো ৩--৪ মাস চিঠি লেখে না। কোনো সংবাদ না থাকলে তখন মনে হয় মরে গেছে (বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে) নয়তো অসুখে পড়েছে। অসুস্থ মানুষ লিখতে পারে না। এটাও কেউ লেখে যে আমার শরীর ঠিক ছিলো না সেইজন্য পত্র লিখিনি। কেউ তো সংবাদই দেয় না, অসুস্থও নয়। দেহ-অভিমান আছে। তবে বাবাও কাকে স্মরণ করবেন ! স্মরণের দ্বারাই স্মরণ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দেহ-অভিমান থাকে। বাবা এসে বোঝান- আমাকে সর্বব্যাপী বলে ৮৪ লাখেরও বেশী যোনীতে নিয়ে যায়। মানুষকে বলা হয় তাদের হল পাথরবুদ্ধি। ভগবানের ক্ষেত্রে তো বলে দেয় পাথর, নুড়ির মধ্যে বিরাজমান। তো এটা তো বিরাট বড় গালি হয়ে গেল তাই না! এইজন্য বাবা বলেন, আমার কতো গ্লানি করে। এখন তোমরা তো নম্বর অনুযায়ী বুঝতে পেরে গেছো। ভক্ত মার্গে তোমরা গাইতেও-- আপনি এলে আমি নিজেকে সমর্পণ করবো। আপনাকে উত্তরাধিকারী করবো। এই উত্তরাধিকার দেয় যে তুমি পাথরে নুড়িতে বিরাজমান ! কতো গ্লানি করে। তখন বাবা বলেন- "যদা যদাহি..." এখন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে জানো বলে বাবার কতো মহিমা করো। কেউবা মহিমা তো দূর, কখনো স্মরণ করে দুটো শব্দও লেখে না। দেহ-অভিমानी হয়ে ওঠে। বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা বাবাকে পেয়েছি, আমাদের বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। ভগবানুবাচ যে। আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি। বিশ্বের রাজত্ব কীভাবে প্রাপ্ত হবে তারজন্য রাজযোগ শেখাই। আমরা বিশ্বের বাদশাহী গ্রহণ করার জন্য অসীম জগতের বাবার কাছে অধ্যয়ন করি--এই নেশা থাকলে তো অপার খুশী এসে যাবে। যদিও গীতাও পড়েও, কিন্তু যেন অর্ডিনারি বই পড়ার মতো করে পড়ে। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ-- রাজযোগ শেখাই, ব্যাস। এতখানি বুদ্ধির যোগ বা খুশী থাকে না। গীতা যারা পড়ে আর যারা শোনে তাদের মধ্যে এতো খুশী থাকে না। গীতা সম্পূর্ণ পড়ে নিল তারপর কাজে চলে গেল ! কিন্তু এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। আর কারোর বুদ্ধিতে আসবে না যে ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন। তাই প্রথমেই কেউ এলে তাকে দুই বাবা কে, সেই বিষয়ে কিছুটা বোঝাতে হবে। বলো ভারত তো স্বর্গ ছিলো, এখন তো নরক। এইরকম তো কেউ বলতে পারবে না যে আমি সত্যযুগেও আছি, কলিযুগেও আছি। কেউ দুঃখ পেলে তো সে নরকে থাকে, কারোর সুখ প্রাপ্ত হলো তো স্বর্গে থাকে ! এইরকম অনেকে বলে- দুঃখী মানুষ নরকে আছে, আমি তো অনেক সুখে বসে আছি, মহল অটালিকা ইত্যাদি সব কিছু আছে। বাইরের অনেক সুখ দেখে যে। এটাও তোমরা এখন বুঝতে পারো সত্যযুগী সুখ তো এখানে হতে পারে না। এইরকমও নয় যে গোল্ডেন এক্সক আয়রণ এজ্ বলো অথবা আয়রণ এক্সক গোল্ডেন এজ্ বলো- একই ব্যাপার হলো। এইরকম বোধ যাদের তাদেরকেও অস্ত্রানী বলা হবে। তাই সর্বপ্রথমে বাবার থিওরি বোঝাতে হবে। বাবা নিজেই তাঁর পরিচয় দেন। আর তো কেউ জানে না। বলে দেয় যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। এখন তোমরা চিত্রতে দেখাও-- আত্মা আর পরমাত্মার রূপ তো হলো একই রকম। তিনিও হলেন আত্মা কিন্তু তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। বাবা বসে বোঝান- আমি কীভাবে আসি! সকল আত্মারা সেখানে অর্থাৎ পরমধামে থাকে। এই কথা তো বাইরের কেউ বুঝতে পারবে না। ভাষাও হলো খুব সহজ। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এখন কৃষ্ণ তো গীতা শোনান না। তিনি তো সবাইকে বলতে পারেন না, মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। দেহধারীকে স্মরণ করলে তো পাপ-খন্ডন হয় না। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ- দেহের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে এক আমাকেই স্মরণ করো কিন্তু দেহের সম্বন্ধ তো কৃষ্ণেরও আছে আর সে তো আবার ছোটো বাচ্চা ! এটাও কতো বড় ভুল। কতো পার্থক্য এসে যায় একটা ভুলের

জন্য। পরমাত্মা তো সর্বব্যাপী হতে পারে না। যার ক্ষেত্রে বলা হয় সকলের সঙ্গতি দাতা যিনি, তবে তিনিও কি দুর্গতি পেতে পারেন ! পরমাত্মা কি আর কখনো দুর্গতির সম্মুখীন হতে পারেন ? এই সবকিছু হলো বিচার সাগর মন্বন করার ব্যাপার। টাইম ওয়েস্ট করার ব্যাপার নয় । মানুষ তো বলে দেয় যে আমার সময় নেই। তোমরা মনে করো যে এসে কোর্স করবে তো বলে একমুহূর্তও সময় নেই। দুই দিন এলো তো চারদিন আসলো না। পড়াশুনা না করলে তবে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে কি করে ? মায়ার ফোর্স কতো। বাবা বোঝান যে সেকেন্ড, যে মিনিট পাস্ হয় সেটা অবিকল রিপিট হয়। অগণিত বার রিপিট হতে থাকবে। এখন তো বাবার দ্বারা শুনছো। বাবা তো জন্ম - মরণে আসেন না। সাক্ষাৎ হয় সম্পূর্ণ জন্ম-মরণে কে আসে আর কে আসতে পারে না ? শুধুমাত্র এই এক বাবা জন্ম-মরণে আসেন না। এছাড়া তো সবাই আসে, এইজন্য তো চিত্রও দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মা আর বিষ্ণু দুই জনই জন্ম-মরণে আসে। যিনি ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু, যিনি বিষ্ণু তিনিই ব্রহ্মা এইরকম পাটে আসা-যাওয়া করে। এন্ড (শেষ) হতে পারে না। এই চিত্র তবুও সবাই এসে দেখবে আর বুঝবে। খুবই সহজ বোঝার ব্যাপার। বুদ্ধিতে আসা চাই আমরা হলাম সেই ব্রাহ্মণ, আবার আমরাই সেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবো। আবার বাবা এলে সেই আমরাই আবার ব্রাহ্মণ হয়ে যাবো। এইটা স্মরণ করলে তবুও চক্রধারী হবে। এই নলেজ, যে চক্র কি করে আবর্তিত হয়, এই নলেজ প্রাপ্তির ফলে তারা এই দেবতা হয়েছে। বাস্তবে কোনো মানুষই স্বদর্শন চক্রধারী বলার যোগ্য নয়। মানুষের সৃষ্টি মৃত্যুলোকই হলো আলাদা। ভারতবাসীদের যেমন আচার-নিয়ম আলাদা, সবারই আলাদা-আলাদা হয়। দেবতাদের আচার-নিয়ম হলো আলাদা। মৃত্যুলোকের মানুষের আচার-নিয়ম আলাদা। রাত-দিনের পার্থক্য আছে, এইজন্য সবাই বলে- আমি হলাম পতিত। হে ভগবান, আমাদের সকলকে- যারা পতিত দুনিয়ায় আছি তাদের পবিত্র করো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে পবিত্র দুনিয়া ছিলো, যাকে সত্যযুগ বলা হয়। ত্রৈতাকে বলা হবে না। বাবা বুদ্ধিয়েছেন- সেটা হলো ফার্স্টক্লাস, এটা হলো সেকেন্ড ক্লাস। তাই একেকটা কথা ভালো করে ধারণ করা উচিত। যে কেউই আসলে তখন শুনে ওয়ান্ডার (বিস্মিত) হবে। কেউ তো ওয়ান্ডার হয়। কিন্তু তবুও ওদের এক মুহূর্তও সময় নেই, যে পুরুষার্থ করবে। আবার শোনে যে পবিত্র অবশ্যই থাকতে হবে। এই কাম বিকারই আছে যা মানুষকে পতিত করে তোলে। এইটি জিতলেই তোমরা জগৎজীত হবে। বাবা বলেছেনও -- কাম বিকারকে জীতে জগতজীত হও। মানুষ আবার বলে দেয় মনজীতে জগতজীত হও। মনকে বশীভূত করো। এখন মন তো তখনই কার্যকরী হবে যখন শরীর থাকবে না। এছাড়া মন তো কখনো হয়ই না। দেহের প্রাপ্তি হয়ই কার্য করার জন্য, তো আবার কর্মজীতে অবস্থাতে থাকবে কি করে ? কর্মজীতে অবস্থা বলা হয়ে থাকে মৃতকে। জীবন্ত, শরীর থেকে পৃথক- স্বতন্ত্র। তোমাদেরও শরীর থেকে পৃথক হওয়ার পাঠ পড়ানো হয়। শরীরের থেকে আত্মা হলো পৃথক। আত্মা পরমধামে বসবাসকারী। আত্মা শরীরে এলে তাকে মানুষ বলা হয়। শরীর প্রাপ্ত হয়ই কর্ম করার জন্য। এক শরীর ছেড়ে গেলে আত্মাকে আবার অন্য শরীর ধারণ করতে হয় কর্ম করার জন্য। শান্ত তো তখন থাকবে যখন কর্ম করতে হবে না। মূলবতনে কর্ম হয় না। সৃষ্টির চক্র এখানে আবর্তিত হয়। বাবাকে আর সৃষ্টি চক্রকে জানতে হবে, একেই নলেজ বলা হয়। এই চোখ যতক্ষণ পতিত ক্রিমিনাল থাকে, তো এই চোখের দ্বারা পবিত্র জিনিস দেখতে পারা যায় না, এইজন্য জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র চাই। যখন তোমরা কর্মজীতে অবস্থাকে প্রাপ্ত করবে অর্থাৎ দেবতা হবে, তারপর তো এই চোখ দিয়ে দেবতাদের দেখতে থাকবে। তাছাড়া এই শরীরে এই চোখ দিয়ে কৃষ্ণকে দেখতে পারবে না। এছাড়া সাক্ষাৎকার করলে কি আর কিছু পাওয়া যায় ! অল্প সময়ের জন্য খুশী থাকে, কামনা পূরণ হয়। ড্রামাতে সাক্ষাৎকার হওয়াও ফিক্সড রয়েছে, এর থেকে কিছুই প্রাপ্তি হয় না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শরীর থেকে স্বতন্ত্র আত্মা, জীবিত থেকেও এই শরীরে থাকবে যেন মৃত, এই স্থিতির অভ্যাসের দ্বারা কর্মজীবিত অবস্থা তৈরী হয়।

২) সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। দেহভাবকে ত্যাগ করে নিজের সত্যিকারের সংবাদ দিতে হয়। পাশ উইথ অনার হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- সকল খাতা (হিসাবের) আর সম্পর্ক এক বাবার কাছে রাখা ডবল লাইট ফরিস্তা ভব ডবল লাইট ফরিস্তা হতে গেলে দেহ ভাবের থেকেও উদ্ধার থাকে। কারণ দেহ ভাব হলো মৃত্তিকা, যদি এর বোঝাও থাকে তবে ভারাক্রান্ত লাগবে। ফরিস্তা অর্থাৎ নিজের দেহের সাথেও রিস্তা (সম্পর্ক) নেই। বাবার দেওয়া দেহও বাবাকে দিয়ে দেওয়া হয়। নিজের বস্তু অপরকে দিয়ে দিলে তখন নিজের সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায়। সব হিসাব-নিকাশ, সব লেন-দেন বাবার সাথে, বাকী সব ফেলে আসা খাতা আর সম্বন্ধ শেষ - এইরকম সম্পূর্ণ বেগরই (ভিথিরিই) হলো ডবল লাইট ফরিস্তা।

স্লোগান:- নিজের বিশেষত্বকে প্রয়োগ করো, তবে প্রতিটি পদক্ষেপে প্রগতির অনুভব হবে।

"অলৌকিক রাজ্য দরবারের সমাচার"

আজ বাপদাদা নিজের স্ব-রাজ্য অধিকারী বাম্বাদের রাজ-দরবার দেখছেন। এই সঙ্গমযুগের অনুপম, শ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ অলৌকিক দরবার সারা কল্পে স্বাতন্ত্র্য-সূচক এবং অতি মনোরম। এই রাজ্য-সভার রূহানী ঔজ্জ্বল্য, রূহানী কমল-আসন, রূহানী মুকুট আর তিলক, মুখমন্ডলের দ্যুতি, স্থিতির শ্রেষ্ঠ স্মৃতির বায়ুমন্ডলে অলৌকিক সুগন্ধি অতি মনোমুগ্ধকর, অতিশয় আকর্ষক। এইরকম সভা দেখে বাপদাদা

প্রত্যেক রাজ্য-অধিকারী আত্মাকে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। কতো বড় দরবার! প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাম্বা স্বরাজ্য-অধিকারী। তাহলে কতো ব্রাহ্মণ বাম্বা! সব ব্রাহ্মণের রাজসভা যদি একসাথে করো, তাহলে কতো বড় রাজসভা হয়ে যাবে! এত বড় রাজ-দরবার কোনো যুগে হয় না। এটাই সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব যা উচ্চতম। বাবার সব বাম্বা স্বরাজ্য অধিকারী হয়। সাধারণতঃ, লৌকিক পরিবারে প্রত্যেক বাবা বাম্বাদের বলেন, এ আমার বাম্বা 'রাজা' ছেলে বা ইচ্ছা রাখে যে আমার প্রত্যেক বাম্বা 'রাজা' হোক। কিন্তু সব বাম্বা রাজা হতেই পারে না। পরমাত্মা বাবার এই বচন তারা কপি করেছে। এই সময় বাপদাদার সব বাম্বা রাজযোগী অর্থাৎ স্ব-এর রাজা, নম্বর অনুক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু রাজ-যোগী সবাই, প্রজা যোগী কেউ নয়। সুতরাং বাপদাদা অসীম রাজসভা দেখছিলেন। সবাই নিজেকে স্বরাজ্য অধিকারী মনে করো তো, তাই না? নবাগত বাম্বারা অধিকারী হয়েছ নাকি এখন হতে হবে? তোমরা নতুন সেইজন্য কীভাবে একসাথে মিলে মিশে থাকতে হয় শিখছ। অব্যক্ত বাবার বলা অব্যক্ত বিষয় বোঝারও অভ্যাস হয়ে যাবে। যাই হোক, এই ভাগ্যের মূল্য তোমরা এখন থেকেই বুঝবে, সময়কালে আরও বুঝবে যে তোমরা সব আত্মা কতো ভাগ্যবান!

তাইতো বাপদাদা তোমাদের অলৌকিক রাজ্য দরবারের সমাচার শুনাম্বিলেন। না চাইতেই বাবার অ্যাটেনশন সব বাম্বার বিশেষ মুকুট আর মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতার দিকে যাচ্ছিল। মুকুট ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব - 'পবিত্রতা'রই সূচক। মুখের দীপ্তি আত্মিক স্থিতিতে স্থিত থাকার আধ্যাত্মিকতার দ্যুতি। সাধারণভাবে যদি কোনও ব্যক্তিকে দেখা হয়, তাহলে সবচাইতে আগে দৃষ্টি মুখের উপরে পড়বে। এই মুখই বৃত্তি আর স্থিতির দর্পণ। সেইজন্য বাপদাদা দেখছিলেন - দীপ্তি তো সবার মধ্যেই ছিল, কিন্তু এক ছিল সদা অধ্যাত্ম স্থিতিতে স্থিত, তাদের এই স্থিতি ছিল স্বতঃ আর সহজ আর এবং অন্যরা ছিল সদা রূহানী স্থিতির অভ্যাস দ্বারা স্থিত। একদিকে ছিল সহজ স্থিতির, অন্যদিকে ছিল পরিশ্রম দ্বারা এই স্থিতিতে স্থিত অর্থাৎ এক ধরনের ছিল যারা সহজ যোগী, অন্যরা ছিল পুরুষার্থ দ্বারা যোগী। উভয়ের উজ্জ্বলতায় তারতম্য ছিল। একদিকে তাদের ন্যাচারাল বিউটি ছিল, অন্যদের ছিল পুরুষার্থ দ্বারা বিউটি। যেমন, আজকাল মেক-আপ করেও বিউটিফুল হয়, না! ন্যাচারাল (স্বাভাবিক) বিউটির প্রকাশ সদা একরস থাকে আর অন্য বিউটি কখনো খুব ভালো আর কখনো পার্সেন্টেজে থাকে; একভাবে, একরস থাকে না। সুতরাং সদা সহজ যোগী, স্বতঃ যোগী স্থিতি নম্বর ওয়ান স্বরাজ্য-অধিকারী বানায়। যেহেতু, সব বাম্বার প্রতিজ্ঞা থাকে ব্রাহ্মণ জীবন অতিবাহিত করা অর্থাৎ এক বাবাই সংসার, দ্বিতীয় কেউ নয়, এখনও পর্যন্ত যখন বাবাই সংসার, দ্বিতীয় কেউ নেই, তখন তো স্বতঃ আর সহজ যোগী স্থিতি সদাই থাকবে, তাই না! নাকি পরিশ্রম করতে হবে? যদি অন্য কেউ থাকে, তাহলে তোমাদের বুদ্ধি যাতে সেদিকে না গিয়ে, এদিকে যায় তার জন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে। যেমনই হোক, যখন সবকিছুই এক বাবা, তো বুদ্ধি কোথায় যাবে? যেতেই যদি পারে না, তবে কী অভ্যাস করবে? অভ্যাসেও তারতম্য

হয়। এক হলো স্বতঃ অভ্যাস, সবসময় সেই স্থিতিতেই থাকা আর দ্বিতীয় হলো পরিশ্রমের অভ্যাস। সুতরাং স্বরাজ্য-অধিকারী বাম্বাদের সহজ অভ্যাসী হওয়ার এই লক্ষণ সহজ যোগী, স্বতঃ যোগীর। তাদের মুখের দীপ্ত আভা অলৌকিক, যে মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য আত্মারা অনুভব করে যে ইনি শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিস্বরূপ সহজ যোগী। যেমন কারও স্থূল ধন বা স্থূল পদের প্রাপ্তি মুখের উজ্জ্বলতায় প্রকাশ পায় যে ইনি বিত্তশালী বংশের বা উঁচু পদাধিকারী, সেইরকম এই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, শ্রেষ্ঠ রাজ্য অধিকার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদপ্রাপ্তির নেশা বা দীপ্তি মুখমন্ডলে প্রতীয়মান হয়। দূর থেকেই অনুভব করা যায় যে এনারা কিছু পেয়েছেন, প্রাপ্তিস্বরূপ আত্মা। সেইরকমই রাজ্য অধিকারী সব বাম্বার দ্যুতিমান মুখ যেন দৃশ্যমান হয়। পরিশ্রমের চিহ্ন দৃশ্যগোচর হতে দিও না, যেন প্রাপ্তির চিহ্ন প্রতীয়মান হয়। এখনও দেখ, কোন কোনও বাম্বার মুখ দেখে বলা হয়, এঁরা কিছু পেয়েছেন আর কোন কোনও বাম্বার মুখ দেখে এটাও বলা হয় যে এটা অনেক উঁচু লক্ষ্য, কিন্তু খুব উঁচু ত্যাগও করেছেন। মুখে ত্যাগ দৃশ্যমান হয়, ভাগ্য নয়। অথবা এ'রকম বলা হবে ইনি খুব ভালো পরিশ্রম করছেন।

বাপদাদা এটাই দেখতে চান, প্রত্যেক বাম্বার মুখে যেন সহজযোগীর সমুজ্জ্বল কিরণ দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির নেশার আভা দেখা যায়, কারণ সমুদয় প্রাপ্তি-ভান্ডার বাবার তোমরা বাম্বা, সঙ্গমযুগের প্রাপ্তির বরদানী সময়ের অধিকার প্রাপ্ত হোক। নিরন্তর যোগযুক্ত কীভাবে হওয়া যাবে এবং কীভাবে ভান্ডারের নিরন্তর অনুভূতির অনুভব করা যাবে, এখনও এই পরিশ্রমেই সময় নষ্ট ক'র না, বরং প্রাপ্তিস্বরূপের ভাগ্য সহজে অনুভব করো। সমাপ্তির সময় এগিয়ে আসছে। এখনো কোন না কোন বিষয়ে যদি পরিশ্রমে লেগে থাকবে তাহলে তো প্রাপ্তির সময়ই সমাপ্ত হয়ে যাবে। তখন আর প্রাপ্তিস্বরূপের অনুভব কখন করবে? সঙ্গমযুগ এবং ব্রাহ্মণ আত্মাদের প্রতি বরদান আছে - "সর্বপ্রাপ্তি ভব।" 'সদা পুরুষার্থী ভব'-র বরদান নয়, 'প্রাপ্তি ভব'-র বরদান। 'প্রাপ্তি ভব'-র বরদানী আত্মা কখনও অমনোযোগী হতে পারে না, সেইজন্য তাদের কখনও পরিশ্রম করতে হয় না। তাহলে বুঝেছ, কি হতে হবে?

রাজ্যসভায় রাজ্য অধিকারী হওয়ার বিশেষত্ব কি, সেটা স্পষ্ট হয়েছে, তাই না? তোমরা রাজ্য অধিকারী, তাই তো! নাকি এখন ভাবছ ঠিক কি ঠিক না? তোমরা বিধাতার বাম্বা, বরদাতার বাম্বা হয়ে গেছ; রাজা অর্থাৎ বিধাতা, যিনি দেন। যদি অপ্রাপ্তি কিছু না থাকে তাহলে তোমরা কী নেবে? সুতরাং, বুঝেছ নতুন নতুন বাম্বাদের এই অনুভবে থাকতে হবে। যুদ্ধেই সময় নষ্ট ক'র না। যদি যুদ্ধেই সময় নষ্ট করে ফেল তাহলে তোমার অন্ত-মতিও যুদ্ধে থাকবে। তাহলে কী তৈরি হবে? চন্দ্রবংশে যাবে নাকি সূর্যবংশে? যারা যুদ্ধে লিপ্ত থাকছে তারা চন্দ্রবংশে যাবে। 'আমি তো এগিয়েই চলছি, করছি, হয়েই যাবে, পৌঁছে যাব' - এখন আর এই লক্ষ্য রেখো না। এখন নয় তো কখনো নয়। হতে হলে এখনই, পেতে হলে এখনই - এইরকম উৎসাহ-উদ্দীপনায় যারা আছে, সময়কালে তারাই নিজের সম্পূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। ত্রেতায় রাম সীতা হওয়ার জন্য কেউই তো প্রস্তুত নয়। যদি সত্যযুগের সূর্যবংশীতে যেতে চাও, তাহলে সূর্যবংশ অর্থাৎ সদা মাস্টার বিধাতা এবং বরদাতা হওয়া, নেওয়ার ইচ্ছা না থাকা। সাহায্য যদি পাই, এটা যদি হয়ে যায় তাহলে তো খুব ভালো, পুরুষার্থে ভালো নম্বর নিয়ে নেব - না। তোমরা সহায়তা পাচ্ছ, সবকিছু হচ্ছে - একেই বলে, স্বরাজ্য অধিকারী বাম্বা। তোমরা এগিয়ে যেতে চাও নাকি পরে এসেছ ব'লে পিছনেই থাকতে চাও? অগ্রচালিত হওয়ার সহজ রাস্তা - সহজযোগী, স্বতঃ যোগী হওয়া। খুব সহজ। যখন এক বাবাই আছেন, দ্বিতীয় কেউ নেই তো কোথায় যাবে? যখন প্রাপ্তিই প্রাপ্তি তখন পরিশ্রম কেন লাগবে? অতএব, প্রাপ্তির সময়ের লাভ নাও। সর্বপ্রাপ্তি-স্বরূপ হও। বুঝেছ? বাপদাদা তো এটাই চান যে প্রত্যেক বাম্বা, হয় লাস্টে এসেছে অথবা স্থাপনের আদিতে, সব বাম্বা নম্বর ওয়ান যেন হয়। রাজা হও, নাকি প্রজা! আচ্ছা।

মহারাত্রি এবং মধ্যপ্রদেশের গ্রুপ এসেছে। দেখ, মহা শব্দ কতো ভালো। মহারাত্রি স্থানের মধ্যেই 'মহা' শব্দ

আছে, আর হতেও হবে মহান । মহান তো হয়ে গেছ, তাই না ! কারণ বাবার হওয়া মানেই মহান হওয়া । তোমরা মহান আত্মা । ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মহান । প্রতিটা কর্ম মহান, প্রতিটা বোল মহান, প্রতিটা সঙ্কল্প মহান । অলৌকিক হয়ে গেছ, তাই না ! সুতরাং মহারাষ্ট্র থেকে আগত তোমরা সদাই স্মৃতিস্বরূপ হও যে তোমরা মহান । ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মহান শিখর, তাই নয় কি ?

মধ্য প্রদেশ - সদা যারা 'মধ্যাজী ভব'-র নেশায় থাকে । 'মন্মানাভব'-র সাথে তোমাদের 'মধ্যাজী ভব'-র বরদানও আছে । তোমাদের আপন স্বর্গীয় স্বরূপকে (মধ্যকালের স্থিতি) বলে 'মধ্যাজী ভব', সুতরাং, যারা নিজের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির নেশায় থাকে অর্থাৎ 'মধ্যাজী ভব' মন্ত্রের স্বরূপে যারা স্থিত থাকে, তারাও মহান হয়ে গেছে । তোমরা যদি 'মধ্যাজী ভব' হও, তবে তোমরা অবশ্যই মন্মানাভবও হবে । সুতরাং মধ্যপ্রদেশ অর্থাৎ মহামন্ত্রের স্বরূপ হওয়া । অতএব, উভয়েই তোমরা নিজ নিজ বিশেষত্বে মহান । বুঝেছ তোমরা কে ?

যখন থেকে তোমরা প্রথম পাঠ শুরু করেছ, সেটাই পাকা করেছ, 'আমি কে ?' বাবাও সেই একই বিষয় তোমাদের মনে করিয়ে দেন । এটাতেই মনন করা দরকার । শব্দ একই 'আমি কে' কিন্তু এর উত্তর অনেক । লিস্ট বানাও - 'আমি কে?' আচ্ছা ।

চারিদিকের সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ, শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সর্ব অলৌকিক রাজ্য সভা অধিকারী মহান আত্মাদের, সদা আধ্যাত্মিকতার দীপ্তি ধারণকারী বিশেষ আত্মাদের, সদা স্বতঃ যোগী, সহজযোগী, সর্বোচ্চ আত্মাদের, উঁচুতম বাপদাদার স্নেহ সম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ স্বীকার হোক ।

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে ডবল বিদেশি ভাই-বোনের সাক্ষাৎকার :

ডবল বিদেশি অর্থাৎ সদা নিজের স্ব-স্বরূপ, স্বদেশ, স্বরাজ্যের স্মৃতিতে থাকা । ডবল বিদেশিদের বিশেষ কোন্ ধরনের সেবা করতে হবে ? এখন আত্মাদের বিশেষ রূপে সাইলেন্সের শক্তির অনুভব করাও । এটাও বিশেষ সেবা । সায়েন্সের পাওয়ার যেমন নামিদামী হয়, তাই না ! বাচ্চা-বাচ্চারাও জানে সায়েন্স কি ! সেইরকম সাইলেন্সের পাওয়ার, সায়েন্স থেকেও উঁচু । সেই দিনও আসবে । সাইলেন্সের পাওয়ারের প্রত্যক্ষতা অর্থাৎ বাবার প্রত্যক্ষতা । যেমন সায়েন্স প্রত্যক্ষ প্রফ দেখাচ্ছে, সেইরকম সাইলেন্সের পাওয়ারের প্র্যাকটিক্যাল প্রফ হলো, তোমাদের সবার জীবন । যখন এত সব প্র্যাকটিক্যাল প্রফ দৃশ্যগোচর হবে, তখন না চাইতেই তোমরা সবার নজরে সহজে এসে যাবে । ঠিক যেমন তোমরা বিগত বছরে এই পীস প্রকল্পের কাজ করেছ, সেটা স্টেজে প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়েছ, সেইরকমই চলতে ফিরতে পীসের মডেল যদি দৃশ্যমান হয় তাহলে সায়েন্সের লোকেরও নজর সাইলেন্সের লোকের উপরে অবশ্য যাবে । বুঝেছ ? সায়েন্সের ইনভেনশন বিদেশে বেশি হয় । সুতরাং সাইলেন্সের পাওয়ারের আওয়াজও সেখান থেকে সহজে ছড়িয়ে পড়বে । সেবার লক্ষ্য তো আছেই, আর তোমাদের সবার উৎসাহ-উদ্দীপনাও আছে । সেবা ব্যতীত তোমরা থাকতে পার না । যেমন ভোজন ছাড়া কেউ থাকতে পারে না, ঠিক একইভাবে, তোমরা সেবা ছাড়াও থাকতে পার না, সেইজন্য বাপদাদা খুশি হন । আচ্ছা !

পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার -

তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে গেছ, নিজেদের এইরকম অনুভব করো ? স্ব-এর দর্শন হয়ে গেছে, তাই না ? নিজেকে নিজে জানা অর্থাৎ স্ব-এর দর্শন হওয়া আর চক্রে জ্ঞান জানা অর্থাৎ স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া । যখন তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে যাও তখন অন্যান্য সব চক্র সমাপ্ত হয়ে যায় ।

দেহভাবের চক্র, সম্বন্ধের চক্র, সমস্যার চক্র - মায়ার কত চক্র ! যতই হোক, স্বদর্শন চক্রধারী হলে এই সব চক্র সমাপ্ত হয়ে যায়, সব চক্র থেকে তোমরা বেরিয়ে আসো । তা' নয়তো জালে আটকা পড়ে যাও । তোমরা তো আগে আটকে ছিলে, এখন বেরিয়ে গেছ । ৬৩ জন্ম তো অনেক চক্রে বারবার ফেসেছ, আর এই সময় এইসব চক্র থেকে বেরিয়ে এসেছ, সুতরাং আর আটকা পড়ে যেও না । অনুভব করে দেখে নিয়েছ, না ? অনেক চক্রে আটকা পড়ে যাওয়ায় সবকিছু হারিয়ে ফেলেছ আর স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ায় বাবাকে পেয়েছ, সুতরাং সবকিছু পেয়ে গেছ । সুতরাং সদা স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে, মায়াজিত হয়ে সামনে এগিয়ে চলো, এতে সদা হালকা থাকবে, কোনরকম বোঝা অনুভব হবে না । বোঝাই নিচে নামিয়ে আনে, আর হালকা হলে উড়তে থাকবে । তাহলে তোমরা উড়বে, তাই না ? দুর্বল নও তো ? যদি একটা পাখাও দুর্বল হয় তাহলে নিচে নামিয়ে আনবে, উড়তে দেবে না, সেইজন্য দুটো পাখাই যদি মজবুত হয় তাহলে নিজে থেকেই উড়তে থাকবে । স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া অর্থাৎ উড়তি কলায় যাওয়া । আচ্ছা ।

তোমরা রাজযোগী, শ্রেষ্ঠ যোগী আত্মা, তাই না ? সাধারণ জীবন থেকে সহজযোগী, রাজযোগী হয়ে গেছ । এইরকম শ্রেষ্ঠ যোগী আত্মারা সদাই অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দোলে । হঠযোগী যোগ দ্বারা শরীর উঁচুতে উঠায় আর ওড়ার অভ্যাস করে । বাস্তবে, রাজযোগী তোমরা সকলে উঁচু স্থিতিতে থাকো, সেইজন্য বলা হয়, যোগী উঁচুতে থাকে । সুতরাং মনের স্থিতির স্থান উঁচু, কারণ তোমরা ডবল লাইট হয়ে গেছ । যাই হোক, ফরিস্তাদের জন্য বলা হয়ে থাকে যে ফরিস্তাদের পা কখনো ভূমির উপরে থাকে না । ফরিস্তা অর্থাৎ বুদ্ধিরূপী পা ধরণীর উপরে না থাকা, দেহভাব না থাকা । দেহভাব থেকে সদা উঁচুতে - তোমরা এমনই ফরিস্তা তথা রাজযোগী হয়ে গেছ । এখন এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি তোমাদের কোনরকম টান থাকে না । সেবা করা আলাদা ব্যাপার কিন্তু আকর্ষণ যেন না থাকে । যোগী হওয়া অর্থাৎ বাবা আর আমি, তৃতীয় কেউ নয় । সুতরাং সদা এই স্মৃতি বজায় রাখ যে তোমরা রাজযোগী, সদা ফরিস্তা । এই স্মৃতিতে সদা অগ্রচালিত হতে থাকবে । রাজযোগী সদা অসীম জগতের মালিক, সীমিত পরিসরের মালিক নয় । সীমিত পরিসর থেকে বেরিয়ে গেছ । অসীম জগতের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে তোমাদের - এই খুশিতে থাকো । বাবা যেমন অসীম জগতের, সেইরকম অসীম খুশিতে থাকো, নেশায় থাকো । আচ্ছা ।

বিদায়ের সময় :

অমৃতবেলায় সব বরদানী বাচ্চার, বরদাতা বাবার থেকে স্বর্ণালী স্মরণ-স্নেহ স্বীকার হোক । সেইসঙ্গে স্বর্ণালী দুনিয়া বানানোর সেবার প্ল্যান তোমরা যারা সদা মনন কর এবং সদা সেবায় মন-প্রাণ নিয়োজিত কর, আন্তরিক স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে তন, মন, ধন দ্বারা তোমরা যারা সহযোগী আত্মা, তোমাদের সকলকে বাপদাদা গুড মর্নিং, ডায়মন্ড মর্নিং জানাচ্ছেন এবং সদা ডায়মন্ড হয়ে এই ডায়মন্ড যুগের বিশেষত্বকে বরদান আর অবিনাশী উত্তরাধিকার হিসেবে নিয়ে নিজেও স্বর্ণালী স্থিতিতে স্থিত থাকবে আর অন্যদেরও এইরকমই অনুভব করাতে থাকবে । সুতরাং চারিদিকের ডবল হিরো বাচ্চাদের ডায়মন্ড মর্নিং । আচ্ছা ।

বরদান:- দয়ালু ভাবনা দ্বারা অপকারীর প্রতিও উপকার করে শুভচিন্তক ভব
যে কোনও ধরনের আত্মা, সে সতোগুণী হোক বা তমোগুণী, তোমাদের সম্পর্কে এলে তাদের সকলের প্রতি তোমরা শুভচিন্তক অর্থাৎ অপকারীর প্রতি উপকার করো । কখনো কোনও আত্মার প্রতি ঘৃণা দৃষ্টি রেখো না, কারণ তোমরা জানো যে সে অ-জ্ঞানের বশীভূত, বিচক্ষণ নয় । তার প্রতি দয়া বা স্নেহ রাখতে হবে, ঘৃণা নয় । শুভচিন্তক আত্মা এইরকম ভাববে না যে সে কেন এমন করেছে, বরং এটাই ভাববে - এই আত্মার কল্যাণ কীভাবে হবে, এটাই শুভচিন্তক স্টেজ ।

স্লোগান:- তপস্যার বল দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করে সফলতা মূর্তি হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মোস্ট বিলাভেট সবচেয়ে প্রিয় শিববাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদের বিশ্বের মালিক করে দিতে, তোমরা ওঁনার শ্রীমতানুসারে চলো"

- *প্রশ্ন:- মানুষ পরমাত্মার বিষয়ে কোন্ দুটি কথা একজন এক রকম অন্যজন আরেক রকম বলে ?
- *উত্তর:- তারা একদিকে বলে -- পরমাত্মা অখন্ড জ্যোতি আবার অপরদিকে বলে, তিনি নাম-রূপের উর্ধ্বে। এ'দুটি হল পরস্পর-বিরোধী কথা। যথার্থরূপে না জানার কারণেই অপবিত্র হয়ে যায়। বাবা যখন আসেন তখন তাঁর সঠিক পরিচয় দেন।
- *গীত:- মরণ তোমার পথে(গলিতে)....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। যখন কেউ মারা যায় তখন বাবার কাছে জন্ম নেবে। এ'কথাই বলা হবে যে, বাবার কাছে জন্ম নিয়েছি, মায়ের নাম নেবে না। শুভেচ্ছা বাবাকেই জানানো হয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমরা হলাম আত্মা। ওটা হলো শরীরের কথা। এক শরীরের পরিত্যাগ করে অন্য বাবার কাছে যায়। তোমরা ৮৪ জন্মে ৮৪ সাকার বাবা পেয়েছো। কিন্তু বাস্তবে তোমরা নিরাকার বাবার সন্তান। তোমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। বসবাস করোও সেখানেই যাকে নির্বাণধাম বা শান্তিধাম বলা হয়। আসলে তোমরা ওখানকার নিবাসী। বাবাও ওখানেই থাকেন। তোমরা এখানে এসে লৌকিক বাবার সন্তান হও তখন সেই বাবাকে ভুলে যাও। সত্যযুগেও তোমরা সুখী হয়ে যাও তখন সেই পারলৌকিক পিতাকে ভুলে যাও। সুখ সেই বাবাকে কেউ স্মরণ করে না। দুঃখেই স্মরণ করে। আর স্মরণও আত্মাই করে। যখন লৌকিক বাবাকে স্মরণ করে তখন বুদ্ধি শরীরের দিকে থাকে। এই বাবাও যখন ওঁনাকে স্মরণ করে তখন বলবে -- ও বাবা। বাবা হলো দুজনেই। সঠিক শব্দ হলো বাবা-ই। ইনিও ফাদার, উনিও ফাদার। আত্মা, সেই আধ্যাত্মিক বাবাকে স্মরণ করে তখন বুদ্ধি সেইদিকে যায়। একথা বাবা বসে থেকে বাচ্চাদের বোঝান। এখন তোমরা এ'কথা জানো যে, বাবা এসেছেন, আমাদের নিজের করে নিয়েছেন। বাবা বলেন, সর্বপ্রথমে আমি তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছি। তোমরা অনেক-অনেক ধনবান ছিলে পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে ড্রামা প্ল্যান অনুসারে এখন তোমরা দুঃখী হয়েছো। ড্রামা অনুসারে পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমাদের আত্মা এবং শরীর-রূপী বস্ত্র সতোপ্রধান ছিল পরে আত্মা যখন স্বর্ণযুগ(গোল্ডেন এজ) থেকে রৌপ্যযুগে আসে তখন শরীরও রৌপ্যযুগে(সিলভার এজ) এসেছে তারপর তাম্রযুগে(কপার এজ) এসেছে। এখন তোমাদের আত্মা একদমই পতিত হয়ে গেছে তাই শরীরও পতিত। যেমন ১৪ ক্যারেটের সোনা কেউ পছন্দ করে না। কালো হয়ে যায়। তোমরাও এখন কালো আয়রন এজে'ড (লৌহযুগীয় হয়ে গেছো। এখন আত্মা আর শরীর এমন কালো হয়ে গেছে যে তা পবিত্র হবে কিভাবে ? আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র পাওয়া যাবে। সেটা কিভাবে হবে ? গঙ্গা-স্নান করলেই কি হয়ে যাবে ? না। তারা ডাকেও -- হে পতিত-পাবন এ'কথা আত্মা বলে। বুদ্ধি পারলৌকিক বাবার দিকে চলে যায় -- হে বাবা। দেখো, বাবা শব্দটিই অতি মধুর। বাবা-বাবা শব্দটি ভারতেই বলা হয়। এখন তোমরা আত্ম-অভিমानी হয়ে বাবার হয়ে গেছো। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম। নতুন শরীর ধারণ করেছিলে। এখন তোমরা কিরকম হয়ে গেছো। এইকথা সর্বদা অন্তরে থাকা উচিত। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। স্মরণও তো করো তাই না! -- হে পিতা, আমরা আত্মারা পতিত হয়ে গেছি। এখন তুমি এসে পবিত্র কর। ড্রামাতেও এরকম ভূমিকা রয়েছে তবেই তো ডাকে। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে আসবেও তখনই যখন পুরানো দুনিয়া নতুন হবে তাহলে অবশ্যই সঙ্গমেই আসবে। বাচ্চারা, তোমাদের নিশ্চয়তা রয়েছে যে, উনি হলেন সর্বাপেক্ষা প্রিয় পিতা। বলাও হয় -- সুইট, সুইটার, সুইটেস্ট। এখন মিষ্টি

কে ? লৌকিক সম্বন্ধে প্রথমে হলো বাবা, যিনি জন্ম দেন। তারপর টিচার। তিনিও খুব ভালো। তার কাছে পড়েই প্রতিষ্ঠিত হও।। নলেজ ইজ সোর্স অফ ইনকাম(জ্ঞান হলো উপার্জনের উৎস) বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানকেই নলেজ বলা হয়। যোগ হলো স্মরণ। তাহলে অসীম জগতের পিতা যিনি তোমাদের স্বর্গে মালিক করেছিলেন, তাঁকে তোমরা এখন ভুলে গেছো। শিববাবা কীভাবে আসেন তা কারোর জানা নেই। চিত্রে পরিস্কারভাবে দেখানো হয়েছে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করান। কৃষ্ণ কিভাবে রাজযোগ শেখাবে ? রাজযোগ শেখানো হয় সত্যযুগের জন্য। তাহলে অবশ্যই সঙ্গমে বাবা-ই শিখিয়েছেন। সত্যযুগের রচনাকার হলেন বাবা। শিববাবা ঐনার দ্বারা করান, তিনি তো সবকিছু করেন এবং করান (করনকরাবনহার) তাই না! ওরা ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয়। সর্বোচ্চ হলেন শিববাবা, তাই না! ইনি সাকার, উনি নিরাকার। সৃষ্টিও এখানেই রয়েছে। এই সৃষ্টিরই চক্র যা আবর্তিত হতেই থাকে, পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। সূক্ষ্মলোকের সৃষ্টি-চক্রের গায়ন তো করা হয় না। জগতে মানুষের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী রিপীট হয়। সূক্ষ্মলোকে কোনো চক্রাদি থাকে না। গায়নও রয়েছে, ওয়ার্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী রিপীট হয়। সেটা হলো এখানকার কথা। সত্যযুগ-ত্রৈতা.....মাঝে অবশ্যই সঙ্গমযুগ চাই। তা নাহলে কলিযুগকে সত্যযুগে কে পরিণত করবে। নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করতে বাবা সঙ্গমেই আসেন। এ হলো হাইয়েস্ট অথরিটি গডফাদারলী গভর্নমেন্ট (উচ্চতম কর্তৃপক্ষ, ঈশ্বরীয় শাসনতন্ত্র)। সাথে ধর্মরাজও রয়েছে। আত্মা বলে -- 'নিগুণ আমি, আমার মধ্যে কোন গুণ নেই'। কেউ যখন দেবতার মন্দিরে যাবে তখন ওনাদের সম্মুখে এরকমই বলবে। কিন্তু বলা উচিত বাবাকে। ওঁনাকে ছেড়ে ভাইদের(দেবতা) সামনে গিয়ে এ'সব বলবে। এই দেবতার তো ব্রাদারসই হলো, তাই না! ভাইদের কাছ থেকে তো কিছুই পাওয়া যাবে না। ভাইদের পূজা করতে-করতে অধঃপতনে গেছো। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, বাবা এসেছেন, ওঁনার কাছ থেকে আমরা উত্তরাধিকার পাই। বাবাকেই জানে না, সর্বব্যাপী বলে দেয়। কেউ আবার বলে, উনি হলেন অখন্ড জ্যোতি তত্ত্ব। কেউ বলে, তিনি নাম-রূপের উর্ধ্ব। যখন তিনি অখণ্ড জ্যোতি-স্বরূপ তখন আবার নাম-রূপের উর্ধ্ব কিভাবে বলতে পারো। বাবাকে না জানার কারণেই পতিত হয়ে গেছে। তমোপ্রধানও হতেই হবে। পুনরায় যখন বাবা আসেন তখন এসে সকলকে সতোপ্রধান বানান। সমস্ত আত্মারাই নিরাকারী দুনিয়ায় বাবার সঙ্গে থাকে পুনরায় এখানে সতো-রজো-তমোতে এসে (নিজ-নিজ) ভূমিকা পালন করে। আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে। বাবা আসেনও, বলেনও যে, আমি ব্রহ্মার শরীরকে মাধ্যম(আধার) হিসেবে গ্রহণ করি। ইনি হলেন ভাগ্যশালী রথ। আত্মা ব্যতীত রথ হয় নাকি, না তা হয় না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে, এ হলো জ্ঞানের বর্ষা। নলেজ রয়েছে, এর দ্বারা কি হয় ? পতিত দুনিয়া থেকেই পবিত্র দুনিয়া রচিত হয়। গঙ্গা-যমুনা তো সত্যযুগেও থাকে। কথিত আছে যে, কৃষ্ণ যমুনার উপকণ্ঠে খেলাধুলো করে। এরকম কোনো ব্যাপার নেই। সে হলো সত্যযুগের রাজপুত্র। অতি সময়ে তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কারণ তিনি হলেন ফুল, তাই না ! ফুল কত মনোরম, সুন্দর হয়। সকলেই এসে ফুলের থেকে সুগন্ধ নেয়। কাঁটার সুগন্ধ নেয় নাকি! না তা নেয় না। এখন এ হলো কাঁটার জঙ্গল। বাবা এসে কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগানে পরিণত করেন, সে'জন্য তাঁর নামও বাবুলনাথ রেখে দেওয়া হয়েছে। বসে-বসে কাঁটাকে ফুলে পরিণত করেন তাই মহিমা কীর্তন করা হয় -- কাঁটাকে ফুলে পরিণত করা বাবা। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বাবার সঙ্গে কতখানি ভালবাসা থাকা উচিত। ওই লৌকিক পিতা তো তোমাদের নোংরা নালায়(বিকারে) ফেলে দেয়। এই বাবা ২১ জন্মের জন্য তোমাদের নোংরা নালা থেকে তুলে এনে পবিত্র করেন। উনি তোমাদের পতিত বানান তাই তো লৌকিক বাবা থাকতেও আত্মা পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে। এখন তোমরা জানো যে, অর্ধেক কল্প বাবাকে স্মরণ করেছি। বাবা আসেনও অবশ্যই। শিব-জয়ন্তী পালন করা হয়, তাই না ! তোমরা জানো যে, আমরা অসীম জগতের পিতার হয়ে গেছি। এখন আমাদের সম্বন্ধ ওঁনার সঙ্গেও রয়েছে আর লৌকিকের সঙ্গেও রয়েছে। পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। আত্মা জানে যে, উনি আমাদের লৌকিক আর ইনি পারলৌকিক পিতা। ভক্তিমার্গেও আত্মা এ'কথা জানে। তবেই তো বলে -- হে ভগবান, ও গডফাদার। অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করে। সেই বাবা এসে স্বর্গ স্থাপন করেন। এ'কথা কারোর জানা

নেই। শাস্ত্রে তো যুগের আয়ুও অনেক লম্বা-চওড়া করে দেওয়া হয়েছে। এটা কারোর খেয়ালে আসে না যে, বাবা আসেনই অপবিত্রকে পবিত্র করতে। তাহলে অবশ্যই সঙ্গমেই আসবে। কল্পের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর লিখে মানুষকে একদম গভীর অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। বাবাকে পাওয়ার জন্য ধাক্কা খেতে থাকে। কথিত আছে, যে অনেক ভক্তি করে সে ভগবানকে পায়। সবচেয়ে বেশি ভক্তি করে যে, তার প্রথমে পাওয়া উচিত। বাবা হিসেবও বলে দিয়েছেন যে -- সবচেয়ে প্রথমে ভক্তি করো তোমরা। তাহলে সর্বপ্রথমে তোমাদেরই ঈশ্বরের দ্বারা জ্ঞান পাওয়া উচিত যার দ্বারা পুনরায় তোমরাই নতুন দুনিয়ায় রাজ্য করবে। বাচ্চারা, অসীম জগতের পিতা তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন, এতে কষ্টের কোনো কথা নেই। বাবা বলেন -- তোমরা অর্ধেক কল্প স্মরণ করেছো। সুখে তো কেউ স্মরণ করেই না। শেষে সকলেই যখন দুঃখী হয়ে পড়ে তখন আমি এসে সকলকে সুখী করি। এখন তোমরা অনেক বড় মানুষ হয়ে যাও। দেখো, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদিদের বাংলা কত ফাস্ট ক্লাস হয়। ওখানে(স্বর্গে) আবার গরু ইত্যাদি, সমস্তরকমের আসবাবপত্র এরকমই ফাস্ট ক্লাস হবে। তোমরা তো কত বড় মানুষ(দেবতা) হয়ে যাও। দৈব-গুণসম্পন্ন দেবতা, স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। ওখানে তোমাদের জন্য অট্টালিকাও হীরে-জহরতের হয়। তোমাদের আসবাবপত্রও ওখানে স্বর্ণখচিত সর্বোত্তম হবে। এখানে দোলনাদি সবকিছুতেই দরিদ্রতা। ওখানে তো হীরে-জহরতের সব ফাস্ট ক্লাস জিনিসপত্র থাকবে। এ হলো রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞ। শিবকে রুদ্রও বলা হয়। যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখন ভগবান পুনরায় রুদ্র-যজ্ঞ রচনা করেন। সত্যযুগে যজ্ঞ অথবা ভক্তির কোনো কথাই নেই। এইসময়েই বাবা অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞ রচনা করেন, পরে যার গায়ন চলতে থাকে। ভক্তি তো সর্বদা থাকবে না। ভক্তি আর জ্ঞান। ভক্তি হলো রাত, জ্ঞান হলো দিন। বাবা এসে দিন করে দেন তাই বাচ্চাদের সঙ্গে বাবার কত ভালবাসা থাকা উচিত। বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করে দেন। সর্বপ্রিয় বাবা। ওঁনার থেকে প্রিয় কোন বস্তু হতে পারে না। আধাকল্প ধরে স্মরণ করে এসেছো। বাবা এসো আমাদের দুঃখ দূর করো। এখন বাবা এসেছেন। তিনি বোঝান -- তোমাদের নিজেদের গৃহস্থী জীবনে তো থাকতেই হবে। এখানে বাবার কাছে কতক্ষণ বসে থাকবে। বাবার সঙ্গে তো পরমধামেই থাকতে পারবে। এতসব বাচ্চারা তো এখানে থাকতে পারে না। টিচার প্রশ্ন কিকরে জিজ্ঞাসা করবে ! লাউড স্পীকারে রেসপন্স কীভাবে করবে ? সেইজন্য অল্প-অল্প করে স্টুডেন্টদের পড়াতে থাকেন। কলেজ তো অনেকই আছে, পরে আবার সকলের পরীক্ষাও হয়। লিস্ট বেরোয়। এখানে তো অদ্বিতীয় পিতাই পড়ান। এও বোঝানো উচিত যে, দুঃখে সকলেই সেই পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে। এখন সেই পিতা এসেছেন। ভীষণ ভয়াবহ মহাভারতের যুদ্ধ সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা মনে করে মহাভারতের যুদ্ধে কৃষ্ণ এসেছিল। তা তো হতে পারে না। বেচারারা-রা বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে, তাই না! তবুও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে স্মরণ তো করে, তাই না! এখন সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিবও রয়েছে, কৃষ্ণও রয়েছে। কিন্তু উনি হলেন নিরাকার, ইনি হলেন সাকার। নিরাকার পিতা হলেন সকল আত্মাদের পিতা। দুজনেই সর্বাধিক প্রিয়। কৃষ্ণও তো বিশ্বের মালিক, তাই না! এখন তোমরা জজ(বিচার) করতে পারো যে -- সর্বাধিক প্রিয় কে ? শিববাবাই তো এমন সুযোগ্য করে তোলেন, তাই না! কৃষ্ণ কি করে ? বাবা-ই তো ওঁনাকে এমনভাবে তৈরী করেন, তাই গায়নও অধিকমাত্রায় সেই পিতারই হওয়া উচিত। শঙ্করের নৃত্য দেখানো হয়। বাস্তবে নৃত্যাদির তো কোনো কথাই নেই। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা সকলে হলে পার্বতী। এই অমরনাথ শিব তোমাদের কথা শোনাচ্ছেন। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। বিকারের কথাই নেই। বাবা কি বিকারী দুনিয়া রচনা করবেন, না তা করবেন না। বিকারেই দুঃখ। মানুষেরা অনেক হঠযোগাদি শেখে। গুহায় গিয়ে বসে থাকে, আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। তাদের রিক্সি-সিদ্ধিও অনেক। জাদুর মাধ্যমে অনেককিছু বের করে আনে। ঈশ্বরকেও জাদুকর, রত্নাকর, সওদাগর বলা হয় তাহলে তিনিও তো চৈতন্য, তাই না! তিনি বলেনও -- আমি আসি, জাদুকর তো, তাই না! মানুষকে দেবতা, বেগার থেকে প্রিন্সে পরিনত করেন। এমন জাদু কখনো দেখেছো ? আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের

পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ফুলের বাগানে যেতে হবে, তাই সুগন্ধী ফুল হতে হবে। কাউকে দুঃখ দিও না। একমাত্র পারলৌকিক

পিতার সঙ্গেই সর্ব সম্বন্ধ জুড়তে হবে।

২) শিববাবা প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়, সেইজন্যে সেই একজনকেই ভালবাসতে হবে। সুখ প্রদানকারী বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- এই লোকের (সাকার) আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে অব্যক্ত লোকে পরিভ্রমণকারী উড়ন্ত বিহঙ্গ ভব
বুদ্ধিরূপী বিমানের দ্বারা অব্যক্তলোক বা মূললোকে ভ্রমণ করার জন্যে উড়ন্ত বিহঙ্গ হও।
বুদ্ধির দ্বারা যখন চাও, যেখানে চাও পৌঁছে যাও। এ'সব তখনই হবে যখন সম্পূর্ণরূপে এই
লোকের আকর্ষণ থেকে পৃথক হয়ে থাকবে। এ হলো অসার অর্থাৎ মাধুর্যহীন সংসার, এই
অসার সংসারে যখন কোনো কাজ নেই, কোনো প্রাপ্তি নেই তখন সেখানে বুদ্ধির দ্বারা
যাওয়াও বন্ধ করো। এ অতি ভয়াবহ নরক, এখানে যাওয়ার সঙ্কল্প এবং স্বপ্নও যেন না
আসে।

স্লোগান:- নিজের চেহারা এবং আচার - আচরণের দ্বারা সততার সভ্যতার অনুভব করান ওই হল
শ্রেষ্ঠত্ব।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা অনেক সময় পরে আবার বাবার সঙ্গে মিলিত হয়েছো, তাই তোমরা বাবার অত্যন্ত হারানিধি বাচ্চা"

*প্রশ্নঃ - নিজের স্থিতিকে একরস বানানোর উপায় কি ?

*উত্তরঃ - সদা স্মরণে রেখো, যে সেকেণ্ড পার হয়েছে, তা ড্রামা । কল্প পূর্বেও এমনই হয়েছিলো । এখন তো নিন্দা - স্তুতি, মান - অপমান সবই সামনে আসবে, তাই নিজের স্থিতিকে একরস বানানোর জন্য অতীতের চিন্তন করো না ।

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী সন্তানদের তাদের পিতা বোঝাচ্ছেন । আত্মাদের পিতার নাম কি ? শিববাবা । তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা । সব আত্মারূপী বাচ্চাদের নাম কি ? আত্মা । জীবের নাম হয়, আত্মার নাম একই থাকে । বাচ্চারা এও জানে যে, সংসঙ্গ অনেক আছে । এ হলো প্রকৃত সত্য সংসঙ্গ, যা সত্য বাবা রাজযোগ শিখিয়ে আমাদের সত্যযুগে নিয়ে যান । এমন অন্য কোনো সংসঙ্গ বা পাঠশালা হতে পারে না । এও বাচ্চারা, তোমরা জানো । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্র আছে । বাচ্চারা, তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী । বাবা বসে বোঝান যে, এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘোরে । কাউকে বোঝাতে হলে চক্রের সামনে দাঁড় করিয়ে দাও । এখন তোমরা এইদিকে যাবে । বাবা জীবাত্মাদের বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো । এ কোনো নতুন কথা নয় ? তোমরা জানো যে, আমরা কল্পে - কল্পে এই কথা শুনি, এখন আবারও শুনছি । তোমাদের বুদ্ধিতে কোনো দেহধারী বাবা, টিচার বা গুরু নেই । তোমরা জানো যে, বিদেশী শিববাবা আমাদের টিচার এবং গুরু । আর কোনো সংসঙ্গ আদিতে এমন কথা বলা হয় না । মধুবন তো একটাই । ওরা তো এক মধুবন বৃন্দাবনে দেখায় । ওই জায়গা ভক্তিমার্গে মানুষ বসে বানিয়েছে । প্রত্যক্ষ মধুবন তো এটাই । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা সত্যযুগ, এতো থেকে শুরু করে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে এখন সংসঙ্গ যুগে এসে উপস্থিত হয়েছি পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য । বাবা এসে আমাদের স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছেন । ৮৪ জন্ম কারা এবং কিভাবে নেয়, এও তোমরাই জানো । মানুষ তো কেবল বলেই দেয়, কিছুই বোঝে না । বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । সত্যযুগে সতোপ্রধান আত্মারা ছিলো, শরীরও ছিলো সতোপ্রধান । এই সময় তো সত্যযুগ নেই, এ হলো কলিযুগ । আমরা স্বর্ণযুগে ছিলাম । এরপর চক্র ঘুরতে ঘুরতে, পুনর্জন্ম নিতে নিতে আমরা লৌহযুগে এসে গেছি, আমাদের আবারও চক্র ঘুরতে হবে । এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমরা তো হারানিধি বাচ্চা, তাই না । হারানিধি তাদের বলা হয়, যারা হারিয়ে যায়, তারপর অনেক সময়ের পরে মিলিত হয় । তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে এসে মিলিত হয়েছো । বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে - এ সেই বাবা, যিনি পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমাদের এই সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান দান করেছিলেন । তিনি আমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়েছিলেন । এখন আবার সেই বাবা এসে মিলিত হয়েছেন আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার দান করার জন্য । বাবা এখানে আমাদের অনুভব করান । এতে আত্মার ৮৪ জন্মের অনুভবও এসে যায় । এইসব বাবা বসে বোঝান । যেমন তিনি পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও বুঝিয়েছিলেন - মানুষকে দেবতা আর কাঙ্গালকে মুকুটধারী বানানোর জন্য । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা ৮৪ বার পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছি, যারা এতো জন্মগ্রহণ করে নি, তারা এখানে শেখার জন্য আসবেই না । কেউ - কেউ অল্প বুঝবে । নস্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই, তাই না । তোমাদের নিজের - নিজের ঘর - গৃহস্থীতে থাকতে হবে । সবাই তো আর এখানে এসে বসে যাবে না । তারাই এখানে রিফ্রেশ হতে আসবে, যারা খুব ভালো পদ পেতে চাইবে । কম পদ যারা পাবে তারা খুব বেশী পুরুষার্থ করবে না । এই জ্ঞান হলো এমনই, যাতে অল্প কিছু পুরুষার্থ করলেও তা ব্যর্থ হবে না । সাজা ভোগ করে আবার এসে যাবে । পুরুষার্থ ভালোভাবে

করলে সাজাও কম হয় । স্মরণের যাত্রা ছাড়া বিকর্ম বিনাশ হবে না । এ কথা তো প্রতি মুহূর্তে নিজেকে স্মরণ করাও । কোনো মানুষ যদি পাও, প্রথমে তো তাদের এই কথা বোঝাতে হবে যে - নিজেকে আত্মা মনে করো । এই নাম তো পরে শরীরের জন্য পেয়েছো, কাউকে তো শরীরের নাম ধরেই ডাকবে । এই সঙ্গম যুগে অসীম জগতের পিতা আত্মা রূপী সন্তানদের ডাক দেন । তোমরা বলবে আত্মাদের বাবা এসেছেন । বাবা বলবেন - আত্মারূপী বাচ্চারা । প্রথমে আত্মা, তারপর বাচ্চাদের নাম নেওয়া হয় । আত্মারূপী সন্তানরা, তোমরা জানো যে, আত্মাদের পিতা কি বোঝান । তোমাদের বুদ্ধি জানে যে - শিববাবা এই ভাগীরথে বিরাজমান, আমাদের তিনিই সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন । আর কোনো মানুষ মাত্র নেই, যার মধ্যে বাবা এসে রাজযোগ শেখাবেন । এই বাবা আসেনই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে, আর কোনো মানুষই কখনো এভাবে বলতে পারবে না, বোঝাতেও পারবে না । এও তোমরা জানো যে, এই শিক্ষা এই বাবার নয় । ইনি তো এই কথা জানতেনই না যে, কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগ আসবে । এনার এখন কোনো দেহধারী গুরু নেই, আর তো সব মানুষ বলবে যে, আমার অমুক গুরু । অমুক জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়েছে । সকলের গুরু হলো দেহধারী । ধর্ম স্থাপকও দেহধারী । এই ধর্ম কে স্থাপন করেছেন ? পরমপিতা, পরমাত্মা ত্রিমূর্তি শিববাবা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা স্থাপন করেছেন । এনার শরীরের নাম ব্রহ্মা । খৃস্টানরা বলবে, ক্রাইস্ট এই ধর্ম স্থাপন করেছেন । তিনি তো দেহধারী । তাঁর ছবিও আছে । এই ধর্মের স্থাপকের চিত্র কি দেখানো হবে ? শিবেরই দেখাবে । শিবের চিত্রও কোথাও বড় আবার কোথাও ছোটো বানানো হয় । তিনি তো হলেন বিন্দু । তাঁর নাম - রূপও আছে কিন্তু তিনি অব্যক্ত । এই চোখের দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না । বাচ্চারা, শিববাবা তোমাদের রাজ্য - ভাগ্য দিয়ে গিয়েছেন, তাই তো তোমরা তাঁকে স্মরণ করো, তাই না । শিববাবা বলেন, মল্লনাভব । আমি তোমাদের বাবা, আমাকে তোমরা স্মরণ করো । তোমরা কারোর স্তুতি করবে না । আত্মার বুদ্ধিতে কোনো দেহ স্মরণে না আসে, এ খুব ভালোভাবে বোঝার মতো কথা । আমাদের শিববাবা পড়ান । সারাদিন এই কথা রিপিট করতে থাকো । শিব ভগবান উবাচঃ - প্রথম - প্রথম তো অল্ক (আল্লাহ) কে বোঝাতে হবে । এ কথা দৃঢ়ভাবে না বোঝালে বে (বাদশাহী) কে বোঝাতে গেলে বুদ্ধিতে বসবে না । কেউ কেউ বলে দেয় যে, একথা সঠিক । কেউ আবার বলে, একথা বুঝতে তো সময় চাই । কেউ বলে, চিন্তা করে দেখবো । অনেক ধরনের লোক আসে । এ হলো নতুন কথা । পরমপিতা পরমাত্মা শিব আত্মাদের বসে পড়ান । চিন্তা চলতে থাকে যে, কি করা যায় যাতে মানুষ এ কথা বুঝতে পারে । শিবই হলেন জ্ঞানের সাগর । আত্মাকে জ্ঞানের সাগর কিভাবে বলা হবে, যার কোনো শরীরই নেই । জ্ঞানের সাগর হলে অবশ্যই তিনি কখনো জ্ঞানই শুনিয়েছিলেন তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । এমনিতে কেন বলবে ? কেউ অনেক পড়লে বলা হয়, এ তো অনেক বেদ - শাস্ত্র পড়েছে, এইজন্য শাস্ত্রী অথবা বিদ্বান বলা হয় । বাবাকে জ্ঞানের সাগর অথরিটি বলা হয় । অবশ্যই কিছু করে গেছেন । প্রথমে তো জিজ্ঞেস করা উচিত, এখন কলিযুগ নাকি সত্যযুগ ? নতুন দুনিয়া নাকি পুরানো দুনিয়া ? এইম অবজেক্ট তো তোমাদের সামনে উপস্থিত । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ যদি থাকতো তাহলে তাদের রাজত্ব থাকতো । এই পুরানো দুনিয়া, কাঙ্গাল অবস্থা থাকতো না । এখন তো কেবল ঐদের চিত্র আছে । মন্দিরেও মডেলস দেখানো হয় । তা না হলে তাঁদের মহল, বাগান আদি কতো বড় - বড় হতো । কেবলমাত্র মন্দিরে তো থাকতোই না । প্রেসিডেন্টের বাড়ী কতো বড় । দেবী - দেবতা তো বড় বড় মহলে থাকবেন । সেখানে অনেক জায়গা থাকবে । ওখানে ভয় পাওয়ার কোনো কথা থাকে না । সর্বদা ফুলের বাগান থাকে । কাঁটা থাকেই না । সে হলো বাগিচা । ওখানে তো কাঠ - লাঠি জ্বালানো হয় না । কাঠে তো ধোঁয়া হয়, তখন কষ্টের অনুভব হয় । ওখানে আমরা খুব অল্প সংখ্যায় থাকি । পরের দিকে বৃদ্ধি হতে থাকে । ওখানে খুব সুন্দর - সুন্দর বাগান থাকবে, সুগন্ধ আসতে থাকবে । ওখানে জঙ্গল থাকবেই না । এখন তোমরা অনুভব করো, দেখতে তো আর পাও না । তোমরা ধ্যানে অনেক বড় বড় মহল ইত্যাদি দেখে আসো, তেমন তো এখানে তৈরী করতে পারো না । সাক্ষাৎকার হলো তারপর মিলিয়ে গেলো । সাক্ষাৎকার তো করেছে, তাই না । ওখানে রাজা, প্রিন্স - প্রিন্সেস থাকবে স্বর্গ খুবই রমণীয় হবে । এখানে যেমন মহীসুর প্যালেস ইত্যাদি অতি সুন্দর, ওখানেও হাওয়া শীতল

অনুভব হবে । সুন্দর ঝর্ণা বইতে থাকবে । আত্মা মনে করে, আমরা খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস বানিয়েছি । আত্মার তো স্বর্গ স্মরণে আসে, তাই না ।

বাম্বারা, তোমাদের অনুভব হয় যে, কি - কি হবে, আমরা কোথায় থাকবো । এই সময় এই স্মৃতি থাকে । চিত্র দেখো, তোমরা কতো সৌভাগ্যবান । ওখানে দুঃখের কিছুই থাকবে না । আমরা তো স্বর্গে ছিলাম, তারপর নেমে এসেছি । এখন আবার স্বর্গে যেতে হবে । আমরা কিভাবে যাবো ? দড়িতে আটকে যাবো কি ? আমরা আত্মারা তো শান্তিধামে থাকি । বাবা তোমাদের এখন মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাই তোমরা এখন আবার দেবতা তৈরী হচ্ছে আর অন্যদেরও তৈরী করছে । কতোজন ঘরে বসেও সাফাংকার করে । বন্ধনে আবদ্ধরা তো কখনোই দেখতে পারে না যে কিভাবে আত্মা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । নিজের ঘরের পথ কাছে এসে গেলে আত্মা খুশী হয় । আত্মা মনে করে, বাবা আমাদের জ্ঞান দান করে শৃঙ্গার করাতে এসেছেন । অবশেষে একদিন কাগজেও প্রকাশ পাবে । এখন তো নিন্দা - স্তুতি, মান - অপমান সবই সামনে আসে । আত্মা জানে যে, পূর্ব কল্পেও এমনই হয়েছিলো, যে সেকেণ্ড পার হয়ে গেছে, তার চিন্তা করা উচিত নয় । পূর্ব কল্পে এইভাবেই কাগজে বের হয়েছিলো । এরপর পুরুষার্থ করা হয় । হাঙ্গামা যা হয়েছিলো, তা হয়ে গেছে । নাম তো হয়ে গেছে, তাই না । এরপর তোমরা রেসপন্ড করো । কেউ পড়ে, কেউ আবার পড়ে না । সময়ই পায় না । তারা অন্য কাজে লেগে যায় । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে - এ হলো অসীম জগতের ড্রামা । এ টিক - টিক করে চলতে থাকে, চক্র ঘুরতে থাকে । এক সেকেণ্ডে যা অতিক্রান্ত হয়েছে, তা আবার পাঁচ হাজার বছর পরে রিপিট হবে । যা হয়ে গেছে, তা সেকেণ্ডের পরে খেয়ালে আসে । এই যে ভুল হয়ে যায়, তাও ড্রামাতে নিহিত । পূর্ব কল্পেও এমনই ভুল হয়েছিলো, যা অতীত হয়ে গেছে । ভবিষ্যতে এমন আর করবে না । তোমরা পুরুষার্থ করতে থাকো । তোমাদের বোঝানো হয়, মুহূর্তে মুহূর্তে এমন ভুল ভালো নয় । এই কর্ম ভালো নয় । মনে অনুতাপ হয় যে - আমার দ্বারা এমন খারাপ কাজ হলো । বাবা বোঝাতে থাকেন - এমন করো না, এতে কারোর দুঃখ হবে । বারণ করা হয় । বাবা বলে দেন - এই কাজ করো না, না বলে জিনিস নিলে তাকে চুরি বলা হয় । এমন কাজ করো না । কটু কথা বলো না । আজকাল দুনিয়া দেখো কেমন - কেউ যদি পরিচারকের উপর রাগ করে, তাহলে সেও শত্রুতা করতে শুরু করবে । ওখানে তো বাঘ আর ছাগল নিজেদের মধ্যে ক্ষীরখণ্ড হয়ে থাকে । নুনজল আর ক্ষীরখণ্ড । সত্যযুগে সমস্ত মনুষ্য আত্মারা নিজেদের মধ্যে ক্ষীরখণ্ড হয়ে থাকে । আর এই রাবণের দুনিয়াতে সব মানুষই নুনজল । বাবা এবং সন্তানও নুনজল । কাম তো মহাশত্রু, তাই না । কাম কাটারি চালিয়ে একে অপরকে দুঃখ দেয় । এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো নুনজল । সত্যযুগী দুনিয়া হলো ক্ষীরখণ্ড । এই কথা দুনিয়া আর কি জানবে ? মানুষ তো স্বর্গকে লাখ বছর বলে দেয় ॥ তাই কোনো কথাই বুদ্ধিতে বুঝতে পারে না । যারা দেবতা ছিলো, তাদেরই স্মৃতিতে আসে । তোমরা জানো যে, এই দেবতার সত্যযুগে ছিলো । যারা ৮৪ জন্মগ্রহণ করবে, তারাই এসে পড়বে আর কাঁটা থেকে ফুল তৈরী হবে । এই বাবার একটাই ইউনিভার্সিটি, যার থেকে শাখা বের হতে থাকে । ঈশ্বর যখন আসবেন, তখন তাঁর সাহায্যকারী তৈরী হবে, যাদের দ্বারা ঈশ্বর নিজে রাজস্ব স্থাপন করবেন । তোমরা মনে করো, আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী । ওরা শরীরের সেবা করে, আর এ হলো আত্মিক সেবা । বাবা আমাদের মতো আত্মাদের আত্মিক সেবা শেখাচ্ছেন, কেননা আত্মাই এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে । বাবা আবার তাকে সতোপ্রধান তৈরী করছেন । বাবা বলেন যে - মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । এ হলো যোগ অগ্নি । ভারতের প্রাচীন যোগের তো মহিমা আছে, তাই না । আর্টিফিশিয়াল যোগ তো অনেক হয়ে গেছে, তাই বাবা বলেন, স্মরণের যাত্রা বলা ঠিক । শিববাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা শিবপুরীতে চলে যাবে । সে হলো শিবপুরী । আর ও হলো বিষ্ণুপুরী । এ হলো রাবণ পুরী । বিষ্ণুপুরীর পিছনে হলো রামপুরী । সূর্যবংশীর পরে হলো চন্দ্রবংশী । এ তো অতি সাধারণ কথা । অর্ধেক কল্প হলো সত্যযুগ আর ত্রেতা, আর অর্ধেক কল্প হলো দ্বাপর আর কলিযুগ । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো । এও কেবল তোমরাই জানো । যে খুব ভালোভাবে ধারণা করে, সে অন্যকেও বুঝিয়ে বলতে পারে

। আমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি । একথা যদি কারোর বুদ্ধিতে স্মরণে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ ড্রামাও বুদ্ধিতে এসে যাবে, কিন্তু কলিযুগী দেহের সম্বন্ধী আদি স্মরণে আসতে থাকে । বাবা বলেন যে - তোমাদের এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । সর্বের সদগতিদাতা, রাজযোগ শেখান একজনই, তাই বাবা বুদ্ধিয়েছেন যে, শিববাবারই জয়ন্তী হয়, যিনি সম্পূর্ণ দুনিয়ার পরিবর্তন করেন । তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো যে, এখন আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি । যারা ব্রাহ্মণ, তাদের বুদ্ধিতেই রচয়িতা এবং রচনার গুণান আছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আম্মাদের পিতা তাঁর আম্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এমন কোনো কর্ম করো না, যাতে কেউ দুঃখ পায় । কটু কথা বলবে না । অনেক ক্ষীরখণ্ড হয়ে থাকতে হবে ।

২) কোনো দেহধারীর স্তুতি করবে না । বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, আমাদের শিববাবা পড়ান, সেই একেরই মহিমা করতে হবে, ঈশ্বরীয় সেবাধারী হতে হবে ।

বরদানঃ:- নিজের অব্যক্ত শান্ত স্বরূপের দ্বারা বায়ুমণ্ডলকে অব্যক্ত বানিয়ে সাক্ষাৎকার মূর্তি ভব সেবার যেমন আরো অনেক প্রোগ্রাম বানাও, তেমনই ভোর থেকে রাত পর্যন্ত স্মরণের যাত্রায় কিভাবে আর কতক্ষণ থাকবে এই প্রোগ্রামও তৈরী করো, আর মাঝে মাঝে দুই - তিন মিনিটের জন্য সঙ্কল্পের ট্রাফিককে স্টপ করো, কেউ যখন ব্যক্ত ভাবে বেশী দেখা দেবে, তখন তাকে না বলে নিজের অব্যক্ত শান্ত রূপ এমন ধারণ করো, যাতে সেও ইশারায় বুঝে যায়, এতে বায়ুমণ্ডল অব্যক্ত থাকবে । অভিনবস্বপ্নও দেখা যাবে আর তোমরা সাক্ষাৎকার করানোর জন্য সাক্ষাৎকার মূর্তি হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ:- সম্পূর্ণ সত্যতাই হলো পবিত্রতার আধার ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মুখ দিয়ে যেন সর্বদাই জ্ঞানের রস বেরোয়, তোমাদের মুখ সর্বদা হাসিখুশী থাকা উচিত”

***প্রশ্ন:-** যেসব বাচ্চারা ব্রাহ্মণ জীবনে জ্ঞান ধারণ করেছে, তাদের লক্ষণ কেমন হবে ?

***উত্তর:-** ১) ওদের চালচলন দেবতাদের মতো হবে এবং দিব্যগুণের ধারণা হবে। ২) ওদের জ্ঞানের বিষয়ে বিচার সাগর মন্থন করার অভ্যাস থাকবে। ওরা কখনো আসুরিক কথাবার্তা অর্থাৎ নোংরা বিষয় নিয়ে মন্থন করবে না। ৩) ওদের জীবনে গালি দেওয়া এবং নিন্দা করা বন্ধ হয়ে যাবে। ৪) ওদের মুখ সর্বদা হাসিখুশী থাকবে।

ওম্ শান্তি । বাবা স্বয়ং বসে থেকে জ্ঞান এবং ভক্তির ওপর বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা বুঝে গেছে যে ভক্তির দ্বারা সদগতি হয়না আর সত্যযুগে ভক্তি করা হয় না। সত্যযুগে এই জ্ঞান পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ ভক্তিও করবে না আর জ্ঞানের মুরলীও বাজাবে না। মুরলী মানে জ্ঞান দেওয়া। গায়ন আছে - মুরলীতে জাদু আছে। নিশ্চয়ই কিছু জাদু আছে। কেবল বাঁশি তো যেকোনো ফকির মানুষই বাজাতে পারে। কিন্তু এই মুরলীতে জ্ঞানের জাদু আছে। অজ্ঞানকে কখনো জাদু বলা যাবে না। মুরলীকেই জাদু বলা হয়। জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যায়। সত্যযুগে এই জ্ঞানের উত্তরাধিকার থাকবে। ওখানে ভক্তি থাকবে না। দ্বাপরযুগে যখন দেবতা থেকে মানুষ হয়ে যায়, তখনই ভক্তি শুরু হয়। মানুষকে বিকারগ্রস্ত আর দেবতাকে নির্বিকার বলা হয়। দেবতাদের সৃষ্টিকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। এখন তোমরা দেবতা হচ্ছ। জ্ঞান কাকে বলে ? প্রথমতঃ, নিজের এবং বাবার সঠিক পরিচয়, আর দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজকে জ্ঞান বলা হয়। জ্ঞানের দ্বারা-ই সদগতি হয়। তারপর ভক্তি শুরু হলে অবস্থার অবনতি হওয়া আরম্ভ হয়, কারন ভক্তিকে রাত্রি আর জ্ঞানকে দিনের সাথে তুলনা করা হয়। এইসব বিষয় তো যেকোনো মানুষের বুদ্ধিতে ধারণ হতে পারে, কিন্তু দিব্যগুণ ধারণ করে না। দিব্যগুণ থাকলেই বুঝতে হবে যে জ্ঞান ধারণ হয়েছে। যারা জ্ঞান ধারণ করেছে, তাদের চালচলন দেবতাদের মতো হবে। যাদের কম ধারণা হয়েছে, তাদের মধ্যে মিশ্রিত চালচলন লক্ষ্য করা যায়। আর যাদের একটুও ধারণা হয়নি, তারা তো সন্তানই নয়। মানুষ বাবার নামে কতো নিন্দা করে। ব্রাহ্মণ বংশে আসার পর গালি দেওয়া আর গ্লানি করা বন্ধ হয়ে যায়। তোমরা যে জ্ঞান পাচ্ছ, সেগুলো নিয়ে বিচার সাগর মন্থন করলেই অমৃত পাওয়া যাবে। এগুলো নিয়ে যদি বিচার সাগর মন্থন না করো, তবে কি মন্থন করো ? নিশ্চয়ই আসুরিক বিষয়। তাতে কেবল নোংরা বেরিয়ে আসে। তোমরা এখন ঈশ্বরের স্টুডেন্ট। জানো যে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া পড়ছি। দেবতা কখনো এই শিক্ষা দিতে পারবে না। দেবতাদের কখনো জ্ঞানের সাগর বলা হয় না। কেবল একজনকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। জ্ঞানের দ্বারা-ই দিব্যগুণ ধারণ হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন যে জ্ঞান পাচ্ছো, সেটা সত্যযুগে থাকবে না। এই দেবতাদের মধ্যে দিব্যগুণ ছিল। তোমরা সর্বগুণে সম্পন্নতার গুণগান করো। তোমাদেরকেও এখন এইরকম হতে হবে। নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে আমার মধ্যে কি সমস্ত দিব্যগুণ এসেছে ? নাকি কিছু আসুরিক গুণ রয়ে গেছে ? যদি কোনো আসুরিক গুণ থেকে থাকে, তবে সেগুলো বার করে দিতে হবে। তাহলেই দেবতা হতে পারবে। নয়তো পদ কমে যাবে।

তোমরা বাচ্চারা এখন দিব্যগুণ ধারণ করছো। অনেক ভালো ভালো কথা সবাইকে শোনাচ্ছো। এটাই হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, এখনই তোমরা পুরুষোত্তম হচ্ছ। তাই বাতাবরণ খুব ভালো থাকতে হবে। মুখ থেকে যেন একটাও খারাপ কথা না বেরোয়। নয়তো বোঝা যাবে যে সে কম পদ পাবে। কথাবার্তা আর

চালচলন দেখে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারা যায়। তোমাদের মুখ সর্বদাই হাসিখুশী থাকতে হবে। নাহলে বলা হবে, তার মধ্যে জ্ঞান নেই। মুখ থেকে যেন সবসময় রক্ত বেরিয়ে আসে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখো, কতো হাসিখুশী। এইরকম রক্ততুল্য কথা শুনলে এবং শোনাতে অনেক খুশি হওয়া যায়। তোমরা এখন যেসব জ্ঞান রক্ত পাচ্ছো, এগুলোই পরবর্তী কালে হীরে মানিক হয়ে যাবে। ৯ রত্নের মালা তো হীরে মানিক দিয়ে তৈরি হয় না। এটা জ্ঞান রত্নের মালা। মানুষ এটাকে রক্ত মনে করে আংটি বানিয়ে ধারণ করে। পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই এইরকম জ্ঞান রত্নের মালা পরানো হয়। এইসব জ্ঞান রক্তই ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য ধনী বানিয়ে দেয়। এগুলো কেউ লুণ্ঠ করতে পারবে না। এখানে তোমরা যদি হীরে মানিক পরে থাকো, তবে যে কেউ লুণ্ঠ করে নেবে। তাই নিজেকে খুব বুদ্ধিমান বানাতে হবে। আসুরিক গুণ বের করে দিতে হবে। আসুরিক গুণ থাকলে মুখের অবস্থাও ওইরকম হয়ে যায়। রাগের বশে আসলে মুখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। যারা কাম বিকারগ্রস্ত, তারা কালো হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বিষয়েই বাচ্চাদেরকে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। এই পড়াশুনা তো অগাধ সম্পত্তি পাওয়ার জন্য। ওইসব পড়াশুনাকে রক্ত বলা যাবে না। হয়তো জ্ঞান অর্জন করে বড় পজিশন পেয়ে যায়। অতএব, পড়াশুনা কাজে আসে, নাকি পয়সা? ওগুলো সীমিত ধনসম্পদ, আর এটা সীমাহীন সম্পত্তি। দুটোই পড়াশুনা। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে বাবা আমাদেরকে পড়িয়ে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। ওগুলো তো এক জন্মের জন্য সামান্য সময়ের ক্ষণস্থায়ী পড়াশুনা। পরের জন্মে আবার নতুন করে পড়া শুরু করতে হবে। ওখানে উপার্জনের জন্য পড়াশুনা করার দরকার হয় না। ওখানে এই সময়ের উপার্জনের দ্বারা অগাধ সম্পত্তি পাওয়া যায়। সেইসব সম্পত্তি অবিনাশী হয়ে যায়। দেবতাদের কাছে অগাধ ধনসম্পদ ছিল। তারপর যখন ভক্তিমার্গ বা রাবণের রাজ্য শুরু হলো, তখনও এতো সম্পত্তি ছিল যে কতো মন্দির বানিয়েছে। তারপর মুসলমানরা এসে সেগুলো লুণ্ঠ করেছে। ওরা অনেক ধনী ছিল। এখনকার পড়াশুনার দ্বারা কেউ এতো ধনী হতে পারে না। তোমরা এখন জেনেছ যে আমরা এতো শ্রেষ্ঠ পড়া পড়ছি, যার দ্বারা এইরকম দেবদেবী হয়ে যাই। সুতরাং পড়াশুনার দ্বারা মানুষ কি থেকে কি হয়ে যায়। গরিব থেকে ধনী হয়ে যায়। ভারত এখন কতো গরিব। যারা ধনী, তাদের তো সময়ই নেই। নিজের প্রতি অহংকার থাকে, আমি অমুক। কিন্তু এখানে তো অহংকার মুছে যাওয়া দরকার। আমি আত্মা, আত্মার কাছে তো ধনসম্পদ, হীরে মানিক কিছুই থাকে না। বাবাও বলছেন - শরীর এবং সকল শারীরিক বন্ধন ছিন্ন করো। আত্মা শরীর ত্যাগ করলে তার সমস্ত প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যায়। যদি পুনরায় লেখাপড়া করে অনেক উপার্জন করে অথবা যদি অনেক দান পুণ্য করে থাকে, তাহলেই আবার ধনী পরিবারে জন্ম নেবে। বলা হয় - আগের জন্মের কর্মফল। যদি অনেক জ্ঞান দান করেছে কিংবা কলেজ, ধর্মশালা ইত্যাদি বানিয়েছে, তাহলেও তার ফল পেয়ে যায়, তবে সামান্য সময়ের জন্য। এইরকম দান পুণ্য কেবল এখানেই করা হয়, সত্যযুগে হবে না। সত্যযুগে সর্বদাই ভালো কর্ম করা হবে, কারণ এখানেই উত্তরাধিকার পেয়ে যায়। ওখানে কেউই বিকর্ম করে না, কারণ ওখানে রাবণ নেই। যারা গরিব, তারাও বিকর্ম করে না। এখানে তো ধনী ব্যক্তিরও বিকর্ম করে। সেইজন্যই তো এত রকম রোগ-ব্যাদি জনিত দুঃখ পায়। ওখানে মানুষ বিকারগ্রস্ত হয় না, তাই বিকর্মও হয় না। কর্মই মূল ভিত্তি। এটা হলো রাবণের মায়াবী রাজ্য। তাই মানুষ বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। বাবা এসে নির্বিকার হওয়ার শিক্ষা দেন। বাবা নির্বিকার বানান, তারপর মায়া আবার বিকারগ্রস্ত বানিয়ে দেয়। রামের বংশ আর রাবণের বংশের মধ্যে যুদ্ধ চলে। তোমরা বাবার বাচ্চা, আর ওরা রাবণের সন্তান। কত ভালো ভালো বাচ্চা মায়ার কাছে হেরে যায়। মায়া খুবই শক্তিশালী। তাও তাদের ওপর আশা রাখা হয়। যে সবথেকে পতিত, তাকেও তো উদ্ধার করতে হয়। বাবাকে তো সমগ্র বিশ্বের উদ্ধার করতে হয়। অনেকেই পড়ে যায়। একেবারে সর্বাধিক পতিত হয়ে যায়। এদেরকেও বাবা উদ্ধার করেন। এই রাবণের রাজ্যে তো সকলেই অধম। কিন্তু বাবা এসে রক্ষা করেন। তারপরেও যদি পড়ে যায়, তাহলে অনেক অধম হয়ে যায়। ওরা তখন এতো উঁচুতে উঠতে পারে না। সেইসব অধম বিষয়গুলো বিবেক দংশন করে। যেমন তোমরা বলো - অন্তিম সময়ে যে স্ত্রীলোকের কথা স্মরণ করে... সেইরকম তার বুদ্ধিতে কেবলই ওই অধম ভাবনাই আসবে। তাই বাবা বসে থেকে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, প্রতি কল্পে তোমরাই দেবতা হয়েছ।

পশুপাখি কি দেবতা হবে ? মানুষই এইসব বুঝতে পারে, তাই তারাই ঐরকম হয়। এই লক্ষ্মী নারায়ণেরও নাক, কান আছে। এরাও মানুষ। কিন্তু দিব্যগুণের অধিকারী হওয়ার জন্য এদেরকে দেবতা বলা হয়। এরা কিভাবে এত সুন্দর দেবতা হয়ে যায়, তারপর কিভাবে আবার পতিত হয়ে যায়, সেই চক্রের কাহিনী তোমরা জেনে গেছ। যে বিচার সাগর মন্থন করে, তার ভালো ধারণা হয়। যে বিচার সাগর মন্থন করে না, সে বুদ্ধ হয়ে যায়। যে মুরলী শোনায়, তার বিচার সাগর মন্থন চলতেই থাকে - অমুক বিষয়ের ওপর এগুলো বোঝাতে হবে। অটোমেটিক্যালি বিচার সাগর মন্থন হয়ে যায়। কেউ আসলে, তাকেও উৎসাহ নিয়ে বোঝাবে, হয়তো কিছু বুঝতে পারবে। তার ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। কেউ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে, কেউ পারবে না। তবুও আশা রাখা হয়। এখন না বুঝলেও ভবিষ্যতে ঠিক বুঝতে পারবে। আশা রাখা উচিত। যে আশা রাখে, তার সার্ভিসের রুচি আছে। ক্লান্ত হওয়া যাবে না। হয়তো কেউ পড়াশুনা করার পরেও অধম হয়ে গেছে। সে যদি কখনো আসে, তবে তাকে অবশ্যই সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ঘরে বসতে দিতে হবে, না কি তাকে চলে যেতে বলবে ? অবশ্যই তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এতদিন সে আসেননি কেন ? তখন সে বলবে - মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে গেছি। এইরকম অনেকেই আসে। তারা বুঝতে পারে যে এই জ্ঞান খুবই ভালো, কিন্তু মায়া হারিয়ে দিয়েছে। স্মৃতি তো থেকেই যায়। ভক্তিমার্গে এইরকম জেতা হারার ব্যাপার থাকে না। এক্ষেত্রে জ্ঞান ধারণ করতে হয়। এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে সত্যিকারের গীতা শুনছো যার দ্বারা দেবতা হয়ে যাও। ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হতে পারবে না। খ্রিস্টান, পারসিক কিংবা মুসলমান ধর্মে ব্রাহ্মণ থাকেনা। তোমরা এখন এইসব বিষয় বুঝেছো।

তোমরা জানো যে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই রাজস্ব পাওয়া যায়। কারোর সাথে দেখা হলেই তাকে বলা - আল্লাহ পিতাকে স্মরণ করুন। পিতাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আঙ্গুল ওপরের দিকে তুলে পিতার উদ্দেশ্যে ইশারা করে। পিতা হলেন অদ্বিতীয়, ভগবান এক। বাকি সকলে তাঁর সন্তান। বাবা সর্বদা বাবাই থাকেন। তিনি রাজস্ব করেন না। তিনি যেমন জ্ঞান দেন, তেমনি আবার নিজের বাচ্চাও বানান। তাই বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত। বাবা আমাদের জন্য কত সেবা করেন। আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। তারপর তিনি আর কখনো ওই নতুন দুনিয়ায় আসেন না। পবিত্র দুনিয়ায় তাকে কেউই আমন্ত্রণ জানায় না। পতিতরাই তাকে ডাকে। পবিত্র দুনিয়ায় তিনি এসে কি করবেন, তাঁর নামই তো পতিত পাবন। পুরাতন দুনিয়াকে নতুন বানানোই তাঁর কর্তব্য। বাবার নাম হলো শিব আর বাচ্চাদেরকে শালিগ্রাম বলা হয়। তাঁকেই পূজা করা হয়। সকলে শিববাবাকে স্মরণ করে। ব্রহ্মাকেও বাবা বলা হয়। অনেকেই হয়তো প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলে, কিন্তু কেউই তাকে যথাযথ ভাবে চেনে না। ব্রহ্মা কার সন্তান ? তোমরা বলবে যে পরমপিতা পরমাত্মা শিব তাকে দত্তক নিয়েছেন। এনার শরীর রয়েছে। সকল আত্মাই ঈশ্বরের সন্তান। সকল আত্মার নিজস্ব শরীর রয়েছে। প্রত্যেকের নিজস্ব ভূমিকা আছে যা তাকে পালন করতেই হবে। পরম্পরায় এভাবেই চলে আসছে। এটা অনাদি অর্থাৎ এর কোনো আদি, মধ্য, অন্ত নেই। এটা কখন বানানো হয়েছে - সেই প্রশ্নই ওঠে না। এর কখনোই প্রলয় হয় না। যতসব গল্পকথা বলে দিয়েছে। জনসংখ্যা খুব কম হয়ে যায়, তাই বলা হয় যে প্রলয় হয়ে যায়। বাবার মধ্যে যে জ্ঞান থাকে সেটা এই সময়েই প্রকট হয়। এই বিষয়েই বলা হয় - সমস্ত সমুদ্রকে কালি বানালেও লিখে শেষ করা যাবে না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের হাসিখুশি চেহারার দ্বারা বাবার নাম উচ্ছ্বল করতে হবে। সর্বদা জ্ঞান রত্নই শুনতে হবে এবং

শোনাতে হবে। গলায় যেন সবসময় জ্ঞান রত্নের মালা পরা থাকে। আসুরিক খারাপ গুণ ত্যাগ করতে হবে।

২) সেবার বিষয়ে ক্লান্ত হলে চলবে না। আশা রেখে আগ্রহ নিয়ে সেবা করতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করে খুশিতে থাকতে হবে।

বরদান:- বাবার স্নেহের প্রতিদানে (রিটার্নে) বাবার সমান অনুভব করে সর্বশক্তিতে সম্পন্ন ভব যে সন্তান সর্বদা বাবার স্নেহে লীন থাকে, সে স্নেহের প্রতিদানে বাবার সমান হওয়ার বর পেয়ে যায়। যে সর্বদা স্নেহসম্পন্ন এবং যোগযুক্ত থাকে, সে স্বাভাবিকভাবেই সর্বশক্তিতে সম্পন্ন হয়ে যায়। সর্বশক্তি সর্বদা সঙ্গে থাকলে বিজয় নিশ্চিত। যার স্মরণে থাকে, সর্বশক্তিমান বাবা আমার সাথী, সে কখনোই কোনো ব্যাপারে চঞ্চল হতে পারেনা।

স্লোগান:- তিনিই ভাগ্যবান, যিনি নিজের পুরুষার্থী জীবনে সর্বদা সন্তুষ্ট এবং খুশি থাকেন।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যে পড়া-টি তোমাদের পড়াচ্ছেন সেই পাঠ বুদ্ধিতে রেখে সবাইকে পড়াতে হবে, প্রত্যেককে বাবার এবং সৃষ্টি চক্রের পরিচয় দিতে হবে”

***প্রশ্ন:-** আত্মা সত্যযুগেও পাঠ প্লে করে এবং কলিযুগের, কিন্তু তফাৎ কি ?

***উত্তর:-** সত্য যুগে যখন পাঠ প্লে করে তখন তাতে কোনও পাপ কর্ম হয় না, প্রতিটি কর্ম সেখানে অকর্ম হয়ে যায় কারণ রাবণ নেই। তারপরে যখন কলিযুগে পাঠ প্লে করে তখন প্রতিটি কর্ম বিকর্ম অর্থাৎ পাপ কর্মে পরিণত হয়। কারণ এখানে বিকার আছে। এখন তোমরা হলে সঙ্গমে। তোমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে।

ওম্ শান্তি । এবারে এই কথা তো বাচ্চারা জানে যে আমরা বাবার সামনে বসে আছি। বাবাও জানেন - বাচ্চারা আমার সামনে বসে আছে। এই কথাও তোমরা জানো - বাবা আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন, যা অন্যদের দিতে হবে। সর্বপ্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে, কারণ সবাই বাবাকে এবং বাবার শিক্ষা গুলি ভুলে গেছে। এখন বাবা যা পড়াচ্ছেন, এই পড়া পুনরায় ৫ হাজার বছর পরে প্রাপ্ত হবে। এই জ্ঞান আর কারো নেই। মুখ্য হল বাবার পরিচয়। তারপরে এই কথাও বুঝতে হবে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। সম্পূর্ণ দুনিয়ার সব আত্মারা, সবাই হল ভাই-ভাই। সবাই নিজের নির্দিষ্ট পাঠ এই শরীর দ্বারা প্লে করে। এখন তো বাবা এসেছেন নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যেতে, যাকে স্বর্গ বলা হয়। কিন্তু আমরা সব ভাইরা হলাম পতিত, একজনও পবিত্র নেই। সব পতিতদের পবিত্র করেন একমাত্র বাবা। এই হল পতিত, বিকার গ্রস্ত, ভ্রষ্টাচারী রাবণের দুনিয়া। রাবণের অর্থ হল ৫-টি বিকার স্ত্রীর মধ্যে, ৫-টি বিকার পুরুষের মধ্যে। বাবা খুব সহজ করে বোঝান। তোমরাও এমন করে বোঝাতে পারো। অতএব সর্বপ্রথমে এই কথা বোঝাও আমরা আত্মা, উনি হলেন আমাদের পিতা। আমরা সবাই ব্রাদার্স। জিজ্ঞাসা করো এই কথা ঠিক আছে ? লেখো - আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই। আমাদের পিতা একজন ই, আমরা সবাই আত্মা, উনি হলেন সুপ্রিম আত্মা, ওঁনাকে আমাদের সবার পিতা বলা হয়। এই কথাটি পাকা ভাবে বুদ্ধিতে বসাও তাহলে সর্বব্যাপী ইত্যাদি জ্ঞান বুদ্ধি থেকে প্রথমেই বেরিয়ে যাবে। প্রথমে অল্ফকে পড়তে হবে। বলা, এই পয়েন্ট টি ভালো রীতি বসে লেখো। পূর্বে সর্বব্যাপী বলতাম, এখন বুঝেছি সর্বব্যাপী নয়। আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই, সব আত্মারা বলে - গড ফাদার, পরমপিতা। প্রথমে তো এই নিশ্চয়টি পাকা করতে হবে আমরা হলাম আত্মা, পরমাত্মা নই। না আমাদের মধ্যে পরমাত্মা ব্যাপকভাবে বিরাজ করেন। সবার মধ্যে আত্মাই ব্যাপকভাবে উপস্থিত আছে। আত্মা শরীরের আধার নিয়ে পাঠ প্লে করে, এই পয়েন্টটিও পাকা করাও। আত্মা, এই আত্মিক পিতা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানও প্রদান করেন, অন্য কেউ তো জানেনা যে এই সৃষ্টি চক্রের আয়ু কত। বাবা নিজেই টিচার রূপে বসে বোঝান। লক্ষ বছরের কথা নয়। এই চক্র অনাদি, সঠিক ভাবে রচিত, এই জ্ঞান অর্জন করা উচিত। সত্যযুগ-ত্রৈতা পাস্ট হয়েছে, নোট করো। যাকে বলা হয় স্বর্গ এবং সেমি স্বর্গ। যেখানে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব চলে, সত্যযুগে ১৬ কলা সম্পন্ন, ত্রৈতায় ১৪ কলা সম্পন্ন। ধীরে ধীরে আত্মার এই কলা বা কোয়ালিটি কমতে থাকে। দুনিয়া তো পুরানো অবশ্যই হবে তাইনা। সত্য যুগের প্রভাব খুব বেশী। নাম-ই হল স্বর্গ, হেভেন, নতুন দুনিয়া...তারই মহিমা করতে হবে। নতুন দুনিয়ায় আছে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। প্রথমে বাবার পরিচয় তারপরে চক্রের পরিচয় দিতে হয়। চিত্রও তোমাদের কাছে আছে - দূত নিশ্চয় করানোর জন্য। এই সৃষ্টির চক্র আবর্তিত হতে থাকে। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, ত্রৈতায় ছিল রাম-সীতার। এই হল অর্ধকল্প, দুটি যুগ পার হল তারপরে আসে দ্বাপর - কলিযুগ। দ্বাপরে হয় রাবণ রাজ্য। দেবতারা বাম মার্গে চলে যায় তখন বিকারগ্রস্ত হওয়ার সিস্টেম হয়ে যায়। সত্যযুগ-ত্রৈতায় সবাই নির্বিকারী থাকে। এক আদি সনাতন

দেবী-দেবতা ধর্ম থাকে। চিত্রও দেখাতে হয়, মুখে বলেও বোঝাতে হয়। বাবা, টিচার হয়ে আমাদের এইভাবে পড়ান। বাবা নিজের পরিচয় নিজেই এসে দেন। তিনি নিজেই বলেন আমি আসি পতিতদের পবিত্র করতে তাই আমার দেহের প্রয়োজন হয়। তা নাহলে কথা বলবো কীভাবে। আমি হলাম চৈতন্য, সৎ এবং অমর। আত্মা সত্য, রজো, তমো স্টেজে আসে। আত্মা ই পবিত্র এবং পতিত হয় তাই বলা হয় পতিত আত্মা, পবিত্র আত্মা। আত্মার মধ্যেই সব সংস্কার থাকে। অতীতের কর্ম বা বিকর্মের সংস্কার আত্মা বহন করে। সত্যযুগে বিকর্ম হয়ই না। কর্ম করে, পার্ট প্লে করে কিন্তু সেই কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। গীতায়ও লেখা আছে, এখন তোমরা প্রাক্টিক্যালি বুঝেছো। তোমরা জানো বাবা এসেছেন পুরানো দুনিয়া বদলাতে, নতুন দুনিয়ার রচনা করতে। যেখানে কর্ম অকর্ম হয়ে যায় তাকেই সত্যযুগ বলা হয় এবং যেখানে সব কর্ম বিকর্ম হয়ে যায় তাকে কলিযুগ বলা হয়। তোমরা এখন রয়েছে সঙ্গমে। বাবা দুই দিকের কথা বোঝান। সত্যযুগ-ত্রৈতা হল পবিত্র দুনিয়া, সেখানে কোনও পাপ হয় না। যখন রাবণের রাজ্য শুরু হয় তখনই পাপ হয়। সেখানে বিকারের নাম চিহ্ন থাকে না। চিত্র তো সামনেই রাখা আছে রাম রাজ্য এবং রাবণ রাজ্য। বাবা বোঝান এই হল পড়াশোনা। বাবা ব্যতীত অন্য কেউ জানেনা। এই পড়াশোনা তো তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত, বাবাও স্মরণে আসেন, চক্রও বুদ্ধিতে এসে যায়। সেকেন্ডে সব কিছু স্মরণে এসে যায়। বর্ণনা করতে দেরী লাগে না। এর তিনটি ফাউন্টেন আছে। বৃক্ষটি এমন হয়, বীজ ও বৃক্ষ সেকেন্ডে স্মৃতিতে এসে যাবে। এই বীজ অমুক বৃক্ষে, এই বৃক্ষে এমন ফল হয়। এই অসীম জগতের মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষটি হয় কীভাবে, সে কথা তোমরা তো বোঝাও। বাচ্চাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান বোঝানো হয়েছে - অর্ধকল্প ডিনায়স্টি কীভাবে চলে তারপরে রাবণ রাজ্য হয় তখন যারা সত্যযুগ-ত্রৈতাবাসী আছে, তারা-ই দ্বাপরবাসী হয়। বৃক্ষটি বৃদ্ধি হতে থাকে। অর্ধকল্পের পরে রাবণ রাজ্য হয়, তখন বিকারগ্রস্ত হয়। বাবার কাছে যা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় সেসব অর্ধকল্প চলে। নলেজ প্রদান করে উত্তরাধিকার দেন, সেই প্রালব্ধ ভোগ করেছে অর্থাৎ সত্যযুগ-ত্রৈতায় সুখ পেয়েছে। তার নাম সুখধাম, সত্যযুগ বলা হয়। সেখানে দুঃখ হয় না। কত সহজ করে বোঝান। একজনকে বোঝাও অথবা অনেককে বোঝাও - তাই অ্যাটেনশন দিতে হবে, বুঝতে হবে, শুধু হ্যাঁ-হ্যাঁ করছে নাকি? বোলো নোট করতে থাকো। কোনও সন্দেহ থাকলে জিজ্ঞাসা করো। যে কথা কেউ জানেনা সেই কথা আমরা বোঝাই। তোমরা তো কিছু জানো না, তাই কি জিজ্ঞাসা করবে?

বাবা তো এই অসীম জগতের বৃক্ষের রহস্য বুঝিয়ে দেন। এই নলেজ এখন তোমরা বুঝেছো। বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা ৮৪-র চক্রে কীভাবে এসেছো। এই কথাটি ভালো রীতি নোট করো তারপরে এই বিষয়টি নিয়ে বিচার করো। যেমন টিচার রচনা লিখে দেন স্টুডেন্টরা যা ঘরে গিয়ে রিভাইস করে আসে তাইনা। তোমরাও নলেজ প্রদান করো তারপরে দেখো কি হয়। জিজ্ঞাসা করতে থাকো। এক-একটি কথা ভালো করে বোঝাও। পিতা-টিচারের কর্তব্য বুঝিয়ে তারপরে গুরু কর্তব্য বোঝাও। তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে যে এসে আমরা পতিত, আমাদের পবিত্র করো। আত্মা পবিত্র হলে তো শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয়। যেমন সোনা তেমন গহনা তৈরি হয়। ২৪ ক্যারেটের সোনা দিয়ে, খাদ না মিশিয়ে গহনা তৈরি করলে তো গহনাও সত্যপ্রধান তৈরী হবে। খাদ মেশালেই তমোপ্রধান হয়ে যায়। সর্ব প্রথমে ভারত ২৪ ক্যারেট সোনার পাখি ছিল অর্থাৎ সত্যপ্রধান নতুন দুনিয়া ছিল পরে তমোপ্রধান হয়েছে। এই কথা বাবা এসে বোঝান, অন্য কেউ মনুষ্য গুরু তো জানেনা। আহ্বান করে এসে পবিত্র বানাও। সে তো গুরুর কর্তব্য। বাণপ্রস্থ অবস্থায় মানুষ গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়। বাণীর উর্ধ্ব স্থান হল ইনকরপরিয়াল ওয়ার্ল্ড, যেখানে আত্মারা বাস করে। এই হল করপরিয়াল ওয়ার্ল্ড। দুইয়ের মিল এইখানেই হয়। সেখানে তো শরীর নেই। সেখানে কোনও কর্ম নেই। বাবার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা আছে। ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী তাঁকেই বলা হয় নলেজফুল। তিনি সৎ-চিত্ত-আনন্দস্বরূপ হওয়ার দরুন তাঁকেই নলেজফুল বলা হয়। তাঁকে আহ্বানও করা হয় - হে পতিত-পাবন, নলেজফুল শিববাবা, তাঁর নামই হল সদা-শিব। অন্য সব আত্মারা আসে পার্ট প্লে করতে। তাই ভিন্ন-ভিন্ন নাম ধারণ করে। বাবাকে ডাকে কিন্তু তারা কিছু বোঝে না। ভাগ্যশালী রথও

নিশ্চয়ই আছে, বাবা যার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাবেন। তাই বাবা বোঝান - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আমি ব্রহ্মার দেহে আসি, যে বহু জন্মের শেষ জন্মে রয়েছে, পুরো ৮৪-টি জন্ম গ্রহণ করে। ভাগ্যশালী রথে আসতে হয়। প্রথম নম্বরে তো হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি হলেন নতুন দুনিয়ার মালিক। তারপরে তিনি ই নীচে নেমে আসেন। গোল্ডেন থেকে সিলভার, কপার, আয়রন যুগে এসে পড়েন। এখন তোমরা পুনরায় আয়রন থেকে গোল্ডেন হচ্ছে। বাবা বলেন শুধুমাত্র আমি তোমাদের পিতা, আমাকে স্মরণ করো। যার মধ্যে প্রবেশ করেছে তার আত্মায় তো নলেজ একটুও ছিল না। ব্রহ্মার দেহে আমি প্রবেশ করি তাই ব্রহ্মাকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয়। যদিও সবচেয়ে উঁচু তো হলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, এঁদের মধ্যে প্রবেশ করা উচিত। কিন্তু তাঁদের মধ্যে পরমাত্মা প্রবেশ করেন না তাই তাঁদের ভাগ্যশালী রথ বলা হয় না। রথে এসে পতিতদের পবিত্র করতে হয়, সুতরাং কলিযুগী তমোপ্রধান হবে নিশ্চয়ই। নিজেই বলেন আমি অনেক জন্মের শেষ জন্মে আসি। গীতায়ও সঠিক লেখা আছে। গীতা কেই সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণি বলা হয়। এই সঙ্গমযুগে বাবা এসে ব্রাহ্মণ কুল ও দেবতা কুলের স্থাপনা করেন। অনেক জন্মের শেষ জন্মে অর্থাৎ সঙ্গম যুগেই বাবা আসেন। বাবা বলেন আমি হলাম বীজরূপ। কৃষ্ণ তো সত্যযুগ নিবাসী। অন্যত্র কোথাও কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়া যাবে না। পুনর্জন্মে তো নাম, রূপ, দেশ, কাল সবই বদলে যায়। ফিচার্স বদলে যায়। প্রথমে শিশু হয় সুন্দর তারপরে বড় হয় পরে শরীর ত্যাগ করে অন্য ছোট শরীর ধারণ করে। এই খেলাটি ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত। অন্য শরীর ধারণ করলে আর কৃষ্ণ বলা যাবে না। সেই শরীরের নাম ইত্যাদি সব অন্য হবে। সময়, ফিচার্স, তিথি-তারিখ সবই বদলে যায়। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি হুবহু রিপিট বলা হয়। অর্থাৎ এই ড্রামা রিপিট হতে থাকে। সত্য, রজো, তমোতে আসতে হয়। সৃষ্টির নাম, যুগের নাম সব বদলে যায়। এখন এই হল সঙ্গমযুগ। আমি সঙ্গমেই আসি। আমি তোমাদের সম্পূর্ণ দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির সত্য কাহিনী বলি। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অন্য কেউ জানে না। সত্য যুগের আয়ু কত ছিল, সে কথা না জানার দরুন লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সব কথা আছে। তোমাদেরকে মনে এই কথা পাকা করতে হবে যে পিতা হলেন, পিতা-টিচার-সদগুরু, উনি সত্যোপ্রধান হওয়ার খুব ভালো যুক্তি বলে দেন। গীতায়ও আছে দেহ সহ দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। নিজ ধাম অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। ভক্তিমার্গে কত পরিশ্রম করে, ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য। ওই হল মুক্তিধাম, কর্ম থেকে মুক্ত। আমরা ইনকরপরিয়াল দুনিয়ায় গিয়ে বসি। পার্টধারী ঘরে গিয়েই পার্ট থেকে মুক্ত হয়। সবাই চায় আমরা যেন মুক্তি পাই। মোক্ষ প্রাপ্তি তো হয় না কারো। এই ড্রামা হল অনাদি-অবিনাশী। কেউ বলে এই পার্ট আসা-যাওয়ার এই পার্ট আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এতে তো কিছুই করার উপায় নেই। এই হল পূর্ব নির্দিষ্ট অনাদি ড্রামা। একজনও মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারে না। সেসব হল অনেক প্রকারের মনুষ্য মত। এই হল শ্রীমৎ, শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য। মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলা হবে না। দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তাদের সম্মুখে সবাই মাথা নত করে। সুতরাং তারা শ্রেষ্ঠ তাইনা। কৃষ্ণ হলেন দেবতা বৈকুণ্ঠের প্রিন্স। তিনি এখানে আসবেন কীভাবে। না উনি গীতা শুনিয়েছেন। শিবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে আমাদের মুক্তি দাও। উনি তো কখনও জীবনমুক্ত, জীবনবন্ধে আসেন না তাই তাঁকেই ডাকে সবাই মুক্তি দাও। জীবনমুক্তিও তিনি ই দেন। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত ।
আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আমরা সবাই আত্মা রূপে হলাম ভাই-ভাই, এই পার্ট টি পাকা করতে হবে এবং করাতে হবে। নিজের

সংস্কার গুলিকে স্মরণের দ্বারা সম্পূর্ণ পবিত্র করতে হবে।

২) ২৪ ক্যারেট প্রকৃত সত্য সোনা (সতোপ্রধান) হওয়ার জন্য কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গুহ্য গতিকে বুদ্ধিতে রেখে এখন আর কোনো বিকর্ম করবে না।

বরদান:- সময় অনুসারে প্রত্যেকটি গুণ ও শক্তিকে ইউজ করে অনুভবী মূর্তি ভব ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হল অনুভব। যদি একটিও গুণ বা শক্তির অনুভূতি নেই তাহলে যে কোনো সময়ে বিপ্লব বশীভূত হয়ে যাবে। এখন অনুভূতির কোর্স শুরু করো। প্রত্যেকটি গুণ বা শক্তি রূপী খাজানা ইউজ করো। যে সময় যে গুণের প্রয়োজন আছে সেই সময় সেই স্বরূপধারী হয়ে যাও। নলেজের রীতিতে বুদ্ধির লকারে খাজানা গুলি জমা রেখো না, ইউজ করো তবেই বিজয়ী হতে পারবে এবং বাঃ আমি বাঃ এই গান সদা গাইতে থাকবে।

স্লোগান:- দুর্বল সঙ্কল্প গুলিকে সমাপ্ত করে শক্তিশালী সংকল্পের রচনাকারীও ডবল লাইট থাকে।

“মিষ্টি বাম্বারা - তোমরা অর্ধেক কল্প যার ভক্তি করেছিলে, সেই বাবা নিজে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন, এই পড়ার দ্বারাই তোমরা দেবী দেবতা তৈরি হচ্ছে”

*প্রশ্নঃ - যোগবলের লিফ্টের চমৎকারীত্ব কী ?

*উত্তরঃ - বাম্বারা তোমরা যোগবলের লিফ্টের দ্বারা সেকেন্ডে উপরে চলে যেতে পারো অর্থাৎ সেকেন্ডে জীবন মুক্তির উত্তরাধিকার তোমাদের প্রাপ্ত হয়ে যায়। তোমরা জানো যে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে পাঁচ হাজার বছর লাগে আর উপর দিকে উঠতে লাগে এক সেকেন্ড। এটাই হলো যোগবলের চমৎকারীত্ব। বাবার স্মরণের দ্বারাই সমস্ত পাপ বিনাশ হয়ে যায়। আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি। আধ্যাত্মিক বাবা আধ্যাত্মিক বাম্বাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন। আধ্যাত্মিক বাবার মহিমা তো বাম্বাদেরকে শোনানো হয়েছে। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ। শান্তির সাগর। তাকে অসীম জগতের সব প্রশংসা দেওয়া যেতে পারে। এখন বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। আর এই সময় যে সমস্ত মানুষ আছে সবাই জানে যে, আমরা হলো ভক্তির সাগর। ভক্তিতে যে সবথেকে তীব্র গতিতে যায়, তার সম্মান প্রাপ্ত হয়। এই সময় কলিযুগে হল ভক্তি, দুঃখ। সত্যযুগে হল জ্ঞানের সুখ। এমন নয় যে সেখানেও জ্ঞান আছে। তো এই মহিমা কেবলমাত্র এক বাবারই আছে আর বাম্বাদেরও মহিমা আছে, কেননা বাবা বাম্বাদেরকে পড়াচ্ছেন অথবা যাত্রা শেখাচ্ছেন। বাবা বুঝিয়েছেন যে যাত্রা হল দুই প্রকারের। ভক্তরা তীর্থ করতে যায়, চারিদিকে পরিভ্রমণ করতে থাকে। তাই যখনই সময় পায়, চারিদিকে ঘুরতে থাকে, ততটা সময় বিকারে যায়না। মদ ইত্যাদি নোংরা ছিঃ ছিঃ কোনও জিনিস খায় না বা পান করে না। কখনো বদ্রীনাথ, কখনো কাশি ঘুরতে থাকে। ভক্তি করতে থাকে ভগবানের। এখন ভগবান তো একটাই হওয়া চাই, তাই না। সবদিকে তো চক্র লাগানোর প্রয়োজন নেই! শিব বাবার তীর্থেও ঘুরতে থাকে। সবথেকে বড় বেনারস তীর্থ গাওয়া হয়ে থাকে, যাকে শিবের পুরীও বলা হয়। চারিদিকে যায় কিন্তু যার দর্শন করতে যায় অথবা যার ভক্তি করে, তার বায়োগ্রাফি, কর্তব্যের বিষয়ে কিছুই জানা নেই, এইজন্য একে বলা হয় অন্ধশ্রদ্ধা। কারোর পূজা করা, মাথা ঠোকা আর তাঁর জীবন কাহিনীকে জানা, এটিকে বলা যায় ব্লাইন্ডফেথ বা অন্ধবিশ্বাস। ঘরেও পালন করতে থাকে, দেবীদের কতইনা পূজা করতে থাকে, মাটির বা পাথরের দেবী বানিয়ে তাকে অনেক সাজাতে থাকে। মনে করো লক্ষ্মীর চিত্র বানিয়েছে, তাকে জিপ্তোস করো এঁনার বায়োগ্রাফি বলা তো বলবে সত্যযুগের মহারানী ছিলেন। তিনিই আবার ত্রেতাতে সীতা ছিলেন। এছাড়া এঁনার কতটা সময় রাজ্য করেছিলেন, লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য কবে থেকে কতদিন পর্যন্ত চলেছে, এটা কেউই জানেনা। মানুষ ভক্তি মার্গে যাত্রাতে যায়। এইসব হল ভগবানের সাথে মিলন করার উপায়। শাস্ত্র পড়া এটাও হল একটি উপায় ভগবানের সাথে মিলন করার। কিন্তু ভগবান কোথায় আছেন? বলবে - তিনি তো সর্বব্যাপী?

এখন তোমরা জানো যে এই পড়ার দ্বারাই আমরা দেবী দেবতা তৈরি হচ্ছে। বাবা নিজে এসে পড়াচ্ছেন, যার সাথে মিলন করার জন্য অর্ধেক কল্প ভক্তিমার্গে চলে এসেছে। তারা বলে - বাবা পবিত্র বানাও আর নিজের পরিচয় দাও যে তুমি কে? বাবা বুঝিয়েছেন - তোমরা হলে আত্মা, বিন্দু স্বরূপ, আত্মারই এই শরীর প্রাপ্ত হয়, এই জন্য এখানে কর্ম করতে থাকে। দেবতাদের জন্য বলা যায় এনারা সত্যযুগে রাজত্ব করে গেছেন। খ্রীষ্টানরা তো মনে করে গডফাদার প্যারাডাইস (স্বর্গ উদ্যান) স্থাপন করেছিলেন। আমরা সেই সময় ছিলাম না। ভারতে স্বর্গ উদ্যান ছিল, তাদের বুদ্ধি তবুও একটু ভালো। ভারতবাসী সতোপ্রধানও হয় তো আবার তমোপ্রধান হয়ে যায়। তারা (খ্রীষ্টানরা) এতটা সুখ দেখে না তো দুঃখও এতটা দেখেনা। এখন দেখো শেষ দিকের খ্রীষ্টানরা কতই না সুখী। প্রথমে তো তারা গরীব ছিল। টাকাপয়সা তো পরিশ্রমের দ্বারাই উপার্জন করা যায়, তাই না! প্রথমে খ্রীষ্ট আসেন, তারপর তাঁর ধর্ম স্থাপন হয়, বুদ্ধি হতে থাকে। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, এইরকমভাবে বুদ্ধি হতেই থাকে। এখন দেখো খ্রীষ্টানদের বৃক্ষ কত বড় হয়ে গেছে। এর মূল ভিত্তি হল দেবী-দেবতা বংশ। সেটাও আবার এখন এই সময় স্থাপন হচ্ছে। প্রথমে একজন ব্রহ্মা তারপর ব্রাহ্মণদের দণ্ডক নেওয়া সন্তান বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাবা পড়াচ্ছেন তো অনেক অনেক ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। প্রথমে তো এই একজনই ছিলেন তাই না! একের থেকেই কত বৃদ্ধি হয়েছে। কত হওয়ার আছে। যতজন সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী দেবতারা ছিলেন, ততজনই তৈরি হবেন। প্রথমে হল এক বাবা, তাঁর আত্মা তো আছেই। এক বাবার আমরা আত্মারা কতজন সন্তান? আমাদের সকল আত্মাদের বাবা হলেন এক অনাদি। পুনরায় সৃষ্টি চক্র পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। সব মানুষ তো সর্বদা থাকেনা। আত্মাদেরকে

ভিন্ন ভিন্ন পাটে অভিনয় করতে হয়। এই বৃষ্টির সর্বপ্রথম কান্ড হলো দেবী দেবতার, তারপর তার থেকে শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে আসে। তাই বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, আমি এসে কি করি ? আত্মার মধ্যেই ধারণা হয়। বাবা বসে শোনাচ্ছেন - আমি কিভাবে আসি ? বাচ্চারা, তোমরা সবাই যখন পতিত হয়ে যাও তখন স্মরণ করতে থাকো। সত্যযুগ ত্রেতাতে তো তোমরা সুখী ছিলে, তাই স্মরণ করতে না। দ্বাপরের পর যখন দুঃখ অতিরিক্ত পরিমাণে আসে, তখন আমাকে আহ্বান করেছিলে যে - হে পরমপিতা পরমাত্মা বাবা। হ্যাঁ বাচ্চারা, শুনেছি। কি চাও ? বাবা এসে পতিতদেরকে পবিত্র বানাও। বাবা আমরা অত্যন্ত দুঃখী পতিত হয়ে গেছি। এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। কৃপা করো, আশীর্বাদ করো। তোমরা আমাকে আহ্বান করেছিলে - বাবা, এসে পতিতদেরকে পবিত্র বানাও। পবিত্র - সত্যযুগকে বলা যায়। এটাও বাবা নিজে বসে বোঝাচ্ছেন। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে যখন সঙ্গমযুগ হয়, সৃষ্টি পুরানো হয়, তখন আমি আসি।

তোমরা জানো যে সন্ন্যাসীও দুই প্রকারের হয়। তারা হল হঠযোগী, তাদেরকে রাজযোগী বলা যায় না। তাদের হলো লৌকিকের সন্ন্যাস। ঘর-বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকে। গুরুদের অনুগামী হয়। গোপিচন্দ্র রাজার এক গল্প শোনানো হয়। তিনি বলেছিলেন - তোমরা ঘর-বাড়ি কেন পরিত্যাগ করো ? কোথায় যাও ? শাস্ত্রে তো অনেক কাহিনী আছে। এখন তোমরা ব্রহ্মাকুমারীরা রাজাদেরকেও গিয়ে এই জ্ঞান আর যোগ শেখাতে থাকো। এক অষ্টাবক্র গীতাও আছে, যেখানে দেখানো হয়েছে যে - রাজার বৈরাগ্য এসেছে, বলছেন - আমাকে কেউ পরমাত্মার সাথে মিলন করিয়ে দাও। ঢাক পিটিয়ে বলো। সেটা হলো এই সময়কার কথা। তোমরা গিয়ে রাজাদেরকে জ্ঞান প্রদান করো, তাইনা, বাবার সাথে মিলন করানোর জন্য। যেরকম তোমরা বাবার সাথে মিলন করেছ তো অন্যদেরকেও মিলন করানোর জন্য প্রচেষ্টা করছো। তোমরা বল যে আমরা তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাবো, মুক্তি-জীবনমুক্তি দেবো। তারপর তাদেরকে বলা - শিব বাবাকে স্মরণ করো, আর কাউকে নয়। তোমরাও শুরুর দিকে বসে বসে একে অপরকে দেখে ধ্যানে চলে যেতে তাই না। বড়ই আশ্চর্য লাগতো। এরমধ্যে বাবা ছিলেন তাই না, তাই তিনি চমৎকার কিছু করে দেখাতেন। সকলের রসি টেনে নিতেন। এখন বাপ-দাদা একত্র হয়ে গেছেন। কবরখানা বানিয়ে ছিলেন। সবাই বাবার স্মরণে শুয়ে পড়ো। সবাই ধ্যানে চলে যেতে। এইসব শিব বাবার চাতুরীপনা ছিল। একে আবার কেউ যাদু মনে করত। এসব ছিল শিব বাবার খেলা। বাবা হলেন জাদুঘর, সওদাগর, রত্নাকর তাই না! আবার তিনি ধোপাও আছেন, স্বর্ণকারও আছেন, উকিলও আছেন। সবাইকে রাবণের জেল থেকে মুক্ত করেন। তাকেই সবাই আহ্বান করে বলে যে - হে পতিতপাবন, হে দূর দেশের অধিবাসী... আমাদেরকে এসে পবিত্র বানাও। আসোও পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। এখন তোমরা তারও অর্থ বুঝে গেছো। বাবা এসে বলেন যে, বাচ্চারা তোমরা রাবনের দেশে আমাকে আহ্বান করেছো, আমি তো পরমধামে বসেছিলাম। স্বর্গ স্থাপন করার জন্য আমাকে নরক রাবনের দেশে আহ্বান করেছো যে এখন সুখধামে নিয়ে চলো। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি তাইনা। তাই এটাই হলো ড্রামা। আমি তোমাদেরকে যে রাজ্য দিয়েছিলাম সেটা সম্পন্ন হয়ে পুনরায় দ্বাপর থেকে রাবন রাজ্য শুরু হয়। ৫ বিকারে পড়ে যাও, তার চিত্রও জগন্নাথ পুরীতে আছে। প্রথম নশ্বরে যে ছিলেন তিনি পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে পিছনে আছেন পুনরায় তাঁকেই প্রথম নশ্বরে যেতে হয়। এখানে ব্রহ্মা বসে আছেন, বিষ্ণুও আছেন। এঁাদের নিজেদের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে? দুনিয়াতে কেউ তা জানে না। ব্রহ্মা সরস্বতীও আসলে সত্য যুগের মালিক লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলেন। এখন নরকের মালিক হয়েছেন। এখন এঁারা তপস্যা করছেন এই লক্ষ্মী নারায়ণ হওয়ার জন্য। দিলওয়ারা মন্দিরে সম্পূর্ণ স্মরণিকা আছে। বাবাও এখানেই এসেছেন এই জন্য এখন লেখেও যে - আবু হল সকল তীর্থের মধ্যে, সকল ধর্মের তীর্থের মধ্যে মুখ্য তীর্থ কেননা এখানেই বাবা এসে সকল ধর্মের সঙ্গতি করেন। তোমরা শান্তিধাম হয়ে পুনরায় স্বর্গে যাও। বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যায়। সেটা হলো জড় স্মরণিক, এটা হল চৈতন্য। যখন তোমরা চৈতন্যে সেটা হয়ে যাবে তখন পুনরায় এই মন্দির ইত্যাদি সব সমাপ্ত হয়ে যাবে। পুনরায় ভক্তি মার্গে এই স্মরণিকা তৈরি হবে। এখন তোমরা স্বর্গের স্থাপনা করছো। মানুষ মনে করে যে - স্বর্গ উপরে আছে। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে এই ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে। এই চক্র দেখলেই সমস্ত জ্ঞান স্মরণে এসে যায়। দ্বাপর থেকে অন্যান্য ধর্ম আসতে থাকে তাই এখন দেখো কত ধর্ম হয়ে গেছে। এটা হল আয়রন এজ। এখন তোমরা সঙ্গমে আছো। সত্যযুগে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। কলিযুগে সবারই হল পাথর বুদ্ধি। সত্যযুগে হলো পরশ বুদ্ধি। তোমরাই পরশ বুদ্ধি ছিলে, তোমরাই পুনরায় পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছো, এখন পুনরায় পরশ বুদ্ধি হতে হবে। এখন বাবা বলছেন যে তোমরা আমাকে আহ্বান করেছিলে তাই আমি এসেছি আর তোমাদেরকে বলছি - কামকে জয় করো তাহলে জগৎজিত হতে পারবে। মুখ্য এই বিকারই আছে। সত্য যুগে সবাই হল নির্বিকারী। কলিযুগে হল বিকারী।

বাবা বলছেন বাচ্চারা এখন নির্বিকারী হও। ৬৩ জন্ম বিকারে গিয়েছিলে। এখন এই অন্তিম জন্ম পবিত্র হও। এখন সবাইকেই মরতে হবে। আমি স্বর্গ স্থাপন করতে এসেছি তাই এখন আমার শ্রীমতে চলো। আমি যেটা বলছি সেটাই শোনো।

এখন তোমরা পাথর বুদ্ধিকে পরশ বুদ্ধি বানানোর পুরুষার্থ করছো। তোমরাই সম্পূর্ণ সিঁড়ি নেমেছো পুনরায় উঠছো। তোমরা হলে জিন-এর মত। জিনের কাহিনী তো আছে তাই না! সে বললো যে আমাকে কাজ দাও। তখন রাজা বললেন - আচ্ছা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করো। অনেক মানুষ বলে যে ভগবানের কি হয়েছিলো যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে উঠতে হয়। ভগবানের কি এমন হয়েছিল যে এইরকম সিঁড়ি বানালেন ! বাবা বলেছেন যে এটাই হলো অনাদি খেলা। তোমরা পাঁচ হাজার বছরে ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করেছ। পাঁচ হাজার বছর তোমাদের নিচের দিকে নামতে সময় লেগেছে, পুনরায় উপরে যাও এক সেকেন্ডে। এটা হলো তোমাদের যোগবলের লিষ্ট। বাবা বলেছেন যে স্মরণ করো তো তোমাদের পাপ বিনাশ হয়ে যাবে। বাবা আসেন তো সেকেন্ডে তোমরা উপরে চলে যাও পুনরায় নিচের দিকে নামতে পাঁচ হাজার বছর লেগে যায়। কলা কম হতে থাকে। উপরে ওঠার জন্য তো লিষ্ট আছে। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি। সতোপ্রধান হতে হবে। পুনরায় আস্তে আস্তে তমোপ্রধান হবে। পাঁচ হাজার বছর লাগে। আচ্ছা, পুনরায় তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে একজন্মে। এখন যখন আমি তোমাদেরকে স্বর্গের রাজত্ব প্রদান করছি তো তোমরা পবিত্র কেন হবেনা। কিন্তু কামেশু ক্রোধেশুও আছে, তাই না! বিকার না পাওয়ার ফলে স্ত্রীকে মারতে থাকে, বাইরে বের করে দেয়, আগুন লাগিয়ে দেয়। অবলাদের উপর কতইনা অত্যাচার হয়। এটাও ড্রামাতে পূর্বনির্ধারিত আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জগতের মালিক হওয়ার জন্য বা বিশ্বের রাজপদ নেওয়ার জন্য মুখ্য কাম বিকারকে জয় করতে হবে। সম্পূর্ণ নির্বিকারী অবশ্যই হতে হবে।

২) যেরকম আমরা বাবাকে পেয়েছি এই রকম সবাইকে বাবার সাথে মিলন করানোর প্রচেষ্টা করতে হবে। বাবার সত্য পরিচয় দিতে হবে। সত্যিকারের যাত্রা শেখাতে হবে।

বরদান:- সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা সেকেন্ডে প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করে একান্তবাসী ভব যখন কোনও নতুন বা শক্তিশালী আবিষ্কার করা হয় তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে করা হয়। এখানে একান্তবাসী হওয়াই হল আন্ডারগ্রাউন্ড হওয়া। যখনই সময় পাবে, কাজকর্ম করেও, জ্ঞান শুনতে বা শোনানোর সময়, নির্দেশ দেওয়ার সময় - এই দেহের দুনিয়া আর দেহের ভান থেকে উর্ধ্ব সাইলেন্সে চলে যাও। এই অভ্যাস বা অনুভব করা বা করানোর স্টেজ প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করে দেবে, এর দ্বারা এক সেকেন্ডে যেকোনো কাউকেই শান্তি বা শক্তির অনুভূতি করিয়ে দিতে পারবে। যে কেউ সামনে আসবে তারা এই স্টেজে সাক্ষাৎকারের অনুভব করবে।

স্লোগান:- ব্যর্থ সংকল্প বা বিকল্পকে পাশে ফেলে রেখে আত্মিক স্থিতিতে থাকাই হল যোগযুক্ত হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতি পদে শ্রীমত অনুসরণ করো, না হলে মায়া নিঃস্ব করে দেবে, এই চোখ খুবই ধোঁকা দেয় বা প্রভারণা করে, একে খুবই সাবধানে রাখো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের দিয়ে মায়া অনেক বিকর্ম করায় ? যন্তে বিঘ্ন রূপ হয় কারা ?

*উত্তরঃ - যাদের নিজেদের অহঙ্কার থাকে তাদের দিয়ে মায়া অনেক বিকর্ম করিয়ে নেয়। এইরকম মিথ্যা অহঙ্কার যাদের থাকে তারা মুরলীও পড়ে না। এইরকম অবহেলা করার জন্য মায়া থাপ্পড় লাগিয়ে ওয়ার্থ নট পেনী (অর্থাৎ মূল্যহীন) করে দেয়। যন্তে বিঘ্ন রূপ হলো তারা, যাদের বুদ্ধিতে পরচর্চার কথা (ঝরমুই-ঝগমুই) থাকে, এটা হলো খুবই খারাপ অভ্যাস।

ওম্ শান্তি । আস্তা রূপী বাচ্চাদের বাবা বুঝিয়েছেন, এখানে বাচ্চারা তোমাদের অবশ্যই এই ভাবনায় বসতে হয়- ইনি বাবাও, টিচারও আবার সুপ্রিম গুরুও আর এটাও বোধগম্য হয় যে বাবাকে স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে গিয়ে পবিত্রধামে পৌঁছাবে। বাবা বুঝিয়েছেন- পবিত্রধাম থেকেই তোমরা নীচে নামতে থাকো। প্রথমে তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, তারপর সতো-রজো-তমোতে এসেছো। তোমরা এখন মনে করো আমরা নীচে পড়ে গিয়েছি। যদিও তোমরা সঙ্গমযুগে আছো, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা তোমরা এইটা জানো- যে আমরা কিনারা করে নিয়েছি অর্থাৎ সবকিছুর থেকে সরে গিয়েছি। এরপর যদি আমরা শিববাবার স্মরণে থাকি তবে শিবালয় আর দূরে নেই। শিববাবাকে স্মরণই না করলে তবে শিবালয় খুবই দূরে হয়। শাস্তি পেতে হয় বলে তো খুবই দূরে হয়ে যায়। তবে বাবা বাচ্চাদের বেশী কষ্ট দেন না। এক তো বারংবার বলেন- মন্সা - বচন - কর্মে পবিত্র হতে হবে। এই চোখও খুবই ধোঁকা দেয়। খুবই সাবধানে চলতে হয়।

বাবা বুঝিয়েছেন- ধ্যান আর যোগ একদমই আলাদা। যোগ অর্থাৎ স্মরণ। চোখ খোলা রেখে স্মরণ করতে পারো। ধ্যানকে যোগ বলা হয় না। ধ্যানে গেলে তখন তাকে না জ্ঞান, না যোগ বলা হবে। যারা ধ্যানে যায় তাদের উপর মায়া খুবই আক্রমণ করে, এইজন্য এর থেকে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। বাবাকে স্মরণ করতে হবে যথাযথ ভাবে । নিয়মের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে তখন মায়া একদম ফেলে দেয়। ধ্যানের ইচ্ছা তো কখনোই রাখতে নেই, ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা। তোমাদের কোনো ইচ্ছা থাকতে নেই। তোমাদের সমস্ত কামনা বাবা না চাইতেই পূর্ণ করে দেন, যদি বাবার আঞ্জা অনুসারে চলো- তবে। যদি বাবার আঞ্জার উলঙ্ঘন করে উল্টো রাস্তা ধরো তবে এমন হতে পারে যে স্বর্গে যাওয়ার পরিবর্তে নরকে পড়ে গেলে। গায়নও আছে- হাতীকে বড় কুমীরে খেয়েছে। অনেককে জ্ঞান দিয়েছে যে, ভোগ নিবেদন করেছে যে, সে আজ নেই, কারণ নিয়মের উলঙ্ঘন করলে তখন সম্পূর্ণ মায়াবী হয়ে যায়। ডিটি হতে হতে ডেবিল হয়ে যায়, সেইজন্য এই জ্ঞান মার্গে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। নিজের উপর কন্ট্রোল রাখতে হয়। বাবা তো বাচ্চাদের সাবধান করেন। শ্রীমতের অবমাননা করতে নেই। আসুরিক মত অনুযায়ী চলার জন্যই তোমাদের নিম্নগামী কলা হয়েছে। কোন্ জায়গা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছে। একদম নীচে পৌঁছে গিয়েছে। এখনও যদি শ্রীমত অনুযায়ী না চলো, বেপরোয়া হও তবে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাবা কালকেও বুঝিয়েছেন যা কিছু শ্রীমতের আধার ব্যতীত করা হয় তো খুবই ডিসসার্তিস করা হয়। শ্রীমত ব্যতীত করলে তখন নীচে নামতেই থাকবে। বাবা প্রথম থেকেই মাতাদের নিমিত্ত করেছেন কারণ কলসও মাতাদের প্রাপ্ত হয়। বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়েছে। বাবাও মাতাদের একটা কমিটি করেন। সবকিছু তাদের হস্তক্ষেপ করে দেন। কিশোরীরা বিশ্বাসযোগ্য হয়। পুরুষরা বিশেষ করে সর্বস্বান্ত হয়। সেইজন্য বাবাও কলস মাতাদের উপর রাখেন। এই জ্ঞান মার্গে মাতারাও দেউলিয়া হতে পারে। লক্ষ কোটি গুণ ভাগ্যশালী হতে চলেছে যে, সেও মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে। এতে স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই নিঃস্ব হতে পারে। ওতে শুধু পুরুষ দেউলিয়া হয়। এখানে দেখা কতো জন পরাজিত হয়ে চলে গেছে, দেউলিয়া হয়ে যায় । বাবা বসে বোঝান- ভারতবাসী সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে গেছে। মায়া কতো শক্তিশালী। বুঝতে পারো না আমরা কি ছিলাম ? কোন জায়গা থেকে একদম নীচে এসে পড়েছি। এখানেও উঁচুতে উঠতে উঠতে আবার শ্রীমতকে ভুলে নিজের মত অনুযায়ী চললে আবার দেউলিয়া হবে। এরপর বলো তার অবস্থা কি হবে। তারা তো দেউলিয়া হয় আবার ৫-৭ বছর পরে দাঁড়িয়ে পরে। এরা তো ৮৪ জন্মের জন্য দেউলিয়া হয়। তারপর আর উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না, দেউলিয়া হতেই থাকে। কতো মহারথী অনেককে ওঠাতো, আজ তারা নেই। দেউলিয়া হয়ে আছে। এখানে উচ্চ পদ তো অনেক আছে, কিন্তু তবুও সতর্ক না থাকলে উপর থেকে একদম নীচে পড়ে যাবে। মায়া গ্রাস করে নেয়। বাচ্চাদের খুবই সতর্ক হতে হবে। নিজের মত অনুযায়ী কমিটি ইত্যাদি তৈরী করা, ওতে কিছুই নেই। বুদ্ধিযোগ

বাবার সাথে যুক্ত করো- এতেই সত্যপ্রধান হবে। বাবার হয়ে আর তারপর বাবার সাথে যোগ-যুক্ত হতো না, শ্রীমতের উল্লেখন করে তো একদম নীচে পড়ে যায়। কানেকশনই ছিল হয়। লিঙ্ক ছিল হয়ে যায়। লিঙ্ক ছিল হয়ে গেলে তখন চেক(নিরীক্ষণ) করা উচিত যে মায়া কেন এতো আমাদের বিরক্ত করে। চেষ্টা করে বাবার সাথে লিংক জোড়া উচিত। তা না হলে ব্যাটরী চার্জ হবে কীভাবে! বিকর্ম করার ফলে ব্যাটরী ডিসচার্জ হয়ে যায়। উঁচুতে উঠতে উঠতে নীচে পড়ে যায়। জানো যে এইরকম কেউ আছে। প্রথম দিকে কতো লোক এসে বাবার হয়েছে। ভাঙিতে এসেছিল-তারপর আজ কোথায় ? নীচে নেমে গেছে, কারণ পুরানো দুনিয়া স্মরণে এসেছে। এখন বাবা বলেন আমি তোমাদের অসীম জগতের বৈরাগ্য এনে দিই। এই পুরানো পতিত দুনিয়ার প্রতি মনের টান রাখতে নেই। মনের টান রাখা স্বর্গের প্রতি, এতে পরিশ্রম আছে। যদি এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চাও তো পরিশ্রম করতে হবে। বুদ্ধি যোগ এক বাবার সাথে হওয়া উচিত। পুরানো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য। আচ্ছা, পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাওয়া-এইটা তো ঠিক আছে। তবে কাকে স্মরণ করবে? শান্তিধাম-সুখধামকে। যতোটা সম্ভব উঠতে- বসতে, চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। অসীম জগতের সুখের স্বর্গকে স্মরণ করো। এইটা তো হলো একদমই সহজ। যদি এই দুই আশার থেকে উল্টো দিকে চলো তবে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা এখানে এসেছোই নর থেকে নারায়ণ হয়ে উঠতে। সবাইকে বলো তমোপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান হতে হবে কারণ রিটার্ন জার্নি করতে হবে। ওয়ার্ডের হিস্ট্রি- জিওগ্রাফি রিপোর্ট মানে নরক থেকে স্বর্গ, আবার স্বর্গ থেকে নরক। এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। বাবা বলেছেন এখানে স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসো। এইরকম স্মরণে থাকো, আমি কতোবার এই চক্রে আবর্তিত হয়েছি। আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী, এখন আবার দেবতা হবো। দুনিয়াতে কেউই এই রহস্যকে জানে না। এই জ্ঞান তো দেবতাদের শোনাতে হয় না। তারা তো হলোই পবিত্র। ওদের মধ্যে জ্ঞান নেই যে শঙ্খ বাজাবে। তারা পবিত্রও , এইজন্য তাদের চিহ্ন দেওয়ারও দরকার নেই। চিহ্ন তখনই থাকে যখন দুইজন একত্রিত চতুর্ভুজ থাকে। তোমাদেরও দেয় না, কারণ তোমরা আজ দেবতা কাল আবার পতিত হও। মায়া নীচে নামিয়ে দেয় যে না! বাবা ডিটি(পবিত্র) করেন, মায়া আবার ডেবিল(শয়তান) করে তোলে। অনেক ভাবে মায়া পরীক্ষা নেয়। বাবা যখন বোঝান তখন টের পাওয়া যায়। সত্যি-সত্যিই আমাদের অবস্থা নীচে পড়ে গিয়েছে। কতো বিচার নিজের সব কিছু শিববাবার ধন-ভান্ডারে জমা করিয়ে তারপরেও আবার মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে যায়। শিববাবার হয়ে গিয়েছো, আবার কেন ভুলে যাও, এতে যোগের যাত্রা হলো মুখ্য। যোগের দ্বারাই পবিত্র হতে হবে। নলেজের সাথে- সাথে পবিত্রতাও দরকার। তোমরা ডাকোও - বাবা এসে আমাদের পবিত্র করো, যাতে আমরা স্বর্গে যেতে পারি। স্মরণের যাত্রা হলোই পবিত্র হয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য। যারা চলে যায় তবুও কিছু না কিছু শুনে নেয় বলে অবশ্যই শিবালয়ে যাবে। যদিও তারপর যেমনই পদ প্রাপ্ত করুক কিন্তু অবশ্যই আসে। একবারও যদি স্মরণ করে তো স্বর্গে এসে যাবে, তবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে না। স্বর্গের নাম শুনেই খুশী হতে নেই। ফেল করে পাই-পয়সার পদ প্রাপ্ত করা- এতে খুশী হওয়া উচিত নয়। যদিও সেটা স্বর্গ, কিন্তু সেখানে পদ অনেক ! ফিলিং তো আসে তাই না- আমি চাকর, আমি মেথর। শেষের দিকে তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে- আমি কি হবো, আমার কি বিকর্ম হয়েছে যে এইরকম অবস্থা হয়েছে ? আমি কেন মহারানী হতে পারিনি ? প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্ক হয়ে চলার জন্য তোমরা পদমপতি বা লক্ষ-কোটি গুণ ভাগ্যশালী হতে পারো। সতর্কতা না থাকলে তবে পদমপতি হতে পারবে না। মন্দির গুলিতে দেবতাদের পদমপতির চিহ্ন দেখানো হয়। পার্থক্য তো বুঝতে পারো। সামাজিক মর্যাদার তো অনেক ধরন আছে। এখনও দেখো সামাজিক মর্যাদা কতো রকম। আড়ম্বর কতো থাকে। হলো তো অল্প সময়ের সুখ। তাই বাবা এখন বলেন এই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে, যার জন্য সবাই বাবার সামনে হাত তোলে, তাই পুরুষার্থ অতোটাই করতে হবে। যারা হাত তোলে তারা নিজেরাই শেষ হয়ে যায়। বলে এই দেবতা হতাম। পুরুষার্থ করে শেষ হয়ে গিয়েছি। হাত ওঠানো হলো সহজ। অনেককে বোঝানোও হলো সহজ, মহারথী বুদ্ধিয়েও অদৃশ্য হয়ে যায়। অপরের কল্যাণ করে নিজেই নিজের অকল্যাণ করে বসে, সেইজন্য বাবা বোঝান সতর্ক থাকো। অন্তর্মুখী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো। কি রকম ভাবে ? বাবা আমাদের বাবাও, টিচারও, সঙ্করও, আমরা চলেছি-- নিজের সুইট হোমে, এই সব জ্ঞান ভিতরে থাকা উচিত। বাবার মধ্যে জ্ঞান আর যোগ দুই-ই আছে। তোমাদের মধ্যেও থাকা উচিত। জানে যে শিববাবা পড়ায় তো জ্ঞানও হলো, স্মরণও হলো। জ্ঞান আর যোগ দুই একত্রে চলে। এমন না যে, যোগে বসে শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, নলেজ ভুলে যাবে। বাবা যোগ শেখালে তখন কি আর নলেজ ভুলে যান! সমগ্র নলেজ ওনার মধ্যে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এই নলেজ থাকা দরকার। অধ্যয়ণ করা উচিত। কর্ম যেমন করবো, আমাকে দেখে আরো অনেকে করবে। আমি মুরলী না পড়লে আর সবাইও পড়বে না। আমি যেমন দুর্গতি ভোগ করবো আর সবাইও দুর্গতি ভোগ করবে। আমি নিমিত্ত হয়ে যাবো আর সকলকে নীচে নেমে যাওয়ার। কোনো বাচ্চা মুরলী পড়ে না, মিথ্যা অহঙ্কারে চলে আসে। মায়া তাড়াতাড়ি আক্রমণ করে নেয়। প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমত চাই। সেটা না হলে কিছু না কিছু বিকর্ম হয়ে যায়। অনেক বাচ্চা ভুল করে তারপর সর্বনাশ হয়ে যায়। অবহেলা করার ফলে মায়া থাপ্পড় লাগিয়ে ওয়ার্থ নট পেনী অর্থাৎ মূল্যহীন করে দেয়, এটা খুবই বোধ থাকা চাই। অহঙ্কার আসলে মায়া অনেক বিকর্ম করিয়ে নেয়। যখন কেউ কমিটি ইত্যাদি তৈরী করে তো সেখানে হেড এক দুই

জন ফিমেল অবশ্যই থাকা উচিত, যাদের আদেশ অনুযায়ী কাজ হবে। কলস তো লক্ষ্মীর উপর রাখা হয়ে থাকে। গায়নও আছে অমৃত পান করানোর সময় অসুরও বসে পান করতো। আবার বলে যজ্ঞে অনেক প্রকারের বিঘ্ন ঘটায়, বিঘ্ন ঘটানোর জন্য অনেক প্রকারের আছে। বুদ্ধিতে সারাদিন পরচর্চার কথা থাকে, এটা খুবই খারাপ। কোনো কথা থাকলে বাবাকে রিপোর্ট করো। সংশোধন করানোর জন্য তো এক জনই বাবা আছেন। তোমরা নিজেদের হাতে ল' অর্থাৎ আইন তুলে নিও না। তোমরা বাবার স্মরণে থাকো। সবাইকে বাবার পরিচয় দাও, তবে এইরকম হতে পারবে। মায়া খুবই কড়া, কাউকেই ছাড়ে না। সবসময় বাবাকে সংবাদ লিখে দিতে হয়। ডায়রেকশন নিতে থাকতে হয়। নয়তো একেক রকম ডায়রেকশন প্রাপ্ত হতেই থাকবে। বাচ্চারা মনে করে বাবা তো নিজের থেকেই এই ব্যাপারে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাই তিনি হলেন অন্তর্যামী। বাবা বলেন- না, আমি তো নলেজ(জ্ঞান) অধ্যয়ন করাই। এতে অন্তর্যামীর ব্যাপারই নেই। হ্যাঁ, এটা জানি যে এই সব হলো আমার বাচ্চা। প্রত্যেকের ভিতরের আত্মা হলো আমার বাচ্চা। তাছাড়া এইরকম না যে বাবা সব কিছুতেই বিরাজমান। মানুষ উল্টো বুঝে নেয়।

বাবা বলেন- আমি জানি সবার সিংহাসনে আত্মা বিরাজমান। এটা তো কতো সহজ কথা। তবুও ভুলে বলে দেয় পরমাত্মা সর্বব্যাপী। এটা হলো একটা বড় ভুল, এইজন্যই এতোটা নীচে নেমেছে। যিনি বিশ্বের মালিক করে তোলেন তোমরা তাঁকে গালি দাও, এইজন্য বাবা বলেন- যদা যদাহি-- বাবা এখানে এলে তখন বাচ্চাদের বিচার সাগর ভালো করে মন্থন করা উচিত। নলেজের উপর খুবই মন্থন করা উচিত, টাইম দেওয়া চাই - তবে তোমরা নিজেদের কল্যাণ করতে পারবে, এতে পয়সা ইত্যাদির ব্যাপার নেই। ক্ষুধার্ত হয়ে তো কেউ মরতে পারে না। বাবার কাছে যে যত জমা করে, ততই তার ভাগ্য তৈরী হয়। বাবা বুঝিয়েছেন জ্ঞান আর ভক্তির পরে হলো বৈরাগ্য। বৈরাগ্য মানে সবকিছু ভুলে যেতে হয়। নিজেকে ডিচ্যাঙ্ক করে দেওয়া উচিত, শরীর থেকে আমরা আত্মারা এখন চলে যাচ্ছি। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের উপর খুবই কন্ট্রোল রাখতে হবে। শ্রীমতের ব্যাপারে কখনো বেপরোয়া হতে নেই। খুবই সতর্ক থাকতে হয়, কখনো কোনো নিয়মের উলঙ্ঘন যেন না হয়।

২) অন্তর্মুখী হয়ে এক বাবার সাথে বুদ্ধির লিঙ্ক জুড়তে হবে। এই পতিত পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসা চাই। বুদ্ধিতে থাকব - যে কর্ম আমি করবো, আমাকে দেখে সবাই করবে।

বরদান:- স্বমানের সীটে স্থিত থেকে মায়াকে স্যারেন্ডার করানো শ্রেষ্ঠ স্বমানধারী ভব
সঙ্গমযুগের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্বমান হলো মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতি থাকা। যেইরকম কোনো বড় অফিসার বা রাজা যখন স্বমানের সীটের উপর স্থিত হয় তো অন্যান্যরাও সেই সম্মান প্রদান করে, যদি নিজেই না সীটে থাকবে তো তার অর্ডার কেউ মানবে না। সেইরকম তোমরাও স্বমানধারী হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠ স্বমানের সীটের উপর সেট থাকো, তবে মায়া তোমার সামনে স্যারেন্ডার হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সাক্ষীভাবের স্থিতিতে থেকে দিলারামের সঙ্গে অনুভবকারী হল লভলীন আত্মা।

"ব্রাহ্মণ জীবন - বাবার সঙ্গে সর্ব সঙ্কল্প অনুভব করার জীবন"

আজ বাপদাদা তাঁর সেই বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন, যাঁরা

তাঁর সঙ্গে অনেকবার মিলন উদযাপন করেছে, অনেক কল্প ধরে তাঁর সাথে মিলিত হয়েছে। এই অলৌকিক, অব্যক্ত মিলন ভবিষ্যতের স্বর্ণযুগও হতে পারে না। শুধু এই সময়ই এই বিশেষ যুগের বরদান - বাবা আর বাচ্চাদের মিলনের, সেইজন্য এই যুগের নামই সঙ্গমযুগ অর্থাৎ মিলন উদযাপনের যুগ। এইরকম যুগে এইরকম শ্রেষ্ঠ মিলন উদযাপনের পাটধারী আত্মা তোমরা। বাপদাদাও কোটি কোটির মধ্যে এইরকম কতিপয় শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের দেখে উৎফুল্ল হন এবং তিনি তোমাদের স্মৃতি জাগিয়ে তোলেন। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বাবা কতো স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছেন? যদি মনে করো তবে লম্বা লিস্ট বেরিয়ে আসবে। তিনি এত স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছেন যে তোমরা সবাই স্মৃতিস্বরূপ হয়ে গেছ। ভক্তিতে ভক্তরাও তোমরা সব স্মৃতি-স্বরূপ আত্মার স্মারকরূপ সবসময় স্মরণ করছে। তোমরা সব স্মৃতিস্বরূপ আত্মার সব কর্মের বিশেষত্বের স্মরণ করতে থাকে। ভক্তির বিশেষত্বই স্মরণ অর্থাৎ কীর্তন করা। তারা কতো ভাবমগ্ন হয়ে যায়! অল্পকালের জন্য তাদেরও আর কোনও চেষ্টা থাকে না। স্মরণ করতে করতে তার মধ্যে হারিয়ে যায় অর্থাৎ ভাবে বিভোর (লভলীন) হয়ে যায়। এই অল্পকালের অনুভব সেই আত্মাদের জন্য কতো সুন্দর আর অনুপম হয়! এটা কেন হয়? কারণ যে আত্মাদের তারা স্মরণ করে, সেই আত্মারা নিজেরাও সদা বাবার স্নেহে তন্ময় হয়ে থেকেছে, বাবার সর্ব প্রাপ্তিতে সদা আত্মহারা হয়েছে, সেইজন্য এইরকম আত্মাদের স্মরণ করায় সেই ভক্তদের অল্পকালের জন্য তোমরা সব বরদানী আত্মা দ্বারা এক আঁজলা সেই অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং ভাবো, স্মরণ করে যদি ভক্ত আত্মাদেরও এত অলৌকিক অনুভব হয়, তাহলে তোমরা স্মৃতিস্বরূপ, বরদাতা, বিধাতা আত্মাদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনে কতো অনুভব প্রাপ্ত হয়! এই অনুভূতির সাথে সদা এগিয়ে চলো।

প্রতি পদক্ষেপে বিভিন্ন স্মৃতিস্বরূপের অনুভব করতে থাকো। যেমন সময়, যেমন কর্ম সেইরকম স্বরূপের স্মৃতি ইমার্জ (প্রত্যক্ষ) রূপে অনুভব করো। যেমন, অমৃতবেলায় দিনের শুরুতে আমি বাবার সাথে মিলন উদযাপন করছি - আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, মাস্টার বরদাতা হয়ে বরদাতার থেকে বরদান নিচ্ছি, ভাগ্যবিধাতার থেকে ডাইরেক্ট ভাগ্য প্রাপ্তকারী আমি ভাগ্যবান আত্মা - এই শ্রেষ্ঠ স্বরূপকে তোমার স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনো। বরদানী এই সময়ে বরদাতা বিধাতা সাথে আছেন। মাস্টার বরদানী হয়ে নিজেও সম্পন্ন হচ্ছে আর অন্য আত্মাদেরও বরদান প্রাপ্ত করিয়ে তোমরা বরদানী আত্মা হও - এই স্মৃতিস্বরূপ ইমার্জ করো। এমন ভেবো না আমি তো এইরকমই, বরং বিভিন্ন স্মৃতিস্বরূপকে সময় অনুসারে অনুভব করো তবে অনেক বিচিত্র খুশি, বিচিত্র প্রাপ্তির ভান্ডার হয়ে যাবে এবং সদাসর্বদা হৃদয় থেকে প্রাপ্তির গীত নিজে থেকেই #অনহদ শব্দরূপে বেরোতে থাকবে - "যা পাওয়ার ছিল তা' পেয়ে গেছি ..." এইভাবে বিভিন্ন সময় আর কর্ম অনুসারে স্মৃতি স্বরূপের অনুভব করে যাও। যখন মুরলী শুনছ তখন যেন এই স্মৃতি থাকে যে তোমার গডলি স্টুডেন্ট লাইফ (ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থী জীবন) অর্থাৎ তুমি ভগবানের বিদ্যার্থী, স্বয়ং ভগবান আমার জন্য পরমধাম থেকে পড়াতে এসেছেন। এটাই বিশেষ প্রাপ্তি যে স্বয়ং ভগবান আসেন। এই স্মৃতিস্বরূপ দ্বারা মুরলী শুনলে কতো নেশা হয়! যদি সাধারণ রীতিতে নিয়ম অনুযায়ী যিনি শোনানোর তিনি শোনাচ্ছেন আর যে শ্রোতা সে শুনছে, তাহলে এত নেশা অনুভব হবে না। কিন্তু আমি ভগবানের বিদ্যার্থী - এই স্বরূপের স্মৃতিতে শুনলে তখন অলৌকিক নেশা অনুভব হবে। বুঝেছ?

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন স্মৃতিস্বরূপের অনুভবে কতো নেশা হবে! এইভাবে সারাদিনের সব কর্মে স্মৃতিস্বরূপ হয়ে বাবার সঙ্গে চলো - কখনো ভগবানের সখা বা সাথীরূপে, কখনো জীবনসাথী রূপে, কখনো ভগবান আমার আঙাকারী বাচ্চা অর্থাৎ উত্তরাধিকারের প্রথম অধিকার। যখন কোনও বাচ্চা এইরকম খুব সুন্দর আর অতিশয় উপযুক্ত হয়, তাহলে মা-বাবার কত নেশা থাকে যে আমার বাচ্চা কুলদীপক বা কুলের নাম উচ্ছল করবে! ভগবান যার বাচ্চা হয়ে যাবেন, তার নাম কতো মহিমান্বিত হবে! তার কুলের কতো কল্যাণ হবে! সুতরাং যখন তুমি কখনো কখনো দুনিয়ার বাতাবরণে বা বিভিন্ন সমস্যায় নিজেকে একা বা উদাস মনে করবে, তখন এমন সুন্দর বাচ্চার সাথে খেলা করো, সখা রূপে খেলা করো। কখনো যদি শ্রান্ত হয়ে যাও তাহলে তাঁর কোলে শুয়ে পড়ো, সমাহিত হয়ে যাও মায়ের অনুভবে। কখনো নিরাশ হলে সর্বশক্তিমান স্বরূপের সাথে মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতিস্বরূপ অনুভব যদি করো তো নিরাশ থেকে 'দিলখুশ' (চিওনন্দ)

হয়ে যাবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্বন্ধের সাথে, নিজের ভিন্ন-ভিন্ন স্বরূপের স্মৃতিকে ইমার্জ করো তো বাবার সাথে সদা নিজে থেকেই অনুভব করবে আর এটাই সঙ্গমযুগের ব্রাহ্মণ জীবন, এই অমূল্য অনুভব সদাই হতে থাকবে।

আরেকটা ব্যাপার হলো যে এই সর্ব-সম্বন্ধ পালন করতে এত বিজি থাকবে যে মায়া আসারও ফুরসৎ পাবে না। যারা বড় লৌকিক পরিবার সামলায় তারা সবসময় এটাই বলে, সংসার সামলাতে এত বিজি থাকে তারা যে আর কোনও বিষয় মনেই থাকে না কারণ অনেক বড় পরিবার। তাহলে, তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মার প্রভুর সাথে প্রীতির দায়িত্ব পালনে তোমাদের কর্মকাণ্ড কতো বড় ! তোমাদের প্রভু-প্রীতির কর্মকাণ্ড শুয়েও চলতে থাকে। যদি তোমরা যোগনিদ্রাতেও থাকো, তখনও তোমাদের সেটা নিদ্রা নয়, বরং যোগনিদ্রা। নিদ্রাতেও প্রভু মিলন উদযাপন করতে পারো। যোগের অর্থই মিলন। যোগনিদ্রা অর্থাৎ অশরীরী ভাবের স্থিতির অনুভূতি। তাহলে, এটাও তো প্রভু-প্রীতি, তাই না ! সুতরাং তোমাদের মতো বড় থেকেও বড় কর্মকাণ্ড কারও নেই। এক সেকেন্ডও তোমাদের ফুরসৎ নেই, কারণ ভক্তিতেও ভক্ত রূপে গীত গাইতে, বহুদিন পরে প্রভু এসেছ মিলিত হতে, তাইতো প্রভু পুরো হিসেব নেবো গুনে গুনে। তাহলে প্রতিটা সেকেন্ডের তোমরা হিসেব নাও ! সারা কল্পের মিলনের হিসেব ছোট এই এক জন্মে পুরো করে নাও। পাঁচ হাজার বছরের তুলনায় এই ছোট জন্ম শুধুমাত্র কিছু দিনের, তাই না ? সুতরাং অল্প দিনের মধ্যে এত দীর্ঘ সময়ের হিসেব সম্পূর্ণ করতে হবে, সেইজন্য তোমাদের বলা হয় প্রতি শ্বাসে স্মরণ করো। ভক্ত স্মরণ করে, তোমরা স্মৃতিস্বরূপ হও। তাহলে কি তোমাদের এক সেকেন্ড সময়েরও ফুরসৎ আছে ? কতো বড় কর্মকাণ্ড ! এই পরিবারের কর্মকাণ্ডের কাছে সেই ছোট পরিবারের কাজকর্ম তোমাদের আকৃষ্ট করবে না, আর সহজে নিজে থেকেই দেহসহ দেহের সম্বন্ধ আর দেহের পদার্থ এবং প্রাপ্তি থেকে নষ্টমোহ, স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাবে। এই লাস্ট পেপার নম্বর অনুক্রমে মালার দানা বানাবে।

যখন অমৃতবেলা থেকে যোগনিদ্রা পর্যন্ত বিভিন্ন স্মৃতিস্বরূপের অনুভাবী হয়ে যাবে তখন বহুকালের স্মৃতিস্বরূপ হওয়ার কোশ্চেনে তোমাদের পাস উইথ অনার বানিয়ে দেবে। অতি মনোমুগ্ধকর জীবনের অনুভব করবে, কারণ প্রত্যেক মানবাত্মা চায় জীবনে ভ্যারাইটি হোক। সুতরাং এটা সারাদিনে ভিন্ন-ভিন্ন সম্বন্ধ, ভিন্ন-স্বরূপের ভ্যারাইটি অনুভব করো। যেমন, দুনিয়াতেও লোকে বলে, বাবাকে তো অবশ্যই প্রয়োজন, সেইসঙ্গে যদি জীবন-সাথীর অনুভব না হয় তাহলেও জীবন অসম্পূর্ণ হবে, যদি বাচ্চা না হও তবুও অসম্পূর্ণ জীবন বলা হবে। সর্ব সম্বন্ধের জীবনই সম্পন্ন জীবন বলা হবে। সুতরাং এই ব্রাহ্মণ জীবন হলো ভগবানের সাথে সর্ব সম্বন্ধ অনুভবকারী সম্পন্ন জীবন। একটা সম্বন্ধও কম কর না। এমনকি, ভগবানের সাথে একটা সম্বন্ধও যদি কম হয় তাহলে কোন না কোনও আত্মা সেই সম্বন্ধে নিজের দিকে টেনে নেবে। যেমন কিছু বাচ্চা কোন কোন সময় বলে, বাবারূপের সম্বন্ধ তো আছেই, কিন্তু সখা বা সখি অথবা মিত্রের সম্বন্ধ তো গৌণ, এইসব সম্বন্ধের জন্য আত্মাদের প্রয়োজন কারণ বাবা তো বড়, তাই না ! কিন্তু পরমাত্মার সাথে সম্বন্ধের মাঝে কোন ছোট-বড় বা হালকা সম্বন্ধ অন্য আত্মাদের সাথে যদি মিশ্র হয়ে যায় তাহলে 'সর্ব' শব্দ সমাপ্ত হয়ে যায় এবং যথাশক্তি হওয়ার লাইনে এসে যাও। ব্রাহ্মণদের ভাষায় সব বিষয়ে 'সর্ব' শব্দ যুক্ত হয়। যেখানে 'সর্ব' সেখানেই সম্পন্নতা। এমনকি যদি দু'কলাও কম হয়ে যায় তাহলে তোমরা দ্বিতীয় মালার দানা হয়ে যাও, সেইজন্য সর্ব সম্বন্ধের সর্ব স্মৃতিস্বরূপ হও। বুঝেছ ? যখন ভগবান নিজে সর্ব সম্বন্ধের অনুভব করানোর অফার করছেন, তখন তো সেই সান্নিধ্য লাভ তোমাদের করাই উচিত, তাই না ! এইরকম গোল্ডেন অফার এই সময় এক এবং একমাত্র ভগবানই তোমাদের দিতে পারেন ; না অন্য কোন সময় আর না অন্য কেউ দিতে পারে। এটা কি সম্ভব যে কেউ তোমাদের বাবাও হবে আবার বাচ্চাও হবে - এটা হতে পারে ? এটা একের মহিমা, একেরই মহত্ব, সেইজন্য সর্ব সম্বন্ধে স্মৃতিস্বরূপ হতে হবে। এতেই আনন্দ, তাই না ? ব্রাহ্মণ জীবন কিসের জন্য ? আনন্দে আর উদ্যমের সাথে মনের সুখে থাকার জন্য। সুতরাং এই অলৌকিক সুখ উদযাপন করো। আনন্দের জীবন অনুভব করো। আচ্ছা।

আজ দিল্লি দরবার থেকে আগতরা এখানে। তোমরা রাজ-দরবারের, নাকি শুধুই দরবারের দর্শক ? যারা রাজত্ব করে আর যারা দেখে, দরবারে উভয়েই বসে। তোমরা সবাই কে ? দিল্লির দুটো বিশেষত্ব। এক - দিল্লি দিলারামের হৃদয়, দুই - রাজত্ব স্থান। হৃদয় যখন তো হৃদয়ে থাকবে কে ? দিলারাম। সুতরাং দিল্লি নিবাসী অর্থাৎ যারা সবসময় দিলারামকে হৃদয়ে রাখে। তোমরা এমনই অনুভাবী আত্মা এবং এখন থেকেই স্বরাজ্য অধিকারীই ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাজ্য অধিকারী। তোমাদের হৃদয়ে যখন দিলারাম আছেন, তখন এখন তোমাদের রাজ্য অধিকার আছে আর সদা থাকবে। সুতরাং নিজের জীবনে চেক করে দেখ সদা এই দুই বিশেষত্ব আছে কিনা - হৃদয়ে দিলারাম আর অধিকারও থাকা। এমন গোল্ডেন চান্স, শুধু গোল্ডেন নয় ডায়মন্ড চান্স যারা নেয়, সেই তোমরা কতো ভাগ্যবান ! আচ্ছা।

এখন তো অসীমিত সেবার খুব ভালো উপায় তোমরা লাভ করেছে, তা' দেশে হোক, বা বিদেশে। যেমন নাম, তেমনই

সুন্দর কার্য ! নাম শুনেই সবাই অত্যন্ত উৎসাহিত হচ্ছে - "সবার স্নেহ, সহযোগে সুখময় সংসার !" এটা অনেক দীর্ঘ কার্য, এক বছরেরও অধিক । সুতরাং যেমন কার্যের নাম শুনেই সবার আগ্রহ হয়, তেমন কার্যও আগ্রহের সাথে করবে । ঠিক যেমন সুন্দর নাম শুনে তোমরা খুশি হচ্ছে, সেইরকমই কার্য হয়ে গেলেও তোমরা সদা খুশি থাকবে । তোমাদের তো এটাও বলা হয়েছিল, তাই না যে প্রত্যক্ষতার পর্দা সরে যাওয়ার বা পর্দা খোলার আধার তৈরি হয়েছে আর তৈরি হতেও থাকবে । সবার সহযোগী - কার্যের যেমন নাম, ঠিক তেমনই তার স্বরূপ হয়ে সহজভাবে কার্য করতে থাকলে নিমিত্ত মাত্র পরিশ্রম আর সফলতা পদমণ্ডল অনুভব করতে থাকবে । এমন অনুভব করবে যেন করানোর মালিক (করাবনহার) নিমিত্ত বানিয়ে করছেন । আমি করছি - অনুভব হবে না । এতে লোকে সহযোগী হবে না । করাবনহার করছেন । যিনি চালানোর তিনি চালচ্ছেন । যেমন তোমাদের সবার জগদম্বার স্লোগান স্মরণে আছে - "হকুমই (সর্বময় কর্তা) হকুম চালচ্ছেন ।" সদা এই স্লোগান স্মৃতিতে রাখলে সফলতা প্রাপ্ত হতে থাকবে । চারিদিকের উৎসাহ-উদ্দীপনা খুব ভালো । যেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে সেখানে সফলতা নিজে থেকেই কাছে এসে গলার মালা হয়ে যায় । এই বিশাল কার্য অনেক আত্মাকে সহযোগী বানিয়ে কাছে নিয়ে আসবে, কারণ প্রত্যক্ষতার পর্দা খোলার পরে এই বিশাল স্টেজে সব শ্রেণীর পার্টিদারী স্টেজে প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত । সব বর্গের অর্থই হলো, বিশ্বের সব আত্মার ভ্যারাইটি বৃক্ষের সংগঠিত রূপ । কোনও বর্গ যেন থেকে না যায় যাতে অনুযোগ করতে পারে যে তারা কোনও সন্দেহ (বার্তা) পায়নি, অতএব, সব বর্গ অর্থাৎ নেতা থেকে শুরু করে ঘিঞ্জি-বস্তি পর্যন্তই বর্গ । সবচাইতে উচ্চ (টপ) শিক্ষিত সায়েন্টিস্টদের আর তারপরে যারা নিরক্ষর তাদেরকেও এই জ্ঞানের নলেজ অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সম্যক ধারণা দাও, এটাও সেবা । সুতরাং সব বর্গের সবাইকে অর্থাৎ বিশ্বের সব আত্মার কাছে বার্তা পৌঁছাতে হবে । কতো বড় কার্য এটা ! এমন কেউ বলতে পারবে না যে তাকে সেবার কোনও চান্স দেওয়া হয়নি । কেউ অসুস্থ যদি হয় তো অসুস্থই অসুস্থের সেবা করো, নিরক্ষর, নিরক্ষরের সেবা করো । যে যেটাই করতে পারে সেটাই করো, সেটাই চান্স । আচ্ছা, যদি বলতে না পার, তাহলে মন্সা দ্বারা বায়ুমন্ডলে সুখের বৃত্তি, সুখময় স্থিতির দ্বারা সুখময় সংসার বানাও । কোনও অজুহাত তোমরা দিতে পারবে না যে সময় নেই । উঠতে বসতে ১০-১০ মিনিট সেবা করো । আঙুলের সহযোগ তো দেবে, তাই না ! যদি কোথাও যেতে না পারো, শরীর ঠিক না থাকে, তাহলে ঘরে বসে করো, কিন্তু সহযোগী হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন, তখনই সকলের সহযোগ প্রাপ্ত হবে । আচ্ছা ।

উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে বাপদাদাও খুশি হন । তোমাদের সবার মনে আকাঙ্ক্ষা যে প্রত্যক্ষতার পর্দা এখন খুলে যাক । আরম্ভ তো হয়েছে, তাই না ? সুতরাং ভবিষ্যতে সহজে হতে থাকবে । বিদেশি বাচ্চাদের প্ল্যানসও বাপদাদার কাছে পৌঁছাতে থাকে । তাদের নিজেদেরও প্রবল উৎসাহ আছে আর সকলের সহযোগও তারা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে গ্রহণ করে । যেখানে গভীর অনুভূতি, সেখানে গভীর অনুভূতির প্রাপ্তি, যেখানে প্রবল উৎসাহ সেখানে প্রবল উৎসাহের প্রাপ্তি । এও মিলন হচ্ছে । সুতরাং খুব ধুমধামের সাথে এই কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যাও । উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তোমরা যা করেছ, তাছাড়াও বাবার ও সকল ব্রাহ্মণের সহযোগে, শুভ কামনা ও শুভ ভাবনায় আরও এগিয়ে যেতে থাকবে । আচ্ছা ।

চারিদিকের শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের, যারা সদা স্মরণ আর সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে, সদা সর্বকর্মে স্মৃতিস্বরূপের অনুভূতির অনুভাবী আত্মাদের, সদা সর্বকর্মে বাবার সঙ্গে সর্ব সঙ্কল্পের অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, যারা সদা ব্রাহ্মণ জীবনের আনন্দে জীবন অতিবাহিত করে, সেই মহান আত্মাদের বাপদাদার অতি স্নেহ-সম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ স্বীকার হোক ।

বরদান:- সঙ্গমযুগে একের শতগুণ প্রত্যক্ষফল প্রাপ্তকারী পদমাপদম ভাগ্যশালী ভব*

সঙ্গমযুগই একের শতগুণ প্রত্যক্ষফল দেয়, শুধু এক বার যদি সঙ্কল্প করেছ যে, 'আমি বাবার, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান', তাহলে মায়াজিত হওয়ার, বিজয়ী হওয়ার নেশার অনুভব হয় । শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প করা - এটাই বীজ আর তার সবচেয়ে বড় ফল যা স্বয়ং পরমাত্মা বাবাও সাকার মানুষ রূপে তোমাদের সাথে মিলিত হতে আসেন, এই ফলে সব ফল অন্তর্ভুক্ত ।

স্লোগান:- প্রকৃত ব্রাহ্মণ সেই যার মুখ ও চরিত্র দ্বারা পিওরিটির পার্সোনালিটি এবং রয়্যালটি অনুভব হোক ।*

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত সব ভাই-বোন বিশেষ যোগ তপস্যায় বসে নিজের শুভ ভাবনা সম্পন্ন সঙ্কল্প দ্বারা প্রকৃতি সহ বিশ্বের সব আত্মাকে শান্তি আর শক্তির ভাইব্রেশন দেওয়ার সেবা করুন । # (অনহদ শব্দ থেকে উৎপন্ন ধ্বনি সদাই হতে থাকে, যা শেষ হয় না, নষ্ট হয় না) #

১৮-ই জানুয়ারি, পিতার পূণ্য স্মৃতি দিবসে প্রাতঃকালীন ক্লাসে শোনানোর জন্য -- বাপদাদার অমূল্য মহাবাক্য

"অদ্বিতীয় পিতার স্মরণের দ্বারাই তোমাদের সুপ্রীম হতে হবে, তাই ভুল করেও আর কাউকে স্মরণ করবে না"

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান -- মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো আর নিজেদের ঘরকে স্মরণ করো। সেটিকে বলা-ই হয় টাওয়ার অফ সাইলেন্স। টাওয়ার অফ সুখ। টাওয়ার অনেক উঁচু হয়। তোমরা সেখানে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরা উচ্চ থেকেও উচ্চতম টাওয়ার অফ সাইলেন্সে কিভাবে যাবে, সেটাও টাওয়ারে বসবাসকারী বাবা বসে শেখান -- বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা মনে করো। আমরা আত্মারা হলাম শান্তিধাম নিবাসী। ওটা হলো বাবার ঘর। চলতে-ফিরতে এই অভ্যাস করতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করো আর শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করো। আত্মা জানে যে, এতেই পরিশ্রম রয়েছে। যে আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় মহাবীর। স্মরণের দ্বারাই তোমরা মহাবীর, সুপ্রীম হয়ে যাও। সুপ্রীম অর্থাৎ শক্তিশালী। বাচ্চাদের খুশী হওয়া উচিত -- স্বর্গের মালিকের রচনাকার, বিশ্বের মালিকের রচনাকার বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। আত্মার বুদ্ধি চলে যায় বাবার দিকে। এ হলো -- আত্মার প্রেম একমাত্র পিতার সঙ্গেই। সকাল-সকাল উঠে বাবার সাথে মিষ্টি-মিষ্টি বার্তালাপ করো। বাবা তুমি তো বিস্ময়কর, স্বপ্নেও ছিল না যে তুমি আমাদের স্বর্গের মালিক করে দেবে। বাবা আমরা তোমার শিক্ষানুসারে অবশ্যই চলবো। কোনও পাপকর্ম করবো না। বাবা যেমনভাবে পুরুষার্থ করেন, তা বাচ্চাদেরকেও শোনান। শিববাবার এত সংখ্যক বাচ্চা, উদ্বিগ্নতা তো থাকবেই, তাই না! কত বাচ্চাদের লালন-পালন করতে হয়। এখানে তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবারে বসে রয়েছে। বাবা সম্মুখে বসে রয়েছেন। তোমার সাথেই খাব, তোমার সাথেই বসবো..... তোমরা জানো যে, শিববাবা ঐন্নার মধ্যে এসে বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, মামেকম্(একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। দেহ-সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে যাও। এ হলো অন্তিম জন্ম। এই পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো শরীর বিনাশ হয়ে যাবে। কথায় আছে, আমি মরে গেলে তো দুনিয়া ও আমার কাছে মৃত। পুরুষার্থের জন্য সঙ্গমের এই সামান্য সময় রয়েছে। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে -- বাবা এই পড়া আর কতদিন চলবে ? যতদিন না পর্যন্ত দৈবী রাজধানী স্থাপিত হয়ে যায় ততদিন পর্যন্ত শোনাতে থাকব। তারপর ট্রান্সফার হবে নতুন দুনিয়ায়। এ হলো পুরোনো শরীর, কিছু না কিছু কর্ম ভোগ করতেই হবে। এতে বাবা সহায়তা করবে -- এমন আশা রাখা উচিত নয়। দেউলিয়া হয়ে গেলে, অসুস্থ হলে -- বাবা বলেন এ হলো তোমাদের হিসেব-নিকেশ। হ্যাঁ, তবুও যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পাবে। নিজে পরিশ্রম করো। দয়াভিক্ষা কোরো না। বাবাকে যত স্মরণ করবে তারমধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যতখানি সম্ভব যোগবলের দ্বারা কর্ম করো। গাওয়াও তো হয়, তাই না -- আমায় আঁখি পল্লবে আড়াল করো(চোখে হারানো).... প্রিয় বস্তুকে উজ্জ্বল রত্ন (নয়নের মণি), প্রাণপ্রিয় বলা হয়। এই বাবাও হলেন অতি প্রিয়, কিন্তু গুপ্ত। ঐন্নার প্রতি ভালবাসা এমন হওয়া উচিত যে, সেকথা জিজ্ঞাসাও কোরো না। বাচ্চারা তো বাবাকে চোখে হারাবে। এই পলক কোনো স্থূল চোখ নয়। এ তো বুদ্ধির দ্বারা স্মরণে রাখতে হবে। প্রিয়তম পিতার সঙ্গে কতখানি ভালবাসা থাকা উচিত। বাচ্চাদের জন্য কত নিষ্কাম সেবা করেন। বাচ্চারা, অপবিত্র শরীরে এসে (প্রবেশ করে) তোমাদের হীরে-তুল্য করেন। বাবা কত মিষ্টি। তাহলে বাচ্চাদেরকেও এরকমই মিষ্টি হতে হবে। বাবা কত নিরহংকারী হয়ে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করেন, তাই বাচ্চারা তোমাদেরও এতখানি সেবাই করা উচিত। শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। কোথাও যদি নিজের মত প্রকাশ করো তবে সৌভাগ্যে দাগ পড়ে যাবে। তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। ব্রাহ্মার সন্তান ভাই-বোন। ঈশ্বরের পৌত্র-পৌত্রী। ঐন্নার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। যত পুরুষার্থ করবে ততই (উচ্চ) পদ লাভ করবে। এখানে সাক্ষী হয়ে থাকার অভ্যাসও অধিকমাত্রায় চাই। বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, হে আত্মারা মামেকম্ স্মরণ করো। ভুল করেও বাবা ব্যতীত আর কাউকে স্মরণ করবে না। তোমাদের প্রতিজ্ঞা হলো -- বাবা, আমার তো শুধু একজনই তুমি আছো। আমরা আত্মা, তুমি পরমাত্মা। তোমার থেকেই উত্তরাধিকার নেব। তোমায় কাছেই রাজযোগ শিখছি, যার দ্বারা রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করি। মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা জানো এ হলো অনাদি ড্রামা। এখানে জয়-পরাজয়ের খেলা চলে। যা ঘটে তা সঠিক। রচনাকারের তো ড্রামা অবশ্যই পছন্দ হবে, তাই না! তাহলে রচনাকারের বাচ্চাদেরও তা পছন্দ হবে। এই ড্রামায় বাবা একবারই বাচ্চাদের কাছে বাচ্চাদের দিল বা হৃদয়ে, সিক বা প্রেম-পূর্বক সেবা করতে আসেন। সব বাচ্চারাই বাবার প্রিয়। তোমরা জানো সত্যযুগেও সকলে পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসে। পশুদের মধ্যেও ভালবাসা থাকে। সেখানে এমন কোনো পশু নেই যারা মিলেমিশে না থাকে। তাহলে বাচ্চারা, তোমাদের এখানে মাস্টার প্রেমের সাগর হতে হবে। এখানে হলে সেই সংস্কার অবিনাশী হয়ে যাবে। বাবা বলেন -- পুনরায় কল্প-পূর্বের মতন অবিকল

প্রেমময় বানাতে এসেছি। কখনো কোনো বাচ্চার ক্রোধের গর্জন শুনলে, তখন বাবা শিক্ষা দেন -- বাচ্চা, ক্রোধ করা উচিত নয়, এতে তুমিও দুঃখী হবে অন্যদেরও দুঃখী করবে। বাবা সদাকালের জন্য সুখ প্রদান করেন, সে'জন্য বাচ্চাদেরকেও বাবার সমান হতে হবে। একে অপরকে দুঃখ দিও না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে শিববাবা হলেন প্রভাতের বন্ধু..... রাত্তিকে দিবসে পরিণত করেন। সাঁই বলা হয় অসীম জগতের পিতাকে। তিনিই হলেন একমাত্র সাঁইবাবা, ভোলানাথ শিববাবা। নামই হলো ভোলানাথ। সহজ-সরল কন্যাদের, মাতাদের (মাথার) উপর জ্ঞানের কলস রাখেন। তাদেরকেই বিশ্বের মালিক করেন। কত সহজ উপায় বলে দেন। কত স্নেহ করে তোমাদের জ্ঞানের পালনা দেন। আত্মাকে পবিত্র করার জন্য স্মরণের যাত্রায় থাকো। যোগের স্নান করতে হবে। জ্ঞান হলো অধ্যয়ন। যোগ-স্নানের দ্বারা পাপ ভস্মীভূত হয়। নিজেকে আত্মা মনে করার অভ্যাস করতে থাকো। তাহলে দেহের অহংকার সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যাবে। যোগের দ্বারাই পবিত্র সতোপ্রধান হয়ে বাবার কাছে যেতে হবে। অনেক বাচ্চারা এইসমস্ত কথাকে সঠিকভাবে বোঝে না। নিজেদের সত্য চার্ট বলে না। অধীককল্প মিথ্যা দুনিয়ায় থেকেছে সে'জন্য অসততা অন্তরে জমে বসে রয়েছে। সত্যতার সঙ্গে বাবাকে নিজের চার্ট জানানো উচিত। চেক করা উচিত যে, আমরা পৌনে এক ঘন্টা বসেছি, এ কতটা সময় নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করেছে! অনেকে আবার সত্য বলতে লজ্জা পায়। ইনি তো তৎক্ষণাৎ বলবেন যে, এতখানি সার্ভিস করেছে, এতজনকে বুলিয়েছি কিন্তু স্মরণের চার্ট কতখানি রয়েছে, সে'বিষয়ে সত্য বলে না। স্মরণে না থাকার কারণে তোমাদের কারোর তীর লক্ষ্যভেদ করে না। জ্ঞান-তলোয়ারে তীক্ষ্ণতা থাকে না। কেউ-কেউ বলে আমরা তো নিরন্তর স্মরণে থাকি, বাবা বলেন -- তেমন স্থিতি থাকে না। নিরন্তর স্মরণে থাকলে তো কর্মাক্রান্ত অবস্থা হয়ে যাবে। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখা যাবে, এতে অনেক পরিশ্রম। বিশ্বের মালিক কি এমনিতেই হয়ে যায় নাকি, না তা হবে না। একমাত্র বাবার স্মরণ ব্যতীত আর কারোর স্মরণ যেন না আসে। এই দেহও যেন স্মরণে না আসে। এরকম অবস্থা তোমাদের পরে হবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমাদের উপার্জন হতে থাকবে। যদি শরীর মুক্ত হয়ে যায় তবে আর উপার্জন করতে পারবে না। যদিও আত্মা সংস্কার নিয়ে আসবে কিন্তু টিচারও তো চাই যিনি স্মরণ করাবেন। বাবা প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করাতে থাকেন। এরকম অনেক বাচ্চা রয়েছে যারা গৃহস্থ-জীবনে থেকেও, চাকুরি ইত্যাদি করেও আরও উচ্চপদ লাভের জন্য শ্রীমতানুসারে চলে নিজেদের ভবিষ্যৎও(ভবিষ্য-জীবন) সঞ্চয় করতে থাকে। বাবার থেকে পরামর্শ নিতে থাকে। পয়সা আছে তাহলে তাকে সফল কিতাবে করবো। বাবা বলেন, সেন্টার খোলো, যাতে অনেকের কল্যাণ হয়। মানুষ দান-পুণ্যাদি করে, দ্বিতীয় জন্মে তার ফল প্রাপ্ত করে। তোমাদেরও ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। তোমাদের এ হলো এক নম্বর ব্যাংক, এখানে চার আনা রাখলে ভবিষ্যতে হাজার হয়ে যাবে। পাথর থেকে সোনা হয়ে যাবে। তোমাদের প্রতিটি বস্তু পারশ হয়ে যাবে। বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে হলে মাতা-পিতাকে পুরোপুরি অনুসরণ করো আর নিজেদের কর্মেন্দ্রিয়গুলির উপর কন্ট্রোল রাখো। যদি কর্মেন্দ্রিয়গুলি বশে না থাকে, চাল-চলন সঠিক না হয় তাহলে উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। নিজের চাল-চলনকে শুধরে নিতে হবে। অধিক ইচ্ছা রাখা উচিত নয়। বাবা, তুমি বাচ্চাদের কত জ্ঞান-শৃঙ্গার করিয়ে সত্যযুগের মহারাজা-মহারানী করে দাও। এর জন্য সহনশীলতার গুণ খুব ভালভাবে চাই। দেহের প্রতি অধিকমাত্রায় মোহ থাকা উচিত নয়। যোগবলের দ্বারাও কার্য সম্পন্ন করতে হবে। বাবার কতই না কাশি ইত্যাদি হয় তথাপি সদা সার্ভিসে তৎপর থাকেন। জ্ঞান-যোগের দ্বারা শৃঙ্গার করিয়ে বাচ্চাদের যোগ্য করে তোলেন। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় কোলে, মাতা-পিতার কোলে বসেছো। বাচ্চারা, ব্রহ্মাবাবা মুখের সাহায্যে(বাণী) তোমাদের জন্ম দেন তাহলে ইনি হয়ে গেলেন মা। তথাপি কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি শিববাবার দিকেই যায়। 'তুমি মাতা-পিতা আমরা বালক তোমার.....'। তোমাদের সর্বগুণসম্পন্ন এখানেই হতে হবে। প্রতিমুহূর্তে মায়ার কাছে পরাজিত হবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

"অব্যক্ত-মহাবাক্য"

সকলে যোগ-যুক্ত এবং যুক্তি-যুক্ত স্থিতিতে স্থির হয়ে নিজেদের কার্য সম্পন্ন করছো ? কারণ বর্তমান সময়ানুসারে সঞ্চয়, বাণী এবং কর্ম -- এই তিনটিই যুক্তি-যুক্ত হওয়া চাই তবেই সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ হতে পারবে। চতুর্দিকের বায়ুমন্ডল যেন যোগ-যুক্ত এবং যুক্তি-যুক্ত হয়। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধা যখন যুদ্ধ করার জন্য শত্রুর সম্মুখীন হয় তখন তাদের নিজেদের উপর এবং নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্রের উপর অর্থাৎ আপন শক্তির উপর কতখানি অ্যাটেনশন থাকে! সময় এখন সমীপে এসে গেছে, এটাই মনে করো যে, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখে আসার সময়। চতুর্দিকের এমন সময়ানুসারে নিজের সর্বশক্তিগুলির প্রতি অ্যাটেনশন চাই। অ্যাটেনশন যদি সামান্যতম কম হয় তবে সময়ানুসারে যেমন-যেমনভাবে চতুর্দিকের টেনশন বৃদ্ধি

পেতে থাকে তেমনই চতুর্দিকের টেনশনের বাতাবরণের প্রভাব যুদ্ধে উপস্থিত আধ্যাত্মিক পাল্‌বসেনাদের উপরেও পড়তে পারে। দিনে-দিনে সম্পূর্ণতার সময় যত নিকটে আসতে থাকবে ততই দুনিয়ায় টেনশনও আরও বৃদ্ধি পাবে, কম হবে না। চতুর্দিকে সংকটময় জীবনের অনুভব হবে, সংকট যেন চতুর্দিক থেকে আসছে। একদিকে ছোট-ছোট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষয়ক্ষতির টেনশন, অপরদিকে এই দুনিয়ার গভর্নমেন্টের কঠিন নিয়মাবলীর টেনশন, তৃতীয়তঃ আচার-ব্যবহারে স্বল্পতার(নমনীয়তা) টেনশন, আর চতুর্থতঃ লৌকিক আত্মীয়-পরিজনাদির সঙ্গে স্নেহ এবং স্বাধীন হওয়ার জন্য অল্পসময়ের জন্য যে খুশীর অনুভূতি থাকে তাও সমাপ্ত হয়ে ভয়ের অনুভূতির টেনশনে পরিণত হয়। চতুর্দিকের এইরকম টেনশন মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। চতুর্দিকের টেনশনে আত্মারা ছটফট করবে। যেখানেই যাবে সেখানেই টেনশন। যেমন শরীরের কোনো শিরায় টান ধরলে তখন কত অসুবিধা হয়। মাথায় (মেজাজ) খিটখিটে ভাব (চিড়বিড় করে) হয়ে থাকে। সেইরকমই এমন বাতাবরণও বাড়তে থাকবে। যেমন কোনও ঠিকানা অর্থাৎ কুল-কিনারা নজরে পড়বে না যে কি করবো ? যদি 'হ্যাঁ' করি তাহলেও সংকট -- যদি 'না' করি তাহলেও সংকট -- উপার্জন করলেও মুশকিল, উপার্জন না করলেও মুশকিল। জমা করলেও মুশকিল, না করলেও মুশকিল। এইরকম বাতাবরণ তৈরী হতে থাকবে। এইরকম সময়ে চতুর্দিকের টেনশনের প্রভাব যেন আধ্যাত্মিক পাল্‌বসেনাদের উপর না পড়ে। যদি নিজের টেনশনে আসার সমস্যা নাও থাকে কিন্তু বায়ুমন্ডলের প্রভাব দুর্বল আত্মাদের উপর সহজেই পড়ে। ভয়ের ভাবনা, কি হবে ? কিভাবে হবে ? -- এইসমস্ত কথার প্রভাব যেন না পড়ে -- তারজন্য মাঝে-মাঝে মধুবন দ্বারা কোনও না কোনও ঈশ্বরীয় স্মরণের যাত্রার বিশেষ প্রোগ্রাম পৌঁছে যাওয়া উচিত যার দ্বারা আত্মাদের কেপ্তা মজবুত থাকবে। আজকাল সার্ভিসও অনেক বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যুক্তি-যুক্তও হওয়া উচিত। আজকাল সম্বন্ধ সম্পর্কীয়রাই অধিকমাত্রায় আসবে। যারা স্বরূপ হবে তেমন কমসংখ্যকই আসবে। সকলেই একইরকম হবে না। দিনে-দিনে আত্মাদের কোয়ালিটিও শিথিল হবে অর্থাৎ প্রজা অধিকসংখ্যক আসবে, তাদের একটি কথাই ভাল লাগবে, দ্বিতীয়টি নয়। সব কথায় নিশ্চয় থাকবে না। তাই সম্পর্কীয়দেরও যা তাদের চাই -- সেইমতোই তাদের সম্পর্কে যুক্ত রাখতে হবে। সময় যত সংকটময় হতে থাকবে, সমস্যানুযায়ী তাদের রেগুলার স্টুডেন্ট হওয়া ততই মুশকিল হবে। কিন্তু অগণিত-সংখ্যক সম্পর্কে আসবে, কারণ শেষ সময়, তাই না! তাহলে লাস্ট পোজ কেমন হবে ? যেমন প্রথমদিকে উচ্ছলতা, উদ্দীপনা, উৎসাহ থাকে -- তেমন ভাব বিরলসংখ্যক কারোর-কারোর মধ্যে থাকবে। অধিকসংখ্যক সম্বন্ধ আর সম্পর্কে থাকারাই আসবে। তাহলে এই অ্যাটেনশন চাই। এমনও নয় যে, সম্পর্কে আসা আত্মাদের পরখ না করেই তাদের সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করে দেবে। খালি হাতে কেউ যেন না যায়, নিয়মানুসারে অবশ্যই চলতে পারবে না। কিন্তু তারা স্নেহে থাকতে চায়, তাই এমন আত্মাদের প্রতিও অ্যাটেনশন অবশ্যই দিতে হবে। বুঝে নিতে হবে যে, এই গ্রুপ এই সময়ানুসারে তৃতীয় পর্যায়ের, সেইজন্য তাদেরকেও সেইমতোই পরিচালনা করতে হবে। আচ্ছা!

বরদান:- স্নেহের জন্য সকল দুর্বলতাকে সমর্পণকারী সমর্থী-স্বরূপ ভব
স্নেহের নিদর্শন হলো সমর্পণ। স্নেহের জন্য সমর্পণ করলে কোনও কঠিন বা অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব এবং সহজ অনুভূত হয়। সেজন্য সমর্থী-স্বরূপের বরদান দ্বারা সকল দুর্বলতাকে বিবশ হয়ে নয় হৃদয় থেকে সমর্পণ করো। কারণ সত্য-পিতার কাছে সত্যই স্বীকৃত হয়। তাই কেবল বাবার স্নেহের গায়ন কোরো না বরং স্বয়ং পিতা-সম অব্যক্ত স্থিতি স্বরূপ হও, যাতে সকলেই তোমাদের জয়গান করে।

স্নোগান:- সঙ্কল্প অথবা স্বপ্নেও যেন একমাত্র হৃদয়রামেরই (দিলারাম) স্মরণ থাকে, তবেই বলা হবে সত্যিকারের তপস্বী।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমরা সতোপ্রধান দেবতা হয়ে যাবে, সবকিছুই এই স্মরণের যাত্রার উপর নির্ভর করে"

***প্রশ্ন:-** বাবার আকর্ষণ যেমন সমস্ত বাচ্চাদের থাকে, তেমনই কোন্ বাচ্চাদের আকর্ষণ সকলের হবে ?

***উত্তর:-** যে বাচ্চারা ফুল হয়েছে। ছোটো বাচ্চারা যেমন ফুল হয়, তারা যেমন বিকারের কিছুই জানে না, তাই তারা সকলকেই আকর্ষণ করে, তাই না। তেমনই তোমরা বাচ্চারাও যখন ফুল অর্থাৎ পবিত্র হয়ে যাবে, তখন সকলকেই আকর্ষণ করবে। তোমাদের মধ্যে বিকারের কোনো কাঁটা থাকাও উচিত নয়।

ওম্ শান্তি। আত্মারূপী সন্তানরা জানে, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। নিজের ভবিষ্যতের পুরুষোত্তম মুখ দেখো কি? পুরুষোত্তম শরীর দেখো কি? এই অনুভব করো কি যে, আমরা নতুন দুনিয়া সত্যযুগে এনাদের (লক্ষ্মী - নারায়ণ) বংশাবলীতে যাবো, অর্থাৎ সুখধামে যাবো, অথবা পুরুষোত্তম হবো। তোমাদের বসে বসেই এই চিন্তন আসে তো! ছাত্ররা যারা পড়ে, তখন তাদের ক্লাস সম্বন্ধে বুদ্ধিতে অবশ্যই এই জ্ঞান থাকে যে - আমি ব্যারিস্টার অথবা অমুক হবো। তেমনই তোমরাও যখন এখানে বসো, তখন এই কথা জানো যে, আমরা বিষ্ণুর রাজত্ব যাবো। বিষ্ণুর দুই রূপ - লক্ষ্মী - নারায়ণ অর্থাৎ দেবী - দেবতা। তোমাদের বুদ্ধি এখন অলৌকিক। আর কোনো মানুষের মধ্যে এই কথা রমণ করে না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা আছে। এ কোনো সাধারণ সংসঙ্গ নয়। এখানে বসলে তোমরা বুঝতে পারো যে, সং বাবা যাঁকে শিব বলা হয়, তাঁর সঙ্গে বসে আছি। শিববাবাই হলেন রচয়িতা, তিনিই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন, আর এই জ্ঞান দেন। যেন তিনি কালকের কথা শোনাচ্ছেন। এখানে যখন বসে আছো, তখন এ তো স্মরণে আছে যে আমরা এখানে পরিবর্তিত হতে এসেছি, অর্থাৎ এই শরীর পরিবর্তন করে দেবতা শরীর নিতে। আত্মা বলে যে, এ আমাদের তমোপ্রধান পুরানো শরীর, এই শরীরের পরিবর্তন করে এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ তুল্য হতে হবে। আত্মা বলে যে, আমাদের এই শরীর তমোপ্রধান আর পুরানো, একে পরিবর্তন করে এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে হবে। এইম অবজেক্ট কতো শ্রেষ্ঠ। পড়ান যে শিক্ষক, তিনি নিশ্চই যে স্টুডেন্টরা পড়ে তাদের থেকে তো হুঁশিয়ার হবেন, তাই না। তিনি পড়ান, ভালো কর্ম শেখান, তাহলে অবশ্যই উচ্চ হবেন, তাই না। তোমরা জানো যে, আমাদের সবথেকে উঁচু ভগবান পড়ান। ভবিষ্যতে আমরা এমন দেবতা হবো। আমরা এই যে পড়া পড়ি তা ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য। আর কেউই নতুন দুনিয়ার খবর জানেই না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আসে যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ নতুন দুনিয়ার মালিক ছিলো। তাহলে তা আবার অবশ্যই রিপিট হবে। বাবা তাই বোঝান, তোমাদের এই পড়া পড়ে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। দেবতাদের মধ্যেও অবশ্যই নম্বরের ক্রমানুসার থাকবে। দৈবী রাজধানী তো হয়, তাই না। তোমাদের সারাদিন এই খেয়াল তো চলতেই থাকবে যে, আমরা হলাম আত্মা। আমাদের আত্মা যা খুবই পতিত ছিলো, তা এখন পবিত্র হওয়ার জন্য পবিত্র বাবাকে স্মরণ করে। স্মরণের অর্থও বুঝতে হবে। আত্মা তার মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করে। বাবা নিজেই বলেন - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সতোপ্রধান দেবতা হয়ে যাবে। সমস্তকিছুই এই স্মরণের যাত্রার উপর নির্ভর করে। বাবা তো অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন - বাচ্চারা, তোমরা কতো সময় স্মরণ করো? এই স্মরণ করাতেই মায়ার লড়াই হয়। তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো যে, এ যাত্রা নয়, এ যেন লড়াই, এতে অনেক বিঘ্ন আসে। স্মরণের যাত্রাতে থাকলেই মায়ার বিঘ্ন এনে উপস্থিত করে, অর্থাৎ স্মরণ ভুলিয়ে দেয়। বলেও থাকে - বাবা, আমাদের আপনার স্মরণে থাকতে মায়ার অনেক তুফান আসে। এক নম্বর তুফান হলো দেহ - অভিমানের। এরপর হলো কাম - ক্রোধ, লোভ, মোহ। আজ কামের তুফান, কাল ক্রোধের তুফান, আবার কখনো লোভের তুফান এলো...আবার আজ আমাদের অবস্থা ভালো থাকলো, কোনো তুফানই এলো না। স্মরণের যাত্রায় সারাদিন থাকলে, খুবই খুশী থাকলে। বাবাকে অনেক স্মরণ করলে। স্মরণে প্রেমের অশ্রু বইতে থাকে। বাবার স্মরণে থাকলে তোমরা মিষ্টি হয়ে যাবে।

বাচ্চারা, তোমরা এই কথাও বুঝতে পারো যে, আমরা মায়ার কাছে হার খেতে খেতে কোথায় এসে পৌঁছেছি। বাচ্চারা হিসেব বের করতে থাকে। কল্পে কত মাস আর কত দিন থাকে। বুদ্ধিতে তো আসে, তাই না। যদি কেউ বলে লাখ বছর আয়ু, তাহলে তো কেউ হিসেব করতেই পারে না। বাবা বোঝান যে - এই সৃষ্টিচক্র ঘুরতেই থাকে। এই সম্পূর্ণ চক্রে আমরা কতো জন্মগ্রহণ করি। কোন্ সাম্রাজ্যে যাই। এ তো তোমরা জানো, তাই না। এ সম্পূর্ণ নতুন কথা, নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান। স্বর্গকে নতুন দুনিয়া বলা হয়। তোমরা বলবে যে - আমরা এখন মনুষ্য, এবার দেবতা তৈরী হচ্ছে। দেবতা

পদ হলো উচ্চ । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা সবথেকে পৃথক জ্ঞান গ্রহণ করছি । আমাদের যিনি পড়ান, তিনি সম্পূর্ণ পৃথক এবং বিচিত্র । তাঁর এমন সাকার চিত্র নেই । তিনি হলেনই নিরাকার । ড্রামাতে দেখো, কতো সুন্দর পার্ট রাখা রয়েছে । বাবা কিভাবে পড়াবেন ? তাই তিনি নিজেই বলেন -- আমি অমূকের শরীরে আসি । কার শরীরে আসি, তাও তিনি বলে দেন । মানুষ দ্বিধায় থাকে যে -- একই শরীরে আসবে কি ? কিন্তু এ তো ড্রামা, তাই না । এতে পরিবর্তন হতে পারে না । এ কথা তোমরাই শোনো আর ধারণ করো, আর অন্যদেরও শোনাও - আমাদের কিভাবে শিববাবা পড়ান ? আমরা আবার অন্য আত্মাদের পড়াই । আত্মারাই পড়ে । আত্মাই শেখে এবং শেখায় । আত্মা অতি মূল্যবান । আত্মা অবিনাশী এবং অমর । কেবল আমাদের শরীর শেষ হয়ে যায় । আমরা আত্মারা আমাদের পরমপিতা পরমাত্মার থেকে জ্ঞান গ্রহণ করছি । আমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি - মধ্য এবং অন্ত, ৮৪ জন্মের জ্ঞান গ্রহণ করছি । এই জ্ঞান কে গ্রহণ করে ? আত্মা । আত্মা হলো অবিনাশী । মোহ তো অবিনাশী জিনিসের প্রতিই রাখা উচিত, নাকি বিনাশী জিনিসের উপর ? এতো সময় ধরে তোমরা বিনাশী জিনিসের উপর মোহ রেখে এসেছো । এখন বুঝতে পেরেছো - আমরা হলাম আত্মা, এই দেহ ভাব তোমাদের ত্যাগ করতে হবে । কোনো কোনো বাচ্চা লিখেও থাকে, আমি আত্মা এই কাজ করেছি । আমি আত্মা আজ এই ভাষণ করেছি । আমি আত্মা আজ বাবাকে অনেক স্মরণ করেছি । তিনি হলেন সুপ্রীম আত্মা, নলেজফুল । তোমাদের মতো বাচ্চাদের তিনি কতো জ্ঞান দেন । তোমরা মূল বতন, সূক্ষ্ম বতনকে জানো । মানুষের বুদ্ধিতে তো কিছুই নেই । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, রচয়িতা কে ? এই মনুষ্য সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা - এমন মহিমা আছে, তাহলে অবশ্যই তিনি কর্তব্য করতে আসেন ।

তোমরা জানো, আর কোনো মানুষ নেই যাদের আত্মা আর পরমাত্মা বাবা স্মরণে আছে । বাবাই এই জ্ঞান দেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো । তোমরা নিজেকে শরীর মনে করে উল্টো আটকে গেছো । আত্মা হলো সৎ - চিং - আনন্দ স্বরূপ । আত্মার সবথেকে বেশী মহিমা । এক বাবার আত্মারই কতো মহিমা । তিনিই হলেন দুঃখহতা, সুখকর্তা । মশা ইত্যাদিদের তো মহিমা করা হবে না যে, তারা দুঃখহতা, সুখকর্তা, জ্ঞানের সাগর । তা নয়, এ হলো বাবার মহিমা । তোমরাও এক একজন দুঃখহতা, সুখকর্তা, কেননা তোমরা সেই বাবার সন্তান, তাই না, যারা সকলের দুঃখ হরণ করে সুখ দান করে । সেও অর্ধেক কল্পের জন্য । এই জ্ঞান আর কারোর মধ্যেই নেই । বাবাই হলেন একমাত্র নলেজফুল । আমাদের মধ্যে কোনো জ্ঞানই নেই । এক বাবাকেই কেউ জানে না, তাহলে আবার জ্ঞান কি থাকবে । এখন তোমরা অনুভব করো, আমরা প্রথমে জ্ঞান নিতাম, কিছুই জানতাম না । ছোটো বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞান থাকে না, আর কোনো অপগুণও থাকে না, তাই তাদের মহাত্মা বলা হয়, কেননা তারা পবিত্র । যত ছোটো বাচ্চা, তত এক নম্বর ফুল । একদম যেন কর্মাভীত অবস্থা । কর্ম - বিকর্মকে তারা কিছুই জানে না । তারা ফুলের মতো, তাই তাদের প্রতি আকর্ষণ থাকে । এখন যেমন বাবার প্রতি আকর্ষণ থাকে । বাবা এসেছেনই তোমাদের মতো বাচ্চাদের ফুল তৈরী করতে । তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব খারাপ কাঁটাও আছে । পাঁচ বিকার রূপী কাঁটা আছে না ? এই সময় তোমাদের ফুল আর কাঁটার জ্ঞান আছে । কাঁটার জঙ্গলও হয় । বাবুলের কাঁটা সবথেকে বড় হয়ো । ওই কাঁটা দিয়েও অনেক জিনিস তৈরী হয় । মানুষকে উপহারও দেওয়া হয় । বাবা বোঝান যে, এই সময় অনেক দুঃখ দানকারী মনুষ্য কাঁটা আছে, তাই একে দুঃখের দুনিয়া বলা হয় । এমন বলাও হয় যে, বাবা হলেন সুখদাতা । মায়া রাবণ হলো দুঃখদাতা । এরপর সত্যযুগে মায়া থাকবে না, তখন এইসব কোনো কথাও থাকবে না । ড্রামাতে এক পার্ট দুইবার হতে পারে না । বুদ্ধিতে আছে যে, সম্পূর্ণ দুনিয়াতে যে অভিনয় চলে, সে সবই নতুন । তোমরা বিচার করো - সত্যযুগ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত দিনই পরিবর্তন হয়ে যায়, এক্টিভিটি পরিবর্তন হয়ে যায় । পাঁচ হাজার বছরের পুরো অ্যাক্টিভিটির রেকর্ড আত্মার মধ্যে ভরা আছে, তার আর পরিবর্তন হতে পারে না । প্রতিটি আত্মার মধ্যে তার পার্ট ভরা থাকে । এই একটি কথা কেউই বুঝতে পারে না । এখন তোমরা আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । এ তো স্কুল, তাই না । তোমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানতে হবে, আর বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হওয়ার পড়া পড়তে হবে । এর আগে তোমরা কি জানতে যে - আমাদের এই হতে হবে । বাবা কতো পরিস্কার ভাবে বোঝান । তোমরা প্রথম দিকে এই ছিলে, তারপর নীচে নামতে নামতে কি হয়ে গেছে । এই দুনিয়াকে তো দেখো যে, কি হয়ে গেছে । এখানে এখন কতো মানুষ । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানীকে চিন্তা করে দেখো যে, সেখানে কি হবে ! এনারা যেখানে থাকবেন, সেখানে কেমন হীরে - জহরতের প্রাসাদ থাকবে । তোমাদের বুদ্ধিতে আসে যে - এখন আমরা স্বর্গবাসী হচ্ছি । ওখানে আমরা আমাদের ঘর ইত্যাদি বানাবো । এমন নয় যে জলের নীচ থেকে দ্বারকা বের হয়ে আসবে । শাস্ত্রে যেমন দেখানো হয়েছে । শাস্ত্রের নামই চলে আসছে, আর তো কোনো নাম রাখতে পারে না । আর বই থাকে পড়ার জন্য । আবার নভেলও হয় । বাকি এগুলোকে পুস্তক বা শাস্ত্র বলে । ও সব হলো পড়ার বই । শাস্ত্র যারা পড়ে তাদের ভক্ত বলা হয় । ভক্তি আর জ্ঞান দুই আলাদা জিনিস । আর বৈরাগ্য কিসের ? ভক্তি না জ্ঞানের ? অবশ্যই বলবে যে, ভক্তির । এখন তোমরা জ্ঞান পাচ্ছো, যাতে তোমরা এতো উঁচু হতে পারো । বাবা এখন তোমাদের সুখদায়ী তৈরী করেন ।

সুখধামকেই স্বর্গ বলা হয় । তোমরাই সুখধামে যাবে, তাই তোমাদেরই তিনি পড়ান । তোমাদের আত্মাই এই জ্ঞান গ্রহণ করে । আত্মার কোনো ধর্ম নেই । আত্মা তো আত্মাই । এরপর আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখন শরীরের ধর্ম আলাদা হয়ে যায় । আত্মার ধর্ম কি ? এক তো আত্মা বিন্দুর মতো, আর শান্ত স্বরূপ । আত্মা শান্তিধাম অথবা মুক্তিধামে থাকে । বাবা এখন বুঝিয়ে বলেন -- এ সকল বাচ্চাদের অধিকার । অনেক বাচ্চা আছে, যারা অন্য - অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে । তারা আবার বেড়িয়ে নিজের প্রকৃত ধর্মে ফিরে আসবে । যারা দেবী - দেবতা ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে চলে গেছে, সেইসব পাতা ফিরে চলে আসবে, নিজের জায়গায় । এই সব কথা অন্য কেউই বুঝতে পারবে না । সবার প্রথমে তো বাবার পরিচয় প্রদান করতে হবে, এতেই সবাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছে । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমাদের কে পড়ান ? বাবা আমাদের পড়ান । কৃষ্ণ তো হলেন দেহধারী । এই ব্রহ্মা বাবাকে দাদা বলা হবে । সবাই ভাই - ভাই, তাই না । এরপর সব পদের উপর নির্ভর করে । এ হলো ভাইয়ের শরীর, এ হলো বোনের শরীর । এও এখন তোমরা জানো । আত্মা তো এক ছোটো তারা । এতো সব জ্ঞান এই ছোটো তারার মধ্যেই আছে । তারা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না । তারার অভিনয় করার জন্য অঙ্গও চাই । এই তারাদের দুনিয়াই আলাদা । এরপর এখানে এসে আত্মা শরীর ধারণ করে । সে হলো আমাদের ঘর । আত্মা হলো ছোটো বিন্দু । শরীর বড় জিনিস । এই শরীরকে কতো স্মরণ করে । এখন তোমাদের এক পরমপিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করতে হবে । ইনিই হলেন সত্য, তাই তো আত্মা আর পরমাত্মার মেলা হয় । এমন মহিমাও আছে যে - আত্মা - পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল । আমরা তো বাবার থেকে পৃথক হয়ে গেছি, তাই না । স্মরণে আসে যে, কতো সময় আলাদা হয়ে গেছি । বাবা, যিনি কল্পে - কল্পে এসে শোনান, তিনিই আবার এসে শোনান । এতে সামান্য তফাৎ হাতেই পারে না । সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যে অভিনয় চলে, সে সবই নতুন । এক সেকেন্ড পার হয়, এক মিনিট পার হয়, তা যেন ছেড়ে চলে যাচ্ছে । চলে যেতে থাকে, তখন বলবে - এতো বছর, এতো দিন, এতো সেকেন্ড পার করে এসেছি । পুরো পাঁচ হাজার বছর হবে, তারপর আবার এক নম্বর থেকে শুরু হবে । এ তো সঠিক হিসাব, তাই না । মিনিট, সেকেন্ড সব নোট করা হয় এখন যদি তোমাদের কেউ জিজ্ঞেস করে -- এ কবে জন্ম নিয়েছে ? তোমরা গুণে বলতে পারো । কৃষ্ণ প্রথম নম্বরে জন্ম নিয়েছে । শিবের তো মিনিট, সেকেন্ড কিছুই বের করতে পারবে না । কৃষ্ণের তিথি - তারিখ সম্পূর্ণ লেখা আছে । মানুষের সময়ে তফাৎ হতে পারে - মিনিট বা সেকেন্ডের । শিববাবার অবতরণে তো একদম তফাৎ হাতেই পারে না । জানতেই পারা যায় না যে, তিনি কখন এলেন । এমনও নয় যে, সাক্ষাৎকার হলো আর তারপর তিনি এলেন । তা নয়, আন্দাজে বলে দেয় । বাকি এমন নয় যে, ওই সময় প্রবেশ হয়েছিলো । সাক্ষাৎকার হয় যে, আমি অমুক তৈরী হবো । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সুখধামে যাওয়ার জন্য সুখদায়ী হতে হবে । সকলের দুঃখ হরণ করে সুখ দান করতে হবে । কখনোই দুঃখদায়ী কাঁটা হবে না ।

২) এই বিনাশী শরীরে আত্মাই অতি মূল্যবান, আত্মাই অমর, অবিনাশী, তাই অবিনাশী জিনিসের প্রতি প্রেম রাখতে হবে । দেহ ভাব দূর করতে হবে ।

বরদান:- এক বল এক ভরসার আধারে লক্ষ্যকে নিকটে অনুভব করে সাহসী ভব
উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্বে ঝড় উঠবেই, স্টিমারকে পারে যাওয়ার জন্য মাঝ সমুদ্রকে পার করতেই হবে।
তাই শীঘ্র ঘাবড়ে যেও না, পরিশ্রান্ত হয়ে না বা থেমে যেও না । সাথীকে সাথে রাখো, তাহলে প্রতিটি সমস্যা সহজ হয়ে যাবে, সাহস রেখে বাবার সাহায্যের পাত্র হও । এক বল, এক ভরসা - এই পাঠকে সদা পাকা রাখো, তাহলে মাঝ সমুদ্র থেকে সহজেই বের হয়ে আসবে, আর লক্ষ্য নিকটে অনুভব হবে ।

স্লোগান:- বিশ্ব কল্যাণকারী সেই, যে প্রকৃতি সহ প্রতিটি আত্মার প্রতি শুভ ভাবনা রাখে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সম্পূর্ণ কল্পে এই সময়ই হলো সর্বোত্তম কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ, তোমরা বাচ্চারা স্যাকারিনকে (মিষ্টি বাবা) স্মরণ করে সতোপ্রধান হয়ে ওঠো"

*প্রশ্নঃ - — নানা রকম প্রশ্ন (মনে) ওঠার কারণ কী এবং সমাধানই বা কী ?

*উত্তরঃ - — যখন তোমরা দেহ-অভিমাণে আস তখন সংশয় তৈরি হয় আর সংশয় ওঠা মাত্রই অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। বাবা বলেন আমি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার এবং অন্যদেরও পবিত্র করে তোলার যুক্তি বলে দিয়েছি, এতেই সব প্রশ্ন শেষ হয়ে যাবে।

*গীতঃ- — তোমাকে পেয়ে আমি সারা জগৎ পেয়ে গেছি....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা এই গান শুনেছে । এই যে মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা একথা কে বলেন ? নিশ্চয়ই আত্মিক পিতাই একথা বলতে পারেন । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছে আর বাবা অত্যন্ত স্নেহের সাথে বোঝাচ্ছেন। তোমরা জান আত্মিক পিতা ছাড়া সবাইকে সুখ-শান্তি দেওয়া বা সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করা জগতে আর কোনও মানুষ করতে পারে না, সেইজন্যই দুঃখে বাবাকে স্মরণ করে থাকে। বাচ্চারা তোমরা সামনে বসে আছে, তোমরা জানো যে বাবা আমাদের সুখধামের যোগ্য করে তুলছেন। তোমরা সুখধামের মালিক প্রদানকারী বাবার সামনে বসে আছে। এখন বুঝেছ যে সামনে বসে শোনা আর দূর থেকে শোনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। তোমরা মধুবনে মুখোমুখি হয়ে শুনতে আস। মধুবন খুব প্রসিদ্ধ। মধুবনে কৃষ্ণের চিত্রও আছে কিন্তু কৃষ্ণ তো সেখানে নেই। বাচ্চারা তোমরা জান — এর জন্য প্রচেষ্টা দরকার। নিজেকে প্রতি মুহূর্তে আত্মা নিশ্চিত করতে হবে। আমি আত্মা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে চলেছি। সম্পূর্ণ চক্রে একবারই বাবা আসেন। এই সঙ্গম পুরো কল্পের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর যুগ। এর নামই রাখা হয়েছে পুরুষোত্তম। এটাই সঙ্গম যুগ যখন মানুষ মাত্রই উত্তম হয়ে ওঠে। এখন তো সমস্ত মানুষের আত্মাই তমোপ্রধান যা সতোপ্রধান হয়ে ওঠে। সতোপ্রধানকে উত্তম বলা হয়। তমোপ্রধান হওয়ার কারণে মানুষ নীচের দিকে নেমে যায়, সুতরাং বাবা আত্মাদের সামনে এসে বোঝান। সম্পূর্ণ ভূমিকা আত্মাই পালন করে, নাকি শরীর! তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে প্রকৃতপক্ষে আমরা আত্মারা নিরাকার দুনিয়া বা শান্তিধামের নিবাসী। এটা কেউ জানেনা, না নিজে বুঝতে পারে। তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে। তোমরা বুঝেছ আত্মারা আসলে পরমধাম নিবাসী। ওটা হলো নিরাকার দুনিয়া, এটা হল সাকার দুনিয়া। এখানে তোমরা সব আত্মারা, অ্যাক্টর্স ভূমিকা পালন করে চলেছ । তোমরা জান সর্বপ্রথম আমরা ভূমিকা পালন করতে আসি, তারপর নশ্বরানুসারে সবাই আসে। সমস্ত অ্যাক্টররা একসাথে আসে না। ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের অ্যাক্টরদের অবিরত আসা-যাওয়া করতে থাকে। সবাই একসাথে তখনই হয় যখন নাটক সম্পূর্ণ হয়। এখন তোমরা পরিচয় পেয়েছ, আমরা আত্মারা প্রকৃতপক্ষে শান্তিধাম নিবাসী, এখানে আসি ভূমিকা পালন করতে। বাবাও সম্পূর্ণ সময়ের জন্য ভূমিকা পালন করতে আসেন না। আমরাই ভূমিকা পালন করতে-করতে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে যাই । এখন বাচ্চারা সামনে বসে তোমাদের শুনতে আনন্দ হচ্ছে । এতো মজা তো মুরলী পড়ার সমও হয়না । এখানে সামনে বসে শুনছ যে !

বাচ্চারা তোমরা জেনেছ ভারত দেবী-দেবতাদের স্থান ছিল, এখন আর নেই। চিত্রও দেখে থাক জানো যে আমরাই ওখানকার নিবাসী ছিলাম — আমরাই প্রথমে দেবতা ছিলাম, নিজের ভূমিকা তো স্মরণে থাকবে নাকি ভুলে যাবে। বাবা বলেন তোমরা এখানে ভূমিকা পালন করেছ । এটাই ড্রামা। নতুন দুনিয়া যা আবার পুরানো হয়ে যায়। সর্বপ্রথম যে আত্মারা উপর থেকে আসে ,তারা গোল্ডেন এজে আসে । এইসব বিষয় এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা বিশ্বের মালিক মহারাজা-মহারানী ছিলে। তোমাদের রাজধানী ছিল। এখন তো রাজধানী নেই। এখন তোমরা শিখছ, কিভাবে আমরা রাজ্য শাসন করব। সত্যযুগে উজির (উপদেষ্টা, মন্ত্রী) থাকে না। পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ওরা তো শ্রীমত দ্বারা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। সেইজন্য অন্যের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যদি কারো পরামর্শ নেয় বোঝা যায় যে তার বুদ্ধি দুর্বল । এখন যে শ্রীমত পাওয়া যায়, সেটা সত্যযুগেও বহাল থাকে। তোমরা বুঝেছ সর্বপ্রথম দেবী-দেবতাদের অর্ধকল্প ধরে রাজ্য ছিল। এখন তোমাদের আত্মা রিফ্রেশ হচ্ছে। এই নলেজ পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না।

এখন বাচ্চারা তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে। শান্তিধাম(সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড) থেকে তোমরা শব্দের মধ্যে প্রবেশ করেছ। শব্দ ছাড়া কর্ম হতে পারে না। এ বড় বোঝার বিষয়। বাবার মধ্যে যেমন সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে তেমনি তোমাদের আত্মার মধ্যেও জ্ঞান রয়েছে। আত্মাই বলে — এক শরীর ত্যাগ করে আমরা সংস্কার অনুসারে অন্য শরীর ধারণ করি। পুনর্জন্ম অবশ্যই হয়। আত্মা যেমন ভূমিকা পায়, সেটাই অভিনয় করে থাকে। সংস্কার অনুসারে জন্ম নিতে থাকে। বারংবার জন্ম নিতে নিতে আত্মার পবিত্রতার ভাগ কম হতে থাকে। পতিত শব্দটি দ্বাপর থেকে কার্যে পরিণত হয়। কিছু পার্থক্য অবশ্যই হয়। আত্মারা তোমাদের সাথে এখন শিববাবার বাগদান (বিবাহের সম্বন্ধ) হয়েছে, সুতরাং আত্মা তো ফিমেল হলো না! শিববাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা শান্তিধামে গিয়ে তারপর সুখধামে আসবে। সুতরাং বাচ্চাদের জ্ঞান রত্ন দ্বারা ঝুলি পরিপূর্ণ করতে হবে। কোন রকম সংশয় আসা উচিত নয়, দেহ-অভিমাণে এলেই অনেক প্রশ্ন ওঠে। বাবা যে যুক্তি বলে দেন সেটাও করেনা। প্রধান বিষয়ই হলো আমাকে পতিত থেকে পাবন হতে হবে। অন্য সব বিষয় ত্যাগ করতে হবে। রাজধানীতে যা কিছু রীতিনীতি এবং ব্যবস্থা ছিল সেগুলোই চলবে। যেমন মহল তৈরি করেছিল সেরকমই বানাবে। প্রধান বিষয়ই হলো পবিত্রতা। আহ্বান করে হে পতিত-পাবন....পবিত্র হলেই সুখী হতে পারবে। সবচেয়ে পবিত্র হলো দেবী-দেবতা।

এখন তোমরা ২১ জন্মের জন্য সর্বোত্তম পবিত্র হয়ে ওঠো। একেই বলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী পবিত্রতা। বাবা যে শ্রীমত দেন সেই অনুসারে চলা উচিত। কোনো সংকল্প ওঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রথমে আমরা পতিত থেকে পাবন তো হই! ডেকে বলে হে পতিত-পাবন...কিন্তু কিছুই বোঝে না। এটাও জানে না পতিত-পাবন কে? এটা হলো পতিত দুনিয়া, সত্যযুগ পবিত্র দুনিয়া। প্রধান বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়া, কে পবিত্র করে তুলবে কিছুই জানে না। পতিত-পাবন বলে ডাকে কিন্তু তাদের বল তোমরা তো পতিত, তবে কিন্তু রেগে যাবে। নিজেকে বিকারগ্রস্ত কেউ-ই মনে করে না। বলে সবাই তো গৃহস্থ জীবনে ছিল। রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণের সন্তান ছিল না! ওখানে যোগবলের দ্বারা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, এটা ভুলে গেছে। সত্য যুগকে নির্বিকারী ওয়ার্ল্ড স্বর্গ বলা হয়। ওটা হলো শিবালয়। বাবা বলেন পতিত দুনিয়াতে একজনও পবিত্র নেই। এই বাবা একজন টিচার এবং সঙ্গীত যিনি সবাইকে সঙ্গীতি দেন। এখানে তো একজন গুরু চলে গেলে তার সন্তানকে গদিতে বসিয়ে দেয়। সে কিভাবে সঙ্গীতি দিতে পারে। সবার সঙ্গীতি দাতা একজনই। সত্যযুগে শুধু দেবী-দেবতারা থাকে। বাকি আত্মারা সবাই শান্তিধামে চলে যাবে, রাবণ রাজ্য থেকে মুক্তি পেয়ে। বাবা সবাইকে পবিত্র করে নিয়ে যান। পাবন থেকে চট করে কেউ পতিত হয়না। নন্দরানুসারে নীচে নামতে থাকে। সত্যপ্রধান থেকে সত্য, রজো, যতমো... তোমাদের বুদ্ধিতে ৮৪ জন্মের চক্র বসে গেছে। তোমরা এখন লাইট হাউস। জ্ঞান দ্বারা এই চক্রকে জেনেছ যে এটা কিভাবে ঘোরে। এখন তোমাদের আরও সবাইকে পথ বলে দিতে হবে। সবাই হলো নৌকা তোমরা পাইলট, পথ প্রদর্শক। সবাইকে বলো, তোমরা শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করো। কলিযুগ দুঃখধামকে ভুলে যাও। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মা রূপী পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যতক্ষণ জীবিত থাকবে জ্ঞান-অমৃত পান করতে হবে। নিজের ঝুলি জ্ঞান রত্ন দ্বারা ভর্তি করতে হবে। সংশয়ে এসে কোনও প্রশ্ন যেন না ওঠে।

২) যোগ অগ্নি দ্বারা আত্মা রূপী সীতাকে পবিত্র করে তুলতে হবে। কোনো ব্যাপারে বিস্তারে না গিয়ে দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ:- দেহী-অভিমানী স্থিতিতে স্থিত হয়ে সদা বিশেষ ভূমিকা পালনকারী সন্তুষ্টমণি ভব
যে বাচ্চারা বিশেষ ভূমিকা পালনকারী হয় তাদের প্রতিটি কর্ম বিশেষ হয়, কোনো কর্ম সাধারণ হয় না। সাধারণ আত্মা যে কোন কাজ দেহ-অভিমান নিয়ে করবে আর বিশেষ আত্মা দেহী-অভিমানী হয়ে করবে। যে দেহী-অভিমানী স্থিতিতে স্থিত থেকে কর্ম করে সে নিজেও সবসময় সন্তুষ্ট থাকে আর অন্যদেরও সন্তুষ্ট রাখে। সেইজন্য তাদের সন্তুষ্টমণি বরদান স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- প্রয়োগকারী আত্মা হয়ে যোগের প্রয়োগ দ্বারা সর্ব খাজানা (সম্পদ) বৃদ্ধি কর।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে এসেছো সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি নিতে অর্থাৎ প্রদীপে জ্ঞানের ঘৃত ঢালতে”

*প্রশ্ন: - শিবের বরযাত্রীর গায়ন কেন আছে ?

*উত্তর: - কারণ শিববাবা যখন ফিরে যান তখন সব আত্মারা সদলবলে শিববাবার পিছনে ছুটে যায়। মূলবতনেও (পরমধামে) আত্মারা মৌচাকের মতন একত্রিত হয়ে থাকে। তোমরা বাচ্চারা যারা পবিত্র হও তারা বাবার সঙ্গে ফিরে যাও। যেহেতু সঙ্গে যাও তাই বরযাত্রী বলা হয়।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদেরকে সর্বপ্রথমে একটি পয়েন্ট বুঝতে হবে যে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই এবং তিনি হলেন সকলের পিতা। তাঁকেই সর্বশক্তিমান বলা হয়। তোমাদের মধ্যে সর্বশক্তি ছিল। বিশ্বে তোমাদের রাজত্ব ছিল। ভারতেই এই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। অর্থাৎ বাচ্চারা তোমাদের রাজ্য ছিল। তোমরা পবিত্র দেবী-দেবতা ছিলে, তোমাদের কুল বা বংশ ছিল, তারা সবাই নির্বিকারী ছিল। কারা নির্বিকারী ছিল ? আত্মারা। এখন তোমরা পুনরায় নির্বিকারী হতে চলেছ। যেমন তোমরা সর্বশক্তিমান পিতাকে স্মরণ করে তাঁর কাছে শক্তি প্রাপ্ত করছো। বাবা বুঝিয়েছেন আত্মা ৮৪-র পাঁচ প্লে করে। আত্মার সতোপ্রধান শক্তি যা ছিল সেসব দিন-প্রতিদিন কম হতে থাকে। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতে হয়। যেমন ব্যাটারির শক্তি যখন কমে যায় তখন মেশিন থেমে যায়। ব্যাটারি ডিসচার্জ হয়ে যায়। আত্মা রূপী ব্যাটারি পুরোপুরি ডিসচার্জ হয় না, একটু শক্তি থেকে যায়। যেমন কারো মৃত্যু হলে দীপ প্রজ্বলিত করা হয়, তাতে ঘৃত ঢালা হয় যাতে প্রদীপ নিভে না যায়। ব্যাটারির শক্তি কম হলে চার্জ করা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো - তোমাদের আত্মা সর্বশক্তিমান ছিল, এখন পুনরায় তোমরা সর্বশক্তিমান পিতার সঙ্গে নিজের বুদ্ধিযোগ সংযুক্ত করছো। যাতে বাবার শক্তিতে আমরা ভরপুর হই, কারণ আত্মার শক্তি কম হয়ে গেছে। অবশ্য একটু শক্তি থেকেই যায়। একদম শেষ হয়ে গেলে তো শরীর থাকবে না। আত্মা, পিতাকে স্মরণ করতে করতে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়। সত্যযুগে তোমাদের ব্যাটারি ফুল চার্জ থাকে পরে একটু করে কমেতে থাকে। ত্রেতায় মিটার কম হয়, যাকে কলা (কোয়ালিটি) বলা হয়। তখন বলা হবে আত্মা যে সতোপ্রধান ছিল সে সতো হয়ে যায়, শক্তি কম হয়ে যায়। তোমরাও বুঝেছো আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়ে যাই সত্যযুগে। এখন বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এখন তোমরা তমোপ্রধান হয়েছো তাই শক্তিহীন হয়েছো। বাবার স্মরণে থাকলে সম্পূর্ণ শক্তি পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে যাবে, কারণ তোমরা জানো দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ, সব শেষ হয়ে যাবে তারপরে তোমরা অসীম জগতের রাজ্য প্রাপ্ত করো। পিতা যখন অসীম জগতের তখন অসীম জগতের উত্তরাধিকার-ই প্রদান করবেন। এখন তোমরা হলে পতিত, তোমাদের শক্তি একেবারে কম হয়েছে। হে বাচ্চারা - এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি অলমাইটি, আমার দ্বারা অলমাইটি রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে দেবী-দেবতা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিল, পবিত্র ছিল, দিব্য গুণে সম্পন্ন ছিল। এখন সেই দিব্য গুণ নেই। সকলের ব্যাটারি পুরোপুরি ডিসচার্জ হয়ে যাচ্ছে। এইসময় ব্যাটারি পুনরায় ভরপুর হয়। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে যোগ যুক্ত না হলে ব্যাটারি চার্জ হওয়া সম্ভব নয়। এক পিতা হলেন সদা পবিত্র। এখানে সবাই হল অপবিত্র। যখন পবিত্র থাকে তখন ব্যাটারি চার্জ থাকে। অতএব বাবা বোঝান একের স্মরণে থাকতে হবে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। বাকি সবাই হল রচনা। রচনা থেকে রচনার উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয় না। সৃষ্টি কর্তা তো হলেন একজনই। উনি হলেন অসীম জগতের পিতা। বাকি সবাই হল দেহের জগতের, সীমিত জগতের। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করলে অসীম জগতের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। অতএব বাচ্চাদের মনে বোধ করা উচিত - আমাদের জন্য বাবা নতুন দুনিয়া স্বর্গের স্থাপনা করছেন। ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা জানো - সত্যযুগ আসছে। সত্যযুগে থাকে সদা সুখ। সেই সুখ কীভাবে প্রাপ্ত হয় ? বাবা বসে বোঝান মামেকম্ স্মরণ করো। আমি সদা পবিত্র। আমি কখনও মনুষ্য দেহ ধারণ করি না। না দেবতা দেহ ধারণ করি, না মনুষ্য দেহ অর্থাৎ আমি জন্ম-মরণে আসি না। শুধুমাত্র বাচ্চারা, তোমাদেরকে স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করতে, যখন ব্রহ্মাবাবা ৬০ বছর বয়সে বাণপ্রস্থ অবস্থায় থাকেন তখন এনার দেহে আসি। কেবল ব্রহ্মাবাবা পুরোপুরি সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে। সর্বোচ্চ নম্বরে হলেন ভগবান তারপরে সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্কর, যার সাক্ষাৎকার হয়। সূক্ষ্মবতন হল মধ্যখানে। যেখানে শরীর থাকতে পারে না। সূক্ষ্ম শরীর শুধুমাত্র দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখা সম্ভব। মনুষ্য সৃষ্টি তো আছে এখানে। যদিও তারা তো হলেন কেবল সাক্ষাৎকারের জন্য অ্যাঞ্জেল স্বরূপ। তোমরা বাচ্চারাও শেষ সময়ে যখন পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাও তখন তোমাদেরও সাক্ষাৎকার হয়। এমন অ্যাঞ্জেল বা ফরিস্তা হয়ে পরে সত্যযুগে এখানে এসেই স্বর্গের মালিক হবে। এই ব্রহ্মা কিন্তু বিশ্বকে

স্মরণ করেন না। ইনিও শিববাবাকেই স্মরণ করেন এবং ইনিই পরে বিষ্ণু স্বরূপে পরিণত হন। সুতরাং এই কথাটি বুঝতে হবে তাইনা। এনারা রাজ্য প্রাপ্ত করেন কীভাবে! যুদ্ধ ইত্যাদি তো কিছুই হয় নি। দেবতারা হিংসা করবেন কীভাবে!

এখন তোমরা বাচ্চারা পিতাকে স্মরণ করে রাজত্ব প্রাপ্ত কর। কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক। গীতায়ও আছে - হে বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে মামেকম্ স্মরণ করো। তাঁর তো দেহ নেই যে আসক্তি থাকবে। তিনি বলেন আমি খুব কম সময়ের জন্য ব্রহ্মার শরীর লোনে নিয়ে থাকি। তা নাহলে নলেজ প্রদান করি কীভাবে! আমি তো হল্যাম বীজরূপ তাইনা। এই সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ আমার কাছে আছে। অন্য কেউ জানেনা, এই সৃষ্টির আয়ু কত ? কীভাবে সৃষ্টির স্থাপনা, পালনা (রক্ষণাবেক্ষণ), বিনাশ হয় ? মানুষের তো এই জ্ঞান থাকা উচিত। মানুষ পড়াশোনা করে। পশুপাখী তো পড়ে না। মানুষ পড়া করে সীমিত জগতের বা পার্থিব জগতের পড়াশোনা। শিববাবা তোমাদের অসীম জগতের পড়া পড়াচ্ছেন, যার দ্বারা তোমাদের অসীম জগতের মালিক তৈরি করেন। অতএব এই কথা বুঝতে হবে ভগবান কোনও মানুষকে বা দেহধারীকে বলা হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের আছে সূক্ষ্ম দেহ। এনাদের নাম আলাদা, ভগবান বলা যাবে না। এই শরীরটি তো ব্রহ্মাবাবার আত্মার বসার স্থান ছিল। অকাল তখত তাইনা। এখন এই হল অকালমূর্ত বাবার তখত অর্থাৎ বসার স্থান। অমৃতসরেও একটি অকাল তখত আছে তাইনা। উঁচু মানের যারা হয় তারা অকাল তখত গিয়ে বসে। এখন বাবা বোঝান এইসব দেহ হল অকাল আত্মাদের তখত অর্থাৎ বসার স্থান। আত্মা হল অকাল যাকে কাল গ্রাস করতে পারেনা। যদিও তখত তো বদলাতে থাকে। অকালমূর্ত আত্মা এই তখত এসে বসে। প্রথমে তখত ছোট থাকে পরে বড় হয়ে যায়। আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। আত্মা হল অকাল। আত্মাতেই যদিও ভালো ও খারাপ সংস্কার থাকে তাইতো বলা হয় এই হল কর্মের ফল। আত্মা কখনও বিনাশ হয় না। আত্মার পিতা হল এক। এই কথা তো বুঝতে হবে তাইনা। এই বাবা কোনও শাস্ত্রের কথা কি শোনান ! শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে কেউ ফিরে তো যেতে পারেনা। শেষকালে সবাই যাবে। যেমন পঙ্গপালের দল বা মৌমাছির দল যায় ঠিক তেমন ভাবে। মৌমাছির মক্ষীরানী থাকে। তার পিছনে সবাই উড়ে যায়। বাবাও যাবেন তাঁরই পিছনে সব আত্মারা যাবে। ওইখানে মূলবতনে অর্থাৎ পরমধামে সব আত্মারা মৌচাকের মতন একত্র হয়ে থাকবে। এখানে আছে মানুষের দল। সুতরাং এই দলও একদিন ফিরে যাবে। বাবা এসে সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। শিবের বরযাত্রা বলা হয়। আত্মাদের সন্তান বলা বা সজনী বলা। বাবা এসে আত্মারূপী বাচ্চাদের পড়িয়ে স্মরণের যাত্রা করা শেখান। পবিত্র না হয়ে তো আত্মা ফিরে যেতে পারেনা। যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন সর্বপ্রথমে শান্তিধামে যাবে। সেখানে গিয়ে সবাই বাস করে। সেখান থেকে পরে ধীরে-ধীরে নীচে আসে, বৃদ্ধি হতে থাকে। তোমরাও প্রথমে অনুসরণ করবে বাবাকে। তোমরা বাচ্চারা, তোমাদের যোগ পিতার সঙ্গে অথবা তোমরা সজনী তোমাদের যোগ থাকে সজনের সঙ্গে। রাজধানী তো তৈরি হবে তাইনা। সবাই একসাথে তো আসবে না। পরমধাম হল সব আত্মাদের দুনিয়া। সেখান থেকে এক এক করে নম্বর অনুযায়ী নীচে আসে। বৃক্ষটি ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি পায়। সর্বপ্রথমে হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, যে ধর্ম শিবপিতা স্থাপন করেন। প্রথমে আমাদেরকে ব্রাহ্মণ করেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছে তাইনা। প্রজায় ভাই-বোনেরা থাকে। ব্রহ্মাকুমার ও কুমারীদের সংখ্যা অনেক। অবশ্যই নিশ্চয়বৃদ্ধি হয়েছে তবেই তো সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কত ? কাঁচা বা পাকা ? কেউ তো ৯৯ নম্বর নেয়, আর কেউ ১০ নম্বর নেয় অর্থাৎ কাঁচা তাইনা। তোমাদের মধ্যেও যারা পাকা আছে তারা অবশ্যই প্রথমে আসবে। যারা কাঁচা তারা পরে আসবে। এই হল পাটধারীদের দুনিয়া যা নিরন্তর চলতে থাকে। সত্যযুগ, ত্রেতা....এখন এই হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই কথাটি এখন বাবা বলেছেন। প্রথমে তো আমরা উল্টো কথা বুঝেছি যে কল্পের আয়ু হল লক্ষ বছরের। এখন বাবা বলেছেন এই হল পুরোপুরি ৫ হাজার বছরের চক্র। অর্ধকল্প হল রাম রাজ্য, অর্ধকল্প হল রাবণ রাজ্য। লক্ষ বছরের কল্প যদি হয় তাহলে অর্ধেক হওয়া অসম্ভব। দুঃখ এবং সুখের এই দুনিয়া এমন ভাবেই রচিত। অসীম জগতের এই জ্ঞান অসীম জগতের পিতার কাছেই প্রাপ্ত হয়। শিববাবার দেহের কোনো নাম নেই। এই দেহটি তো ব্রহ্মাবাবার। বাবা কোথায় ? শিববাবা কিছু সময়ের জন্য লোনে নিয়েছেন। বাবা বলেন আমার তো মুখের প্রয়োজন তাইনা। এখানেও গৌ মুখ বানানো হয়েছে। পাহাড় বয়ে জল তো যেখানে-সেখানে নেমে আসে। এখানে যদিও গৌ মুখ বানিয়ে দিয়েছে, তাতে জল আসে, তাকেই গঙ্গাজল ভেবে নেয়। এখানে গঙ্গা এলো কোথা থেকে ? এইসবই হল মিথ্যা। মিথ্যা কায়া, মিথ্যা মায়া, মিথ্যা সব সংসার। ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন সত্যখন্ড বলা হত তারপরে ভারত-ই পুরানো হয় তখন মিথ্যাখন্ড বলা হয়। এই মিথ্যা খণ্ডে যখন সবাই পতিত হয়ে যায় তখন আহবান করে - বাবা আমাদের পবিত্র করে এই পুরানো দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো। বাবা বলেন আমার সব বাচ্চারা কাম চিতায় বসে শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছে। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান তোমরা তো স্বর্গের মালিক ছিলে তাইনা! স্মরণে আছে না। বাচ্চাদের বোঝান, পুরো দুনিয়াকে বোঝান না। তোমাদেরই বোঝান যাতে তোমরা জানতে পারো যে আমাদের পিতা কে !

এই দুনিয়াকে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। সবচেয়ে বড় কাঁটা হল কাম বিকারের। যদিও এই দুনিয়ায় অনেক ভক্ত আছে, নিরামিষাশী আছে, কিন্তু এমন তো নয় যে বিকারগ্রস্ত হয় না। সে তো অনেক বালক ব্রহ্মচারীও আছে। শৈশব থেকে কখনও তামসিক ভোজন গ্রহণ করেনি। সন্ন্যাসীরাও বলে - নির্বিকারী হও। তারা মানুষ, দেহের জগতের সন্ন্যাস করায়। পর জন্মে পুনরায় গৃহস্থের গৃহে জন্ম হয় পরে ঘর সংসার ত্যাগ করে চলে যায়। সত্যযুগে কৃষ্ণ ইত্যাদি দেবতাগণ কখনও কি ঘর সংসার ত্যাগ করেন? না। সুতরাং তাদের হল দেহের জগতের সন্ন্যাস। এখন তোমাদের হল অসীম জগতের অর্থাৎ আত্মিক দুনিয়ার সন্ন্যাস। সম্পূর্ণ দুনিয়ার, সকল আত্মীয়স্বজন ইত্যাদির সন্ন্যাস কর তোমরা। তোমাদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। তোমাদের বুদ্ধি স্বর্গের দিকেই যাবে। অতএব শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। অসীম জগতের পিতা বলেন আমাকে স্মরণ করো। মন্মনাভব, মধ্যাজি ভব। তাহলে তোমরা দেবতায় পরিণত হবে। এই হল সেই গীতার এপিসোড। সঙ্গমযুগও আছে। আমি সঙ্গমেই জ্ঞান প্রদান করি। রাজযোগ অবশ্যই পূর্ব জন্মে সঙ্গমে শিখবে। এই সৃষ্টি পরিবর্তনশীল, তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও। এখন এই হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন আমরা এই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হই। প্রতিটি কথা ভালো রীতি বুঝে দৃঢ় নিশ্চয় করা উচিত। এই কথা কোনো মানুষ তো বলছে না। এই হল শ্রীমৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত, ভগবানের। বাকি সবই হল মনুষ্য মত। মনুষ্য মতে নীচে নামতে থাকে। এখন শ্রীমৎ দ্বারা তোমরা উপরে উঠে যাও। বাবা মানুষ থেকে দেবতা বানিয়ে দেন। দৈব মত হল স্বর্গবাসীদের এবং এই হল নরকবাসী মনুষ্য মত, যাকে রাবণ বলা হয়। রাবণ রাজ্য কোনো অংশে কম নয়। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় আছে রাবণের রাজ্য। এই হল অসীমের লঙ্কা যেখানে রাবণের রাজ্য রয়েছে পরে দেবতাদের পবিত্র রাজ্য হবে। সেখানে অসীম সুখ থাকে। স্বর্গের মহিমা অনেক। বলাও হয় স্বর্গে গেছে। অর্থাৎ নরকে ছিল তাইনা। নরক থেকে গিয়ে তো আবার নরকেই আসবে তাইনা! স্বর্গ এখন কোথায় আছে? এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। এখন বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ নলেজ প্রদান করছেন। ব্যাটারি ভরপুর হচ্ছে। মায়া আবার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মন-বাণী-কর্মে পবিত্র হয়ে আত্মা রূপী ব্যাটারি চার্জ করতে হবে। পাকা ব্রাহ্মণ হতে হবে।

২) মনমত বা মনুষ্য মত ত্যাগ করে এক পিতার শ্রীমৎ অনুসরণ করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে। সতোপ্রধান হয়ে বাবার সঙ্গে উড়ে যেতে হবে।

বরদান:- শ্রীমতের আধারে খুশী, শক্তি ও সফলতা অনুভবকারী সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব
যে বাচ্চারা নিজেকে ট্রাস্টি ভেবে শ্রীমৎ অনুসারে চলে, শ্রীমতে একটুও মনমত (নিজস্ব মতামত) বা পরমত (অন্যদের মতামত) মিশ্র করে না তাদের নিরন্তর খুশী, শক্তি ও সফলতার অনুভূতি হয়। পুরুষার্থ বা পরিশ্রম কম হওয়া সত্ত্বেও প্রাপ্তি বেশী হবে তখন বলা হবে যথার্থ শ্রীমৎ অনুসরণকারী। কিন্তু মায়া, ঈশ্বরীয় মতে মনমত বা পরমত রয়্যাল রূপে মিশ্র করে দেয় তাই সর্বপ্রাপ্তির অনুভব হয় না। এর জন্য পরখ করার শক্তি এবং নির্ণয় করার শক্তি ধারণ করো তাহলে কখনো ধোঁকা থাকে না।

স্লোগান:- যে বালক সে-ই মালিক, কেবল তারা-ই হয় যারা তপস্যার শক্তি দ্বারা ভাগ্যবিধাতা বাবাকে আপন করে নেয়।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে এসেছ রিফ্রেশ হওয়ার জন্য, বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো তাহলে সর্বদা রিফ্রেশ থাকবে”

*প্রশ্নঃ - সুবুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চাদের মুখ্য লক্ষণ কি হবে?

*উত্তরঃ - যে সুবুদ্ধিসম্পন্ন হবে তার মধ্যে অপার খুশি থাকবে। যদি খুশি না থাকে তাহলে সে হল বুদ্ধ। সুবুদ্ধিসম্পন্ন (বুদ্ধদার) অর্থাৎ পরশবুদ্ধি যুক্ত আত্মা। সে অন্যদেরকেও পরশবুদ্ধি তৈরী করবে। আধ্যাত্মিক সেবাতে ব্যস্ত থাকবে। বাবার পরিচয় দেওয়া ছাড়া থাকতেই পারবে না।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, এই দাদাও বুঝছেন, কেননা বাবা বসে দাদার দ্বারা বোঝাচ্ছেন। তোমরা যে রকম ভাবে বুঝছো সেই রকমই দাদাও বুঝছেন। দাদাকে ভগবান বলা যায়না । এ হল ভগবানুবাচ। বাবা মুখ্যতঃ কি বোঝাচ্ছেন যে - দেহী-অভিমানী হও। এটা কেন বলছেন ? কেননা নিজেকে আত্মা মনে করলে আমরা পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা পবিত্র হতে পারবো। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে। সবাইকে বোঝাতে হবে, তারা বলে - আমরা হলাম পতিত। নতুন দুনিয়া পবিত্র অবশ্যই হবে। নতুন দুনিয়ার রচয়িতা, স্থাপন কর্তা হলেন বাবা। তাঁকেই পতিত-পাবন বাবা বলে আহ্বান করে। পতিত-পাবন, সাথে তাঁকে বাবা বলে। আত্মারা বাবাকে আহ্বান করে। শরীর আহ্বান করে না। আমাদের আত্মার বাবা হলেন পারলৌকিক, তিনিই হলেন পতিত-পাবন। এটা তো খুব ভালভাবেই মনে রাখতে হবে। এটা হল নতুন দুনিয়া আর এটা হল পুরানো দুনিয়া, এটা তো বুঝতে পারে তাই না। এমনও অনেক বুদ্ধ আছে, যারা বোঝে যে আমাদের অসীম সুখ আছে। আমি তো যেন স্বর্গেই বসে আছি। কিন্তু এটাও বুঝতে হবে যে, কলিযুগকে কখনও স্বর্গ বলা যায়না। নামই হল কলিযুগ, পুরানো পতিত দুনিয়া। পার্থক্য তো আছে তাইনা! মানুষের বুদ্ধিতে এটাও বসে না। একদমই অধঃপতনের অবস্থা। বাচ্চারা যদি না পড়াশোনা করে তাহলে বলে যে, তোমার বুদ্ধি তো একদমই পাথরসম হয়ে আছে। বাবাও লেখেন যে, তোমাদের গ্রামবাসীদের বুদ্ধি তো একদমই পাথরসম। বুঝতে পারে না কেননা অন্যদেরকে বোঝায় না। নিজে পরশ বুদ্ধি হলে, তবে তো অন্যদেরকেও বানাতে পারবে। পুরুষার্থ করতে হবে। এতে লজ্জা ইত্যাদির তো কোনও কথাই নেই। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে অধিক কল্প উল্টো জ্ঞান জমা হয়ে আছে, তাই সেগুলো ভুলতে পারেনা। কিভাবে ভোলাবে ? ভোলানোর শক্তিও তো এক বাবার কাছেই আছে। বাবা ছাড়া এই জ্ঞান তো কেউ দিতে পারবে না। তাই এখন সবাই হল অজ্ঞানী। তাদের জ্ঞান আবার কোথা থেকে আসবে ! যতক্ষণ না জ্ঞানের সাগর বাবা এসে না শোনান। তমোপ্রধান মানেই হল অজ্ঞানী দুনিয়া। সতোপ্রধান মানে দেবী দুনিয়া। পার্থক্য তো আছে তাই না। দেবী-দেবতারাই পুনর্জন্ম নিয়ে থাকে। সময়ও এগিয়ে যেতে থাকে। বুদ্ধিও দুর্বল হতে থাকে। বুদ্ধির যোগ লাগানোর ফলে যে শক্তি প্রাপ্ত হয়, সেটাও শেষ হয়ে যায়।

এখন তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন, তাই তোমরা কতখানি রিফ্রেশ হচ্ছে। তোমরা রিফ্রেশ ছিলে আর বিশ্রামে ছিলে। বাবাও লেখেন তাইনা - বাচ্চারা, এসে রিফ্রেশও হও আর বিশ্রামও নাও। রিফ্রেশ হওয়ার পর তোমরা সত্যযুগে বিশ্রামপুরীতে চলে যাও। সেখানে তোমাদের অনেক বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়। সেখানে সুখ-শান্তি সম্পত্তি ইত্যাদি সবকিছুই তোমরা প্রাপ্ত কর। তাই বাবার কাছে আসে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য, বিশ্রাম পাওয়ার জন্য। রিফ্রেশও শিববাবাই করেন। বিশ্রামও বাবার কাছে নিয়ে থাকো। বিশ্রাম মানে শান্তি। যখন ক্লান্ত হয়ে যাও তখনই বিশ্রামী হও তাই না! কেউ কোথাও, কেউ কোথাও যায় বিশ্রাম পাওয়ার জন্য। সেখানে তো রিফ্রেশমেন্টের কোনও কথাই নেই। এখানে তোমাদেরকে বাবা প্রত্যেকদিন বোঝাচ্ছেন তাই তোমরা এখানে এসে রিফ্রেশ হও। স্মরণ করার দ্বারা তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাও। সতোপ্রধান হওয়ার জন্যই তোমরা এখানে আসো। তার জন্য কি পুরুষার্থ করতে হয়? মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো। বাবা তো সমস্ত শিক্ষাই দিয়ে দিয়েছেন। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়, তোমাদের বিশ্রাম কিভাবে প্রাপ্ত হয়। আর কেউ এই সমস্ত কথা জানেনা তাই তাদেরকেও বোঝাতে হবে, যাতে তারাও তোমার মতই রিফ্রেশ হয়ে যায়। তোমাদের কাজই হল এটা, সবাইকে বাবার পরিচয় দেওয়া। অবিনাশী রিফ্রেশ হতে হবে। অবিনাশী পেতে হবে। সবাইকে এই পরিচয় দাও। এটাই স্মরণ করাতে হবে যে - বাবাকে আর বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এ তো খুবই সহজ কথা। অসীম জগতের বাবা স্বর্গের রচনা করছেন। স্বর্গেরই অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। এখন তোমরা আছো সঙ্গম যুগেই। মায়ার অভিশাপ আর বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারকে তোমরা জানো। যখন মায়

রাবণের অভিশাপ প্রাপ্ত হয়, তখন পবিত্রতাও সমাপ্ত হয়ে যায়, সুখ-শান্তিও সমাপ্ত হয়ে যায়, তো সম্পত্তিও সমাপ্ত হয়ে যায়। কিভাবে ধীরে-ধীরে সমাপ্ত হয়ে যায় - সেটাও বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কত জন্ম লাগে, দুঃখধামে থোড়াই বিশ্রাম পাওয়া যায়! সুখধামে কেবল বিশ্রাম-ই বিশ্রাম। মানুষের ভক্তি কতই না ক্লান্তি দেয়। জন্ম-জন্মান্তরের ভক্তি ক্লান্ত করে দেয়। ভিত্তারী করে দেয়। এটাও এখন বাবা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। যারা নতুন নতুন আসে, তাদের কতই না বোঝাতে হয়। প্রত্যেক কথাতেই মানুষ অনেক চিন্তা করতে থাকে। মনে করে, কোথাও জাদু না হয়। আরে তোমরাই তো বলো - জাদুগর। তাই আমিও বলি - আমি হলাম জাদুগর। কিন্তু এই জাদু, সেই রকম কোনও জিনিস নয়, যেটা ভেড়া ছাগল ইত্যাদি বানিয়ে দেবে। তারা তো জানোয়ার নয় তাই না। এটা বুদ্ধির দ্বারা বোঝা যায়। কথায়ও আছে, সুরমগুলের সঙ্গীত ভেড়া কী বুঝবে... এই সময় মানুষ যেন ভেড়ার মত হয়ে গেছে। এসমস্ত কথা এখানকার জন্যই। সত্যযুগে এ'সব বলা হয় না, এগুলো হল এই সময়কারই। চন্দ্রিকার কত বড় মেলা বসে। জিজ্ঞাসা করো, তিনি কে ছিলেন? বলবে - দেবী। এখন এই রকম নাম তো সেখানে হয়না। সত্যযুগে তো সর্বদা শুভ নাম হয়ে থাকে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ...শ্রী বলা যায় শ্রেষ্ঠকে। সত্যযুগীয় সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। কলিযুগের বিকারী সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠ কিভাবে বলবে! শ্রী মানে শ্রেষ্ঠ। এখনকার মানুষ তো শ্রেষ্ঠ নয়। গায়নও আছে মানুষ থেকে দেবতা....পুনরায় দেবতা থেকে মানুষ তৈরী হয়, কেননা পাঁচ বিকারে চলে যায়। রাবণ রাজ্যে সবাই হল মানুষ। সেখানে দেবতার আছেন। তাকে বলা যায় দৈবী সাম্রাজ্য, একে মানুষের সাম্রাজ্য বলা যায়। দৈবী সাম্রাজ্যকে দিন বলা যায়। মানুষের সাম্রাজ্যকে রাত বলা যায়। দিন আলোর প্রকাশকে বলা যায়। রাত অজ্ঞান অন্ধকারকে বলা যায়। এই তফাৎকে তোমরা জানো। তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা প্রথমে কিছুই জানতাম না। এখন সমস্ত কথা বুদ্ধিতে আছে। ঋষি-মুনিদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তকে জানেন তো তারাও নেতি-নেতি করে গেছেন। আমরা জানি না। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমরাও প্রথমে নাস্তিক ছিলাম। অসীম জগতের বাবাকে জানতাম না। তিনি হলেন আসলে অবিনাশী বাবা, আত্মাদের বাবা। বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা সেই অসীম জগতের বাবার হয়েছি, যিনি কখনও জ্বলে যান না। এখানে তো সবাই জ্বলতে থাকে। রাবণকেও জ্বালাতে থাকে। শরীর আছে তাই না। তবুও আত্মাকে তো কখনো কেউ জ্বালাতে পারে না। তাই বাচ্চাদেরকে বাবা এই গুপ্ত জ্ঞান শোনাচ্ছেন, যেটা বাবার কাছেই আছে। এই আত্মার মধ্যে গুপ্ত জ্ঞান আছে। আত্মাও হল গুপ্ত। আত্মা এই মুখের দ্বারা বলে এইজন্য বাবা বলছেন যে - বাচ্চারা, দেহ-অভিমানী হয়েনা। আত্মা অভিমানী হও। না হলে তো যেন উল্টো হয়ে যাও। নিজেকে আত্মা ভাবতে ভুলে যাও। ড্রামার রহস্যকেও ভালো রীতিতে বুঝতে হবে। ড্রামাতে যেটা পূর্বনির্ধারিত আছে সেটারই হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এটা কারো জানা নেই। ড্রামা অনুসারে সেকেন্ড বাই সেকেন্ড কিভাবে চলতে থাকে, এই জ্ঞানও বুদ্ধিতে আছে। আকাশের কেউ পার খুঁজে পায় না। পৃথিবীর পার পাওয়া যায়। আকাশ হল সূক্ষ্ম, পৃথিবী হলো স্থূল। কোনও জিনিসের পার পাওয়া যায় না। যখন বলে, আকাশই আকাশ, পাতালই পাতাল। শাস্ত্রতেও শুনেছে! তাই উপরে গেয়েও দেখতে থাকে। সেখানেও দুনিয়া স্থাপন করার চেষ্টা করে। এই দুনিয়ারও তো অনেক বিস্তার করে গেছে। ভারতে কেবল একটিই দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, অন্য কোনও থন্ড ছিল না, তখন অনেক বসবাসের জায়গা ছিল। তোমরা বিচার করো। ভারতের কত অল্প একটি থন্ডে দেবতার বাস করতেন। যমুনার উপকণ্ঠে। দিল্লি পরিস্থান ছিল। এখন একে কবরখানা বলা যায়, যেখানে অকালে মৃত্যু হতে থাকে। অমরলোককে পরিস্থান বলা যায়। সেখানকার প্রকৃতি অত্যন্তই সৌন্দর্যমন্ডিত। ভারতকে বাস্তবে পরিস্থান বলা হতো। এই লক্ষ্মী নারায়ণ পরিস্থানের মালিক ছিলেন তাই না! কতই শোভা যুক্ত ছিলেন। সত্যপ্রধান ছিলেন তাইনা! প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল। আত্মা চমকপ্রদ থাকতো। বাচ্চাদেরকে দেখানো হয়েছে যে, কৃষ্ণের জন্ম কিভাবে হয়। সম্পূর্ণ গৃহই যেন চমকপ্রদ হয়ে যায়। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন। এখন তোমরা পরিস্থানে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। নশ্বরের ক্রমানুসারে তো অবশ্যই চাই। একইরকম সবাই হতে পারে না। বিচার করা যায়, এত ছোট আত্মা কত বড় পার্ট অভিনয় করে। শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে যায় তো শরীরে কি অবস্থা হয়ে যায়! সমগ্র দুনিয়ার অভিনেতার আত্মা সেই পার্ট অভিনয় করে চলেছে যেটা অনাদি রচিত হয়ে আছে। এই সৃষ্টিও হল অনাদি। সেখানে প্রত্যেকের পার্টও হল অনাদি। তাকে তোমরা আশ্চর্যজনক তখনই বলতে পারো যখন জানতে পার যে এই হল সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ। বাবা কত ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। ড্রামাতে তবুও যার জন্য যতটা সময় ধার্য আছে ততটাই বোঝার জন্য সময় নেয়। বুদ্ধিতে তফাৎ আছে তাই না! আত্মা মন বুদ্ধির সাথে থাকে, তাই কতই পার্থক্য থাকে, তাই না। বাচ্চাদের এই জ্ঞান থাকে যে, আমাদেরকে স্কলারশিপ নিতেই হবে। তাই হৃদয়ে অন্তর থেকে খুশি হয়, তাই না। এখানেও ভিতরে আসলেই এম্ অবজেক্ট সামনে দেখতে পাওয়া যায়, তাই অবশ্যই খুশি হয় তাই না! এখন তোমরা জানতে পেরেছ যে এই হওয়ার জন্য এখানে পড়তে এসেছি। না হলে তো কেউ কখনও এখানে আসতো না। এটাই হলো তোমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এরকম স্কুল কোথাও হবেনা যেখানে অন্য জন্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে দেখতে পারে। তোমরা দেখছো যে, ইনি হলেন স্বর্গের মালিক, আমরাই এইরকম হতে চলেছি। এখন আমরা সঙ্গম যুগে আছি। না সেই রাজস্বয়ংক্রিয়, না এই রাজস্বয়ংক্রিয়। আমরা মাঝখানে আছি, যাচ্ছি। মাঝিও (বাবা) হলেন নিরাকার। বোটও (আত্মা) হল নিরাকার।

বোটকে টেনে পরমধামে নিয়ে যাচ্ছেন। অশরীরী বাবা অশরীরী বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন। বাবা-ই বাচ্চাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবেন। এই চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে, পুনরায় তার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেবে। ছোট হয়ে পুনরায় বড় হবে। যে রকম আমার আঁটিকে জমিতে বপন করে দিলে তো সেখান থেকে পুনরায় আম বেঁটিয়ে আসে। সেটা হল লৌকিক বৃক্ষ। এটা হল মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ, একে ভ্যারাইটি বৃক্ষ বলা যায়। সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত সবাই পার্ট অভিনয় করতে থাকে। অবিনাশী আত্মা চুরাশির চক্রের পার্ট অভিনয় করতে থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন, যাঁরা এখন নেই। পরিক্রমা লাগিয়ে পুনরায় এইরকম হবেন। বলবে, প্রথমে এঁনারা লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন, পুনরায় তাঁদের এই হল অন্তিম জন্ম ব্রহ্মা-সরস্বতী। এখন সবাইকে অবশ্যই বাড়ি ফিরে যেতে হবে। স্বর্গতে তো এত মানুষ থাকে না। না ইসলাম, না বৌদ্ধ.. দেবী-দেবতা ছাড়া অন্য কোনও ধর্মের অভিনেতারা থাকেনা। এই বোধও কারো মধ্যে নেই। যে বুদ্ধদার হবে, তার অনেক উপাধি প্রাপ্ত হবে তাই না। যে যত পড়ে, নস্বরের ক্রমে পুরুষার্থানুসারে পদ প্রাপ্ত করে। তাই বাচ্চারা তোমরা এখানে আসতেই এই এইম-অবজেক্টকে দেখে তোমাদের অনেক খুশি হওয়া চাই। খুশির তো শেষ নেই। পাঠশালা বা স্কুল হোক তো এরকম। গুপ্ত কিন্তু খুব শক্ত সামর্থ্য পাঠশালা। যত বড় পড়া, ততই বড় কলেজ। সেখানে সবরকমের সুবিধা পাওয়া যায়। আত্মাকে পড়তে হবে, তা যদি হয় সোনার সিংহাসনের উপর বা কার্ঠের সিংহাসনের উপর। বাচ্চাদের মধ্যে অনেক খুশি হওয়া চাই কেননা শিব ভগবানুবাচ, তাইনা। প্রথম নস্বরে আছে এই বিশ্বের প্রিন্স। বাচ্চারা এখন এইসব জানতে পেরেছে। কল্প-কল্প বাবা এসে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন। বাচ্চারা, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি। দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান থোড়াই থাকবে। জ্ঞানের দ্বারা দেবতা হয়ে গেলে পুনরায় পড়ার দরকার নেই, বোঝার জন্য এখানে বড় বিশাল বুদ্ধি চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই পতিত দুনিয়া থেকে বুদ্ধির সন্ধ্যাস করে পুরানো দেহ আর দেহের সম্বন্ধকে ভুলে নিজের বুদ্ধি বাবা আর স্বর্গের প্রতি লাগাতে হবে।

২) অবিনাশী বিশ্রামের অনুভব করার জন্য বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকারের স্মরণে থাকতে হবে। সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে রিফ্রেশ করতে হবে। আধ্যাত্মিক সেবাতে লজ্জা করবে না।

বরদান:- সর্বদা বাবার সম্মুখে থেকে খুশির অনুভব করে ক্লান্তিহীন আর নিরলস (আলস্য রহিত) ভব যে কোনো প্রকারের সংস্কার বা স্বভাবকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে ভগ্নোৎসাহ হওয়া বা আলস্য আসাও হল ক্লান্ত হওয়া, এখানে ক্লান্তিহীন হও। ক্লান্তিহীনের অর্থ হল যার মধ্যে আলস্য থাকবে না। যে বাচ্চারা এইরকম নিরলস থাকে, তারা সর্বদা বাবার সম্মুখে থাকে আর খুশির অনুভব করতে থাকে। তাদের মনে কখনো দুঃখের ঢেউ আসে না। এইজন্য সর্বদা সম্মুখে থাকো আর খুশির অনুভব করো।

স্লোগান:- সিদ্ধি স্বরূপ হওয়ার জন্য প্রত্যেক সংকল্পে পুণ্য আর বাণীতে আশীর্বাদ জমা করতে থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতি পদক্ষেপে শ্রীমত অনুসরণ করে চলো, এইটা ব্রহ্মার মত না শিববাবার এতে স্ত্রিয়মান হয়ো না"

*প্রশ্নঃ - ভালো ব্রেনের বাচ্চারা কোন্ গভীর রহস্য সহজেই বুঝতে পেরে যায় ?

*উত্তরঃ - ব্রহ্মা বাবা বোঝাচ্ছেন না শিববাবা - এই কথা ভালো ব্রেন যাদের তারা সহজেই বুঝতে পেরে যায়। কেউ তো এতেই মুগ্ধ পড়ে। বাবা বলেন, বাচ্চারা বাপদাদা হলেন দুইজন একত্রিত। তোমরা স্ত্রিয়মান হয়ো না। শ্রীমত বুঝে চলতে থাকো। ব্রহ্মা বাবার মতামতেরও রেস্পন্সিবল হলেন শিববাবা।

ওম্ শান্তি । আমাদের পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, বুঝতে পারো আমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাই আমাদের (রুহানী) পিতাকে চিনতে পারি। দুনিয়াতে যে কোনো মানুষই রুহানী পিতা, যাঁকে গড ফাদার বা পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, ওঁনাকে জানে না। যখন সেই আমাদের পিতা আসেন তখনই আত্মা রূপী বাচ্চাদের পরিচয় দেন। এই নলেজ না সৃষ্টির আদিতে থাকে, না সৃষ্টির অন্তে থাকে। তোমাদের এখন নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে, এইটা হলো সৃষ্টির অন্ত আর আদির সঙ্গমযুগ। এই সঙ্গম যুগকেই জানে না তো বাবাকে কি করে জানবে ! বলে- হে পতিত- পাবন এসো, এসে পবিত্র করো, কিন্তু এইটা জানা নেই যে পতিত-পাবন কে আর কখন তিনি আসবেন। বাবা বলেন- আমি যেই হই যেমনই হই, আমাকে কেউই জানে না। যখন আমি এসে পরিচয় দিই তখন আমাকে জানে। আমি নিজের আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় সঙ্গমযুগে একবারই এসে দিই। কল্পের শেষে আবার এসে থাকি। তোমাদের যা বুঝিয়ে থাকি সেটা আবার প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। সত্যযুগের থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত কোনো মানুষই আমাকে অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মাকে জানে না। না ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করকে জানে। আমাকে মানুষরাই ডাকে। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্কর কি আর ডাকে ! মানুষ দুঃখী হলে তখন ডাকে। সূক্ষ্মবতনের তো কথাই নেই। আমাদের (রুহানী) পিতা এসে নিজের আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চাদের অর্থাৎ রুহ(আত্মা) কে বসে বোঝান। আচ্ছা, রুহানী পিতার নাম কি? যাঁকে বাবা বলা হয়, অবশ্যই কোনো নাম হওয়া উচিত। বরাবর নাম একই গাওয়া হয় শিব। এটা হলো নামি-দামী, কিন্তু মানুষ অনেক নাম রেখেছে। ভক্তি মার্গে নিজেদের বুদ্ধিতেই এই লিঙ্গ রূপ তৈরী করে রেখেছে। তবুও নাম হলো শিব। বাবা বলেন আমি একবার আসি। এসে মুক্তি জীবন-মুক্তির উত্তরাধিকার দিই। মানুষ যদিও নাম করে-- মুক্তিধাম, নির্বাণধাম, কিন্তু কিছুই জানে না। না বাবাকে জানে, না দেবতাদের। এইটা কারোরই জানা নেই বাবা ভারতে এসে কীভাবে রাজধানী স্থাপন করেন। শাস্ত্রতেও এইরকম কোনো কথা নেই যে পরমপিতা পরমাত্মা কীভাবে এসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। এমন না যে সত্যযুগে দেবতাদের জ্ঞান ছিলো, যা হারিয়ে গিয়েছে। না, যদি দেবতাদের মধ্যেও এই জ্ঞান থাকতো তো প্রচলিত থাকতো। ইসলাম বৌদ্ধ ইত্যাদি যারা আছে তাদের জ্ঞান প্রচলিত আছে, সবাই জানে যে- এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। আমি যখন আসি তো যেই সব আত্মারা পতিত হয়ে রাজস্ব হারিয়ে বসে আছে, এসে তাদের পবিত্র করি। ভারতে রাজ্য ছিলো তবে হারালো কি করে, সেটাও কারোর জানা নেই সেইজন্য বাবা বলেন বাচ্চাদের কতো তুচ্ছ বুদ্ধি হয়ে গিয়েছে। আমি বাচ্চাদের এই জ্ঞান প্রদান করে প্রালব্ধ দিয়ে থাকি আবার সব কিছু ভুলে যায়। বাবা কি ভাবে এসেছেন, কি করে বাচ্চাদের শিক্ষা দিয়েছেন, সেই সব ভুলে যায়। এও ড্রামাতে স্থির আছে। বিচার সাগর মন্বন করার জন্য বাচ্চাদের অনেক বুদ্ধির দরকার।

বাবা বলেন এই যে শাস্ত্র ইত্যাদি তোমরা পড়ে এসেছো এ'সব তোমরা সত্যযুগ- ত্রেতাতে পড়তে না। সেখানে ছিলোই না। তোমরা এই নলেজ ভুলে যাও, আবার গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র কোথা থেকে এলো ? যারা গীতা শুনে এই পদ প্রাপ্ত করেছে তারাই জানে না তো আবার অন্যেরা কি করে জানতে পারবে ? দেবতারাও জানতে পারে না। আমরা মানুষ থেকে দেবতা কীভাবে হলাম। সেই পুরুষার্থের পাটই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তোমাদের প্রালব্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানে এই নলেজ হতে পারে কি করে। বাবা বুঝিয়েছেন এই নলেজ তোমাদের আবার প্রাপ্ত হচ্ছে, পূর্ব কল্পের ন্যায়। তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে প্রালব্ধ দেওয়া হয়। সেখানে আবার তো দুর্গতি থাকেই না। তাই জ্ঞানের কথাও তো উঠতে পারে না। জ্ঞান হলোই সঙ্গতি প্রাপ্ত করার জন্য। সেটা দিতে পারেন একমাত্র বাবা। সঙ্গতি আর দুর্গতি শব্দ এইখান থেকেই বের হয়। ভারতবাসীই সঙ্গতি প্রাপ্ত করে। মনে করা হয় হেভেনলী গড ফাদার হেভেন রচনা করেছিলেন। কবে রচনা করেছিলেন ? এর কিছুই জানা নেই। শাস্ত্রে লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদের আবার নলেজ দিচ্ছি আবার এই নলেজ শেষ হয়ে যাবে তো ভক্তি শুরু হবে। অর্ধ কল্প হলো জ্ঞান, অর্ধ কল্প হলো ভক্তি। এটাও কেউ জানে না। সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর দিয়ে দিয়েছে। তবে জানবে কি করে। ৫ হাজার বছরের কথাও ভুলে গিয়েছে। তো লক্ষ বছরের কথা জানবে কি করে।

কিছুই বোঝে না। বাবা কতো সহজে বোঝান। কল্পের আয়ু হলো ৫ হাজার বছর। যুগই হলো ৪ টে। চারটির ইকুয়াল টাইম অর্থাৎ সমান সময় হলো ১২৫০ বছর। এইটা হলো ব্রাহ্মণদের মিডগেট (বামন) যুগ। খুবই ছোটো ওই ৪ যুগের থেকে। তাই বাবা আলাদা আলাদা রীতিতে নূতন নূতন পয়েন্টস্ সহজ ভাবে বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন। ধারণা করতে হবে তোমাদের। পরিশ্রম তোমাদের করতে হবে। ড্রামা অনুসারে যা বুঝিয়ে এসেছি সেই পার্ট চলে এসেছে। যা বলার ছিলো সেটাই আজ বলছি। ইমার্জ হতে থাকছে। তোমরা শুনে যাচ্ছে। তোমাদেরই ধারণা করতে আর করাতে হবে। আমার তো ধারণা করতে হবে না। তোমাদের শোনাই, ধারণা করাই। আমি আত্মার মধ্যে পার্ট রয়েছে পতিতকে পবিত্র করে তোলার। যারা পূর্ব কল্পে বুঝিয়েছিলাম সেগুলোই পুনরায় বলার জন্য আসছে। আমি প্রথম দিকে জানতাম না যে কি শোনাব। যদিও এঁনার সোল বিচার সাগর মন্থন করে থাকে। ইনি বিচার সাগর মন্থন করে শোনান না বাবা শোনান-- এইটা হলো বড়ই রহস্যজনক ব্যাপার, এর জন্য ব্রেণ খুবই ভালো চাই। যারা সার্ভিসে তৎপর হবে তাদেরই বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকবে।

বাস্তবে কন্যারা বন্ধন-মুক্ত হয়। তারা এই আধ্যাত্মিক পার্ট পড়তে শুরু করে দেয়, বন্ধন তো কিছু নেই। কুমারীরা ভালো ভাবে তুলে নিতে পারে, তাদেরকেই পড়তে আর পড়াতে হবে। ওদের উপার্জনের দরকার নেই। কুমারীরা যদি ভালো করে এই নলেজ বুঝতে পারে তো সবচেয়ে ভালো হয়। সেন্সিবেল হলে তো ব্যাস্- এই আধ্যাত্মিক উপার্জনে লেগে যায়। কেউ তো শখ করে লৌকিক পড়া পড়তে থাকে। বোঝানো হয়ে থাকে-- এতে কোনো লাভ নেই। তোমরা এই রুহানী পার্ট পড়ে সার্ভিসে লেগে পড়ো। সেই পড়া তো কোনো কাজের না। পড়ে নিয়ে চলে যায় গৃহস্থ ব্যবহারে। গৃহস্থী মাতা হয়ে যায়। কন্যাদের তো এই নলেজে লেগে পড়া উচিত। প্রতি পদে শ্রীমত অনুসরণ করে চলে ধারণাতে লেগে পড়তে হবে। মাশ্বা প্রথমদিকে এসেছেন আর তারপর এই অধ্যয়ণ শুরু করে দিয়েছেন, কতো কুমারীরা তো হারিয়ে গিয়েছে। কুমারীদের চান্স (সুযোগ) হলো ভালো। শ্রীমত অনুযায়ী চললে খুবই ফাস্ট ক্লাস হবে। এইটা শ্রীমত না শ্রেষ্ঠ মত না ব্রহ্মা বাবার মত-- এতে মুশরে পড়ে। তবুও তো এটা বাবারই রথ, তাই না! এঁনার দ্বারা কিছু ভুল হয়ে গেলে, তোমরা শ্রীমতে চলতে থাকলে তো সেটা নিজে থেকেই ঠিক করে দেবেন। শ্রীমত প্রাপ্তও হবে এখন এঁনার দ্বারা। সর্বদা মনে রাখতে হবে শ্রীমত প্রাপ্ত হলে আবার যা কিছুই হোক-- রেসপন্সিবল শিব বাবা থাকেন। এঁনার দ্বারা কিছু হলে, বাবা বলেন আমি রেসপন্সিবল। ড্রামাতে এই রহস্য নির্ধারিত হয়ে আছে। এঁনাকেও (ব্রহ্মা বাবাকে) সংশোধন করতে পারেন। বাবা যে তিনি! বাপদাদা দুইজন একত্রে রয়েছেন, তাই বিভ্রান্ত হয়ে যায়। বুঝতে পারে না শিববাবা বলছেন না ব্রহ্মা বাবা। যদি মনে করো শিববাবাই মত দেন তো অনড় থেকে। শিববাবা যা বোঝান সেটা রাইটই হয়। তোমরা বলে থাকো, বাবা আপনিই আমাদের বাবা-টিচার-গুরু। তাই শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হয়, তাই না! তিনি যা বলেন সেই অনুযায়ী চলো। সর্বদা মনে করো শিববাবা বলেন-- তিনি হলেন কল্যাণকারী, এঁনার(ব্রহ্মা) রেসপন্সিবিলাটিও ওঁনার(শিববাবার) উপর। ওঁনার রথ যে তিনি! বিভ্রান্ত কেন হও - জানি না এইটা ব্রহ্মার রায় না শিববাবার? তোমরা কেন বোঝো না শিববাবাই বোঝান। শ্রীমত যা বলবে সেইটা করতে থাকো। অন্যের মতে তোমরা আসছেই বা কেন। শ্রীমত অনুযায়ী চললে কখনো সংশয় আসবে না। কিন্তু চলতে পারো না, তাই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। বাবা বলেন তোমরা শ্রীমতের উপর নিশ্চয় (দৃঢ় বিশ্বাস) রাখলে আমি রেসপন্সিবল হবো। তোমরা যদি সুনিশ্চিত না হতে পারো তবে আমিও রেসপন্সিবল হবো না। সবসময় মনে করো শ্রীমত অনুযায়ী চলতেই হবে। তিনি যা বলছেন, চাই ভালোবাসো, চাই মারো-- এই গায়ন ওনার উদ্দেশ্যই রয়েছে। এতে পদাঘাত ইত্যাদি করার তো কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু কারোর বিশ্বাস জাগানোই হলো খুব মুশকিল। সম্পূর্ণ নিশ্চয় (সুনিশ্চিত) হয়ে গেলে তো কর্মভীত অবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু সেই অবস্থা আসতেই টাইম চাই। সেইটা হবে শেষে, এতে অটল বিশ্বাস থাকা চাই। শিববাবার দ্বারা তো কখনো কোনো ভুল হতে পারে না, এঁনার (ব্রহ্মা) দ্বারা হতে পারে। এই দুই জন হলেন একত্রিত। কিন্তু তোমাদের নিশ্চয়ও রাখতে হবে-- শিববাবা বোঝান, সেই অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। তো বাবার শ্রীমত মনে করে চলতে থাকো। তখন উল্টোও সোজা হয়ে যাবে, কোথাও মিস্ আন্ডারস্ট্যান্ডিংও হয়ে যায়। শিববাবা আর ব্রহ্মা বাবার মুরলীও খুব ভালো করে বুঝতে হয়। বাবা বলেছেন না ইনি বলেছেন। এমন না যে ব্রহ্মা বলেনই না। কিন্তু বাবা বুঝিয়েছেন--আচ্ছা, মনে করো এই ব্রহ্মা কিছুই জানে না, শিববাবাই সবকিছু শোনান। শিববাবার রথকেও স্নান করাই, শিববাবার ভান্ডারাতে সার্ভিস করি-- এইটা স্মরণে থাকলে সেটাও ভালো। শিববাবার স্মরণে থেকে যা কিছুই করবে খুবই জোরালো হবে। মুখ্য ব্যাপার হলোই শিববাবাকে স্মরণ করার মধ্যে। অল্ফ আর বে। বাকি হলো ডিটেল।

বাবা যা বোঝান তার উপর অ্যাটেনশনের দিতে হবে। বাবা হলেন পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর যে না। তিনিই পতিত শূদ্রকে এসে ব্রাহ্মণ করেন। ব্রাহ্মণকেই পবিত্র করেন, শূদ্রকে পবিত্র করেন না, এই সব কথা কোনো ভগবত ইত্যাদিতে নেই।

কিছু-কিছু শব্দ আছে। মানুষের তো এটাও জানা নেই যে রাধা-কৃষ্ণই হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। মুখের পড়ে। দেবতারা তো হলোই সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী। লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টি (রাজত্ব), সীতা-রামের ডিনায়েস্টি। বাবা বলেন ভারতবাসী সুইট চিলড্রেন স্মরণ করো, লক্ষ বছরের তো ব্যাপার নেই। কালকের ব্যাপার। তোমাদের রাজ্য দিয়েছিলাম। এতো অপরিসীম ধন-দৌলত দিয়েছি। বাবা তোমাদের সমগ্র বিশ্বের মালিক করেছেন, আর কোনো দেশ বা ভূমি ছিলো না, তবে তোমাদের কি হলো! বিদ্বান, আচার্য, পণ্ডিত কেউই এই কথাটি জানে না। একমাত্র বাবা বলেন- আরে, ভারতবাসীগণ, তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য দিয়েছিলাম তো। তোমরাও বলবে শিববাবা বলছেন- তোমাদের এতো ধন দিয়েছি, তোমরা আবার কোথায় হারিয়ে ফেলছো! বাবার উত্তরাধিকার কতোই জোরালো। বাবা জিজ্ঞাসা করেন না কি বাবা চলে গেলে বন্ধু- পরিজন জিজ্ঞাসা করে। বাবা তোমাদের এতো পয়সা দিয়েছিলেন- সব কোথায় হারিয়ে গেল! ইনি তো হলেন অসীম জগতের পিতা। বাবা কড়া থেকে হীরে তুল্য করেছেন। এতো রাজ্য দিয়েছে আবার পয়সা কোথায় গেল? তোমরা কি জবাব দেবে? কারোরই বোধগম্য হয় না। তোমরা মনে করো বাবা ঠিক জিজ্ঞাসা করেন- এতো কাঙাল কি করে হলে! প্রথমে সবকিছু সতোপ্রধান ছিলো, তারপর কলা ক্রমশ কম হতে থাকে তো সব কিছু কম হয়ে যায়। সত্যযুগে তো সতোপ্রধান ছিলো, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো। রাধা-কৃষ্ণর থেকে লক্ষ্মী-নারায়ণের নাম বেশী। ওনাদের কোনো গ্লানি লেখা হয়নি আর সকলের জন্য নিন্দা লেখা হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বে কোনো দৈত্য ইত্যাদিকে বলা হয় না। তো এই সব কথা বোঝার আছে। বাবা জ্ঞান ধন্যবাদ দ্বারা ঝুলি ভরে দেন। বাবা বলেন বাচ্চারা এই মায়া থেকে সাবধান থাকো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১। সেন্সিবেল হয়ে সত্যিকারের সেবাতে লিপ্ত থাকতে হবে। জবাব দেওয়ার জন্য এক বাবা আছেন, সেইজন্য শ্রীমতের প্রতি সংশয় রাখতে নেই। বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে।

২। বিচার সাগর মন্থন করে বাবার বোঝানো প্রতিটি ব্যাপারে অ্যাটেনশন দিতে হবে। স্বয়ং জ্ঞান ধারণ করে অপরকে শোনাতে হবে।

বরদান:- নিজের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব
যে কোনো ব্যাপারে স্পষ্ট করার জন্য অনেক ধরনের প্রমাণ দেওয়া হয়। কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ যাই হবে, যার হবে তার স্মৃতিতে থাকতে হবে। যে বাচ্চারা নিজের যথার্থ বা অনাদি স্বরূপে স্থির থাকে তারাই বাবাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য নিমিত্ত হয়। তাদের ভাগ্য দেখে, যারা ভাগ্য তৈরী করে তাদের স্মরণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই আসে।

স্লোগান:- নিজের করুণার দৃষ্টি দ্বারা প্রতিটি আত্মাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম যে, সেই হলো পুণ্য আত্মা।

"ব্রাহ্মণ জীবনের শৃঙ্গার - 'পবিত্রতা'"

আজ বাপদাদা বিশ্বের চারিদিকে তাঁর বিশেষ ভবিষ্যৎ দেবতা হতে যাওয়া পূজ্য বাচ্চাদেরকে দেখছেন। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে কতো অল্প অমূল্য রত্ন পূজনীয় হয়েছে ! পূজনীয় আত্মারাই বিশ্বের কাছে সমগ্র বিশ্বের নূর অর্থাৎ আলো হয়ে ওঠে। যেমন এই শরীরে (চোখে) যদি আলো না থাকে তবে তার কাছে দুনিয়াও নেই (অন্ধকার), তেমনই বিশ্বের মধ্যে পূজনীয় জগতের আলো তোমরা বাচ্চারা না থাকলে এই বিশ্বেরও কোনো মহত্ব নেই। স্বর্ণ যুগ বা আদি যুগ বা সত্যপ্রধান যুগ, নতুন জগৎ সংসার তোমাদের, বিশেষ আত্মাদের দ্বারাই সূচনা হয়। তোমরা হলে নতুন বিশ্বের আধার মূর্তি, পূজনীয় আত্মা। তাহলে তোমরা আত্মাদের কতখানি মহত্ব ! তোমরা পূজ্য আত্মারা হলে জগৎ সংসারের জন্য নতুন আলো। তোমাদের উত্তরণ (চড়তি কলা) কলা বিশ্বকে শ্রেষ্ঠ কলাতে নিয়ে যাওয়ার নিমিত্ত হয়ে থাকে। তোমরা পতনের কলায় এলে তখন বিশ্ব সংসারেরও পতনের কলা হয়। এত মহান আর মহত্ব সম্পন্ন আত্মা তোমরা !

আজ বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন। ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ পূজ্য হওয়া, কেননা ব্রাহ্মণই দেবতা হয় আর দেবতা অর্থাৎ পূজনীয়। সব দেবতা পূজনীয় তো হয়ই তবুও নম্বর অনুক্রম তো অবশ্যই আছে। কোনো কোনো দেবতাদের পূজা বিধিসম্মত আর নিয়মিত ভাবে করা হয়ে থাকে, কারো কারো সকল কর্মের পূজা হয় না। কারো কারো বিধি সম্মতভাবে প্রতিদিন শৃঙ্গার (সুসজ্জিত করা হয়) হয়, আবার কারো শৃঙ্গার প্রতিদিন হয় না, উপর উপর একটু আধটু সাজানো হয় কিন্তু বিধি সম্মতভাবে হয় না। কারও সামনে সব সময় কীর্তন হয়, কারো সামনে কখনো কখনো হয়। এই সব কিছুই কারণ কী ? ব্রাহ্মণ তো সকলকেই বলা হবে, জ্ঞান - যোগের পাঠও সবাই পড়ছে, তবুও এত প্রভেদ কেন ? ধারণা করার বিষয়ে প্রভেদ থেকে যাচ্ছে। তবুও বিশেষ বিশেষ কোন্ কোন্ ধারণা গুলির আধারে নম্বর ওয়ান হয়ে থাকে, জানো তোমরা ?

পূজনীয় হওয়ার বিশেষ আধার হল পবিত্রতা। সর্ব প্রকারের পবিত্রতা তোমরা যত গ্রহণ করতে থাকো, ততই তোমরা সর্ব প্রকারে পূজনীয় হয়ে যাও আর যারা নিরন্তর বিধিসম্মত ভাবে আদি, অনাদি বিশেষ গুণের রূপের দ্বারা পবিত্রতাকে সহজেই গ্রহণ করে থাকে, তারাই বিধিসম্মতভাবে পূজ্য হয়। সর্ব প্রকারের পবিত্রতা কী ? যে আত্মারা সহজে, স্বতঃতই প্রতিটি সংকল্পে, বাণীতে, কর্মে সর্ব অর্থাৎ জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী, সকলের সাথে সম্পর্কে সদা পবিত্র বৃত্তি, দৃষ্টি, ভাইব্রেশনের দ্বারা যথার্থ সম্বন্ধ - সম্পর্কে পালন করে থাকে - তাকেই বলা হয় সর্ব প্রকারের পবিত্রতা। স্বপ্নেও নিজের প্রতি কিম্বা অন্য আত্মাদের প্রতি সকল প্রকারের পবিত্রতার মধ্যে যেন কোনো প্রকারের অভাব না থাকে। মনে করো স্বপ্নেও যদি ব্রহ্মচর্য খন্ডিত হয় বা কোনো আত্মার প্রতি কোনো প্রকারের ঈর্ষা, আবেগের বশে কর্ম করা হয় বা মুখের বোলের রূপে নির্গত হয়, ক্রোধের অংশ রূপেও ব্যবহৃত হয়, একেও পবিত্রতার খন্ডন হওয়া মানা হবে। ভাবো, যদি স্বপ্নেও প্রভাব পড়ে, তবে সাকারে করে থাকা কর্মের প্রভাব কতখানি হবে ! সেইজন্য খন্ডিত মূর্তি কখনো পূজিত হয় না। খন্ডিত মূর্তি মন্দিরে থাকে না, আজকালকার মিউজিয়ামে থাকে। সেখানে ভক্তরা আসে না। কেবল এটাই বিখ্যাত যে, সেখানে অনেক পুরানো মূর্তি আছে, এইটুকুই। স্থূল অঙ্গ গুলি খন্ডিত হওয়ায় তারা খন্ডিত বলে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কোনো প্রকারের পবিত্রতা যদি খন্ডিত হয়, তবে তা পূজ্য পদ থেকে খন্ডিত হয়ে যায়। এইভাবে চার প্রকারের পবিত্রতা যদি খন্ডিত হয়ে যায়, তবে তো সে পূজ্য পদ থেকে খন্ডিত হয়ে গেল। এইরূপে চার প্রকারের পবিত্রতা বিধি সম্মতভাবে যদি বজায় থাকে, তবে পূজাও বিধি সম্মতভাবেই হবে।

মন - বাণী - কর্ম (কর্মের মধ্যে সম্বন্ধ - সম্পর্ক এসে যাবে) আর স্বপ্নেও পবিত্র - একে বলা হয় 'সম্পূর্ণ পবিত্রতা'। কিছু বাচ্চা অসাবধানতার কারণে, হয় বড়দের নয়তো ছোটদের এই কথা বলে সাথে এগিয়ে চলার চেষ্টা করে যে "আমার ভাব খুব ভালো, কিন্তু মুখ থেকে (বোল) বেরিয়ে গেছে অথবা আমার এইম্ (লক্ষ্য) এইরকম ছিল না, কিন্তু হয়ে গেছে, অথবা বলে- হাসি-ঠাট্টায় বলেছি অথবা করে ফেলেছি। এটাও চালিয়ে নেওয়া, সেইজন্য পূজাও কোনো রকমেই হয়। এই টিলেটালভাব সম্পূর্ণ পূজ্য স্থিতিকে নম্বর অনুক্রমে নিয়ে আসে। এও অপবিত্রতার খাতায় জমা হয়ে যায়। তোমাদের বলা হয়েছিল না যে পূজ্য, পবিত্র আত্মাদের লক্ষণ এটাই যে তাদের চার ধরনের পবিত্রতা স্বাভাবিক, সহজ আর সদা হবে। এই ব্যাপারে তাদের ভাবনার প্রয়োজন হবে না, কিন্তু পবিত্রতার ধারণা নিজে থেকেই তাদের সঙ্কল্প, বোল, কর্ম আর স্বপ্ন যথার্থ বানায়। যথার্থ অর্থাৎ এক তো যুক্তিযুক্ত, দ্বিতীয়তঃ, যথার্থ অর্থাৎ প্রতিটা সঙ্কল্পে অর্থ থাকবে ; তা অর্থবিহীন হবে না। তোমরা এইরকম

বলবে না যে আমি এমনিই বলে দিয়েছি, বের হয়ে গেছে, করে ফেলেছি, হয়ে গেছে ! এমন পবিত্র আত্মা সদা সব কর্মে অর্থাৎ দিনচর্যায় যথার্থ যুক্তিযুক্ত থাকে । সেইজন্য তাদের প্রতিটা কর্মের পূজাও হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ দিনচর্যার পূজা হয় । জেগে ওঠার সময় থেকে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্মের দর্শন হয় ।

ব্রাহ্মণ জীবনের জন্য তৈরি হওয়া দিনলিপি অনুসারে কোনও কর্ম যদি যথার্থ না করা হয়, তাহলে তারতম্য হওয়ার কারণে পূজাতেও তারতম্য হবে । মনে করো, অমৃতবেলায় ওঠার দিনলিপি অনুযায়ী কেউ যদি বিধিপূর্বক না চলে তখন তাদের পূজাতে পূজারীও বিধিতে কম-বেশি করে অর্থাৎ পূজারীও সময়মতো উঠে পূজা করবে না, তারা তাদের সময়মতো এসে পূজা করবে অথবা অমৃতবেলায় জাগ্রত স্থিতিতে অনুভব করে না, বাধ্যবাধকতায় বা অলসতায় বসে তাহলে পূজারীও বাধ্য হয়ে অথবা অলসতার সাথে পূজা করবে, বিধিসম্মত ভাবে পূজা করবে না । এইরকম প্রত্যেক দিনচর্যার কর্মের প্রভাব পূজনীয় হওয়াতে প্রভাব ফেলে । বিধিসম্মত ভাবে না চলা, দিনচর্যার কোনও ক্রিয়ায় উপর-নিচে হওয়া - এও অপবিত্রতার অংশ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, কারণ আলস্য আর টিলেঢালা ভাবও বিকার । যা যথার্থ কর্ম নয় সেটাই বিকার । অতএব, সেটা অপবিত্রতার অংশ, তাই না ! এই কারণে পূজ্য পদে নম্বর অনুক্রম হয়ে যায় । তাহলে ফাউন্ডেশন কি ? পবিত্রতা ।

পবিত্রতার ধারণা অতি সূক্ষ্ম । পবিত্রতার আধারেই কর্মের বিধি আর গতির আধার । পবিত্রতা শুধু স্থূল ব্যাপার নয় । ব্রহ্মচারী হওয়া অথবা নির্মোহ থাকা - শুধু একেই পবিত্রতা বলা হবে না, পবিত্রতা ব্রাহ্মণ জীবনের শৃঙ্গার (সজ্জা) । সুতরাং সবসময় তোমাদের মুখ ও আচরণ থেকে পবিত্রতার শৃঙ্গারের অনুভূতি অন্যদেরও হোক । তোমাদের দৃষ্টিতে, মুখে, হাতে, চরণে সদা পবিত্রতার শৃঙ্গার প্রত্যক্ষ হোক । তোমাদের মুখের দিকে কেউ যদি দেখে তো তোমাদের ফিচার্স দ্বারা তার যেন পবিত্রতা অনুভূত হয় । তারা যেমন অন্য ধরনের ফিচার্স সম্বন্ধে বর্ণন করে, ঠিক সেভাবেই যেন এটা বর্ণন করে যে এদের ফিচার্স থেকে পবিত্রতা প্রতীয়মান হয়, নয়নে পবিত্রতার ঝলক আর মুখে পবিত্রতার স্মিতহাসি । আর কোনও বিষয় যেন তাদের নজরে না আসে । একে বলে, পবিত্রতার শৃঙ্গারে সুসজ্জিত মূর্তি । বুঝেছ ? পবিত্রতার গভীরতা তো আরও বেশি, পরে এই বিষয়ে তোমরা আরও শুনবে । কর্মের গতি যেমন অতি গহীন, পবিত্রতার পরিভাষাও অতি গহীন আর পবিত্রতাই ফাউন্ডেশন । আচ্ছা ।

আজ, গুজরাট থেকে তারা আগত । যারা গুজরাটের তারা সদা হালকা হয়ে নাচছে, গাইছে । তাদের শরীর যতই ভারী হোক না কেন তারা হালকা হয়ে নাচে । গুজরাটের বিশেষত্ব হলো, সদা হালকা থাকা, সদা খুশিতে নাচতে থাকা আর বাবার এবং তাদের প্রাপ্তির গীত গাইতে থাকা । শৈশব থেকেই তারা ভালো নাচ-গান করে । ব্রাহ্মণ জীবনে তোমরা কী করো ? ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ আনন্দময় জীবন । যখন তোমরা গরবা-রাস করো তখন তোমরা আনন্দে মেতে ওঠো, তাই না ! যদি তন্ময় না হও, তাহলে বেশি করতে পারবে না । আনন্দ-উল্লাসে ক্লাস্তি হয় না, অক্লান্ত হয়ে যায় । সুতরাং ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ সদা খুশিময় জীবনে থাকার জীবন, সেটা হলো স্থূল আনন্দ আর ব্রাহ্মণ জীবনে মনের আনন্দ । মনকে সদা আনন্দে নাচতে গাইতে দাও । সে'সব লোকে হালকা হয়ে নাচ-গানে অভ্যস্ত । সেইজন্য ব্রাহ্মণ জীবনেও এদের ডবল লাইট (হালকা) হতে কঠিন লাগে না । সুতরাং গুজরাট অর্থাৎ যারা সদা হালকা থাকায় অভ্যস্ত, যারা সদা বরদানী । তাইতো সমগ্র গুজরাটের বরদান প্রাপ্ত হয়েছে - ডবল লাইট । তোমরা মুরলী দ্বারাও বরদান লাভ করো, তাই না !

তোমাদের বলা হয়েছিল যে তোমাদের এই দুনিয়ায় সবকিছু যথাশক্তি অর্থাৎ ধারণক্ষমতা অনুযায়ী যথা সময়ে হয় । যথা আর তথা অর্থাৎ যেরূপ-সেরূপ । আর বতনে তো যথা-তথার ভাষাই নেই । এখানে তো দিনেরও আর রাতেরও বিবেচনা করতে হয় । ওখানে না দিন আছে, না রাত ; না সূর্য উদয় হয়, না চন্দ্রমা । দুইয়েরই উর্ধ্বে । ওখানেই তো যেতে হবে, তাই না ! বাচ্চারা মনখোলা ও অন্তরঙ্গ আলোচনায় (রুহ-রিহান) তোমরা জিজ্ঞাসা করেছ কখন ? বাপদাদা উত্তর দিয়েছেন, যদি তোমরা সবাই বলো যে তোমরা প্রস্তুত তো তখনই বাপদাদা করে নেবেন । তখন তো আর 'কখন' এর প্রশ্নই নেই । 'কখন' তত্ত্বগণই, যত্বগণ না সম্পূর্ণ মালা তৈরি হয় । এখন যদি নাম বের করতে বসো তো ১০৮-এর মালাতে কারও নাম যুক্ত করতে তোমাদের ভাবতে হবে । এখন, ১০৮-এর মালাতেও ১০৮ নাম প্রত্যেকের একই দেওয়া উচিত ; নয়তো, বিভিন্ন রকম হয়ে যাবে । বাপদাদা তো এই মুহূর্তে তালি বাজাবেন আর তৎক্ষণাৎ সবকিছু শুরু হয়ে যাবে - একদিকে প্রকৃতি, একদিকে মানুষজন । দেরি আর কীসের লাগবে ! কিন্তু বাবার সব বাচ্চার প্রতি স্নেহ আছে, বাবা হাত ধরবেন, তবে তো তোমরা তাঁর সাথে যেতে পারবে ! তাঁর হাতে হাত রাখা অর্থাৎ সমান হওয়া । তোমরা বলবে - সবাই সমান হবে না, অথবা সবাই নম্বর ওয়ান হবে না । কিন্তু নম্বর ওয়ানের অনুগামী নম্বর টু হবে । আচ্ছা, বাবা সমান হয়নি কিন্তু নম্বর ওয়ান দানার সমান তো হবে ! তৃতীয়, দ্বিতীয় দানার মতো দানা হবে । চতুর্থ তিনের সমান হবে । অন্ততঃ এইভাবে তো

তারা সমান হোক, তাহলে পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি এলেই মালা তৈরি হয়ে যাবে। এইরকম স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছানো অর্থাৎ বাবা সমান হওয়া। ১০৮তম দানা ১০৭তম দানার সাথে একইরকম তো হবে, তাই না ! তাদের মতো বিশেষত্বও যদি পরস্পরের মধ্যে এসে যায় মালা তৈরি হয়ে যাবে। নম্বর অনুক্রম হতেই হবে। বুঝেছ ? বাবা তো বলেন - কেউ কি আছে এখন যে গ্যারান্টি দিয়ে বলবে 'হ্যাঁ সবাই প্রস্তুত রয়েছে ?' বাপদাদার তো লাগবে মাত্র এক সেকেন্ড। তোমাদের তো দৃশ্য দেখাতেন, তাই না যে বাপদাদা তালি বাজাবেন আর পরীরা আসবে। আচ্ছা।

চারিদিকের পরম পূজ্য শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সবারকম সম্পূর্ণ পবিত্রতার লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া তীব্র পুরুষার্থী আত্মাদের, সদা সব কর্ম বিধিসম্মত ভাবে করে, এমন সিদ্ধিস্বরূপ আত্মাদের, সদা সবসময় পবিত্রতার শৃঙ্গারে সজ্জিত বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্নেহ-

সম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ স্বীকার হোক।

পাটিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

(১) বিশ্বের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করো নিজেদেরকে ? সারা বিশ্ব সেই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের জন্য জোরে জোরে ডাকছে, যেন তাদের ভাগ্য খুলে যায় ... তোমাদের ভাগ্য তো খুলে গেছে। এর থেকে বড় খুশির ব্যাপার আর কী হবে ! ভাগ্যবিধাতাই আমার বাবা - এমন নেশা আছে না ! যার বাবাই ভাগ্যবিধাতা তার ভাগ্য কী ধরনের হবে ! এর থেকে বড় ভাগ্য কিছু হতে পারে ? সুতরাং সদা যেন এই খুশি থাকে যে ভাগ্য তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। বাবার কাছে যা প্রাপ্তি থাকে, বাচ্চারা তার অধিকারী হয়। তাহলে ভাগ্যবিধাতার কাছে কী আছে ? ভাগ্যের ভান্ডার। সেই ভাণ্ডারের উপরে এখন তোমাদের অধিকার। সুতরাং সদাসর্বদা 'বাহ আমার ভাগ্য আর আমার ভাগ্যবিধাতা বাবা !' - এই গীত গাইতে গাইতে খুশিতে উড়তে থাকো। যার ভাগ্য এত শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে তার আর কী প্রয়োজন ? তোমাদের ভাগ্যে সবকিছু যুক্ত হয়েছে। ভাগ্যবানের কাছে তন-মন-ধন-জন সবকিছু থাকে। শ্রেষ্ঠ ভাগ্য অর্থাৎ অপ্রাপ্ত কোনও বস্তু নেই। কোনও অপ্রাপ্তি আছে ? ভালো বাড়ী চাই, ভালো কার (গাড়ি) চাই ...না। মনের খুশি যার প্রাপ্ত হয়েছে, তার সর্ব প্রাপ্তি হয়ে গেছে। শুধু কার নয়, বরং কারুণ্যের ভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে ! অপ্রাপ্ত কোনও বস্তুই নেই। তোমরা এমনই ভাগ্যবান ! বিনাশী ইচ্ছা রেখে কী করবে ? যা আজ আছে, কাল তা' নেই - তাহলে সে'সবের জন্য কোনও ইচ্ছা কেন রাখবে ! সেইজন্য সদা অবিনাশী ভান্ডারের খুশিতে থাকো, যা এখনও আছে আর সাথেও যাবে। এই বাড়ী, কার বা অর্থ সঙ্গে যাবে না। কিন্তু এই অবিনাশী ভান্ডার অনেক জন্ম সঙ্গে থাকবে। কেউ কেড়ে নিতে পারে না, কেউ লুট করে নিতে পারে না। তোমরা নিজেরাও অমর হয়ে গেছ আর অবিনাশী খাজানাও প্রাপ্ত হয়েছে ! জন্ম জন্ম এই শ্রেষ্ঠ প্রালব্ধ সঙ্গে থাকবে। কতো বড় ভাগ্য ! যেখানে কোনও ইচ্ছা নেই, ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা - এইরকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ভাগ্যবিধাতা বাবা দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে গেছে।

(২) নিজেদেরকে বাবার কাছাকাছি থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করো ? তোমরা এখন বাবার হয়ে গেছ, এই খুশি তোমাদের সদা থাকে ? দুঃখের দুনিয়া থেকে বেরিয়ে সুখের সংসারে এসে গেছ। দুনিয়া দুঃখে চিৎকার করছে আর তোমরা সুখের সংসারে, সুখের দোলায় দুলছ। কতো প্রভেদ ! দুনিয়া খুঁজে যাচ্ছে আর তোমরা মিলন উদযাপন করছ। সুতরাং সদা নিজের সর্বপ্রাপ্তিকে দেখে উৎফুল্ল থাক। কী কী প্রাপ্তি হয়েছে, তার লিস্ট যদি বের করো তাহলে লিস্ট অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। কী কী লাভ করেছে তোমরা ? যখন শরীরের খুশি থাকে, তখন শরীর সুস্থ ; মন শান্তি লাভ করে তো শান্তি মনের বিশেষত্ব আর ধনে এত শক্তি থাকে যে ডাল-রুটি ৩৬ রকম খাবারের সমান অনুভব হবে। ঐশ্বরীয় স্মরণে ডাল-রুটিও কতো শ্রেষ্ঠ মনে হয় ! দুনিয়ার যদি ৩৬ রকম থাকে আর তোমাদের শুধু ডাল-রুটি, তাহলে শ্রেষ্ঠ কোনটা হবে ? ডাল-রুটি ভালো, তাই না ! কারণ সেটা প্রসাদ তথা পবিত্র আহার। যখন ভোজন বানাও তো স্মরণে বানাও, স্মরণে খাও, সুতরাং প্রসাদ তো হয়েই গেল ! প্রসাদের মহত্ব আছে। তোমরা সবাই রোজ প্রসাদ খাও। প্রসাদে কতো শক্তি থাকে ! সুতরাং তন, মন, ধন সবকিছুতে কতো শক্তি এসে গেছে, সেইজন্য বলা হয় - ব্রাহ্মণের ভাণ্ডারে কোনও বস্তু অপ্রাপ্ত নয়। সুতরাং সদা এই সকল প্রাপ্তি সামনে রেখে খুশি থাকো, উৎফুল্ল থাকো, আচ্ছা।

বরদান:- কর্ম দ্বারা সর্বগুণ দান করে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব

যে বাচ্চারা কর্ম দ্বারা গুণের দান করে তাদের আচরণ এবং মুখ উভয়ই ফরিস্তার মতো প্রতীয়মান হয়। তাদের ডবল লাইট অর্থাৎ প্রকাশময় এবং হালকা ভাবের অনুভূত হয়। তাদের কোনরকম ভার উপলব্ধি হয় না। প্রতিটা কর্মে সহায়তার অনুভূতি হয়, যেন কোনও শক্তি চালনা করছে। সব কর্ম দ্বারা মহাদানী

হওয়ার কারণে তাদের সকলের থেকে আশীর্বাদ এবং সকলের থেকে বরদান প্রাপ্তির অনুভব হয়।
স্লোগান:- সেবায় সফলতার নক্ষত্র হও, দুর্বল নয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার শ্রীমতের দ্বারা তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হও, তাহলে ঔঁনার শ্রীমতের শাস্ত্র হলো সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা"

*প্রশ্ন:- সত্যযুগে প্রতিটি বস্তু ভালোর থেকেও ভাল (অত্যন্ত ভাল) হয় কেন ?

*উত্তর:- কারণ ওখানে মানুষ সতোপ্রধান, যখন মানুষ ভালো তখন জিনিসপত্রও ভালো আর মানুষ খারাপ তো জিনিসপত্রও ক্ষতিকারক হয়। সতোপ্রধান সৃষ্টিতে কোনও বস্তুই অপ্রাপ্ত নয়, কোনও জিনিসই কারোর কাছে চাইতে হয় না।

ওম্ শান্তি । বাবা এই শরীরের মাধ্যমে পড়ান। একে জীব বলা হয়, এর মধ্যে আত্মাও রয়েছে। আর বাচ্চারা, তোমরাও জানো পরমপিতা পরমাত্মাও ঔঁনার মধ্যেই রয়েছেন। সর্বপ্রথমে এ তো পাকা হওয়া উচিত, সেইজন্য ঔঁনাকে দাদাও বলা হয়। এ নিশ্চয় তো বাচ্চাদের রয়েছে। এই নিশ্চয়ের মধ্যেই বিচরণ করতে হবে। বরাবর বাবা যাঁর মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বা অবতরিত হয়েছেন তাঁর উদ্দেশ্যে বাবা স্বয়ং বলেন -- আমি ঔঁনার অনেক জন্মের অন্তরও অন্তিম লগ্নে আসি। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, এ হলো সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি গীতার জ্ঞান। শ্রীমত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত। সর্বশ্রেষ্ঠ মত হলো সর্বোচ্চ ভগবানের। যাঁর শ্রীমতের মাধ্যমে তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়ে যাও। তোমরা ব্রহ্ম মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা হও। তোমরা আসোই সেইজন্য। বাবাও স্বয়ং বলেন যে -- আমি আসি তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী, নির্বিকারী মতসম্পন্ন দেবী-দেবতায় পরিণত করতে। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার অর্থও বুঝতে হবে। বিকারী মানুষ থেকে নির্বিকারী দেবতায় পরিণত করতে আসেন। সত্যযুগেও মানুষ থাকে কিন্তু তারা দৈবী-গুণসম্পন্ন। এখন কলিযুগে হলো আসুরীক-গুণসম্পন্ন। এ হলোই সমগ্র মনুষ্য-সৃষ্টি কিন্তু ওটা হলো ঈশ্বরীয় বুদ্ধি আর এটা হলো আসুরীক বুদ্ধি। ওখানে জ্ঞান, এখানে ভক্তি। জ্ঞান আর ভক্তি হলো আলাদা-আলাদা রকমের, তাই না! ভক্তির বইপত্র কত, আর জ্ঞানের বইপত্র কত। জ্ঞানের সাগর হলেন বাবা। ঔঁনার বইও তো একটাই হওয়া উচিত। যিনি ধর্ম স্থাপন করেন তার একটি গ্রন্থ তো থাকা উচিত। তাকে ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। প্রথম ধর্মগ্রন্থ হলো গীতা। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। এও বাচ্চারা জানে যে -- প্রথম হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, হিন্দু ধর্ম নয়। মানুষ মনে করে যে, গীতার থেকে হিন্দু ধর্ম স্থাপিত হয়েছে আর গীতা পাঠ করেছেন কৃষ্ণ। কাউকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে পরম্পরাগতভাবে কৃষ্ণ গীতা গেয়ে আসছেন(বলে আসছেন)। কোনো শাস্ত্রে শিব ভগবানুবাচ লেখা নেই। শ্রীমদ্ কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে রেখেছে। যারা গীতা পাঠ করেছে তারা সহজেই বুঝতে পারবে। এখন তোমরা বুঝেছ যে, এই গীতা জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ থেকে দেবতা হয়েছে, যা(জ্ঞান) এখন বাবা তোমাদের দিচ্ছেন। রাজযোগ শেখাচ্ছেন। পবিত্রতাও শেখাচ্ছেন। কাম মহাশত্রু, এর দ্বারাই তোমরা পরাজিত হয়েছো। এখন পুনরায় এর উপর বিজয়প্রাপ্ত করার ফলে তোমরা জগতজীৎ অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। এ তো অতি সহজ। অসীম জগতের পিতা বসে ঔঁনার দ্বারা তোমাদের পড়ান। উনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা। ইনি হলেন আবার মনুষ্যদের অসীম জগতের পিতা। নামই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে ব্রহ্মার বাবার নাম বলা তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর হলেন রচনা(ক্রিয়েশন)। এই তিনজনের বাবা তো কেউ হবে, তাই না! তোমরা দেখাও যে, এই তিনজনের বাবা হলেন শিব। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে সূক্ষ্মলোকের দেবতা হিসেবে দেখানো হয়। ঔঁনাদের উপরে হলেন শিব। বাচ্চারা জানে যে -- যত আত্মারা অর্থাৎ শিববাবার বাচ্চারা রয়েছে তাদের নিজস্ব শরীর তো থাকবে। তিনি হলেন সদাই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। বাচ্চারা জেনেছে যে, আমরা হলাম নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। আত্মা শরীরের মাধ্যমে বলে -- পরমপিতা পরমাত্মা। কত সহজ কথা। একে বলা হয় বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকার(অল্ফ-বে)। পড়ায় কে ? গীতার জ্ঞান কে শুনিয়েছেন ? নিরাকার বাবা। ঔঁনার কোনো মুকুটাদি নেই। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, বীজরূপ, চৈতন্য। তোমরাও হলে চৈতন্য আত্মা, তাই না! সকল বৃক্ষরাজির আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জানো। যদিও মালি নও তথাপি বুঝতে পারো যে, কিভাবে বীজ রোপণ করা হয়, তার থেকে চারা বেরোয়। ওটা হলো জড়-বৃক্ষ, এ হলো চৈতন্য। তোমাদের আত্মায় জ্ঞান রয়েছে, আর কারোর আত্মায় জ্ঞান থাকে না। বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তাহলে বৃক্ষও মানুষেরই হবে। এ হলো চৈতন্য ক্রিয়েশন। বীজ আর ক্রিয়েশনের(রচয়িতা ও রচনা) মধ্যে তফাৎ আছে, তাই না! আমের বীজ পুঁতলে আমগাছ হয়, তারপর বৃক্ষ কত বড় হয়ে যায়। তেমনভাবেই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ থেকে মানুষ কত উর্বর(জ্ঞানসমৃদ্ধ) হয়। জড় বীজে কোনো জ্ঞান থাকে না। এ হলো চৈতন্য বীজরূপ। এর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের জ্ঞান রয়েছে -- কিভাবে উৎপত্তি, লালন-পালন, পুনরায় বিনাশ হয়। এ হলো অতি বড় বৃক্ষ যার বিনাশ হয়ে পুনরায় অন্য নতুন

বৃক্ষ কিভাবে দাঁড়ায়! তা গুপ্ত। তোমরা গুপ্তজ্ঞান প্রাপ্ত করো। বাবাও গুপ্তভাবে এসেছেন। তোমরা জানো যে, এখন কলম অর্থাৎ চারা রোপন করা হচ্ছে। এখন সকলেই অপবিত্র হয়ে গেছে। আচ্ছা, বীজ থেকে নস্বরের অনুক্রমে সর্বপ্রথম পত্ররূপে যিনি বেরিয়েছিলেন, তিনি কে ছিলেন ? সত্যযুগের প্রথম পত্র তো কৃষ্ণকেই বলা হবে, লক্ষ্মী-নারায়ণকে নয়। নতুন পাতা ছোট হয়। পরে বড় হয়। তাহলে এই বীজের কত মহিমা। এ তো চৈতন্য, তাই না! পরে পাতাও বেরোয়। তাদের মহিমা তো থাকে। এখন তোমরা দেবী-দেবতা হচ্ছে। দৈবী-গুণ ধারণ করছো। মূলকথাই হলো এই যে, আমাদের দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে, এঁাদের মতন হতে হবে। চিত্রও রয়েছে। এই চিত্র না থাকলে তো বুদ্ধিতে জ্ঞানই আসতো না। এই চিত্র অনেক কার্যে আসে। ভক্তিমার্গে এই চিত্রগুলির পূজাও হয় আর জ্ঞানমার্গে এই চিত্রগুলির দ্বারা তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে এরকম হতে হবে। ভক্তিমার্গে এরকম মনে করা হয় না যে আমাদের এরকম হতে হবে। ভক্তিমার্গে কত মন্দির তৈরী করা হয়। সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মন্দির কার হবে ? অবশ্যই শিববাবারই হবে যিনি বীজ-স্বরূপ। পুনরায় তারপরে তাঁর প্রথম রচনার মন্দির হবে। প্রথম রচনা হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। শিবের পর এঁাদের পূজা হয় সবচেয়ে বেশী। মাতারা জ্ঞান প্রদান করে, তাদের পূজা হয় না। তারা তো পড়ায়, তাই না! বাবা তোমাদের পড়ান। তোমরা কারোর পূজা করো না। যিনি পড়ান তাঁর পূজা এখন করতে পারো না। তোমরা যখন পড়াশোনা(জ্ঞানী) করে পুনরায় অজ্ঞানী হয়ে যাবে তখন আবার তোমাদের পূজা হবে। তোমরাই দেবী-দেবতা হও। তোমরাই জানো, যিনি আমাদের এমন তৈরী করেন ওঁনার পূজা হবে তারপর আমাদের পূজা নস্বরের অনুক্রমে। পুনরায় অধঃপতনে গিয়ে পাঁচতত্বেরও পূজা করতে থাকে। শরীর তো পাঁচতত্বের, তাই না! ৫ তত্বের পূজা করো বা শরীরের করো, একই ব্যাপার। এই জ্ঞান তো বুদ্ধিতে রয়েছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলেন। এই দেবী-দেবতাদের রাজ্য নতুন সৃষ্টিতে ছিল। কিন্তু তা কবে ছিল ? তা জানে না, লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেয়। এখন লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা তো কখনো কারোর বুদ্ধিতে থাকতে পারে না। এখন তোমাদের স্মৃতিতে রয়েছে যে, আজ থেকে ৫০০০ বছর পূর্বে আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা অন্যান্য ধর্মে কনভার্ট(ধর্মান্তরিত) হয়েছে। হিন্দু ধর্ম বলতে পারবে না। পতিত হওয়ার জন্য নিজেদের দেবী-দেবতা বলা শোভনীয় নয়। অপবিত্রদের দেবী-দেবতা বলতে পারবে না। মানুষ পবিত্র দেবীদের পূজা করে তাহলে অবশ্যই স্বয়ং অপবিত্র সে'জন্য পবিত্রের সম্মুখে মাথা নত করতে হয়। ভারতে বিশেষতঃ কন্যাদের প্রণাম করে। কুমারদেরকে প্রণাম করা হয় না। নারীদের প্রণাম জানানো হয়। পুরুষদের কেন প্রণাম করে না ? কারণ এইসময় জ্ঞানও প্রথমে মায়েরা পায়। বাবা এঁাদের মধ্যে প্রবেশ করেন। তোমরা এও জানো যে, ইনি হলেন জ্ঞানের বড় নদী। তিনি জ্ঞান-নদীও আবার তিনি পুরুষও। এ হলো সবচেয়ে বড় নদী। ব্রহ্মপুত্র নদী হলো সবচেয়ে বড়, যা কলকাতা হয়ে গিয়ে সাগরে মিলিত হয়। মেলাও ওখানেই বসে। কিন্তু ওরা (অজ্ঞানী) এসব জানে না যে, এ হলো আত্মা আর পরমাত্মার (মিলন) মেলা। ওটা হলো জলের নদী, যার নাম রাখা হয়েছে ব্রহ্মপুত্র। তারা তো ব্রহ্ম বলে ঈশ্বরকে সেইজন্য ব্রহ্মপুত্রকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করে। বড় নদী যখন তখন পবিত্রও হবে। পতিত-পাবন বাস্তবে গঙ্গাকে নয়, ব্রহ্মপুত্রকে বলা যেতে পারে। মেলাও এঁাদেরই হয়। এও সাগর আর ব্রহ্মা নদীর মেলা। ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপশন (দওক) কিভাবে হয় --- এই গুপ্ত কথাও বোঝার মতন বিষয়, যা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এ তো একদম সহজ কথা, তাই না! ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, তারপর এই দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। শাস্ত্র ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। পুনরায় ভক্তিমার্গে এই শাস্ত্র আসে। জ্ঞানমার্গে শাস্ত্র থাকে না। মানুষ মনে করে এই শাস্ত্র পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে। জ্ঞান তাদের কিছুই নেই। কল্পের আয়ুই লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দিয়েছে সে'জন্য পরম্পরা বলে দেয়। একেই বলা হয় অজ্ঞানতার অন্ধকার। বাম্ভারা, এখন তোমরা এই অসীম জগতের পাঠ পেয়েছো, যার দ্বারা তোমরা আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাতে পারো। এই দেবী-দেবতাদের সম্পূর্ণ হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী তোমাদের জানা আছে। এই পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গীয়-রা পূজ্য ছিলেন। এখন পূজারী পতিত হয়ে গেছে। সত্যযুগে হয় পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ, আর এখানে কলিযুগে হয় অপবিত্র প্রবৃত্তিমার্গ। পরে আবার হয় নিবৃত্তিমার্গ। সেও ড্রামায় রয়েছে। তাকে সন্ন্যাস ধর্ম বলা হয়। ঘর-পরিবার থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে (পরিত্যাগ করে) জঙ্গলে চলে যায়। সে হলো পার্থিব জগতের সন্ন্যাস। থাকে তো এই পুরোনো দুনিয়াতেই, তাই না! এখন তোমরা বোঝ যে, আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি পুনরায় নতুন দুনিয়ায় যাব। তোমাদের তিথি, তারিখ, সেকেন্ড-সহ সবকিছু জানা আছে। মানুষ (অজ্ঞানী) তো কল্পের আয়ুই লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেয়। কিন্তু এর সম্পূর্ণ হিসেব বের করা যেতে পারে। লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা তো কেউ স্মরণও করতে পারবে না। এখন তোমরা বোঝ যে, বাবা কে, কিভাবে আসেন, কি কর্তব্য পালন করেন ? তোমরা সকলের পেশা, জন্মপত্রিকা জানো। বাকি বৃক্ষের পাতা তো হয় অসংখ্য। তা গোনা যায় নাকি! না তা গোনা যায় না। এই অসীম জগতের সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের পাতার সংখ্যা কত ? ৫০০০ বছরে এত কোটি। তাহলে লক্ষ-লক্ষ বছরে কত অগণিত মানুষ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গে দেখানো হয় -- লেখা রয়েছে সত্যযুগ এত বছরের, ত্রেতা এত বছরের, দ্বাপর এত বছরের। বাম্ভারা, বাবা বসে থেকে তোমাদের এ'সমস্ত রহস্য বোঝান। আমার বীজ দেখলেই আমার বৃক্ষ সামনে আসবে, তাই না! এখন মনুষ্য-সৃষ্টির বীজরূপ তোমাদের সম্মুখে রয়েছে। বসে-বসে তোমাদের বৃক্ষের রহস্য বোঝান কারণ তা

চৈতন্য। তিনি বলেন -- এ হলো উল্টোমুখী বৃক্ষ। তোমরা বোঝাতে পারো যে, যাকিছু এই দুনিয়ায় রয়েছে, জড় বা চৈতন্য, অবিকল সেইভাবেই তা পুনরাবৃত্ত হবে। এখন কত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যযুগে এত হতে পারে না। বলে যে -- অমুক জিনিস অস্ট্রেলিয়া থেকে, জাপান থেকে এসেছে। সত্যযুগে অস্ট্রেলিয়া, জাপানাদি কি ছিল নাকি! না ছিল না। ড্রামানুসারে ওখানকার জিনিস এখানে আসে। প্রথমে আমেরিকা থেকে গম ইত্যাদি আসতো। সত্যযুগে কোনখান থেকে আসবে নাকি! না আসবে না। ওখানে হয়ই এক ধর্ম, সব জিনিস ভরপুরমাত্রায় থাকে। এখানে ধর্ম (সংখ্যায়) বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর তারসঙ্গে সবকিছুই কম হতে থাকে। সত্যযুগে কোনোখান থেকে আমদানি করা হয় না। দেখো, এখন কোথা-কোথা থেকে আমদানি করতে হয়। পরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যযুগে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু থাকে না। ওখানকার সব জিনিসই অত্যন্ত ভাল সতোপ্রধান হয়। সেখানকার মানুষই সতোপ্রধান। মানুষ ভাল তো দ্রব্য সামগ্রীও ভাল। মানুষ খারাপ হলে দ্রব্যসামগ্রীও ক্ষতিকারক হয়। সাইন্সের প্রধানবস্তু হলো পরমানু বোমা, যার দ্বারা এতসব বিনাশ হয়ে থাকে। কিভাবে তৈরী করে ! নির্মাণকারী আত্মার মধ্যে ড্রামানুসারে প্রথম থেকেই জ্ঞান থাকবে। যখন সময় হয় তখন তাদের মধ্যে সেই জ্ঞান চলে আসে, যার মধ্যে চেতনা থাকবে সেই কাজ করবে এবং অপরকেও শেখাবে। প্রতিকল্পে যে ভূমিকা পালন করা হয়ে থাকে সেটাই পালিত হতে থাকে। এখন তোমরা কত নলেজফুল, এর থেকে অধিক নলেজ আর হয় না। তোমরা এই জ্ঞানের মাধ্যমে দেবতা হয়ে যাও। এর থেকে উঁচু কোনও জ্ঞান আর হয় না। ওটা হলো মায়ার নলেজ যার দ্বারা বিনাশ হয়। ওরা (সাইন্টিস্ট) চাঁদে যায়, খোঁজ করে। তোমাদের কাছে এ'সব কোনো নতুন কথা নয়। এ'সবকিছু মায়ার প্রভাব (পাম্প)। দেখনদারি (শো'অফ) অনেক, অতি গভীরে যায়। বুদ্ধির সঙ্গে অনেক লড়াই করে(বুদ্ধি খরচ করে)। তোমরাও বিস্ময়কর কিছু করে দেখাও। অধিক চমৎকারিষ্মে আবার ক্ষতি হয়ে যায়। কি-কি তৈরী করতে থাকে। নির্মাণকারী জানে যে, এর দ্বারা এই বিনাশ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) গুপ্ত জ্ঞানকে স্মরণ করে প্রফুল্লিত থাকতে হবে। দেবতাদের চিত্রকে সম্মুখে দেখে, তাঁদের প্রণাম, বন্দনা করার পরিবর্তে তাঁদের মতন হওয়ার জন্য দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে।

২) সৃষ্টির বীজরূপ বাবাকে এবং তাঁর চৈতন্য রচনাকে (ক্রিয়েশন) বুঝে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে, এই জ্ঞান অপেক্ষা বড় জ্ঞান আর হতে পারে না, এই নেশাতেই থাকতে হবে।

বরদানঃ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আকারী এবং নিরাকারী স্থিতির অভ্যাস দ্বারা সাক্ষাৎকারমূর্তি-স্বরূপ ভব যেমন সাকার-রূপে এত বড় দায়িত্ব পালন করেও আকারী এবং নিরাকারী স্থিতির অনুভব করান সেরকম ফলো ফাদার করো। সাকারী-রূপে ফরিষ্টা ভাবের অনুভূতি করাও। যতই কেউ অশান্ত অথবা অস্থির হয়ে ভয়ে তোমার সম্মুখে আসুক, তুমি কিন্তু এক দৃষ্টি, বৃত্তি, স্মৃতির শক্তি দ্বারা তাদের সম্পূর্ণ শান্ত করে দেবে। ব্যক্ত ভাবে উপস্থিত থাকবে আর অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করবে তবেই বলা হবে সাক্ষাৎকার-মূর্তি।

স্লোগানঃ যে সত্যিকারের দয়াশীল তার দেহ এবং দেহ-অভিমানের আকর্ষণ থাকতে পারে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা --- ব্রহ্মা বাবা হলেন শিববাবার রথ, দুজনেরই একত্রিত পাঁট চলে, এতে সামান্যতম সংশয় আসাও উচিত নয়"

*প্রশ্নঃ - মানুষ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোন্ যুক্তি রচনা করে, যাকে মহাপাপ বলা হয় ?

*উত্তরঃ - মানুষ যখন দুঃখী হয়, তখন নিজেকে হত্যা করার অনেক উপায় রচনা করে। জীবঘাত করার চিন্তা করে, তারা মনে করে, এতে আমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবো, কিন্তু এর মতো মহাপাপ আর কিছুই নেই। তারা আরো দুঃখে আটকে যায়, কেননা এ হলোই অপার দুঃখের দুনিয়া।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের বাবা জিঞ্জেস করেন, আত্মাদের পরমাত্মা জিঞ্জেস করেন -- তোমরা এ কথা তো জানো যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সামনে বসে আছি। তাঁর তো নিজের কোনো রথ নেই। এ তো নিশ্চিত, তাই না - এনার ভ্রুকুটির মাঝে বাবার নিবাস স্থান। বাবা নিজেই বলেন - এনার ভ্রুকুটির মাঝে আমি বসি, আমি এনার শরীর ধার হিসাবে নিই। আত্মা ভ্রুকুটির মাঝে থাকে, তাই বাবাও ওখানেই বসেন। ব্রহ্মা যখন আছে, তখন শিববাবাও আছে। ব্রহ্মা না থাকলে শিববাবা কিভাবে বলবেন? শিববাবাকে তো উপরে সর্বদা স্মরণ করেই এসেছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমরা এখানে বাবার কাছে বসে আছি। এমন নয় যে, শিববাবা উপরে আছেন, তাঁর প্রতিমা এখানে পূজো করা হয়। এ খুবই বোঝার মতো কথা। তোমরা তো জানো যে, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এই জ্ঞান কোথা থেকে শোনান? তিনি কি উপর থেকে শোনান? তিনি এখানে, নীচে এসেছেন। তিনি ব্রহ্মা তনের দ্বারা শোনান। কেউ কেউ বলে, আমরা ব্রহ্মাকে মানি না, কিন্তু শিববাবা নিজেই ব্রহ্মা তনের দ্বারা বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো। এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না। মায়া কিন্তু খুবই জোরদার। মায়া একদম মুখ ঘুরিয়ে পিছনে ফেলে দেয়। শিববাবা এখন তোমাদের কাঁধ সামনে করে দিয়েছেন। তোমরা সামনে বসে আছো, তারপর যদি কেউ মনে করে যে, ব্রহ্মা তো কিছুই নয়, তার তখন কি গতি হবে! সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। মানুষের কিছুই জ্ঞান নেই। মানুষ ডাকতেও থাকে, ও গড ফাদার। তখন কি সেই গড ফাদার শুনতে পান? তাঁকে তো বলা হয়, হে উদ্ধারকর্তা, তুমি এসো, নাকি তিনি ওখানে বসে উদ্ধার করবেন? কল্পে - কল্পে বাবা এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই আসেন, তিনি যাঁর মধ্যে আসেন, তাঁকেই যদি স্বীকার করা না হয়, তাহলে কি বলা হবে! এক নম্বর তমোপ্রধান। নিশ্চয়তা সত্ত্বেও মায়া একদম মুখ ঘুরিয়ে দেয়। মায়ার এতটাই শক্তি আছে যে একেবারে পাই পয়সার করে দেয়। কোনো না কোনো সেন্টারে এমনও আছে, বাবা তাই বলেন, তোমরা সাবধান থেকে। যদিও কেউ এই শোনা কথা অন্যকে শোনায়েও, তারা যেন তখন পণ্ডিতের মতো হয়ে যায়। বাবা যেমন পণ্ডিতের কাহিনী বলেন, তাই না। সে বলেছিলো, রাম - রাম বললে সাগর পার হয়ে যাবে। এই কাহিনীও বানানো আছে। এই সময় তোমরা তো বাবার স্মরণে বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে যাও, তাই না। ভক্তিমার্গে ওরা অনেক ধর্ম কথা - কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে। এমন কিছু তো হয় না। এ এক কাহিনী বানানো হয়েছে। পণ্ডিতরা অন্যদের বলে, অথচ নিজেরা কিছুই করে না। নিজেরা বিকারে যায় অথচ অন্যদের বলে, নির্বিকারী হও, এর কি প্রভাব হবে! এমন ব্রহ্মাকুমার - কুমারীও আছে - তাদের নিজের নিশ্চয় নেই, অথচ অন্যদের শোনাতে থাকে, তাই কোথাও কোথাও যারা শোনায়ে, তাদের থেকেও যারা শোনে তারা তীক্ষ্ণ গতিতে এগিয়ে যায়। যে অনেকের সেবা করে, সে তো সকলের প্রিয়ই হবে, তাই না। পণ্ডিত যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তাকে কে শ্রদ্ধা করবে? তখন ভালোবাসা তার প্রতি চলে যাবে যে প্রত্যক্ষভাবে স্মরণ করে। খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া গিলে ফেলে। এমন অনেককেই মায়া গিলে ফেলেছে। বাবাও তা বুঝিয়ে বলেন, তবুও এখনো কর্মাতীত অবস্থা হয় নি। একদিকে লড়াই হবে, অন্যদিকে কর্মাতীত অবস্থা হবে। এ হলো সম্পূর্ণ কানেকশন। তারপর লড়াই সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। প্রথমে রুদ্র মালা তৈরী হয়। এই কথা আর কেউই জানে না। তোমরা বুঝতে পারো যে, বিনাশ সামনে উপস্থিত। তোমরা এখন হলে স্বল্পসংখ্যক। ওরা বেশী। তাহলে তোমাদের কে মানবে। তোমাদের যখন বৃদ্ধি হয়ে যাবে তখন তোমাদের যোগবলের দ্বারা অনেকেই আকৃষ্ট হয়ে আসবে। তোমাদের জং যতো দূর হতে থাকবে, ততই শক্তি ভরতে থাকবে। এমন নয় যে বাবা অন্তর্যামী। তিনি এখানে এসে সবাইকে দেখেন, সকলের অবস্থাকেই জানেন। বাবা কি বাচ্চাদের অবস্থাকে জানতে পারবেন না? তিনি সবকিছুই জানেন। এতে অন্তর্যামীর কোনো কথা নেই। এখন তো কর্মাতীত অবস্থা হয় নি। আসুরী কথাবার্তা, চলন আদি সব প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। তোমাদের তো দৈবী চলন তৈরী করতে হবে। দেবতারা তো সর্বগুণ সম্পন্ন, তাই না। তোমাদের এখন এমন হতে হবে। কোথায় অসুর, আর কোথায় দেবতারা! মায়া কিন্তু কাউকেই ছাড়ে না, স্পর্শকাতর বানিয়ে দেয়। মায়া একদম মেরে

ফেলে । পাঁচ সিঁড়ি তো আছে, তাই না । দেহ বোধ এলেই একদম উপর থেকে নীচে নেমে যায় । নীচে পড়ে গেলো আর মৃত্যু হলো । আজকাল নিজেদের হত্যা করার জন্য কোনো উপায় বের করে । ২১ তলা থেকে লাফ দেয়, তখন একদম শেষ হয়ে যায় । এমন না হলেও কিন্তু হাসপাতালে পরে থাকে । দুঃখ ভোগ করতে থাকে । পাঁচ তলা থেকে পড়ে গেলো অথচ মারা গেলো না, তাহলে কতো কষ্ট ভোগ করতে থাকে । কেউ আবার নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় । কেউ যদি তাদের বাঁচিয়েও দেয়, তাহলে তাদের কতো কষ্ট সহ্য করতে হয় । শরীর জ্বলে গেলে আত্মা তো বেড়িয়ে যাবে, তাই না । তাই আত্মহত্যা করে নেয়, শরীরকে শেষ করে দেয় । মনে করে যে, শরীর ত্যাগ করলে দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু এও হলো মহাপাপ, এতে আরো বেশী দুঃখ ভোগ করতে হয়, কেননা এ হলো অপার দুঃখের দুনিয়া, ওখানে হলো অপার সুখ বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা এখন রিটার্ন হয়ে দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাই । তাই এখন বাবা, যিনি আমাদের সুখধামের মালিক তৈরী করেন, তাঁকে স্মরণ করতে হবে । এনার দ্বারা বাবা বুঝিয়ে বলেন, চিত্রও তো আছে, তাই না । ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা । তোমরা বলো যে, বাবা আমরা অনেকবার তোমার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে এসেছি । বাবা এই সঙ্গম যুগেই আসেন, যখন দুনিয়ার পরিবর্তনের সময় হয় । তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে পবিত্র সুখের দুনিয়ায় নিয়ে যেতে । মানুষ ডাকেও -- হে পতিত পাবন, এ তো বুঝতেই পারে না যে, আমরা মহাকালকে ডাকছি, আমাদের পুরানো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া থেকে ঘরে নিয়ে চলো । তাহলে বাবা অবশ্যই আসবেন । আমাদের মৃত্যু হলে তখনই তো শান্তি আসবে, তাই না । মানুষ শান্তি - শান্তি করতে থাকে । শান্তি তো আছে পরমধামে, কিন্তু এই দুনিয়াতে শান্তি কিভাবে হবে - যেখানে এতো মানুষ আছে । সত্যযুগে সুখ - শান্তি ছিলো । এখন কলিযুগে অনেক ধর্ম । সেই অনেক ধর্মের যখন অবসান হবে তখনই এক ধর্মের স্থাপনা হবে, তখনই তো সুখ - শান্তি থাকবে, তাই না । হাহাকারের পরেই আবার জয়জয়াকার হবে । এর পরে দেখো কতো মৃত্যু হয় । বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে । বাবা এসেই এক ধর্মের স্থাপনা করান । তিনিই রাজযোগ শেখান । বাকি এই যে অনেক ধর্ম, সব শেষ হয়ে যাবে । গীতাতে কিছুই দেখানো হয় নি । পাঁচ পাণ্ডব আর তাদের সঙ্গে কুকুর যে হিমালয়ে চলে গেলো, এরপর রেজাল্ট কি হলো ? প্রলয় দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে । জলমগ্ন হয় ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণ দুনিয়া জলমগ্ন হতে পারে না । ভারত তো অবিনাশী পবিত্র থণ্ড । এরমধ্যে আবু সবথেকে পবিত্র তীর্থস্থান, বাবা যেখানে এসে তোমাদের মতো বাচ্চাদের দ্বারা সকলের সদগতি করান । দিলওয়ারা মন্দিরে কতো সুন্দর স্মারণিক আছে । কতো সুন্দর অর্থ সহিত বোঝানো আছে, কিন্তু যারা বানিয়েছে তারা কিছুই জানে না । তবুও তো তারা ভালো বুঝদার ছিলো । দ্বাপরেও অবশ্যই ভালো বুঝদার হবে । কলিযুগে থাকে তমোপ্রধান । দ্বাপরে তবুও তমো বুদ্ধির মানুষ থাকে । সব মন্দিরের থেকে এ হলো উচ্চ স্থান, যেখানে তোমরা বসে আছো ।

এখন তোমরা দেখতে থাকবে যে, এই বিনাশে হোলসেল মৃত্যু হবে । হোলসেল মহাভারী লড়াই শুরু হবে । বাকি এক থণ্ড থাকবে । ভারত তখন ছোটো হবে, বাকি সবই শেষ হয়ে যাবে । স্বর্গ কতো ছোটো হবে । এখন এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । কারোর আবার বুঝতে সময় লাগে । এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । এখানে কতো বেশী মানুষ, আর ওখানে কতো কম মানুষ থাকবে, এই সবই শেষ হয়ে যাবে । এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি শুরু থেকেই আবার রিপিট হবে । অবশ্যই তা স্বর্গ থেকেই রিপিট হবে । পরের দিক থেকে তো আর আসবে না । এই ড্রামার চক্র অনাদি, যা ঘুরতেই থাকে । এই দিকে হলো কলিযুগ আর ওইদিকে সত্যযুগ । আমরা এখন সঙ্গম যুগে আছি । এও তোমরাই বুঝতে পারো । বাবা আসেন, তাঁর তো অবশ্যই রথ চাই, তাই না । তাই বাবা বোঝান, এখন তোমরা ঘরে ফিরে যাও । এরপর এমন লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো হতে হলে দৈবী গুণও ধারণ করা চাই ।

বাচ্চারা, এও তোমাদের বোঝানো হয় যে, রাবণ রাজ্য আর রাম রাজ্য কাকে বলা হয় । পতিত থেকে পবিত্র, আবার পবিত্র থেকে পতিত কিভাবে হয় ! এই খেলার রহস্য বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন । বাবা তো নলেজফুল, তিনি বীজ রূপ, তাই না । তিনি চৈতন্য । তিনি এসেই বোঝান । বাবাই বলবেন, সম্পূর্ণ কল্পবৃক্ষের রহস্য বুঝেছো ? এতে কি কি হয় ? তোমরা এখানে কতো অভিনয় করেছো ? অর্ধেক কল্প হলো দৈবী স্বরাজ্য । আর অর্ধেক কল্প হলো আসুরী রাজ্য । খুব ভালো ভালো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকে । বাবা তো নিজের সমান তৈরী করেন, তাই না । টিচারদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার হয় । কেউ কেউ তো টিচার হয়েও আবার খারাপ হয়ে যায় । অনেককে শিখিয়ে তারপর নিজেই শেষ হয়ে যায় । ছোটো ছোটো বাচ্চাদের মধ্যেও ভিন্ন - ভিন্ন সংস্কার হয় । কাউকে তো দেখো, এক নম্বরের দুট্টু, আবার কেউ পরীক্ষানে যাওয়ার উপযুক্ত । কেউ আবার না জ্ঞান ধারণ করে, না নিজের চালচলন শুধরায়, সবাইকে দুঃখই দিতে থাকে । শাস্ত্রে এও দেখানো হয়েছে, অসুর এসে চুপ করে লুকিয়ে বসে যেতো । অসুর হয়ে কতো কষ্ট দেয় । এ সব তো হাতেই থাকে । উঁচুর থেকে উঁচু বাবাকেই স্বর্গের স্থাপনা করতে আসতে হয় । মায়াও খুবই জোরদার । বাবাকে দান করে দেয়, তবুও মায়া বুদ্ধি

ঘুরিয়ে দেয় । অর্ধেককে তো অবশ্যই মায়া গ্রাস করবে, তাই তো বলা হয় মায়া খুবই দুষ্টর । অর্ধেক কল্প ধরে মায়া রাজত্ব করে, তাই তো মায়া এমন পালোয়ান হবে, তাই না । মায়ার কাছে যারা পরাজিত হয়, তাদের কি অবস্থা হয়ে যায় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কখনোই স্পর্শকাতর হয়ো না । দৈবী গুণ ধারণ করে নিজেদের চলন শুধরাতে হবে ।

২) বাবার ভালোবাসা প্রাপ্তির জন্যে সেবা করতে হবে, কিন্তু যা অন্যকে শোনাও, তা স্বয়ং ধারণ করতে হবে । কর্মাতীত অবস্থায় যাওয়ার জন্যে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান:- পরিশ্রম এবং মহত্বের সঙ্গে আত্মিকতার অনুভবকারী শক্তিশালী সেবাধারী ভব
যে আত্মারা তোমাদের সম্পর্কে আসে তাদের আত্মিক শক্তির অনুভব করাও । এমন স্থূল এবং সূক্ষ্ম স্থিতি তৈরী করো, যাতে আগত আত্মারা নিজের স্বরূপের আর আত্মিকতার অনুভব করে । এমন শক্তিশালী সেবা করার জন্যে সেবাধারী বাচ্চাদের ব্যর্থ সঙ্কল্প, ব্যর্থ বাণী, ব্যর্থ কর্মের দোলাচল থেকে উর্ধ্বে থেকে একাগ্রতা অর্থাৎ আত্মিকতার ব্রত ধারণ করতে হবে । এই ব্রততেই গুণান সূর্যের চমৎকার দেখাতে পারবে ।

স্লোগান:- বাবা আর সর্বের শুভ কামনারূপী বিমানে উড়তে থাকা আত্মাই উড়ন্ত যোগী ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কখনোই আইন নিজের হাতে তুলে নেবে না। কারো যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে বাবাকে রিপোর্ট করো, বাবা তাকে সাবধানবাণী দেবেন"

*প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ কনট্রাক্ট বা ঠাকান নিয়েছেন ?

*উত্তরঃ - বাচ্চাদের অবগুণ দূর করবার ঠাকান নিয়েছেন। বাচ্চাদের কোথায় কোথায় দুর্বলতা আছে, বাবা তা শোনে, সে'গুলোকে দূর করবার জন্য আদর করে সতর্ক বাণী দিতে থাকেন। বাচ্চারা, তোমাদের চোখে যদি কোনো ক্রটি ধরা পড়ে, তবুও তোমরা নিজের হাতে ল' তুলে নেবে না। ল' হাতে নেওয়া - এটাও একটা ভুল।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা আসে বাবার কাছে রিফ্রেশ হতে, কেননা বাচ্চারা জানে যে - অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে। এটা কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তাও ভুলে যায়। মায়া ভুলিয়ে দেয়। যদি ভুলে না যায়, তবে অনেক খুশীতে থাকবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - বাচ্চারা, ব্যাজকে থেকে থেকে দেখতে থাকো। চিত্র গুলিকেও দেখতে থাকো। ঘুরে ফিরে ব্যাজকে দেখতে থাকবে, তবে মনে থাকবে, বাবার দ্বারা বাবার স্মরণের দ্বারা আমি এইরূপ তৈরী হচ্ছি। দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। এটাই হল সময় নলেজ প্রাপ্ত করবার। বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা... দিন রাত মিষ্টি মিষ্টি বলতেই থাকেন। বাচ্চারা বলতে পারে না - মিষ্টি মিষ্টি বাবা। বলা তো উভয়েরই উচিত। উভয়েই তো মিষ্টি তাই না ! বেহদের বাপদাদা । কিন্তু কোনো কোনো দেহ - অভিমানী কেবলমাত্র বাবাকে 'মিষ্টি মিষ্টি' বলে থাকে। কোনো কোনো বাচ্চারা আবার কখনো বাপদাদাকেও কিছু না কিছু বলে বলে দেয়। কখনো বাবাকে, কখনো দাদাকেও বললো, ব্যাপারটা তো হল একই। কখনো ব্রাহ্মণীর উপরে, কখনো নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি করে বসে। তাই বে-হদের (হদ = সীমিত, বেহদ = অসীম) বাবা বসে বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। গ্রামে গ্রামে তো অনেক বাচ্চা রয়েছে, সবাইকে লিখতে থাকেন, তোমার বিষয়ে রিপোর্ট এসেছে, তুমি রাগারাগি করো। বেহদের বাবা একে দেহ-অভিমান বলবেন। বাবা সবাইকেই বলেন - "বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী ভব" । সব বাচ্চারাই নীচে উপরে (স্থিতি) হতে থাকে । তার মধ্যে মায়া যাকে শক্তিশালী (সমর্থ) পালায়ান দেখে, তার সাথেই লড়াই করে। মহাবীর, হনুমানের বিষয়েই দেখানো হয়েছে যে, তাদেরকেও নড়ানোর জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। এই সময়ই সে সকলের পরীক্ষা নেয়। মায়ার সাথে হার - জিত সকলেরই হতে থাকে। যুদ্ধে স্মৃতি বিস্মৃতি সব হয়। যে যত বেশি স্মৃতিতে থাকে, নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করার প্রচেষ্টা করতে থাকে, সে ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারে । বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে পড়াতে, তাই তো তিনি পড়াতে থাকেন। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চললেই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । এর মধ্যে কারো উপর বিষ্ফুরক হওয়ার কোনো কিছু নেই। বিগড়ে যাওয়া মানে ক্রোধ করা। কেউ যদি কোনো ভুল করে তবে বাবার কাছে রিপোর্ট করতে হবে। নিজে কাউকে কিছু বলা উচিত নয়। গভর্নমেন্ট কাউকেই আইন হাতে তুলে নিতে দেয় না। কেউ ঘুষি মারলে তাকে তুমিও ঘুষি মারবে না। রিপোর্ট করলে তার কেস হবে। এখানেও বাচ্চাদেরকে কখনোই সামনে কিছু বলা উচিত নয়, বাবাকে বলো। সকলকে সাবধানবাণী দিতে পারেন একমাত্র বাবা-ই। বাবা খুব মিষ্টি যুক্তি বলে দেবেন। মিষ্টতার সাথে শেখাবেন। দেহ-অভিমানী হলে নিজেরই পদ কম করে ফেলবে। নিজের ক্ষতি কেন করবে। যতোধিক সম্ভব বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে থাকো। বাবাকে খুবই ভালোবেসে স্মরণ করো, যে বাবা তোমাদেরকে বিশ্বের বাদশাহী দেন। কেবল দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। কারো নিন্দা করবে না। দেবতার কী কারো নিন্দা করে ? কোনো কোনো বাচ্চা তো না করে থাকতেই পারে না। তোমরা বাবাকে বলবে বাবা তাকে খুব ভালোবাসার সাথে বোঝাবেন। নাহলে টাইম ওয়েস্ট হতে থাকবে। নিন্দা করার পরিবর্তে বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করো তবে অনেক অনেক লাভ হবে। কারো সাথেই বাদ বিবাদ না করাই সবচেয়ে ভালো।

তোমরা বাচ্চারা অন্তর থেকে বুঝতে পারো - আমরা নতুন দুনিয়ার বাদশাহী স্থাপন করছি। ভিতরে কতখানি গর্ব থাকার কথা ! মুখ্য হল কেবল স্মরণ আর দৈবী গুণ। বাচ্চারা তো চক্রকে স্মরণ করতেই থাকে, সেটাই তো সহজে মনে আসে। ৮৪ র চক্র যে ! তোমাদের তো সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্ত, ডিউরেশনের বিষয়ে জানা আছে। এরপর সবাইকে খুব আন্তরিক ভাবে পরিচয় দিতে হবে। বেহদের বাবা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে। এটা হলই সঙ্গমযুগ, যখন কিনা নতুন দুনিয়া স্থাপিত হয় আর পুরানো দুনিয়ার বিলুপ্তি ঘটে। বাবা বাচ্চাদেরকে

সাবধান করতে থাকেন - সিমর সিমর (স্মরণ করে করে) সুখ পাও, কলহ ক্লেশ শরীরের হয় সব একেবারে শেষ...। আধা কল্পের জন্য দূর হয়ে যাবে। বাবা সুখধাম স্থাপন করেন। এটাও বাচ্চারা তোমরা জানো, পুরুষার্থের নম্বর ক্রমে। বাচ্চাদের প্রতি বাবার কতো ভালোবাসা থাকে। প্রথম থেকেই বাবার ভালোবাসা থাকে। বাবার জানা আছে আমি জানি - বাচ্চারা যারা কাম চিতাতে বসে কালো হয়ে গেছে, তাদেরকে সুন্দর বানানোর জন্য আমি যাই। বাবা তো হলেন নলেজফুল, বাচ্চারা ধীরে ধীরে নলেজ নিতে থাকে। মায়া তারপর ভুলিয়ে দেয়। খুশীকে আসতে দেয় না। বাচ্চাদের তো দিন দিন খুশীর পারদ উপরে চড়তে থাকা উচিত। সত্যযুগে পারদ উপরে চড়েই ছিল। তাকে পুনরায় উপরে চড়াতে হবে স্মরণের যাত্রার দ্বারা। সেটা ধীরে ধীরে চড়বে। হার জিত হতে হতে তারপর পুরুষার্থের নম্বর অনুক্রমে কল্প পূর্বের মতো নিজের পদ প্রাপ্ত করে নেবে। এছাড়া টাইম তো সেটাই লাগে যেটা প্রতি কল্পে লাগে। পাশও তারাই করবে যারা প্রতি কল্পে করেছে। বাপদাদা সাক্ষী হয়ে বাচ্চাদের অবস্থা দেখতে থাকেন আর বোঝাতে থাকেন। বাইরে সেন্টার ইত্যাদিতে থাকলে তেমন রিফ্রেশ থাকতে পারে না। সেন্টারে থেকেও তারপর বাইরের বায়ুমন্ডলে চলে যায়, সেইজন্য এখানে (মধুবনে) বাচ্চারা আসেই রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। বাবা লেখেনও - পরিবার সহ সকলকে স্মরণের ভালোবাসা দেবে। সে হল লৌকিক পিতা আর ইনি হলেন বেহদের পিতা। বাবা আর দাদা দুজনেরই (তোমাদের প্রতি) অনেক লভ রয়েছে। কেননা কল্প কল্প লভনী সার্ভিস করে থাকেন আর বাচ্চাদেরকে খুব ভালোবাসেন। অন্তরে খুব দয়া হয় বাচ্চাদের জন্য। যদি না পড়ে কিম্বা ঠিক ভাবে না চলে, শ্রীমৎ অনুসারে না চলে, তখন দয়া হয় - এই বাচ্চা কম পদ পাবে। আর বাবা এছাড়া কী করতে পারেন ! ওখানে আর এখানে থাকার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু সবাই তো এখানে থাকতে পারবে না ! বাচ্চাদের সংখ্যা তো বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। সেই মতো ব্যবস্থাও চলতে থাকে। বাবা এও বুঝিয়েছেন যে- এই আবু হল সব চেয়ে মহান তীর্থ। বাবা বলেন, আমি এখানে এসেই সমগ্র সৃষ্টিকে, পাঁচ তত্ত্ব সহ সবাইকে পবিত্র বানিয়ে থাকি। কত বড় সেবা এটি। একমাত্র বাবা-ই, যিনি এসে সকলের সঙ্গতি করেন। তাও অনেক বার করেছেনও। এই সব কথা জেনেও তাও ভুলে যায় - তখন বাবা বলেন - মায়া খুবই শক্তিশালী। আধা কল্প এর রাজত্ব চলে। মায়া পরাজিত করে দেয়, তারপর বাবা খাঁড়া করিয়ে দেন। অনেকেই লেখে - বাবা, আমার পতন হয়েছে। আচ্ছা আর পড়ে যেও না। পড়ে গেলে তখন সিঁড়ি বেয়ে ওঠাই ছেড়ে দেয়। কতখানি চোট লেগে যায়। সকলেরই লাগে। সবকিছুই হল পড়াশোনার উপরেই। পড়াশোনাতে যোগ আছেই। অমুকে আমাকে এটা পড়াচ্ছেন। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এখানে তোমরা খুব রিফ্রেশ হয়ে যাও। গাওয়াও হয় - নিন্দা আমার যে করে, মিত্র আমার সে-ই হয়। ভগবানুবাচ - মানুষ আমার অনেক গ্লানি করে। আমি এসে তাদের মিত্র হয়ে যাই। কতো নিন্দা করে, আমি তো মনে করি সকলেই আমার সন্তান। আমার কতো ভালবাসা আমার সন্তানদের জন্য। নিন্দা করা ভালো নয়। এই সময় তো অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বাচ্চারা রয়েছে, সকলেই পুরুষার্থ করেছে। কোনো ভুল যদি হয়ও, তবে পুরুষার্থ করে অভুল হতে হবে। মায়া সবাইকে দিয়ে ভুল করায়। বস্ত্রিং চলে যে ! কখনো কখনো এত জোরে আঘাত লাগে যে মাটিতে পড়ে যায়। তাই বাবা সাবধান করছেন - বাচ্চারা, এইভাবে হেরে গেলে সমস্ত উপার্জন নষ্ট হয়ে যাবে। ৫ তলা থেকে পড়ে যায়। তারপর বাচ্চারা বলে - বাবা, আর কখনো এমন ভুল হবে না, এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। বাবা বলেন, পুরুষার্থ করো। বাবা জানেন যে মায়া খুব শক্তিশালী। অনেক বাচ্চাকে হারিয়ে দেবে। টিচারের কাজটা হলো যেখানে ভুল হয়েছে, সেই বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে নির্ভুল বানানো। এমন নয় যে কেউ একবার কোনো ভুল করলে, সে সর্বদাই ওই একই ভুল করবে। না, ভাল গুণের বন্দনা করা হয়, ভুল ক্রটির কোনো গায়ন হয় না। কেবল বাবা হলেন অবিনাশী বৈদ্য। তিনি ওষুধ দিয়ে দেবেন। তোমরা বাচ্চারা কেন নিজের হাতে আইন তুলে নাও। যার মধ্যে ক্রোধের অংশ মাত্রও থাকবে, সে তো অবশ্যই গ্লানি করবে। বাবা সংশোধন করে দেবেন। তোমাদেরকে তো সংশোধন করার জন্য রাখা হয়নি। অনেকের মধ্যে ক্রোধের ভূত রয়েছে। নিজেই বসে বসে অপরের নিন্দা করে অর্থাৎ নিজের হাতে আইন তুলে নেয়। এতে তো সে মোটেও শুধরাবে না। আরও বেশি ঝামেলা হবে, নুন জলের মতো অবস্থা হয়ে যাবে। সকল বাচ্চার জন্যই অদ্বিতীয় বাবা বসে আছেন। নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে কারোর নিন্দা করা - এটা অনেক বড় ভুল। সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু খারাপ থাকে। সকলেই তো সম্পূর্ণ হয়ে যায়নি। বিভিন্ন জনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের খারাপ গুণ রয়েছে। বাবা স্বয়ং সেইসব খারাপ গুণ বের করার ঠিকা নিয়েছেন। ওটা তোমাদের কাজ নয়। বাবা বাচ্চাদের দুর্বলতার বিষয়ে শোনার পরে সেগুলো বের করার জন্য খুব ভালোবেসে উপদেশ দেন। এখনো কেউই সম্পূর্ণ হয়নি। সকলেই শ্রীমৎ অনুসারে শুধরাচ্ছে। অন্তিমে সম্পূর্ণ হবে। এখন সকলেই পুরুষার্থী। বাবা সর্বদা অটল থাকেন। বাচ্চাদেরকে কতো ভালোবেসে উপদেশ দেন। বাবার কর্তব্য শিক্ষা দেওয়া। তারপর কেউ সেই অনুসারে চলবে কি চলবে না, সেটা তার ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। পদমর্যাদা অনেক কমে যায়। শ্রীমৎ অনুসারে না চলার কারণে এইরকম কিছু করলে পদমর্যাদা কমে যাবে। তখন অনুশোচনা হবে - আমি এইরকম ভুল করেছি ! আমাকে এখন অনেক পরিশ্রম করতে হবে। কারোর মধ্যে কোনো খারাপ গুণ থাকলে, সেটা বাবাকে বলা উচিত। যে সবাইকে বলে বেড়ায়, তার দেহের অভিমান রয়েছে। বাবাকে স্মরণ করে না। অব্যভিচারী হতে হবে। যদি একজনকেই

বলো, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে শুধরে যাবে। কেবল বাবা-ই শুধরে দেবেন। বাকি সবাই ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু মায়া এতই শক্তিশালী যে মুখ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেয়। বাবা একদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেন, কিন্তু মায়া তারপর নিজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। সংশোধন করে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্যই বাবা এসেছেন। তাই প্রত্যেকের কাছে কারোর নামে নিন্দা করা সম্পূর্ণ নীতি বিরুদ্ধ। তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করো। তাঁর কাছেই বিচার হবে। বাবা-ই কর্মের ফল প্রদান করেন। যদিও সেটা ড্রামাতেই আছে, কিন্তু কারোর নাম তো নিতেই হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা অনেক ভাগ্যবান। অনেক অতিথি আসে। যার কাছে যত বেশি অতিথি আসে, সে তত খুশি হয়। এরাই সবাই বাচ্চা এবং অতিথি। টিচারের বুদ্ধিতে সবসময় এটাই থাকে যে আমি বাচ্চাদেরকে এদের মতো সর্বগুণে সম্পন্ন বানাব। ড্রামা অনুসারে বাবা এই কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন। বাচ্চাদের কখনোই মুরলী মিস করা উচিত নয়। মুরলী নিয়ে অনেক গুণগান রয়েছে। একটাও মুরলী মিস হওয়ার অর্থ - স্কুলের খাতায় অনুপস্থিত থাকা। এটা অসীম জগতের পিতার স্কুল, এখানে একটা দিনও অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। স্বয়ং বাবা এসে পড়াচ্ছেন - কেউই এটা জানে না। কিভাবে স্বর্গ স্থাপন হয়, সেটাও কেউ জানে না। তোমরা সবকিছুই জানো। এই পড়াশোনার দ্বারা অনেক, অগাধ উপার্জন হয়। অনেক জন্ম ধরে এই পড়াশুনার ফল পাওয়া যায়। তোমাদের পড়াশুনার সঙ্গে বিনাশের সম্পর্ক আছে। তোমাদের পড়াশুনা শেষ হবে, আর যুদ্ধও শুরু হবে। পড়তে পড়তে, বাবাকে স্মরণ করতে করতে যখন পুরো নম্বর পেয়ে যাবে, পরীক্ষা হয়ে যাবে, তখন লড়াই লেগে যাবে। তোমাদের পড়াশুনা শেষ হলেই লড়াই লাগবে। এটা হলো নতুন দুনিয়ার জন্য সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান, তাই বেচারী মানুষগুলো সংশয় প্রকাশ করে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) কারো অবগুণ দেখে কখনোই তার নিন্দা করবে না। এর কাছে ওর কাছে সেই সব অবগুণ কখনোই শোনাতে না। তোমার মধ্যকার মিষ্টতাকে কখনোই ছেড়ে দেবে না।

২) সবাইকে সংশোধন করবার জন্য একমাত্র বাবা-ই রয়েছেন। সেইজন্য একমাত্র বাবাকেই সব কিছু শোনাতে হবে। অব্যাভিচারী হতে হবে। মুরলী কখনোই মিস করা চলবে না।

বরদান:- দেহ-অভিমানের আমিস্ব ভাবকে সম্পূর্ণ আহুতি দিতে পারা ধারণা স্বরূপ ভব যখন সংকল্প এবং স্বপ্নেও দেহ-অভিমানের আমিস্ব ভাব থাকবে না, অনাদি আত্মিক স্বরূপের স্মৃতি থাকবে। বাবা বাবা'র অনহদ (অন্তরে অবিরত হতে থাকা আওয়াজ) শব্দ নির্গত হতেই থাকবে, তখন বলা হবে ধারণা স্বরূপ, সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। আমিস্ব ভাব অর্থাৎ পুরানো স্বভাব, সংস্কার রূপী সৃষ্টিকে যখন তোমরা ব্রাহ্মণরা এই মহাযজ্ঞ রচনা করবার নিমিত্ত হয়েছ, তেমনই এখন অন্তিম আহুতি দিয়ে সমাপ্তির নিমিত্ত হও।

স্লোগান:- নিজের, সেবার আর সকলের সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট নেওয়াই হল সিদ্ধি স্বরূপ হওয়া।

“মিষ্টি বাচ্চারা - কখনও মিথ্যা অহংকারের বশ হবে না, এই রথের সম্পূর্ণ সম্মান রাখবে”

*প্রশ্ন: - বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে পদ্মগুণ ভাগ্যশালী কে এবং দুর্ভাগ্যশালী কে ?

*উত্তর: - যাদের আচরণ দেবতাদের মতন, যারা সবাইকে সুখ প্রদান করে তারা হল পদ্মগুণ ভাগ্যশালী এবং যারা ফেল হয় তাদের বলা হবে দুর্ভাগ্যশালী। কেউ কেউ মহান দুর্ভাগ্যশালী হয়ে যায়, তারা সবাইকে দুঃখ দিতেই থাকে। সুখ দেওয়া কি তারা জানে না। বাবা বলেন বাচ্চারা, নিজের রক্ষণাবেক্ষণ ভালো ভাবে করো। সবাইকে সুখ প্রদান করো, উপযুক্ত হও।

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা বসে আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। তোমরা এই পাঠশালায় বসে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করো। তোমরা বুঝেছো যে আমরা উঁচু থেকে উঁচু স্বর্গ পদ প্রাপ্ত করি। এমন বাচ্চাদের তো খুশী হওয়া উচিত। যদি সবার দৃঢ় নিশ্চয় থাকে তবু সবাই তো একরকম হতে পারে না। ফাস্ট থেকে লাস্ট নম্বর পর্যন্ত তো থাকেই। পেপারেও ফাস্ট থেকে লাস্ট নম্বর পর্যন্ত ক্রম সংখ্যা তো থাকে। কেউ ফেল হয়, তো কেউ পাস হয়। অতএব প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - বাবা যে আমাদের এমন উঁচু স্থান প্রদান করেন, আমি কতখানি উপযুক্ত হয়েছি ? অমুকের চেয়ে ভালো না খারাপ ? এটা হল পড়াশোনা, তাইনা। এমন দেখা যায়, কেউ কোনো বিষয়ে দুর্বল হলে নীচে নেমে যায়। যদিও সে মনিটর হবে তবুও কোনও বিষয়ে দুর্বল হলে নীচে নেমে যাবে। খুব কমই স্কলারশিপ প্রাপ্ত করে। এও হল স্কুল। তোমরা জানো যে আমরা সবাই পড়াশোনা করছি, এতে সর্ব প্রথম কথা হল পবিত্রতার। বাবাকে আহবান করেছো না - পবিত্র করার জন্য। যদি ক্রিমিনাল আই বা কুদৃষ্টি থাকবে তো নিজেরই অনুভব হবে। বাবাকে লিখে দেয়, বাবা আমরা এই সাবজেক্টে দুর্বল। স্টুডেন্টের বুদ্ধিতে নিশ্চয়ই থাকে - আমরা অমুক সাবজেক্টে খুবই দুর্বল। কেউ এমনও বুঝতে পারে আমরা ফেল করবো। এতে প্রথম নম্বরের সাবজেক্ট হল - পবিত্রতা। অনেকে লেখে - বাবা আমরা হেরে গিয়েছি, তাদের কি বলা হবে ? তারা নিজেরাই বুঝতে পারে - আমরা আর উপরে উঠতে পারবো না। তোমরা পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করো তাইনা। এটাই হল তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাবা বলেন - বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো এবং পবিত্র হও তাহলে লক্ষ্মী-নারায়ণের বংশে যেতে পারবে। টিচার তো বুঝবে এই স্টুডেন্ট এত উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে কিনা ? তিনি হলেন সুপ্রিম টিচার। ব্রহ্মাবাবাও তো স্কুলে পড়েছেন তাইনা। কোনো কোনো ছেলেরা এমন খারাপ কাজ করে যে শেষে মাস্টার দন্ড দেন। পূর্বে কঠিন দন্ড দেওয়া হতো। এখন দণ্ডের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে স্টুডেন্টরা আরো বেশি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আজকাল স্টুডেন্টরা কত ঝামেলা করে। স্টুডেন্টদের নিউ ব্লাড বলা হয়। তারা কত কি করে! আগুন লাগিয়ে দেয়, নিজের যুবশক্তির প্রদর্শন করে। এটা হল আসুরিক দুনিয়া। যুবকরা খুব খারাপ হয়, তাদের কুদৃষ্টি থাকে। দেখতে খুব ভালো হয়। যেমন বলা হয় - ঈশ্বরের অন্ত নেই, তেমনই তাদেরও অন্ত পাওয়া যায় না যে তারা কিরকম মানুষ। হ্যাঁ, জ্ঞানের বুদ্ধি দ্বারা জানতে পারা যায়, পড়াশোনায় কিরকম, তাদের কার্যকলাপ কিরকম। কেউ তো এমন কথা বলে যেন মুখ থেকে ফুল ঝরে পড়ছে, কেউ এমন কথা বলে যেন মুখ থেকে পাথর পড়ছে। দেখতে ভালো, পয়েন্টস ইত্যাদি ভালো লেখে কিন্তু পাথরবুদ্ধি। বাইরের শো বেশি। মায়া খুব তীক্ষ্ণ, তাই গায়ন আছে আশ্চর্য হয়ে শুনে, নিজেকে শিববাবার সন্তান রূপে পরিচয় দিয়ে, অন্যদের জ্ঞান শুনিয়ে, জ্ঞানের কথা বলে তারপরে পালিয়ে যায় অর্থাৎ ট্রেটর হয়ে যায়। এমন নয় বুদ্ধিমান ট্রেটর হয় না, বরং খুব বুদ্ধিমানরাও ট্রেটর হয়ে যায়। ওই সেনাবাহিনীতেও এমন হয়। বিমান সহ অন্য দেশে চলে যায়। এখানেও এমন হয়, স্থাপনা করতে খুব পরিশ্রম লাগে। বাচ্চাদের পড়া করতে পরিশ্রম লাগে, টিচারদেরও পড়াতে পরিশ্রম হয়। দেখা যায়, যে সবাইকে ডিস্টার্ব করে, পড়াশোনা করে না, তাদের স্কুলে হান্টার মারা হয়। ইনি তো হলেন পিতা, বাবা কিছু করেন না। বাবার কাছে এমন নিয়ম নেই, এখানে তো একেবারে শান্ত থাকতে হয়। বাবা তো হলেন সুখদাতা, ভালোবাসার সাগর। অতএব বাচ্চাদের আচরণ এমন হওয়া উচিত, যেমন দেবতাদের হয়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের সর্বদা বলেন তোমরা হলে পদ্মগুণ ভাগ্যশালী। কিন্তু পদ্ম গুণ দুর্ভাগ্যশালীও হয়। যারা ফেল হয় তাদের তো দুর্ভাগ্যশালী ই বলা হবে, তাইনা। বাবা জানেন - শেষ পর্যন্ত এইসব হতেই থাকবে। কেউ তো মহান দুর্ভাগ্যশালী অবশ্যই হয়। আচরণ এমন থাকে যে বোঝা যায় এখানে স্থির থাকতে পারবে না। এত উঁচু হওয়ার যোগ্যতা নেই, সবাইকে দুঃখ দেয়। সুখ প্রদান করা জানেই না তাহলে কিরূপ অবস্থা হবে! বাবা সদা বলেন - বাচ্চারা, নিজের রক্ষণাবেক্ষণ ভালো ভাবে করো, এইসবও ড্রামা অনুসারে হবেই, লোহার চেয়েও নিম্ন স্তরের হয়ে যায়। ভালো ভালো বাচ্চারাও কখনও চিঠি লেখে না। তাদের কি

অবস্থা হবে!

বাবা বলেন - আমি এসেছি সর্বজনের কল্যাণ করতে। আজ সকলের সদগতি করি, আগামীকাল আবার দুর্গতি হয়ে যায়। তোমরা বলবে আমরা গতকাল বিশ্বের মালিক ছিলাম, আজ গোলাম হয়েছি। এখন সম্পূর্ণ বৃষ্টি বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এ হল ওয়ান্ডারফুল বৃষ্টি। মানুষ সেই কথা জানেনা। এখন তোমরা জানো কল্প অর্থাৎ পুরো ৫ হাজার বছরের সঠিক বৃষ্টি। এক সেকেন্ডের তফাৎ হতে পারেনা। এই অসীম জগতের বৃষ্টির নলেজ তোমরা বাচ্চারা এখন প্রাপ্ত করছো। নলেজ প্রদান করেছেন বৃষ্টিপতি। বীজ হয় ছোট, ফল দেখো কত বড় মাপের হয়। এ হল ওয়ান্ডারফুল বৃষ্টি, এই বৃষ্টির বীজও হল সূক্ষ্ম। আত্মাও হয় সূক্ষ্ম। বাবাও সূক্ষ্ম, এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না। যদিও বিবেকানন্দের বিষয়ে বলা হয় - উনি বলেছেন জ্যোতিপুঞ্জ ঐন্নার থেকে বেরিয়ে আমার মধ্যে এসে ঢুকে গেল। এমন কোনো জ্যোতি বেরিয়ে অন্যের মধ্যে মিলিয়ে যেতে পারে না। কি বেরিয়েছে? সে বিষয়ে বোধ নেই। এমন এমন সাক্ষাৎকার তো অনেক হয়, কিন্তু তারা অনেক সম্মান দেয়, মহিমা বর্ণনা করে। ভগবানুবাচ - কোনও মানুষের মহিমা নয়। মহিমা বর্ণনা কেবল দেবতাদের করা হয় এবং যে এমন দেবতায় পরিণত করেন তাঁর মহিমা করা হয়। বাবা কার্ড খুব ভালো বানিয়েছিলেন। জয়ন্তী পালন করো একমাত্র শিববাবার। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকেও তো এমন স্বরূপ শিববাবাই প্রদান করেন, তাইনা। শুধুমাত্র এক এরই মহিমা আছে, একের স্মরণেই থাকো। ব্রহ্মাবাবা নিজে বলেন উঁচু থেকে উঁচু স্বরূপে পরিণত হই পরে নীচেও নেমে আসি। এই কথা কেউ জানেনা - উঁচু থেকে উঁচু লক্ষ্মী-নারায়ণ পুনরায় ৮৪ জন্ম পরে নীচে নেমে আসেন, তৎস্বম্। তোমরাই বিশ্বের মালিক ছিলে, পরে কি অবস্থা হয়েছে! সত্যযুগে কে ছিলে? তোমরা সবাই ছিলে, নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। রাজা-রানীও ছিলে, সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী বংশের ছিলে। বাবা কত ভালো ভাবে বোঝান। এই সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে চলতে-ফিরতে থাকা উচিত। তোমরা হলে চৈতন্য লাইট-হাউস। সম্পূর্ণ পড়াশোনা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। কিন্তু সেই অবস্থা তো এখনও হয়নি, হবে। যারা পাস উইথ অনার হবে তাদের এমন অবস্থা হবে। সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকবে। বাবার প্রিয়, লাভলী বাচ্চা তখনই বলা হবে। এমন বাচ্চাদেরকে বাবা স্বর্গের রাজস্ব উপহার দেন। বাবা বলেন আমি রাজস্ব করি না, তোমাদের প্রদান করি, একেই নিষ্কাম সেবা বলা হয়। বাচ্চারা জানে বাবা আমাদের মাথার উপরে বসিয়ে দেন, তো এমন বাবাকে কতখানি স্মরণ করা উচিত। এই ড্রামা এমনই ভাবে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। বাবা সঙ্গমে এসে সবাইকে সদগতি দেন, নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এক নশ্বরে হাইয়েস্ট সম্পূর্ণ পবিত্র, লাস্ট নশ্বরে সম্পূর্ণ অপবিত্র। স্নেহ-স্মরণ তো বাবা সবাইকে দেন।

বাবা কত ভালো ভাবে বোঝান, কখনও মিথ্যা অহংকারের বশীভূত হবে না। বাবা বলেন - সতর্ক থাকতে হবে, এই রথের সম্মানও রাখতে হবে। এই রথ অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবার দেহের দ্বারা তো বাবা জ্ঞান প্রদান করেন, তাইনা। ইনি (জ্ঞানে আসার পূর্বে) কখনও কুবচন শোনেনি। সবাই খুব ভালোবেসেছে। এখন তো দেখো কত কু কথা শুনতে হয়। অনেকে ট্রেটর হয়ে পালিয়ে যায় তখন তাদের কিরূপ অবস্থা হবে, ফেল হবে, তাইনা! বাবা বোঝান মায়া হল এমন, তাই খুব সতর্ক থাকো। মায়া কাউকে ছাড়ে না। সব রকমের আগুন লাগিয়ে দেয়। বাবা বলেন আমার সব বাচ্চারা কাম চিতায় বসে কালো কয়লায় পরিণত হয়েছে। সবাই তো একরকম হয় না। না সবার পাট একরকম হয়। এর নামই হল বেশ্যালয়, অনেক বার কাম চিতায় বসেছে। রাবণ খুব শক্তিশালী, বুদ্ধিকে পতিত বানিয়ে দেয়। এখানে এসে বাবার কাছে শিক্ষা নিয়েও অনেকে এমন হয়ে যায়। বাবার স্মরণ ব্যতীত কুদৃষ্টি কখনও ভালো হতে পারে না, তাই সূর্যদাসের কাহিনী আছে (থারাপ জিনিস দেখবে না বলে নিজেই অন্ধ হয়ে গেছিল)। যদিও গল্প, দৃষ্টান্ত তো দেওয়া হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছো। অজ্ঞান অর্থাৎ অন্ধকার। বলা হয় তোমরা তো অন্ধ, অজ্ঞানী। এখন জ্ঞান হল গুপ্ত, এতে কিছু বলার নেই। এক সেকেন্ডে সম্পূর্ণ জ্ঞান এসে যায়, সবচেয়ে সরল এই জ্ঞান। তবুও শেষ পর্যন্ত মায়ার পরীক্ষা চলতে থাকবে। এই সময় তো ঝড়ের মধ্যে আছো, পাকা মজবুত হয়ে গেলে এত ঝড় আসবে না, পড়ে যাবে না। তখন দেখবে তোমাদের বৃষ্টি কত বড় হবে। সুনাম তো হবেই। বৃষ্টি তো বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটু বিনাশ হলে খুব সতর্ক হয়ে যাবে। তখন বাবার স্মরণে স্থির হয়ে যাবে। বুঝবে যে সময় কম। বাবা তো ভালো করে বোঝান - নিজেদের মধ্যে স্নেহ সহকারে থাকো। চোখ রাঙাবে না। ক্রোধ রূপী ভূত এলে চেহারা পাল্টে যায়। তোমাদেরকে তো লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন চেহারা ধারণ করতে হবে। মুখ্য উদ্দেশ্যটি সামনে আছে। সাক্ষাৎকার পরে হতে থাকবে, যখন ট্রান্সফার হবে। যেমন শুরুতে সাক্ষাৎকার হয়েছিল তেমনই শেষ সময়েও অনেক পাট দেখবে। তোমরা খুব খুশীতে থাকবে। মিরুয়া মউত মলুকা শিকার অর্থাৎ শিকার দেখে শিকারীর মনে আনন্দ ... শেষ সময়ে অনেক সীন সীনারী দেখতে হবে তখন অনুতাপ করবে যে আমি এই কাজ করেছি। তখন সেই দন্ড ভোগও কঠিন থাকে। বাবা এসে পড়ান, তাঁরও সম্মান না রাখলে দন্ড তো প্রাপ্ত হবে। সবচেয়ে কঠিন দন্ড ভোগ তারা প্রাপ্ত করবে যারা বিকারগ্রস্ত হয় বা শিববাবার অনেক গ্লানি অপমান করানোর নিমিত্ত হয়। মায়া খুব তীব্র।

স্থাপনার কাজে কত কিছু হয়। তোমরা তো এখন দেবতায় পরিণত হচ্ছে তাইনা। সত্যযুগে অসুর ইত্যাদি হয় না। এই হল সঙ্গমের কথা। এখানে বিকার গ্রস্ত মানুষ কত দুঃখ দেয়, কন্যাদের উপরে অত্যাচার করে, বিবাহ করতে বাধ্য করে। স্ত্রীকে বিকারগ্রস্ত হওয়ার জন্য অত্যাচার করে, কত কিছুর সম্মুখীন হতে হয়। তারা বলে সন্ন্যাসীরাও থাকতে পারেনা এরা কারা যে পবিত্র থেকে দেখায়। ভবিষ্যতে সবই বুঝবে। পবিত্রতা ব্যতীত দেবতায় পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। তোমরা বোঝাও - আমরা এতখানি প্রাপ্ত করি তবেই ত্যাগ করি। ভগবানুবাচ - কাম বিকারকে জিতলে জগৎজিত হবে। এমন লক্ষ্মী-নারায়ণে পরিণত হলে পবিত্র তো হবেই। তখন মায়া খুব অস্থির করে। সর্বোচ্চ এই পড়াশোনা তাইনা। বাবা এসে পড়ান - এই কথা বাচ্চারা ভালো রীতি স্মরণ করেনা তাই মায়া এসে থাপ্পড় মারে। মায়া অনেক আদেশ অমান্য করিয়ে দেয় তখন তাদের কি অবস্থা হয়। মায়া এমন অমনোযোগী বানিয়ে দেয়, অহংকারে বশীভূত করে দেয় যে বলার কথা নয়। নম্বর অনুসারে রাজধানী তৈরি হয় সুতরাং কোনও কারণ তো থাকবে তাইনা। এখন তোমরা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারের জ্ঞান প্রাপ্ত করো তাই খুব ভালো ভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত। অহংকার এলেই মৃত্যু। মায়া একদম ওয়ার্থ নট এ পেনি অর্থাৎ মূল্যহীন বানিয়ে দেয়। বাবার আদেশ অমান্য করলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঊঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেদের মধ্যে স্নেহ সহকারে চলতে হবে। কখনও ক্রোধ বশতঃ একে অপরকে চোখ রাঙাবে না। বাবার আদেশ অমান্য করবে না।

২) পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য বুদ্ধিতে পড়াকে রাখতে হবে। চৈতন্য লাইট হাউস হতে হবে। দিন-রাত্রি বুদ্ধিতে যেন জ্ঞান আবর্তিত হয়।

বরদান:- সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের নেশায় এবং খুশীতে থেকে পদ্মগুণ ভাগ্যশালী ভব সম্পূর্ণ বিশ্বে যে সকল ধর্ম পিতা বা জগৎগুরু হয়েছেন তাদের কারো মাতা-পিতার সম্পর্কে অলৌকিক জন্ম ও অলৌকিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রাপ্ত হয় নি। তারা অলৌকিক মাতা-পিতার সম্পর্ক স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না এবং তোমরা পদ্মপতি শ্রেষ্ঠ আত্মারা হলে প্রতিদিন মাতা-পিতার সম্পর্কের বা সর্ব সম্বন্ধের স্নেহ স্মরণ নিতে সক্ষম। স্বয়ং সর্ব শক্তিমান পিতা বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সেবক হয়ে প্রতি পদক্ষেপে সঙ্গে থাকেন - তাই এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের নেশায় ও খুশীতে থাকো।

স্লোগান:- তন (দেহ) ও মন সর্বদা খুশী রাখার জন্য খুশীর সমর্থ সঙ্কল্প করো।

“মিষ্টি বাচ্চারা - গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার অর্থাৎ সকল ধর্মের পিতাদেরও আদি পিতা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যাঁর কর্তব্যকে (অকুপেশন) বাচ্চারা, তোমরাই জানো”

*প্রশ্নঃ - কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানানোর যুক্তি কি ?

*উত্তরঃ - এই জন্মে কোনও কর্ম বাবার থেকে লুকিয়ে না, শ্রীমৎ-এর অনুসারে কর্ম করো তাহলে প্রত্যেক কর্ম শ্রেষ্ঠ হবে। সবকিছুই কর্মের উপর নির্ভরশীল। যদি কেউ পাপ কর্ম করে লুকিয়ে ফেলে তাহলে তাকে ১০০ গুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে, পাপ বৃদ্ধি পাবে, বাবার সাথে যোগ ভেঙে যাবে। তারপর এইরকম পাপকর্ম করে বাবার থেকে লুকিয়ে ফেলা আত্মাদের সর্বৈব ক্ষতি হয়ে যাবে, এইজন্য সত্য বাবার সাথে সং থাকো।

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এটা তো বোঝে যে এই পুরানো দুনিয়াতে আমরা হলাম অল্প দিনের ভ্রমণকারী (পথিক) । দুনিয়ার মানুষ তো মনে করে এখনও ৪০ হাজার বছর এখানে থাকতে হবে। বাচ্চারা তোমাদের তো নিশ্চয় আছে তাই না ! এই কথাটা ভুলে যেওনা। এখানে বসে আছো তো বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে খুবই খুশি হওয়া উচিত। এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ এসব কিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। আত্মা তো হল অবিনাশী। এটাও বুদ্ধিতে আছে যে আমরা আত্মারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছি, এখন বাবা এসেছেন নিয়ে যাওয়ার জন্য। পুরানো দুনিয়া যখন শেষ হয়ে আসে তখন বাবা আসেন নতুন দুনিয়া বানানোর জন্য। নতুন দুনিয়া থেকে পুরানো, পুনরায় পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া, এই চক্রের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। অনেকবার আমরা এই চক্র পরিক্রমা করেছি। এখন এই চক্র সম্পন্ন হচ্ছে। পুনরায় নতুন দুনিয়াতে আমরা অল্প কয়েকজন দেবতারাই থাকবো। সেখানে মানুষ থাকবে না। এখন আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। এটা তো পাক্কা নিশ্চয় আছে তাইনা! বাকি সবকিছুই কর্মের উপর নির্ভরশীল। মানুষ উল্টোপাল্টা কর্ম করলে তো তাদের অন্তরে অনুশোচনা অবশ্যই হয়, এই জন্য বাবা জিজ্ঞাসা করছেন যে এই জন্মে এমন কোনো পাপ কর্ম করনি তো ? এটা হল ছিঃ ছিঃ রাবণ রাজ্য। এটাও তোমরা বুঝে গেছো। দুনিয়া এটা জানে না যে রাবণ কোন জিনিসের নাম। বাপুজী বলেছিলেন, রামরাজ্য চাই কিন্তু অর্থ জানতেন না। এখন অসীম জগতের বাবা বোঝাচ্ছেন রামরাজ্য কোন প্রকারের হয়। এটা তো হল অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়া। এখন অসীম জগতের বাবা বাচ্চাদেরকে অবিনাশী উত্তরাধিকারী প্রদান করছেন। এখন তোমরা আর ভক্তি কর না। এখন বাবার হাত প্রাপ্ত হয়েছে। বাবার সহায়তা ছাড়া এতদিন তোমরা বিষয় বৈতরণী নদীতে হাবুডুবু খেয়েছিলে, অর্ধেক কল্প হলই ভক্তি। জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তোমরা নতুন দুনিয়া সত্যযুগে চলে যাও। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে এটা নিশ্চয় আছে যে - আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে যাব, পুনরায় পবিত্র রাজ্যে আসবো। এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই তোমাদের প্রাপ্ত হয়। এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। যখন তোমরা অসুন্দর (ছিঃ ছিঃ) থেকে সুন্দর, কাঁটা থেকে ফুল তৈরি হও। কে তৈরী করছেন ? বাবা। বাবাকে জেনেছো। তিনি হলেন আমাদের আত্মাদের অসীম জগতের বাবা। লৌকিক বাবাকে অসীম জগতের বাবা বলা যায়না। আত্মাদের হিসাবে পারোলৌকিক বাবা হলেন সকলের বাবা। পুনরায় ব্রহ্মারও কর্মক্রিয়া চাই তাই না! বাচ্চারা তোমরা সকলের কর্মক্রিয়াকে জেনেছ। বিষ্ণুরও কর্মক্রিয়াকে জেনেছ। কতোই না সজ্জিত হয়ে থাকেন। তিনি হলেন স্বর্গের মালিক তাই নাকি। এঁনাকে তো সঙ্গমেরই বলা যায়। মূলবতন, সূক্ষ্ম বতন, স্থূল বতন, এসব তো সঙ্গমেই আসে তাই না। বারা বোঝাচ্ছেন যে পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার এই হল সঙ্গম। তোমরা আহ্বান করেছিলে যে, হে পতিত পাবন এসো। পবিত্র দুনিয়া হল নতুন দুনিয়া আর পতিত দুনিয়া হল পুরানো দুনিয়া। এটাও জানো যে অসীম জগতের বাবারও পাঁট আছে। তিনি হলেন ক্রিকেটার ডাইরেক্টর তাইনা। সবাই মান্য করে, তো অবশ্যই তাঁর কোনো না কোনো অ্যাক্টিভিটি তো থাকবেই তাই না! তাঁকে ব্যক্তি বলা যায় না, কারণ ওঁনার তো কোনো শরীর নেই। বাকি সবাইকে হয় মানুষ নয়তো দেবতা বলা যায়। শিব বাবাকে তো না দেবতা, না মানুষ বলা যেতে পারে, কেননা তাঁর তো কোনো শরীরই নেই। এটা তো কিছু সময়ের জন্য নিয়েছেন। তিনি বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে আমি শরীর ছাড়া রাজযোগ কিভাবে শেখাব! মানুষ আমাকে নুড়িতে কাঁকড়ে, মাটির ভাঙা পাত্রের টুকরোতে বলে দিয়েছে, কিন্তু এখন তো বাচ্চারা তোমরা বুঝেছ যে আমি কিভাবে আসি! এখন তোমরা রাজযোগ শিখছো। কোনও মানুষ তো শেখাতে পারে না। দেবতার সত্যযুগের রাজস্ব কিভাবে নিয়েছেন? অবশ্যই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে রাজযোগ শিখেছেন। তো এসব স্মরণ করো এখন বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে অসীম খুশি হওয়া চাই। এখন আমরা ৮৪-র চক্র সম্পন্ন করেছি। বাবা কল্প-কল্পে আসেন। বাবা নিজে বলেন যে এটা হল অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ যিনি সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন, তিনিও পুনরায় ৮৪ - র চক্র পরিক্রমা করেছি। তোমরা শিব

বাবার তো ৮৪ জন্ম তো বলতে পারোনা। তোমাদেরও মধ্যেও নশ্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে জানতে পারো। মায়া হল অত্যন্ত শক্তিশালী, কাউকে ছাড়ে না। এই বাবা ভালো ভাবেই তা জানেন। এই রকম ভেবো না যে, বাবা হলেন অন্তর্যামী। না, সকলেরই এক্টিভিটির দ্বারা জানতে পারা যায়। সংবাদ আসে - মায়া কাঁচাই একদম পেটে ভরে নিয়েছে। বাচ্চারা, এইরকম অনেক কথাই তোমরা জানতে পারো না, বাবা তো সবই জানতে পারেন। সাধারণ মানুষ মনে করে যে বাবা হলেন অন্তর্যামী। বাবা বলেন, আমি অন্তর্যামী নই। প্রত্যেকের চাল-চলন দেখে সব কিছুই বোঝা যায়। অনেকেরই চাল-চলন খুব নোংরা হয়ে থাকে। বাবা বাচ্চাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। মায়ার থেকে সাবধান থাকতে হবে। মায়া এমনই, কোনো না কোনো রূপে একদম গিলে ফেলবে। পুনরায় যদিও বাবা বোঝাচ্ছেন তবুও বুদ্ধিতে বসে না। এইজন্য বাচ্চাদেরকে অনেক সাবধান থাকতে হবে। কাম হল মহাশত্রু। বুঝতেই পারে না যে আমরা বিকারে চলে গেছি, এইরকমও হয়। এইজন্য বাবা বলছেন, যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে যায় তবে পরিষ্কার করে বলে দাও, লুকিয়ে রেখোনা না। নাহলে তো ১০০ গুণ পাপ হয়ে যাবে, যেটা অন্তরে অনুশোচনা হতে থাকবে। একদম ভেঙে পড়বে। সত্য বাবার সাথে একদম সত্য হওয়া চাই। না হলে তো অনেক অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। মায়া এই সময় তো অনেক শক্তিশালী। এটা হল রাবণের দুনিয়া। আমরা এই পুরানো দুনিয়াকে স্মরণই বা করব কেন! আমরা তো নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করব, যেখানে এখন যাচ্ছি। বাবা নতুন মহল বানাচ্ছেন তাই বাচ্চাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের জন্যই তৈরি হচ্ছে। খুশি থাকবে। এসব হল অসীম জগতের কথা। আমাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্বর্গ তৈরি হচ্ছে। স্বর্গে অবশ্যই মহলও থাকবে, থাকার জন্য। এখন আমরা নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি। যত-যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই ফুলের মত সুন্দর তৈরি হবে। আমরা বিকারের বশীভূত হয়ে কাঁটা হয়ে গিয়েছিলাম। বাবা জানেন যে মায়া অর্ধেককে তো একদম খেয়ে নেয়। তোমরাও বুঝতে পারো যে, যারা আসেনা তারা তো মায়ার বশীভূত হয়ে গেছে, তাইনা! বাবার কাছে তো আসে না। এইরকম মায়া অনেককেই গিলে ফেলে। অনেকেই ভালো ভালো বলে চলে যায় - আমি এইরকম করবো, এটা করবো, আমি তো যজ্ঞের জন্য প্রাণ দিতেও তৈরি আছি। আজ তারা নেই। তোমাদের লড়াই হলই মায়ার সাথে। দুনিয়াতে এটা কেউ জানে না - মায়ার সাথে লড়াই কিভাবে হয়। এখন বাচ্চারা বাবা তোমাদেরকে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন, যার দ্বারা তোমরা অন্ধকার থেকে আলোতে এসে গেছো। আত্মাকেই এই জ্ঞানের নেত্র দিয়েছেন, তখন বাবা বলেন, নিজেকে তোমরা আত্মা মনে করো। অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো। ভক্তিতেও তোমরা স্মরণ করে সব কাজ করতে, তাইনা। বলেওছিলে, আপনি এলে আপনার কাছে আমরা সমর্পিত হয়ে যাব। কিভাবে সমর্পিত হবে! এটা খোড়াই তোমরা জানতে! এখন তোমরা বুঝেছ যে আমরা যেরকম আত্মা, সেইরকম বাবাও। বাবারও হল অলৌকিক জন্ম। বাচ্চারা তোমাদেরকে কিরকম ভালো ভালো পড়াচ্ছেন! নিজেরাই বলো যে, ইনি হলেন সেই বাবা যিনি কল্প-কল্প আমাদের বাবা হয়েছেন। আমরাও বাবা বাবা বলে থাকি, বাবাও বাচ্চা-বাচ্চা বলেন। তিনিই টিচারের রূপে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আর তো কেউ রাজযোগ শেখাতে পারে না। তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছে, তাই এইরকম বাবার হয়ে পুনরায় সেই টিচারের শিক্ষাও নেওয়া চাই, তাই না। খুশিতে উৎফুল্ল হওয়া চাই। আর যদি ছিঃ ছিঃ নোংরা হয়ে যাও তাহলে পুনরায় সেই খুশি আসবে না। তখন যতই মাথা খাটাক না কেন, সেই রকম আমাদের জাতি ভাই থাকে না। এখানে মানুষের অনেক সারনেম থাকে। তোমাদের সারনেম দেখো কত বড়। ইনি হলেন বড় থেকেও বড় গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার ব্রহ্মা। তাঁকে কেউই জানেনা। শিববাবাকে তো সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। ব্রহ্মাকেও কেউ জানেনা। চিত্রও আছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকরের। ব্রহ্মাকে সূক্ষ্ম বতনে নিয়ে গেছে। বায়োগ্রাফি কিছুই জানেনা। সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মাকে দেখিয়ে দিয়েছে, পুনরায় প্রজাপিতা ব্রহ্মা কেথা থেকে আসবেন! সেখানে বাচ্চাদেরকে দওক নেবেন কি! কারোরই জানা নেই। প্রজাপিতা ব্রহ্মা - বলে থাকে কিন্তু বায়োগ্রাফি জানে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, ইনি হলেন আমার রথ। অনেক জন্মের অন্তে আমি এঁনার আধার গ্রহণ করি। এটাই হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ গীতার এপিসোড। পবিত্রতাই হল মুখ্য। পতিত থেকে পবিত্র কিভাবে হতে হবে, এটা দুনিয়াতে কারোরই জানা নেই। সাধুসন্ত ইত্যাদি কখনো কেউ এই কথা বলবে না যে দেহের সাথে সবাইকে ভুলে যাও। এক বাবাকে স্মরণ করো তাহলে মায়ার পাপ কর্ম সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কোনো গুরু কখনও এইরকম বলবেন না।

বাবা বোঝাচ্ছেন - এই ব্রহ্মা কিভাবে হন? ছোটবেলায় গ্রামের যুবক ছিলেন। ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত। তাই নতুন দুনিয়া পুরানো হয়ে যায়। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। তখন বুঝতে পারছ, ধারণা করতে পারছো। এখন তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে গেছ। আগে বুদ্ধিহীন ছিলে। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন বুদ্ধিমান আর এখানে বুদ্ধিহীন হয়ে গেছেন। সামনে দেখো ইনি হলেন স্বর্গোদ্যানের মালিক তাই না। কৃষ্ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন, পুনরায় গ্রামের যুবক হয়েছেন। তোমাদেরকে এটা ধারণা করে পুনরায় পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে। মুখ্য হলই পবিত্রতার কথা। লেখ - বাবা, মায়া আমাকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। চোখ ক্রিমিনাল হয়ে গেছে। বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো। ব্যস্ এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অল্প সময়ের জন্য, শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করে পুনরায়

আমরা চলে যাব। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য লড়াইও লাগে। এটাও তোমরা দেখবে যে কিভাবে যুদ্ধ লাগবে। বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারবে যে আমরা দেবতা হচ্ছি তো আমাদের নতুন দুনিয়া চাই। এইজন্য বিনাশ অবশ্যই হবে। শ্রীমতের আধারে আমরা নিজেদের নতুন দুনিয়া স্থাপন করছি।

বাবা বলছেন - আমি তোমাদের সেবায় উপস্থিত হয়েছি। তোমরা অনুরোধ জানিয়েছিল, আমাদেরকে, পতিতদেরকে এসে পবিত্র বানাও। তাই তোমাদের ডাকে আমি এসেছি, তোমাদেরকে খুব সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছি। "মন্মুনা ভব"। ভগবানুবাচ, তাই না। কেবল কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। বাবার পরে হল কৃষ্ণ। ইনি হলেন পরম ধামের মালিক, তিনি হলেন বিশ্বের মালিক। সুস্বভাবতনে তো কিছুই হয় না। সবার থেকে নম্বর ওয়ান হলেন শ্রীকৃষ্ণ, যাকে সবাই খুব ভালোবাসে। বাকিরা পরে পরে আসে। স্বর্গে তো সবাই যেতে পারবে না। তাই মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে অন্তর থেকে খুশিতে থাকতে হবে। কৃত্রিম খুশী হলে হবে না। বাইরে থেকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের বাচ্চারা বাবার কাছে আসে, যারা কখনো পবিত্র থাকে না। বাবা বোঝান যে, যদি বিকারে যাও তবে এখানে আসো কেন? তারা বলে - কি করব, থাকতে পারিনা। প্রতিদিন এইজন্য আসি, না জানি কবে কখন এইরকম ভীর লেগে যাবে। আপনি ছাড়া সঙ্গতি কে করবে? এসে বসে যায়। মায়া অত্যন্ত প্রবল। নিশ্চয়ও হয় - বাবা আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র সুন্দর ফুল বানান। কিন্তু কি করবো, তবুও সত্য কথা তো বলে - এখন অবশ্যই সে শুধরে গেছে হয়তো। তার এটা নিশ্চয় ছিল - এনার দ্বারাই আমরা শুধরে যাবো।

এই সময় কতো কতো অ্যাক্টর! একজনের ফিচার (চেহারা, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি) অন্যের সাথে মিলবে না। পুনরায় কল্লের পর এরপর সেই একই রকমের বৈশিষ্ট্যের পার্ট পুনরাবৃত্তি করবে। আত্মারা তো সবাই ফিক্স আছে, তাইনা। সকল অ্যাক্টর একদমই অ্যাক্যুরেট পার্ট প্লে করতে থাকে। এতটুকুও হেরফের হয় না। সকল আত্মারাই হলো অবিনাশী। তাদের মধ্যে অবিনাশী পার্ট পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। এ সব হল অনেক বোঝার বিষয়। কতইনা বোঝাতে থাকে, তবুও ভুলে যায়। বুঝতে পারে না। এটাও ড্রামাতে হওয়ারই ছিল। প্রত্যেক কল্লেই রাজস্ব স্থাপন হয়ে থাকে। সত্যযুগে আসেই অল্প কয়েকজন - সেটাও আবার নম্বরের ক্রমানুসারে। এখানেও নম্বরের ক্রম আছে, তাইনা। একজনের পার্ট একজনই জানে, অন্যরা জানতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সত্য বাবার সাথে সর্বদা সত্য থাকতে হবে। বাবার উপর সম্পূর্ণ সমর্পিত হয়ে যেতে হবে।

২) জ্ঞানকে ধারণ করে বুদ্ধিমান হতে হবে। অন্তর থেকে অসীম খুশিতে থাকতে হবে। শ্রীমতের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করে খুশি হারিয়ে ফেলো না।

বরদান:- জ্ঞানের গুপ্ত কথাগুলিকে শুনে, সেগুলির স্বরূপ ধারণকারী বাবা সম জ্ঞানী আত্মা ভব বাবা সম জ্ঞানী আত্মা, প্রত্যেক কথার স্বরূপকে অনুভব করে। শুনতে যেমন ভালো লাগে, গুটুও মনে হয়, কিন্তু শোনার সাথে সাথে সমাযিত করা অর্থাৎ স্বরূপ হওয়া - এরও অভ্যাস থাকা চাই। আমি আত্মা হলাম নিরাকার - এটা বারবার শুনতে থাকো কিন্তু নিরাকার স্মৃতির অনুভাবী হয়ে শোনো। যেইরকম পয়েন্ট সেইরকম অনুভব। এর দ্বারা শুদ্ধ সংকল্পের খাজানা জমা হতে থাকবে আর বুদ্ধি এতেই ব্যস্ত থাকবে, তখন ব্যর্থ সংকল্প থেকে সহজেই পার হয়ে যাবে।

স্লোগান:- নলেজ এবং অনুভবের ডবল অথরিটি সম্পন্ন আত্মাই হল 'মস্ত ফকির রমতা যোগী'।

'মস্ত ফকির রমতা যোগী' = যে বৈরাগী, যোগী প্রভু প্রেমে মত্ত থেকে ঘুরে ঘুরে সন্দেশ দিতে থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের স্মরণের যাত্রা হলো একদমই গুপ্ত, তোমরা বাচ্চারা এখন মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য যাত্রা করছো"

*প্রশ্ন:- স্থূললোক নিবাসী থেকে সূক্ষ্মলোক নিবাসী ফরিস্তা হওয়ার পুরুষার্থ কি ?

*উত্তর:- সূক্ষ্মলোক নিবাসী ফরিস্তা হতে গেলে আত্মীয় সেবাতে সম্পূর্ণ অস্থি স্বাহা করো। অস্থি স্বাহা না করে ফরিস্তা হতে পারবে না। কারণ ফরিস্তা অস্থি মাংস ব্যতীত হয়। এই অসীম জগতের সেবাতে দধিচি ঋষির মতো প্রতিটি অস্থি নিয়োজিত করতে হবে, তবেই ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত হবে।

*গীত:- ধৈর্য ধর রে মন (ধীরজ ধর মনুবা)...

ওম্ শান্তি । এই গানের দ্বারা বাচ্চারা ইশারা পেয়েছে যে ধৈর্য ধরো। বাচ্চারা জানে যে, আমরা শ্রীমত অনুযায়ী পুরুষার্থ করছি আর জানে যে আমরা এই গুপ্ত যোগের যাত্রাতে আছি। সেই যাত্রা নিজের সময় মতো সম্পূর্ণ হবে। মুখ্য হলো এই যাত্রা, যেইটা তোমরা ব্যতীত আর কেউই জানে না। যাত্রাতে অবশ্যই যেতে হবে আর নিয়ে যাওয়ার জন্য পান্ডাও চাই। এর নামই রাখা হয়েছে পান্ডব সেনা। এখন যাত্রাতে চলছে। স্থূল লড়াই এর কোনো ব্যাপার নেই। প্রতিটি ব্যাপার হলো গুপ্ত। যাত্রাও হলো খুবই গুপ্ত। শাস্ত্রেও আছে- বাবা বলেন আমাদের স্মরণ করো, তবে আমার কাছে এসে পৌঁছোবে। এইটা তো যাত্রা, তাই না ! বাবা সমস্ত শাস্ত্রের সার বলে দেন। প্র্যাকটিক্যাল অ্যাক্ট(প্রয়োগ করান) নিয়ে আসেন। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের যাত্রা করতে হবে আমাদের নির্বাণধামে। ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে। এইটা হলো মুক্তিধামের জন্য সত্যিকারের যাত্রা। সকলেই চায় আমি মুক্তিধামে যাবো, এই যাত্রা করার জন্য কেউ মুক্তিধামের রাস্তা বলো। কিন্তু বাবা তো নিজের সময় মতো নিজেই আসেন, যে সময়কে কেউ জানে না। বাবা এসে বলে দেন, তখন বাচ্চাদের বিশ্বাস হয়। এইটা একদম সত্যিকারের যাত্রা, যে যাত্রার কথা প্রচলিত আছে। ভগবান এই যাত্রা শিখিয়েছিলেন। "মন্মনাভব", "মধ্যাজীভব" । এই শব্দ তোমাদেরও অনেক কাজের। কেবল কে বলেছেন - এইটাই ভুল করে দিয়েছে। বলে যে দেহ সহ দেহের সম্বন্ধকে ভুলে যাও। ঐনারও (ব্রহ্মা বাবার) দেহ আছে। ঐনাকেও বোঝানোর জন্য আর কেউ আছেন, যার নিজের দেহ নেই- সেই বাবা হলেন বিচিত্র, ঐনার কোনো চিত্র নেই, আর সকলের তো চিত্র আছে। সমগ্র দুনিয়া হলো চিত্রশালা। বিচিত্র আর চিত্র অর্থাৎ জীব আর আত্মার এই মনুষ্য স্বরূপ তৈরী হয়ে আছে। তবে সেই বাবা হলেন বিচিত্র। বোঝান যে আমাদের এই চিত্রের আধার নিতে হয়। শাস্ত্রে ভগবান বরাবর বলেছেন- মহাভারত লড়াইও যখন শুরু হয়েছিলো। রাজযোগ শেখাতেন, অবশ্যই রাজস্ব স্থাপন হয়েছিলো। এখন তো রাজস্ব নেই। রাজযোগ ভগবান শিখিয়েছিলেন, নূতন দুনিয়ার জন্য, কারণ বিনাশ সামনে ছিলো। বোঝানো হয় এইরকম হয়েছিলো যখন স্বর্গ স্থাপন করা হয়েছিলো। সেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন হয়েছিলো। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - সত্যযুগ ছিলো, এখন হলো কলিযুগ। বাবা আবার সেই কথাই বোঝান। কেউ তো এমন বলতে পারবে না যে, আমি পরমধাম থেকে এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। পরমপিতা পরমাত্মাই বলতে পারেন ব্রহ্মার দ্বারা, আর কারোর দ্বারাই এইটা ব্যক্ত হবে না। সূক্ষ্মলোকে থাকেনই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। ব্রহ্মার ক্ষেত্রেও বোঝানো হয়েছে যে তিনি হলেন অব্যক্ত ব্রহ্মা আর ইনি ব্যক্ত। তোমরা এখন ফরিস্তা হচ্ছে। ফরিস্তা স্থূললোকে থাকে না। ফরিস্তার অস্থি-মাংস থাকে না। এখানে এই আত্মীয় সেবাতে অস্থি ইত্যাদি সব নিঃশেষ করে দেয়, তারপর ফরিস্তা হয়ে যায়। এখন তো অস্থি আছে, তাই না ! এটাও লেখা হয়েছে -- নিজের অস্থি সমূহও সার্ভিসে দিয়ে দাও। যদি নিজের অস্থি সমূহ সম্পূর্ণ সমর্পণ করে, তখন স্থূললোক থেকে সূক্ষ্মলোকনিবাসী হয়। এখানে আমরা অস্থি সমর্পণ করে সূক্ষ্ম হয়ে যাই। এই সার্ভিসে সবকিছু স্বাহা: করতে হবে। স্মরণে থাকতে থাকতে আমরা ফরিস্তা হয়ে যাবো। এইটাও গাওয়া হয়েছে-- শিকারের মৃত্যুতে শিকারীর আনন্দ (মিরুয়া মৌত মলুকা শিকার), মলুক ফরিস্তাকে বলা হয়। তোমরা মানুষ থেকে ফরিস্তা হও। তোমাদের দেবতা বলা যাবে না। এখানে তো তোমাদের শরীর আছে ! সূক্ষ্মলোকের বর্ণনা এখন করা হয়। যোগে থেকে আবার ফরিস্তা হয়ে যায়। শেষকালে তোমরা ফরিস্তা হয়ে যাবে। তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে, আর খুশী হবে। মানুষ তো সব কালের(মৃত্যুর) শিকার হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা মহাবীর হবে তারা অটল থাকবে। এছাড়া কি কি হতে থাকবে! বিনাশের সিন্ সব, তাই না ! অর্জুনের বিনাশের সাক্ষাৎকার হয়েছিলো। এ কোনো একজন অর্জুনের কথা নয়। বাচ্চারা, তোমাদের বিনাশ আর স্থাপনার সাক্ষাৎকার হয়। প্রথমদিকে বাবারও বিনাশের সাক্ষাৎকার হয়েছিলো। সেই সময় জ্ঞান তো কিছুই ছিলো না। দেখতেন সৃষ্টির বিনাশ হচ্ছে। তারপর চতুর্ভুজের সাক্ষাৎকার হয়েছিলো। বুঝতে পারে এইটা তো ভালো। বিনাশের পরে আমরা বিশ্বের মালিক হই, তখন খুশী আসে। এখন

এই দুনিয়া জানে না যে বিনাশ তো ভালো। পীসের (শান্তির) জন্য কতো চেষ্টা করে, কিন্তু শেষকালে বিনাশ তো হতেই হবে। মানুষ স্মরণ করে - পতিত পাবন এসো, তো বাবা আসেন অবশ্যই, এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করবেন, যেখানে আমরা রাজত্ব করবো। এটা তো ভালো বেশ ! পতিত-পাবনকে স্মরণ করবো কেন ? কারণ এখানে হল দুঃখ । পবিত্র দুনিয়াতে দেবতারা থাকে, পতিত দুনিয়াতে তো দেবতাদের পা পড়তে পারে না। তাই তো অবশ্যই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হওয়া উচিত। গাওয়াও হয়েছে যে মহাবিনাশ ঘটেছে। মহাবিনাশের পর কি ঘটে ? এক ধর্মের স্থাপনা, তো এইরকমই তো হবে। এইখান থেকে রাজযোগ শিখবে। বিনাশ হবে, এছাড়া ভারতে কে বাঁচবে ? যারা রাজযোগ শিখছে, জ্ঞান প্রদান করছে তারাই বাঁচবে। বিনাশ তো সবারই হবে, এর জন্য ভয় পাওয়ার ব্যাপার নেই। পতিত-পাবনকে ডাকে যখন আর তিনি এলে তখন তো খুশী হওয়া উচিত, তাইনা ! বাবা বলেন বিকারে যেও না । এই বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো বা দান করো, তবে গ্রহণ - মুক্তি পাবে। ভারতের গ্রহণ অবশ্যই মুক্তি পায়। কুৎসিত থেকে সুন্দর হতে হবে। সত্যযুগে পবিত্র দেবতারা ছিলো, তারা অবশ্যই এখানে থাকবে। তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমত অনুযায়ী নির্বিকারী হচ্ছি। ভগবানুবাচ, এইটা হলো গুপ্ত। শ্রীমত অনুযায়ী চলে তোমরা বাদশাহী প্রাপ্ত করো। বাবা বলেন, তোমাদের নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। সেকেন্ডে রাজত্ব প্রাপ্ত হতে পারে। শুরুতে কন্যারা ৪ থেকে ৫ দিনও বৈকুণ্ঠতে গিয়ে থাকতো। শিববাবা এসে বাচ্চাদেরকে বৈকুণ্ঠেরও সাক্ষাৎকার করাতেন। দেবতারা আসতেন- কতো মান - সম্মানের সাথে। তাই বাচ্চাদের মনের মধ্যে থাকতো বরাবর গুপ্ত বেশে আসেন যে বাবা, তিনি আমাদের বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মার দেহে আসেন। ব্রহ্মার দেহ তো এখানে দরকার, তাই না! প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা । বাবা বুঝিয়েছেন- যে কেউই আসুক না কেন তাকে জিজ্ঞাসা করো - কার কাছে এসেছো ? বি. কে র কাছে। আচ্ছা, ব্রহ্মার নাম কখনো শুনছো ? প্রজাপিতা তিনি ! আমরা সবাই এসে ওঁনার হয়েছি। অবশ্যই পূর্বে হয়েছিলাম। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা তো অবশ্যই সাথে ব্রাহ্মণও চাই। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা কাকে বোঝান ? শূদ্রকে তো বোঝাবেন না। এ হলো ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের আপন করেছেন। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা সংখ্যায় অনেক, কতো সেন্টার আছে। সব জায়গায় ব্রহ্মাকুমারীরা পড়ান। এখানে আমাদের পিতামহের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ভগবানুবাচ - তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি। তিনি নিরাকার হওয়ার কারণে এঁনার শরীরের আধার নিয়ে আমাদের নলেজ শোনান। সবাই তো প্রজাপিতা, তাই না ! আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। শিববাবা হলেন পিতামহ। উনি আমাদেরকে অ্যাডপ্ট করেছেন। তোমরা জানো যে, আমরা দাদার কাছে বা পিতামহের কাছে পড়ছি ব্রহ্মা দ্বারা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ দুইজন হলেন স্বর্গের মালিক ! ভগবান তো হলেন- একই উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ নিরাকারী। বাচ্চাদের ধারণা খুবই ভালো হওয়া উচিত। সর্বপ্রথমে বুঝিয়ে দাও বাবা হলেন দু'জন, ভক্তি মার্গে। স্বর্গে হলো এক বাবা। পারলৌকিক বাপ দ্বারা বাদশাহী প্রাপ্ত হয়েছে, এরপর (স্বর্গে শিববাবাকে) স্মরণ কেন করবে। দুঃখই নেই যে স্মরণ করতে হবে। কীর্তন করে, দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। এ' সব তো এখনকার কথা। যা কিছু পাস্ট হয়ে যায় তার গায়ন হয়। মহিমা হলো একেরই। সেই এক বাবা এসেই পতিতকে পবিত্র করেন। মানুষ কি আর তা বোঝে! তারা তো পাস্টের কথা বসে লেখে । তোমরা এখন বুঝতে পারো- বরাবর বাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন, যার জন্য বাদশাহী প্রাপ্ত হয়েছে। ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করেছে। এখন আমরা আবার অধ্যয়ণ করছি, আবার ২১ জন্ম রাজত্ব করবো। এইরকম দেবতা হবে। এইরকম পূর্ব কল্পে হয়েছিলাম। তোমরা এখন বুঝেছো যে, আমরা পুরো ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করেছি। এখন আবার সত্যযুগ- ত্রেতাতে যাবো। তাই তো বাবা জিজ্ঞাসা করেন - পূর্বে কতবার মিলিত হয়েছো ? এইটা প্র্যাকটিক্যাল কথা যে ! নূতন যে, সেও যদি শোনে তো বুঝবে ৮৪ জন্মের চক্র তো অবশ্যই আছে। যারা সর্বপ্রথম থাকবে তাদেরই চক্র সম্পূর্ণ হবে। যুক্তিবুদ্ধির সাথে কাজ করতে হবে। এই বাড়ীতে, এই ড্রেসে বাবা আমি আপনার সাথে অনেকবার মিলিত হয়েছি আর মিলিত হবোও। পতিত থেকে পবিত্র আর পবিত্র থেকে পতিত হয়েই এসেছি। কোনো জিনিস সর্বদা নতুনই থাকবে, এইটা তো হতে পারে না। অবশ্যই পুরানো হবে। প্রতিটি জিনিস সতো-রজো-তমোতে আসে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে নূতন দুনিয়া আসছে। সেইটাকে স্বর্গ বলা হয়। এইটা হলো নরক। সেইটা হলো পবিত্র দুনিয়া। অনেক ডাকে - হে পতিত পাবন এসে আমাদের পবিত্র করো, কারণ প্রচন্ড দুঃখ বেড়ে যাচ্ছে । কিন্তু এইটা বুঝতে পারে না যে আমরাই পূজ্য ছিলাম আবার পূজারী হয়েছি। অনেক ধর্ম হয়ে চলেছে। বরাবর পতিত থেকে পবিত্র, পবিত্র থেকে পতিত হয়ে এসেছো। ভারতের উপরই থেলা। বাচ্চারা, তোমাদের এখন স্মৃতি জেগেছে, এখন তোমরা শিবজয়ন্তী পালন করো। বাকি আর কেউ তো শিবকে জানে না। আমরা জানি। বরাবর আমাদের রাজযোগ শেখান। ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। অবশ্যই যারা যোগ শিখবে, স্থাপনা করবে, তারাই আবার রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত করবে। আমরা বলে থাকি বরাবর আমরা প্রতি কল্পে বাবার কাছে রাজযোগ শিখেছি। বাবা বুঝিয়েছেন - এখন এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে । আবার নূতন চক্র আবর্তিত করতে হবে। চক্রকে তো জানা উচিত ! যদি এই চিত্র নাও থাকে তবুও তোমরা বোঝাতে পারো, এইটা তো একদমই সহজ ব্যাপার। বরাবর ভারত স্বর্গ ছিলো, এখন হলো নরক। শুধু তারাই মনে করে কলিযুগ হলো একদমই বাচ্চা। তোমরা বলো- এইটা তো কলিযুগের শেষ। বাবা বোঝান আমি আসি পতিত দুনিয়াকে

পবিত্র করে তুলতে। তোমরা জানো যে, আমাদের পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে। তোমরা মুক্তি, জীবনমুক্তি, শান্তিধাম, সুখধাম আর দুঃখধামকেও বুঝতে পারো। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে তখন আবার এইটা খেয়াল করে না যে কেন না আমরা সুখধাম যাবো। বরাবর আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের গৃহ হলো সেই শান্তিধাম। সেখানে আত্মাদের অরগ্যান্স না থাকার জন্য কথা বলে না। সেখানে সকলেরই শান্তি প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে হলো এক ধর্ম। এইটা হলো অনাদি, অবিনাশী ওয়ার্ল্ড ড্রামা যার চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। শান্তি ধামে কিছু সময় থাকতেই হয়। এইটা খুবই বোঝার ব্যাপার। কলিযুগ হলো দুঃখধাম। কতো প্রকার ধর্ম এইখানে, কতো হাঙ্গামা হতে থাকে। যখন একদম দুঃখধাম হয় তখনই বাবা আসেন। দুঃখ ধামের পরে সম্পূর্ণ (ফুল) সুখধাম। শান্তিধাম থেকে আমরা আসি সুখধামে, আবার দুঃখধাম তৈরী হয়। সত্যযুগে সম্পূর্ণ নির্বিকারী, এখানে হলো সম্পূর্ণ বিকারী। এইটা বোঝানো তো খুবই সহজ। সাহস থাকা চাই। যে কোনো জায়গায় গিয়ে বোঝাও। এইটাও লেখা আছে- হনুমান সৎসঙ্গে গিয়ে পিছন দিকে জুতোর উপর বসতো। সুতরাং যে মহাবীর হবে সে যে কোনো জায়গায় গিয়েই মুক্তির সাথে শুনবে, দেখবে কি বলে। তোমরা ড্রেস পরিবর্তন করে যে কোনো জায়গায় যেতে পারো, ওদের কল্যাণ করতে। বাবাও তো গুপ্ত বেশে তোমাদের কল্যাণ করেন, তাই না ! যে কোনো জায়গায় মন্দিরে নিমন্ত্রণ পেলে গিয়ে বোঝাতে হবে। প্রত্যেক দিন তোমরা ক্রমশ সুবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠছো। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতেই হবে, ট্রায়াল করতে হয়। এইটা তো বলাও হয়েছে, শেষের দিকে সন্ন্যাসীরা, রাজারা (বড় বড় মাপের মানুষ) আসবে। রাজা জনকের সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিলো। সে গিয়ে আবার ত্রেতাতে অনুজ্ঞক হয়েছিলো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তিম বিনাশের সিন দেখার জন্য নিজের স্থিতি মহাবীরের মতো নির্ভয়, অটল বানাতে হবে। গুপ্ত স্মরণের যাত্রাতে থাকতে হবে।

২) অব্যক্ত বতনবাসী ফরিস্তা হওয়ার জন্য অসীম জগতের সেবাতে দধীচি ঋষির মতো নিজের সমস্ত অস্থি স্বাহাঃ করতে হবে।

বরদান:- একান্ত আর অন্তর্মুখীতার অভ্যাস দ্বারা নিজেকে অনুভবের দ্বারা সম্পন্ন বানানো মায়াজীত ভব নলেজফুলের সাথে পাওয়ারফুল অর্থাৎ অনুভাবী মূর্ত হওয়ার জন্য একান্তবাসী আর অন্তর্মুখী হও। টালমাটাল হওয়ার কারণ হলো অনুভবের অভাব, সেইজন্য শুধুমাত্র বুঝতে পারা, বোঝাতে পারার মতো মননমূর্তি হয়ো না, একান্তবাসী হয়ে প্রতিটা পয়েন্টের অনুভাবী হলে যে কোনো প্রকারের ধোঁকার থেকে দুঃখ বা সংকট থেকে বেঁচে যাবে। কার বাচ্চা, কি প্রাপ্তি-- এই প্রথম পার্ঠের অনুভব করতে পারলে সহজেই মায়াজীত হয়ে উঠবে।

স্লোগান:- দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে ডবল লাইট থাকতে পারে যে, সে-ই হলো বাবার সমীপ রত্ন।

"চার বিষয়ে স্বতন্ত্র হও"

আজ বাপদাদা কমল-আসনধারী তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের দেখছেন। কমল-আসন ব্রাহ্মণ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতির লক্ষণ। আসন হলো স্থিত হওয়ার (বসার) সাধন। ব্রাহ্মণ আত্মারা কমল-স্থিতিতে স্থিত থাকে, সেইজন্য তাদের বলা হয় কমল-আসনধারী। যেমন, ব্রাহ্মণ যে সেই দেবতা হয়, ঠিক সেইরকমই আসনধারী যে সেই সিংহাসনধারী হয়, যত সময়ের জন্য তোমরা বহুকাল অথবা অল্পকালের কমল-আসনধারী হও ততটাই বহুকাল কিংবা অল্পকাল রাজ-সিংহাসনের অধিকারী হও। কমল-আসন বিশেষভাবে ব্রহ্মাবাবা সমান পরম উৎকৃষ্ট তথা অতি স্বতন্ত্র ও অতি প্রিয় স্থিতির সিম্বল (চিহ্ন)। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ফলো ফাদার করো, অতএব, বাবা সমান কমল-আসনধারী হও। অতি স্বতন্ত্র হওয়ার লক্ষণ - যে বাবা আর পরিবারের সকলের অতি প্রিয় হবে। স্বতন্ত্র ভাব অর্থাৎ সবকিছু থেকে পৃথকীকৃত।

(১) নিজের দেহভাব থেকে বিচ্ছিন্ন। যেমন সাধারণ পার্থিব আত্মাদের চলতে-ফিরতে, সকল কর্মাদি করতে করতে সদা আর স্বততোই দেহের ভাব থাকেই, তাদের পরিশ্রম করতে হয় না যে 'আমি দেহ', না চাইতেও সহজ স্মৃতি থেকেই যায়। ঠিক তেমনই কমল-আসনধারী ব্রাহ্মণ আত্মারাও এই দেহভাব থেকে যেন স্বতঃই বিচ্ছিন্ন থাকে, যেমন অ-জ্ঞানী আত্ম-অভিমান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তোমরা স্বভাবতোই আত্ম-অভিমानी, শরীরের ভাব যেন তার নিজের দিকে আকর্ষণ না করে। ব্রহ্মাবাবাকে যেমন দেখেছ, চলতে ফিরতে ফরিস্তা-রূপ বা দেবতা-রূপ আপনা থেকেই স্মৃতিতে থেকেছে। এইরকম ন্যাচারাল দেহী-অভিমानी স্থিতি যেন সদা থাকে - একে বলে দেহভাব থেকে পৃথক। দেহভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমাত্ম-প্রিয় হয়ে যাওয়া।

(২) এই দেহের সর্ব সম্বন্ধ থেকে তোমার দৃষ্টি, বৃত্তি, কৃতি দ্বারা পৃথক থাকা। দেহের সম্বন্ধ দেখেও স্বতঃই আত্মিক, দেহী সম্বন্ধ যেন স্মৃতিতে থাকে, সেইজন্য দীপাবলীর পরে ভ্রাতৃ- দ্বিতীয়া পালন করেছে, তাই না!

যখন ঝলমলে নক্ষত্র অথবা প্রদীপ্ত অবিনাশী দীপক হয়ে জ্বলে ওঠে, তখন ভাই-ভাইয়ের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। আত্মা সম্পর্কে ভাই-ভাইয়ের সম্বন্ধ আর সাকার ব্রহ্মাবংশী ব্রাহ্মণ হওয়ার সুবাদে ভাই-বোনের শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ সম্বন্ধ স্বতঃই স্মৃতিতে থাকে। সুতরাং বিচ্ছিন্ন ভাব অর্থাৎ দেহ আর দেহের সম্বন্ধ থেকে পৃথক।

(৩) দেহের বিনাশী পদার্থেও বিচ্ছিন্ন ভাব। যদি কোনো পদার্থ কোনও কর্মেন্দ্রিয়কে বিচলিত করে অর্থাৎ আসক্তি ভাব উৎপন্ন হয় তাহলে সেই পৃথকভাব থাকে না। সম্বন্ধ থেকে স্বতন্ত্র হওয়া তবুও সহজ, কিন্তু সর্ব পদার্থের প্রতি আসক্তি থেকে আলাদা - অনাসক্ত হওয়ায় রয়্যাল রূপের আসক্তি থেকে যায়। তোমাদের তো বলা হয়েছিল, তাই না যে আসক্তির স্পষ্ট রূপই হলো ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সূক্ষ্ম ও গভীর রূপ হলো ভালো লাগা। ইচ্ছা নেই কিন্তু ভালো লাগে, এই গভীর রূপ ভালো লাগার পরিবর্তে ইচ্ছার রূপও নিতে পারে। সুতরাং এটা ভালোভাবে চেক করো, এই পদার্থ অর্থাৎ অল্পকালের সুখের সাধন আকর্ষণ করছে না তো? যে কোনও সাধন সময়মতো প্রাপ্ত না হলে তাহলে সহজ সাধনা অর্থাৎ সহজযোগের স্থিতি নড়বড়ে হয় না তো? কোনও সাধনের বশ বা অভ্যাসে বিবশ (নিশ্চেষ্ট) হও না তো? কারণ এই সমুদয় পদার্থ সাধন অর্থাৎ প্রকৃতির সুবিধা-সুযোগ। তোমরা তো প্রকৃতিজিত অর্থাৎ প্রকৃতির আধারের ঊর্ধ্বে স্বতন্ত্র কমল-আসনধারী ব্রাহ্মণ। মায়াজিতের সাথে সাথে তোমরা প্রকৃতিজিত হয়ে ওঠে। যেইমাত্র তোমরা মায়াজিত হও, তখনই মায়ী বারবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে ট্রায়াল করে যে 'আমার সাথী মায়াজিত হয়ে যাচ্ছে', সেইজন্য বিভিন্ন ধরনের পেপার নেয়। প্রকৃতির পেপার হলো, সাধনের দ্বারা তোমাদের সবাইকে অস্থিরতার মধ্যে নিয়ে আসা। যেমন, জল। সেরকম কোনো বড় পেপার এখনো আসেনি। কিন্তু জল দ্বারা তৈরি সাধন, অগ্নি দ্বারা তৈরি সাধন, প্রকৃতির এইরকম প্রত্যেক তত্ত্ব দ্বারা তৈরি সাধন মনুষ্যাত্মার জীবনের অল্পকালের সুখের সাধন। সুতরাং এই সব তত্ত্ব পেপার নেবে। এখন তো শুধু জলের ঘাটতি হয়েছে, কিন্তু জলে তৈরি পদার্থ যখন প্রাপ্ত হবে না, প্রকৃত পেপার সেই সময় হবে। প্রকৃতি দ্বারা এই পেপারও সময় অনুসারে অবশ্যই আসবে, সেইজন্য দেহের পদার্থের আসক্তি বা আধার থেকেও নিরাধার অনাসক্ত হতে হবে। এখন তো সব সাধন সহজলব্ধ, কোনও কিছুর অভাব নেই। কিন্তু যে সমস্ত সাধন উপলব্ধ হয়, সেই সমস্ত সাধনকে ব্যবহারে নিয়ে আসতে যোগের স্থিতি নড়বড়ে হতে দিও না। যোগী হয়ে প্রয়োগ করতে হবে, একে বলে, স্বতন্ত্র হওয়া। যখন কোনভাবেই

কোনকিছু তোমার নেই, তখন সেটাকে স্বতন্ত্র হওয়া বলা যাবে না। সবকিছু থাকতে নিমিত্ত মাত্র, অনাসক্ত রূপে প্রয়োগ করতে হবে, তোমার ইচ্ছা বা তোমার পছন্দ হওয়ার কারণে ইউজ ক'র না - এই চেকিং অবশ্যই করো। যেখানে যেখানে কিছু ইচ্ছা থাকবে, সেখানে তুমি যতই পরিশ্রম করো না কেন ইচ্ছা তোমাকে ভালো হতে দেবে না। পেপারের সময় পরিশ্রম করাতেই সময় পার হয়ে যাবে। তুমি সাধনায় থাকার প্রবল চেষ্টা করবে আর সাধন নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। তুমি যুদ্ধ করে, পরিশ্রম করে সাধনের আকর্ষণ সমাপ্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকবে, তখন যুদ্ধের দড়ি টানাটানিতেই পেপারের সময় পার হয়ে যাবে। সুতরাং তখন রেজাল্ট কী হবে? যে সাধন তোমরা ব্যবহার করেছ তা সহজ যোগী থেকে তোমাদের নড়বড়ে করে দিয়েছে, তাই না! প্রকৃতির পেপার তো এখন তীব্র গতিতে আসতে চলেছে, সেইজন্য প্রথম থেকেই সমস্ত পদার্থের বিশেষ আধার - খাবার, পানীয়, বস্ত্র, চলাফেরা, থাকা ও সম্পর্কে আসা - এই সবকিছুর চেকিং করো, কোনও বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিঘ্নরূপ হয়ে ওঠে না তো? এটা এখন থেকে ট্রায়াল (পরীক্ষা) করো। যে সময় পেপার আসবে সেই সময় ট্রায়াল করতে শুরু ক'র না, তখন তো অসফল (ফেল) হওয়ার মার্জিন হবে।

যোগ-স্থিতি অর্থাৎ ব্যবহারে এসেও স্বতন্ত্র স্থিতি। সহজ যোগের সাধনা সাধনের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ প্রকৃতির উপরে যেন বিজয়ী হয়। এইরকম হতে দিও না যে সেটা ব্যতিরেকে তোমরা চলতে অপারগ, সেইজন্য স্থিতি নড়বড়ে হয়ে গেছে... একে স্বতন্ত্র জীবন বলা যাবে না। এমন সফলতা প্রাপ্ত করো যা তোমাদের স্থিতি দ্বারা যেন অপ্রাপ্তিও প্রাপ্তির অনুভব করায়। যেমন স্থাপনের শুরুতে তাদের কোনকিছুর প্রতি আসক্তি আছে কিনা, সেটার ট্রায়ালের মাঝে জেনেবুঝে প্রোগ্রাম রাখা হতো। যেমন, ১৫ দিন শুধু তাদের বাজরার রুটি আর ঘোল খেতে দেওয়া হয়েছে। গম থাকা সত্ত্বেও তাদের এই ট্রায়াল করানো হয়েছে। যেকোন ধরনের অসুস্থকেও ১৫ দিন এই ভোজন খেতে হয়েছে। কেউই অসুস্থ হয়নি। হাঁপের রোগীও সুস্থ হয়ে গেছে, তাই না! তাদের এই নেশা ছিল যে বাপদাদা এই প্রোগ্রাম দিয়েছেন। যখন ভক্তিতে বলা হয় 'বিষও অমৃত হয়ে গেছে', আর এ তো ঘোল ছিল! নিশ্চয় আর নেশা সব পরিস্থিতিতে বিজয়ী তৈরি করে দেয়। সুতরাং এইরকম পেপারও আসবে - শুকনো রুটিও খেতে হবে। এখন তো সব সাধন আছে। তোমরা বলবে - দাঁত যথেষ্ট শক্ত নয়, হজম হয় না। কিন্তু সেই সময় কী করবে? যখন নিশ্চয়, নেশা, যোগের সিদ্ধির শক্তি থাকে তখন শুকনো রুটিও নরম রুটির মতো কাজ করবে, হতাশ করবে না। তোমরা সিদ্ধিস্বরূপের মর্যাদায় যদি থাকো তাহলে কোনকিছুই তোমাদের নাকাল করতে পারবে না। যখন হঠযোগীদের সামনে বাঘ বিড়াল হয়ে যায়, সাপ খেলনা হয়ে যায়, তাহলে তোমরা সহজ যোগী, সিদ্ধিস্বরূপ আত্মাদের জন্য এই সব কোনকিছুই বড় ব্যাপার নয়। আছে যখন আরামে ইউজ করো, কিন্তু যথার্থ সময়ে তোমরা প্রতারণিত হবে না - এটা চেক করো। পরিস্থিতি তোমাদের স্থিতিকে যেন নীচে নামিয়ে না আনতে পারে। দেহের সম্বন্ধ থেকে পৃথক হওয়া সহজ কিন্তু দেহের পদার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে অনেক বেশি অ্যাটেনশনের (ধ্যান) প্রয়োজন।

(৪) পুরানো স্বভাব, সংস্কার থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে। পুরানো দেহের স্বভাব আর সংস্কারও খুব কঠিন। মায়াজিত হওয়ার ক্ষেত্রে এটাই বড় বিঘ্নরূপ হয়ে যায়। অনেক সময় বাপদাদা দেখেন যে পুরানো স্বভাব, সংস্কার রূপী সাপ সমাপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু তার চিহ্ন থেকে যায়, যা সময়তে বারংবার প্রতারণা করে। এই কঠিন স্বভাব আর সংস্কার কখনো কখনো এতটাই মায়ার বশীভূত করে দেয় যে তোমরা ভুলকে ভুল (রং-কে রং) বলে বুঝতে পারো না। তোমাদের 'উপলব্ধি শক্তি' সমাপ্ত হয়ে যায়। এর থেকে পৃথক হওয়ার চেকিংও ভালোভাবে করা প্রয়োজন। যখন উপলব্ধি-শক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন তোমার একটা মিথ্যাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করতে হাজার মিথ্যা বলতে হয়। এমনই পরবশ হয়ে যাও তোমরা! নিজেকে সত্য প্রমাণ করা - এটাও তোমার পুরানো সংস্কারের বশীভূত হওয়ার লক্ষণ। এক হলো, কোন বিষয়কে যথার্থরূপে স্পষ্ট করা, আরেক হলো জিদবশতঃ নিজেকে সঠিক প্রতিপন্ন করা। সুতরাং যারা জেদ এর দ্বারা নিজেকে সঠিক প্রমাণ করে, তারা কখনো সিদ্ধিস্বরূপ হতে পারে না। এটাও চেক করো কোনও পুরানো স্বভাব, সংস্কারের লেশমাত্র কোথাও লুকিয়ে নেই তো? বুঝেছ?

এই চার বিষয়েই যে স্বতন্ত্র তাকে বলা হবে বাবার প্রিয়, পরিবারের প্রিয়। এইরকম কমল-আসনধারী হয়েছে? একেই বলে, 'ফলো ফাদার'। ব্রহ্মাবাবাও কমল-আসনধারী হয়েছেন, তারপরই বাবার নম্বর ওয়ান প্রিয় হন, ব্রাহ্মণদের প্রিয় হন, হয় তা' ব্যক্ত রূপে অথবা অব্যক্ত রূপে। এখনও প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার হৃদয় থেকে কি বের হয়? আমাদের ব্রহ্মাবাবা। তোমরা এইরকম অনুভব ক'র না যে সাকার রূপে তোমরা তাঁকে দেখনি! কিন্তু তোমরা তাঁকে চোখে দেখনি, হৃদয়ে দেখেছ, বুদ্ধির দিব্য নেত্র দ্বারা দেখেছ, অনুভব করেছ সেইজন্য হৃদয় থেকে বলো, "আমার ব্রহ্মাবাবা।" এই লক্ষণ প্রিয় ভাবের। চারিদকের সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র ভাব বিশ্বের প্রিয় করে তুলেছে। সুতরাং এইরকম ভাবে সবকিছু থেকে পৃথক আর সকলের প্রিয় হও। বুঝেছ?

গুজরাট কাছে, ফলো করার ক্ষেত্রেও তারা কাছে। স্থান আর স্থিতি উভয়তঃ কাছে হওয়া - এটা বিশেষত্ব। বাপদাদা তো সদা বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হন। আচ্ছা।

চারিদিকের কমল-আসনধারী, স্বতন্ত্র ও বাবার প্রিয় বাচ্চাদের, সদা মায়াজিত, প্রকৃতিজিত বিশেষ আত্মাদের, যারা সদা ফলো ফাদার করে, নির্ভাবান বাচ্চাদের স্নেহ সম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

মধুবনে আগত সেবাধারী ভাই-বোনেদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ -

(১) যত সময় অবধি মধুবনে সেবা করেছ, ততো সময় নিরন্তর যোগের অনুভব করেছ ? যোগ-বিচ্ছেদ হয়নি তো ? মধুবনে সেবাধারী হওয়া অর্থাৎ নিরন্তর যোগী, সহজ যোগীর অনুভাবী হওয়া। এই অল্প সময়ের স্মরণ সদা স্মরণে থাকবে, তাই না ! যখনই কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, মন থেকে মধুবনে পৌঁছে যেও। তাহলে মধুবন নিবাসী হওয়ায় পরিস্থিতি বা সমস্যা শেষ হয়ে যাবে আর তোমরা সহজ যোগী হয়ে যাবে। সদাসর্বদা নিজের এই অনুভবকে সাথে রাখো। তবে অনুভব স্মরণ করলে তোমরা শক্তি পাবে। সেবার মেওয়া অবিনাশী। আচ্ছা। এই চান্স লাভ করা কম ব্যাপার নয়, অনেক বড় চান্স পেয়েছ তোমরা।

সেবাধারী অর্থাৎ সদা বাবা সমান নিমিত্ত হওয়া, নিরহঙ্কার থাকা। নিরহঙ্কারিতাই সফলতার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সাধন। যে কোনও সেবায় নম্রতা ভাব ও নিমিত্ত ভাব সফলতার সাধন। অতএব, এই বিশেষত্বের সাথে সেবা করেছ ? এমন সেবাতোই সফলতা আর সদা মনে আনন্দের তরঙ্গ। সঙ্গমযুগের উৎসাহ-আনন্দ উদযাপন করেছ, সেইজন্য সেবা, সেবা বলে তোমাদের মনে হয়নি। যেমন, যখন কেউ মল্লযুদ্ধ করে, সে তখন নিজের আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে খেলা মনে করে খেলে। এর মধ্যে ক্লান্তি বা ব্যথা থাকে না, কারণ নিজের মনোরঞ্জননের জন্য আনন্দ উপভোগ করার জন্য খেলে। ঠিক এইভাবেই যদি প্রকৃত সেবাধারীর বিশেষত্ব দ্বারা সেবা করো, তবে কখনও ক্লান্ত হবে না। বুঝেছ ? সদা এইরকমই মনে হবে যেন সেবা নয়, বরং খেলা করছ। সুতরাং যে সেবার জন্যই তোমাদের বলা হোক, তোমরা এই দুই বিশেষত্ব দ্বারা সফলতা লাভ করতে থাকো। এতে সদা সফলতা-স্বরূপ হয়ে যাবে। আচ্ছা।

(২) প্রকৃত তপস্যা সদাসর্বদার জন্য তোমাদের প্রকৃত সোনা বানায়। যার মধ্যে সামান্য এতটুকুও মিশ্র (মিশ্রণ) নেই। তপস্যা সদা প্রত্যেককে এমন যোগ্য বানিয়ে তোলে যে গার্হস্থ্য জীবনেও তোমরা সফল আর প্রালব্ধ প্রাপ্ত করতেও সফল। এমন তপস্বী হয়েছ তোমরা ? যারা তপস্যা করে তাদের রাজযোগী বলা হয়। সুতরাং তোমরা সবাই রাজযোগী। কখনো কোনও পরিস্থিতিতে বিচলিত হও না তো ? সুতরাং সদা নিজেকে এই রীতিতে চেক করো আর চেক করার পরে নিজেকে চেঞ্জ করো। শুধু চেক করে হয়তো হতাশ হতে পারো, হয়তো বা ভাববে যে আমার মধ্যে এই খামতি আছে, এটাও আছে, জানিনা, ঠিক হবে কি না ! সেইজন্য চেকও করো আর চেক করার সাথে চেঞ্জও করো। আর দেখো, দুর্বল হয়ে গেলে, সময়ও চলে গেল। কিন্তু সময়ে যারা কর্তব্য পালন করে তাদের সদা বিজয় হয়। তাহলে তোমরা সবাই সদা বিজয়ী, শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়েছ ? সবাই শ্রেষ্ঠ নাকি নম্বর অনুক্রমে রয়েছ ? যদি তোমাদের নম্বর জিজ্ঞাসা করা হয় যে কতো নম্বরে আছ, তো সবাই তোমরা বলবে নম্বর ওয়ান। কিন্তু সেই নম্বর কতো হবে ? এক নাকি অনেক ? ফার্স্ট নম্বর তো সবাই হবে না, কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশনে তোমরা আসতে পারো। ফার্স্ট নম্বর শুধুই এক হবে, কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশনে অনেকে আসবে, সেইজন্য ফার্স্ট নম্বর হতে পারো। রাজ-সিংহাসনে একজন বসবে কিন্তু আরও তো সাথী থাকবে, তাই না ! সুতরাং রয়্যাল ফ্যামিলিতে আসাও রাজ্য অধিকারী হওয়া। অতএব, ফার্স্ট ডিভিশন অর্থাৎ নম্বর ওয়ানে আসার পুরুষার্থ করো। এখনও পর্যন্ত দুই-তিনের সীট ব্যতীত কোনো সীট ফিক্স হয়নি। এখন যে যত পুরুষার্থ করতে চাও করতে পারো। বাপদাদা তোমাদের বলেছিলেন, তাই না যে এখন লেট হয়েছে, কিন্তু 'টু লেট' হয়নি। সেইজন্য সকলেরই এগিয়ে যাওয়ার চান্স আছে। প্রত্যেকের চান্স আছে উইন (জয়লাভ) করে নম্বর ওয়ানে আসার। সুতরাং সদা উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন থাকে। এইরকম হতে দিও না, ঠিক আছে কেউ নম্বর ওয়ান হতেই পারে, আমি দু'নম্বরেই ঠিক আছি। একে বলে দুর্বল পুরুষার্থ। তোমরা সবাই তো তীর পুরুষার্থী, তাই না ? আচ্ছা।

বরদানঃ বিচক্ষণ হয়ে সেই সঙ্গে তিন প্রকারের সেবা করে সফলতা-মূর্ত ভব
বর্তমান সময় অনুসারে মন্সা, বচন আর কর্ম দ্বারা তিন প্রকারের সেবা একসাথে হওয়া প্রয়োজন। বাণী
আর কর্মের দ্বারা সেবা করার সাথে সাথে শুভ সঙ্কল্প এবং শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা মন্সা সেবা করতে থাকো, তখনই
তোমরা তার ফল লাভ করবে, কারণ বাণীতে শক্তি তখনই আসে যখন মন্সা শক্তিশালী হয়, নয়তো যারা

শুধু কথার কথা বলে সেই পন্ডিভের মতো হয়ে যায়, কারণ তারা তেতাতর মতো পড়ে রিপট করে । জ্ঞানী অর্থাৎ বিচক্ষণ, ঁকই সঙ্গে তিন রকমের সেবা করে আর সফলতার বরদান প্রাপ্ত করে নেয় ।

স্লোগান:-

নিজের বোল, কর্ম আর দৃষ্টি দ্বারা শান্তি, শক্তি ও খুশির অনুভব করানোই মহান আত্মাদের মহত্ব ।